শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

বিবেকের দান

(বৈষ্ণবদর্শন)
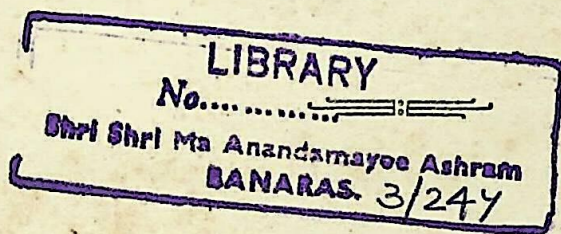
শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইচরণাশ্রিত
বৈষ্ণবদাসানুদাস
দীন-হীন কাঙ্গাল
পঞ্চানন

ফাল্গুনী পূর্ণিমা,
সন ১৩৪৪ সাল।

প্রকাশক—
দীন-হীন কাঙ্গাল
শ্রীপঞ্চানন রায়,
রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।

— প্রাপ্তিস্থান —

১। শ্রীরাধাপ্রসাদ নন্দী,
সেণ্টজেমস্ লেন—হরিসভা, বহুবাজার,

২। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, ভক্তিসাগর,
৫ নং জেলিয়াপাড়া লেন, বহুবাজার,

৩। শ্রীভবতোষ মুখোপাধ্যায়,
১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

৪। ললিত মোহন শীল এণ্ড সন্স,
জুয়েলার্স,
৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভিঃ, পিঃ, তে লইতে হইলে নিম্নলিখিত
ঠিকানায় পত্র লিখিবেন :—

৫। কমলা বুক্ ডিপো, লিমিটেড্,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,

৬। দি বুক্ কোম্পানী লিমিটেড্,
৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ
ওরিএন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব!

আমি সত্য সত্যই আপনার হতভাগ্য পুত্র, তাই অর্থকৃচ্ছ্রতানিবন্ধন জ্ঞানের সঞ্চার হ'তে না হ'তেই বিদ্যাশিক্ষার্থ মাতুলালয়ে আশ্রয় লই, এবং তারপর বিদেশে বিদেশে থাকায় আপনার সেবা শুশ্রূষায় বঞ্চিত হই। আপনি আমাকে কতই না স্নেহ ক'রতেন! কত সময় নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন! কত কষ্ট ক'রেই না আমাকে মানুষ ক'রেছিলেন! সে সব কথা স্মরণ হ'লে আমার হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উঠে। আপনি নিজগুণে সন্তান ব'লে আমায় ক্ষমা ক'র্বেন। মন্দাকিণী ধারার ন্যায় স্নিগ্ধ, পূত ও নিরবচ্ছিন্ন আপনার স্নেহের তুলনায় আমার দেওয়ার কিছুই নেই তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুদত্ত **"বিবেকের দান"** আপনার স্বর্গগত আত্মার প্রীত্যর্থে উৎসর্গ ক'রে কিঞ্চিৎ ধন্য হ'চ্ছি।

রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫১,
ফাল্গুণী পূর্ণিমা।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—
আপনার ভাগ্যহীন পুত্র
পঞ্চানন।

মা! সংসারের খেলা আমার সাঙ্গ হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আমায় বজ্রবেদনে জাগিয়ে ডাক্‌ছেন্। আর ফিরাস্ নে মা! তুই আমায় কত সময় না খেয়ে খাইয়েছিস্, আমার অসুখ হ'লে কত রাত না চিন্তাকুল মনে আমার শিয়রে ব'সে জেগেছিস্, আর তোর দুনয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হ'য়ে গেছে। সবই আমার মনে আছে মা সবই আমার মনে আছে! অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় সব সময়েই আমার উপর তোর স্নেহ প্রবাহিত। তোর ঋণ যে আমি কোন জনমেই শোধ ক'র্‌তে পার্‌বোনা মা। আমি কুপুত্র, তাই তোর সেবাশুশ্রূষা ক'রে ধন্য হ'তে পার্‌লুম্ না। নিজগুণে আমার সব অপরাধ ভুলে গিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্ মা যা'তে আমি শ্রীশ্রীগৌর ও নিতাইসুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সচ্চিদানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে আমার অনাদিদগ্ধ প্রাণে পরা শান্তি লাভ ক'রতে পারি।

রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫১,
ফাল্গুণী পূর্ণিমা।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—
আপনার হতভাগ্য পুত্র
পঞ্চানন।

আমার অসহ্য ব্যথার ভিতর দিয়ে যে গ্রন্থ-প্রসূন ফুটে উঠেছে তার মূল কারণ সেনহাটী, (খুলনা) নিবাসী আমার পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন সেন, এবং অভিন্ন মূর্ত্তি শ্রীধাম বৃন্দাবন (কালীয়দহ) নিবাসী বাবা রাধাচরণ দাস (ব্রহ্মচারী), আড়পাড়া (যশোহর) নিবাসী শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ ব্রহ্মচারী এবং লাহোরের খ্যাতনামা দরবেশ ক্রামৎ আলি। ইহারা চারিজনেই আমি যে ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়েছিলুম তাহ'তে আমাকে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের নিকটই আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলুম।

আমাদের সহকর্ম্মী শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া, (হুগলী) নিবাসী আমার প্রিয় বন্ধুবর শ্রীযুত দেবসেবক ধর আমার যে কতদূর উপকার ক'রেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। যখন আমি ভীষণ ব্যাধির সময় চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলুম্ তখন এই যুবকই আমাকে নানারূপ সান্ত্বনা, উপদেশ ও উৎসাহ পূর্ণ পত্রের পর পত্র লিখে আমার অবসন্ন হৃদয়ে বল ও বুদ্ধির সঞ্চার ক'রেছিল। সত্য সত্যই উপলক্ষভাবে আমার প্রতি এই যুবকের অকৃত্রিম ভালবাসার জন্যই আজ আমাহেন হতভাগ্য এই পুস্তকখানি নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে রচনা ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছে। এই যুবকের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকলুম্ এবং শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যা'তে এই যুবক চিরশান্তিতে জীবন অতিবাহিত ক'রে অন্তিমে পরাশান্তি লাভ ক'র্‌তে পারে।

শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী ভূতপূর্ব্ব দিনাজপুর রাজপণ্ডিত পরমশ্রদ্ধাস্পদ ও পরম পূজ্য শ্রীলাদ্বৈতবংশসম্ভূত প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভাগবতভূষণ মহোদয় অনুগ্রহ প্রকাশে এই শ্রীগ্রন্থ দেখে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শাখা বংশোদ্ভব ভক্তপ্রাণ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপ্রকাশে তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে অধমের এই গ্রন্থখানি সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। তাঁহার নিকটও অধম চিরঋণী।

সুফলাকাটী, (যশোহর) নিবাসী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ বন্ধুবর শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র নাথ আশ মহাশয়; হুসেনপুর, (শ্রীহট্ট) নিবাসী ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল, সারকুলার রোড, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু অঙ্গনা চরণ দাস মহাশয়; মহেশ্বরপাশা, (খুলনা) নিবাসী মহেশ্বরপাশা গভর্ণমেণ্ট এডেড্ আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক—শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়; নরপাড়া, (ময়মনসিংহ) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু বলাইলাল সাহা মহাশয়; ২৭নং নবীন কুণ্ডু লেন, (কলিকাতা) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু গোকুল চন্দ্র নন্দন মহাশয়; মাধবীতলা, চুঁচুড়া, (হুগলী) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু সুবল চন্দ্র পাল মহাশয়; ৩১, নেপাল সাহা লেন, (হাওড়া) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু অমল চন্দ্র রায় মহাশয়; শোল্লা, (ঢাকা) নিবাসী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সাহা মহাশয়; ৪০সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট (কলিকাতা) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শান্তিপুর (নদীয়া) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পাল মহাশয়,—এই গ্রন্থের ছবিগুলি দিয়ে আমাকে অত্যন্ত সাহায্য ক'রেছেন। তাঁদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সর্ব্বসাধারণ ও সুধীজনের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মৌলিক ইতিহাস জানিবার সুযোগ হইবে বিবেচনা করিয়া স্বনামধন্য পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ বসু, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচার কিয়দংশ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্) শ্রীগ্রন্থশেষে সন্নিবেশ করিলাম। তাঁহার নিকটও আমি চিরবাধিত রহিলাম।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং প্রভু শ্রীশ্রীসীতানাথের অপার করুণায় পোলবা (হুগলী) নিবাসী প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় তারিণী চরণ দত্ত-চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র—১৭৩–১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ দত্ত চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর সহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত মহোদয় সানন্দে এই শ্রীগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকটও আমি বিশেষ ঋণী রহিলাম।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ !

বহুদিন যাবৎ পতিতপাবন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাহেন পতিতকে কত কথাই না ব'ল্‌ছেন এবং জগতে সেই সব জিনিষ নিমিত্তমাত্র হ'য়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান ক'চ্ছেন্। আমি নানা দুর্দ্দৈববশতঃ এ যাবৎ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি নাই। আজ শ্রীগৌরসুন্দরেরই তীব্র আজ্ঞায় আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদত্ত জিনিষ পরিবেশন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি। আশা করি নানাবিধ বাসনার দুর্গন্ধযুক্ত পাত্রের ভিতর দিয়ে পরিবেশিত হ'লেও আপনারা নিজগুণে আমার শতছিদ্রযুক্ত গদ্য ও কবিতাবলীর ত্রুটী মার্জ্জনা ক'রে সাদরে ইহার ভাব গ্রহণ ক'র্‌বেন। তা' হ'লে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান ক'র্‌বো। ইতি—

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫২,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
সন ১৩৪৪ সাল।

আপনাদের স্নেহাকাঙ্ক্ষী
কাঙ্গাল **পঞ্চানন।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

এই গ্রন্থে যে সকল দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করা হ'য়েছে, গ্রন্থের শেষভাগে সেইগুলির যথাসম্ভব অর্থ সন্নিবেশিত করা হ'ল', তথাপি যদি এ বিষয়ে কোনও ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় তবে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যেন সে জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও অনুভবজ্ঞ বৈষ্ণব-মহাজনগণের নিকট স্ব স্ব হিতার্থে জিজ্ঞাসু হ'য়ে সমস্ত শব্দের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন ; তা' হ'লে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো। আরও নিবেদন ক'চ্ছি যে, গ্রন্থের অনেকস্থলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অনেক পয়ার উল্লিখিত হ'য়েছে। শ্রীবৃন্দাবনবাসীর অনুরোধে উক্ত শ্রীগ্রন্থ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় রচিত হ'য়েছিল। এ বিষয়েও যেন পাঠক-পাঠিকাগণ বিশেষভাবে দৃষ্টি করেন।

এতদ্ব্যতীত ভজনের সুবিধার্থ বৈষ্ণব-মহাজনগণের ও ভক্তগণের কতকগুলি কীর্ত্তনগীতি সংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক'রেছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাহেন মহাপাতকীকে কৃপা ক'রে কতকগুলি সাধন-সঙ্গীত দান ক'রেছেন, সে গুলিও সন্নিবেশিত ক'রেছি। আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দৃষ্টি সে দিকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'চ্ছি। আরও আশা করি যে নাটক-নভেলের ন্যায় এই গ্রন্থখানি পাঠ না ক'রে রাগমার্গে সাধন-ভজনের প্রণালী জান্‌বার এবং তদনুযায়ী কার্য্য ক'রবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি যেন পাঠ করা হয়।

আমি পূর্ব্বে মনে ক'রেছিলুম যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত এই শ্রীগ্রন্থের মূল্য—মাত্র "শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন" ধার্য্য ক'রবো, কারণ আমার দয়াল প্রভু বিনা মূল্যেই "শ্রীনাম"

বিতরণ ক'রে গেছেন কিন্তু আমার জনৈক বন্ধু আমাকে অন্ততঃ পুস্তকের ন্যায্য মূল্য লইতে পরামর্শ দেওয়ায় আমি চিন্তা ক'রে দেখলুম যে আমার আর্থিক অবস্থা এরূপ নয় যা'তে আমি বহু লোককে এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ ক'র্‌তে সমর্থ হই। তাই আপনাদের নিকট হ'তে ভিক্ষা ব'লে যৎসামান্য মূল্য নিচ্ছি। এই ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা আমাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের প্রাচীন মন্দির সংস্কার, দীন দুঃখীর সেবা, শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই সুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা এবং অন্যান্য সৎকার্য্য ক'রবো ব'লে মনস্থ ক'রেছি। হরিনাম বিক্রয় ক'রে উদর পূর্ত্তি করা কিংবা ভোগবিলাসে ব্যয় করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনাদের নিকট আরও জানাচ্ছি যে আপনারা সকলেই আমাকে অন্তর হ'তে আশীর্ব্বাদ ক'রবেন যেন আমি কোন দিনই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দসুন্দরের শ্রীচরণচ্যুত না হই এবং এই পুস্তকখানি নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে রচনা ক'রলুম্ ব'লে আমার মনে যেন দুষ্ট বুদ্ধির প্রেরণায় কোন প্রকার অভিমান বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব স্থান না পায় এবং আমি যেন আমরণ প্রতিষ্ঠাকে ভজনদ্রোহী মনে করে আমার জীবনের খেলা সাঙ্গ ক'র্‌তে সমর্থ হই।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে।

"বিবেকের দান" নাম দিয়া বৈষ্ণবদর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়া শ্রীযুত পঞ্চানন রায় মহাশয় একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন প্রভু সীতানাথের কৃপায় ইঁহার চেষ্টা ও মনোবাসনা ফলবতী হউক ইতি—

শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী।
শ্রীধাম শান্তিপুর,
২৩ শ্রাবণ, ১৩৪৩।

শ্রীশ্রী৺রাধামদনগোপালঃ শরণং।

শ্রীগৌরাঙ্গগতপ্রাণ শ্রীমান্ পঞ্চানন রায় ভায়াজীবনের **"বিবেকের দান"** গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে। ইতি—

জগদ্‌গুরু শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুবংশ্য
শ্রীরামগোপাল গোস্বামী।
শ্রীশ্রীনীলকান্ত কুঞ্জ।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণং।

স্নেহের পঞ্চানন বাবু!

আপনার লিখিত "বিবেকের দান" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কারণ বিবেক দ্বারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। বিবেকহীন মানুষ পশু সংজ্ঞায় অভিহিত। যে মানুষ হঠতাভিনিবেশকে পদাঘাত করিয়া সৎবিবেকের পূজা করে সে জনই মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। জ্ঞানী সাধক নিত্য ও অনিত্য, জড় ও চেতন বস্তুর বিবেক দ্বারাই ব্রহ্ম উপাসনায় অধিকার লাভ করে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এবং রস বিবেক দ্বারাই ভক্তি সাধক ব্রজরাগানুগীয় ভজনে লোভী হইয়া থাকে। আপনি সেই বিবেক জিনিষটিকে সরল ভাষায় আখ্যায়িকাময় প্রবন্ধে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করাতে সাধারণ বালকবালিকাদিগেরও বিবেকের মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হইবে। আমি শ্রীনিতাইচাঁদের নিকটে প্রার্থনা করি, আপনিও পারমার্থিক বিবেকলাভে কৃতার্থ হউন।

স্নেহাশীর্ব্বাদক—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো জয়তি।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-দয়ৈকলব্ধজীবন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের "বিবেকের দান" বস্তুতঃই বিবেকের দান হইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ববিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। বিশেষতঃ সুযুক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবদর্শন-সমালোচনাও গ্রন্থকার যথাসাধ্য করিয়াছেন। গদ্য-পদ্যরচনার ভাবও হৃদয়গ্রাহী। আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থ না পড়িলেও গ্রন্থের স্বল্পাংশেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের বহু শাস্ত্রালোচনা-সৎসাহস-বহুলায়াস এবং সঙ্গীত সমূহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আশা করি গুণমাত্রৈকগ্রাহক গ্রাহক, সৎপথ-পান্থ স্বস্বসম্প্রদায়িজন সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধেই "বিবেকের দান" সংগৃহীত হইলে সুসময়ে এবং দুঃসময়ে পরমোপকার সাধন করিবে। সঙ্কল্পবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থকারের সৎসংকল্প সিদ্ধ হউক। ইতি—

২৬শে ভাদ্র, রবিবার,
সন ১৩৪৩।
শ্রীধাম বৃন্দাবন,
পুরানাসহর।

শ্রীবৃন্দাবনধাম নিবাসি-
কাব্যতীর্থভক্তিভূষণোপাধিক
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভাগবতশাস্ত্রী
(ভূতপূর্ব্ব শ্রীবৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক।)

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং।

২২ নং, কৃষ্ণদাস পালের লেন,
সিমুলিয়া, কাঁসারীপাড়া।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় সমীপেষু—

আপনার **"বিবেকের দান"** নামক পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি আংশিক পাঠ করিয়াছি। যাহা পড়িয়াছি তাহাতেই মনে হয় যে, আপনি দুরূহ ভগবত্তত্ত্ব সহজে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভগবদাশীর্ব্বাদে সে চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে। আপনার এবম্বিধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি ভক্তসমাজে আদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি। ভগবচ্চরণে ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি। অলং পল্লবিতেন

শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার।
১৮।২।৪২

These pages contain spontaneous outbursts of powerful divine feelings which have from time to time come across the devotional heart of Sreeman Panchanan Roy. All the sentiments expressed herein are charmingly melodious and highly poetical as if they are the products of genuine inspirations imparted to the author from High above. Every line appears to me to speak a volume of spiritual philosophy moulded into most beautiful meters musically framed and formed. Most of the lyrical lines may be considered as powerful eloquence of a God-devoted soul which I doubt not will infuse the similar feelings in the hearts of the readers.

These songs are brilliant specimens of genuine poetry which raises our souls to the highest realm of spirituality propounded and propagated by Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu—The Abatar of Nadia. Almost all the sonnets are most attractive, fascinating and appealing to the hearts of thoso who have devoted themselves to the devotion of our beloved God Sree Gauranga (Sree Radha-Krishna combined). I hope and firmly believe that any heart susceptible to high feelings of religion cannot but be moved by perusal of this sacred work composed by Sreeman Panchanan Roy of Lohagara, Jessore.

Rasik Mohan Vidyabhusan.
Baghbazar, Calcutta.

আজ এই ধর্ম্মবিপ্লবদিনে সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মালোচনাপদ্ধতির সাধারণ জনসুগম পন্থা একান্ত অভীপ্সিত, কিন্তু দারিদ্র্যাদি বিপ্লুত দেশে সেই ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেও ধর্ম্মনিষ্ঠ-ধর্ম্মাচার্য্য ঋষি দুর্ল্লভ, আবার ঋষিপ্রাণ রাজর্ষি ততোধিক। অতএব সাধারণ জনসুগম, সুললিত ছন্দোবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাধ্যয়নই ধর্ম্মালোচনার বিশিষ্ট পন্থা অবশিষ্ট।

৺কাশীরাম দাস কৃত মহাভারত তদানীন্তন দেশবাসীর ধর্ম্মানুষ্ঠান সহায়করূপে যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। এই মহাভারত গ্রন্থও বহুবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতত্ত্বে পূর্ণ থাকায় বেদচতুষ্টয়ের তুল্যই দুর্ব্বোধ এবং ইদানীন্তন-জন-সাধারণ উহার সামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলারসমাত্রাশ্রিত শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থ সরস করিয়া অনূদিত থাকিলেও মূল্যাধিক্য জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। ভক্তকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বর্ণিত সরস শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতও অধুনা তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্ত।

এই গ্রন্থখানিতে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলারসাশ্রিত বৈষ্ণবদর্শন অতি সরল ও সুরসছন্দে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রোক্তগ্রন্থখানি অজ্ঞানোপহত দরিদ্র দেশবাসীর ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়োপযোগী সহায়ক হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

আমি শ্রীমৎ পঞ্চানন রায় মহাশয়ের এই উদ্যমের জন্য প্রশংসা না করিয়া পারি না। তাহার এই উদ্যম সফল হউক ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ইতি—
কাব্যতীর্থোপাধিক শ্রীতরণীকান্ত শর্ম্মা
অধ্যাপক—সারঙ্গাবাদ চতুষ্পাঠী।

এই গ্রন্থকার শ্রীমান্ পঞ্চানন রায় আমার পরম স্নেহের পাত্র। আমি ইহার সরল ব্যবহারে ও শাস্ত্রানুসন্ধিৎসুবৃত্তিতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। শ্রীমানের একান্ত অনুরোধে এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পড়িয়াছি ও যথাশক্তি সংশোধন করিয়াছি। শ্রীমান নবীন লেখক, অবশ্য আমিও একথা স্বীকার করি, কিন্তু তার নবীনা লেখনীর নর্ত্তন ভঙ্গীতে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণেরও বিস্ময় ও আনন্দের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তথাপি পরাবিদ্যালাভের জন্য তার এতাদৃশ অনুরাগ বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। যাঁহারা "শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে" অনভিজ্ঞ হইয়াও তদ্‌বিজ্ঞতার অভিমান করেন তাঁহাদের

এই গ্রন্থ পাঠে অতিশয় উপকার হইবে। আমি সর্ব্বসাধারণকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি। যুক্তি ও প্রমাণে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব হইয়াছে। আমরা নবীন কবির দ্বিতীয় কৃতিত্বের পানে চাহিয়া রহিলাম। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীমানের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দপদাশ্রিতানুদাস
শ্রীগৌর গোপাল গোস্বামী,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

I am highly grateful to my generous and high-minded masters Mr. H. Thompson, Mr. R. D. Ricketts and Mr. A. R. Martin of Messrs. Ralli Rrothers Limited, Calcutta, but for whose sympathetic, generous and strenuous effort towards saving my service which I was going to bid farewell to, owing to my unfortunate illness for a period of six months, it would have been simply impossible for me to compose and publish the book which I think would not miss to give information to those whom it may concern about the Vaishnab Philosophy as preached by the Lord Gauranga, which is being well appreciated now even by the Western World.

Panchanan Roy.

ভক্তি
বৈধী
রাগানুগা
কামাত্মিকা
(মধুর রস)
সম্ভোগেচ্ছাময়ী
স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব
সম্বন্ধাত্মিকা
শান্ত
দাস্য
স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ
সখ্য
স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ
বাৎসল্য
স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ
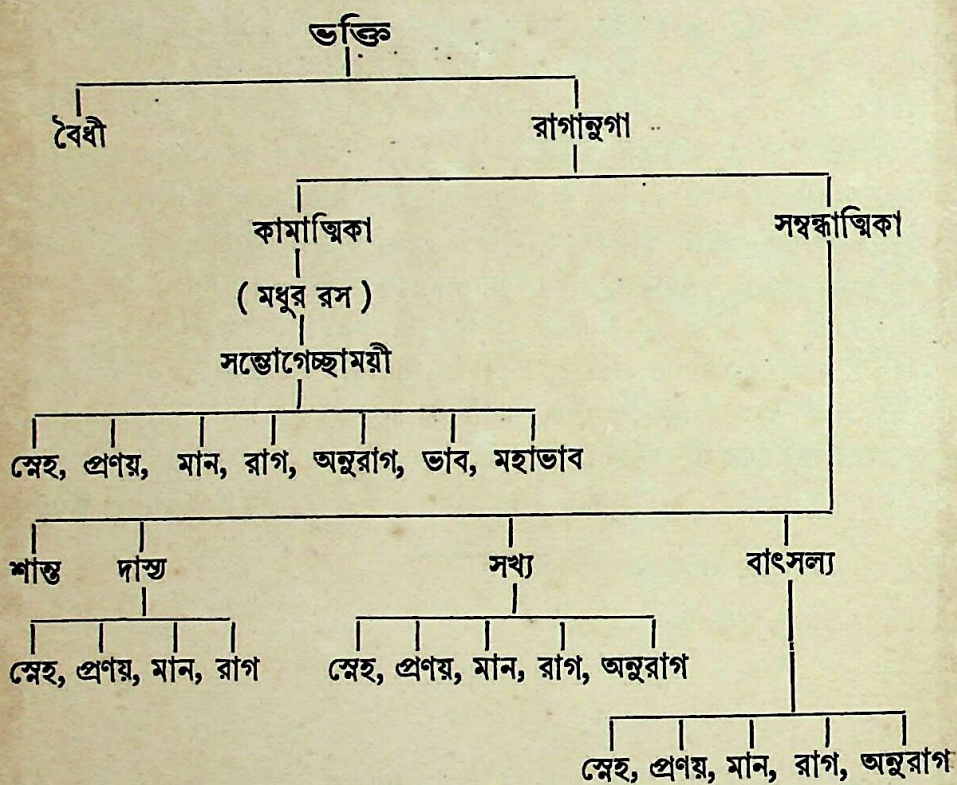
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
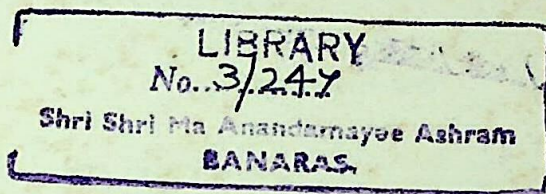
"Ye Traveller who passes by,
As you are now so once was I,
As I am now so thou shalt be,
So be prepared to follow me."
—An Exclamation of a Departed Soul
from the Grave.

পারে যাবি কেরে ভাই আয় চ'লে আয়,
বেলা ব'য়ে যায় ওরে বেলা ব'য়ে যায়!

অঞ্জলি।

গৌর আমার! নিতাই আমার!
যেওনাকো ভুলে;
ঠেল্‌লে পায়ে কেবা আমায়
নেবে কোলে তুলে!
ছিলাম সুখী যখন আমার
মধুর বাল্যকালে,
দেখ্‌তাম দু'ভাই সারা বিশ্বে
নাচ্‌ছ 'কৃষ্ণ' ব'লে;
সাম্‌নে কোন বিপদ জেনে,
নিতে আমায় বুকে টেনে,
মুছিয়ে দিয়ে মলিন মুখ,
ক'র্‌তে ব্যথা দূর।
তেমনি ক'রে এস দু'ভাই
বাজিয়ে মধুর সুর॥
সংসার কারা বড়ই ভীষণ
তীব্র জ্বালাময়,
শান্তি নাহি শ্রান্তি ভরা,
শয়তানেরি জয়;
ডাক্‌বো কৃষ্ণে মনে করি,
মায়া মোহ আসে ঘেরি,
হয়না ডাকা দীনসখা,
হই যে দিশেহারা।
রক্ষা কর হে বিশ্বম্ভর!
নাশি মায়া ত্বরা॥

——কাঙ্গাল পঞ্চানন।

গ্রন্থ-সূচী ।

চিত্র-সূচী।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রদত্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী।
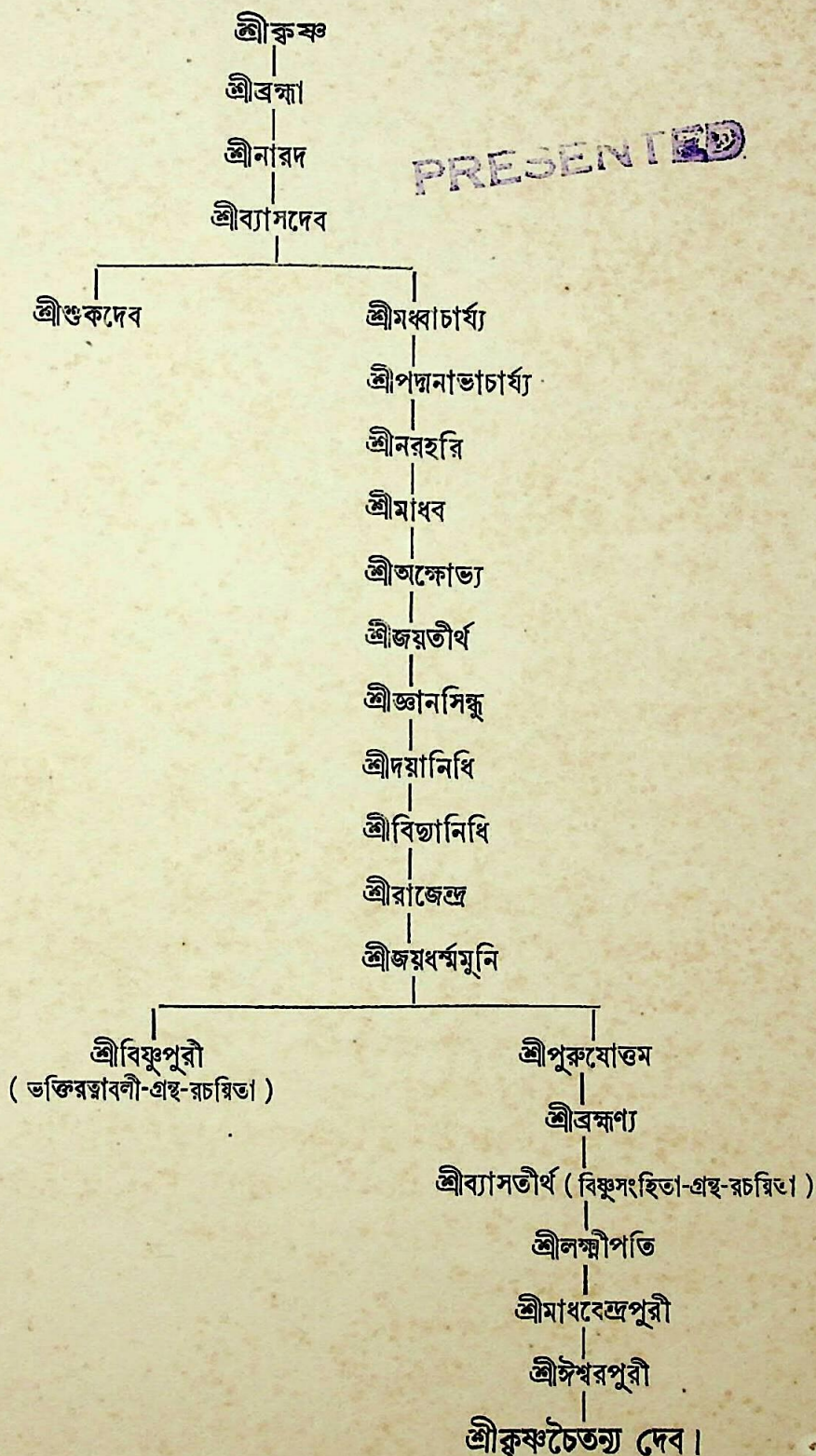
শ্রীবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা।

কর্ণপূরং কবিং বালং চাকরোচ্চপলং শুভং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যসজ্ঞকং॥

শ্রীবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা না থাকিলে উপলক্ষভাবে উল্লিখিত কবিতাবলীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমি সংক্ষেপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণকৃপাপ্রার্থী হইয়া ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার ভিতর বহু ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেজন্য আশা করি আপনারা দয়াপ্রকাশে অধমের ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশ্লেষণ।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহের উপাসক তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয়। নিখিল শ্রীভগবৎস্বরূপ ব্যাপকত্ব হেতু বিষ্ণু নামে কথিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্ম = ধৃ ধাতু মন্ অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে ধারণ ও পোষণ করে তাহাই ধর্ম্ম। তাহা হইলে "বৈষ্ণবধর্ম্মের" ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল যে, যে ধর্ম্মের উপাস্য শ্রীভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহ।

মূল চারিপ্রকার সম্প্রদায়, তাহার শাখা নির্ণয় এবং শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য ও তৎপ্রাপ্তির মন্ত্র।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। অনেক প্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমাধ্ব ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় বহু পুরাতন। আরও দুইটী সম্প্রদায় আছে তাহারও এখানে উল্লেখ করিতেছি, যথা—শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কেবলমাত্র শ্রীদশাক্ষর ও শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের উপাসনা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা। কেবলমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ই শুদ্ধাভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সাধনা করেন। শ্রীব্যাসতীর্থের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, এই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীই শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষা প্রদান করেন যাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী হইতে, শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় শ্রীসনক হইতে, শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্মা হইতে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় শ্রীরুদ্র হইতে প্রথম বীজমন্ত্র লাভ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় হইতে বাহির হইয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু। রাগমার্গে ব্রজের উপাসনাই ইঁহাদের সাধনা। শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের শাখা।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বস্তু কি এবং পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ সুত্রেআবদ্ধ ইহা লইয়া সকলেই বিচার করিয়াছেন। জীবের সঙ্গে শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা বলিতে গিয়া শ্রীরামানুজ বলিলেন যথা 'ধান্যরাশি'। আমরা প্রত্যেক জীব একটী একটী ধান্য এবং শ্রীভগবান আমাদের লইয়া 'ধান্যরাশি'। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাঁহারা বলেন জীব ও ভগবানে প্রথম ভেদ বুদ্ধি থাকে, পরে সাধনার শেষে অভেদ ভাব প্রতীতি হয়। শ্রীমাধ্ব ও শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সেবক ও সেব্যভাব সকল সময়ে বর্ত্তমান বলিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথাবলম্বনে বলেন যে জীব এবং ভগবানের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বর্ত্তমান। জীব যুগপৎ ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ ও অভেদ। জগতে 'আমি' ও 'আমার' পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। 'আমি' পদার্থটী ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইলে তাহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। 'আমার' পদার্থটী ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইলে প্রেমভক্তির পরমসাধ্যতত্ত্ব ভগবৎসেবারূপ মুক্তি লাভ হয়। এইটী হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষত্ব। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন :—

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

কৃষ্ণ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ অথবা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্বপ্রকাশ, কারণ আমরা এই গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই :—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

জ্বলিত অগ্নির যতদূর পর্য্যন্ত নিজের সীমা অর্থাৎ জ্বলিত অগ্নি যতদূর বিস্তৃত—তন্মধ্যে সমস্তই পূর্ণ চিদ্ব্যাপার। তাহার বহির্ম্মণ্ডলে ইহার কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে। কিরণটী স্বরূপ শক্তির অনুকার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অনুকার্য্যের মধ্যে অবস্থিত কিরণকণ সকল তাহার পরমাণু। জীব সকল সেই পরমাণু সমূহ। অথবা বলা যাইতে পারে কিরণ ও কিরণকণ-সমূহ সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়াও যেরূপ সূর্য্যেই থাকে সেইরূপ জীবশক্তিস্বরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণের পরমাণু সদৃশ জীব-নিচয় কৃষ্ণ সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়াও অপৃথকভাবে অবস্থান করে। যদিও এইরূপ-ভাবে জীব অপৃথক তত্রাচ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ-লাভ করতঃ তাহাদের সীমাবদ্ধ মন ও বুদ্ধি লইয়া কৃষ্ণ হইতে নিত্য পৃথক্ থাকে। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর

বলিয়াছেন যে জীব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিত্যই যুগপৎ ভেদাভেদ তত্ত্ব বর্ত্তমান। জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত, অত্যন্ত অনুস্বরূপ বলিয়া চিৎবলের অভাবে মায়াবশযোগ্য। জীবের সত্ত্বায় মায়াগন্ধ আদৌ নাই, জীব মায়ার পরতত্ত্ব। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই জীবের দুর্দ্দশা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বরগে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "জৈবধর্ম্ম" নামক পুস্তকে জীবের পতন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে আমরা চিৎ ও জড় জগতের অথবা বিরজা ও প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী যে তট সেখানেই অবস্থান করিতেছিলাম। মায়াতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা মায়ার খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেখানে ভূত, ভবিষ্যৎ কাল নাই, নিত্যবর্ত্তমান কাল সেখান হইতে "মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতে যখন বহির্মুখতা লক্ষিত হয় তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই এই জন্যই 'অনাদি বহির্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও আমরা শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে তাঁহারা বলিতেছেন "আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস," এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থাশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগবাসনা করায় তাঁহার মায়াপ্রবেশ হয়। মায়াপ্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কাল গণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা হয়; যেহেতু তাহা মায়িককালের পূর্ব্বে হইয়াছে। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন।"

জীবের স্থান নির্ণয় ও তৎসম্বন্ধে বিচার।

আমাদের শ্রীধাম নবদ্বীপ বা শান্তিপুর নিবাসী যে সব গোস্বামীপাদ আছেন এ বিষয়ে তাঁহাদেরই শ্রীচরণ আমি বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদেরই মতাবলম্বনে লিখিতেছি যে অনাদিকাল হইতেই আমরা কৃষ্ণবিমুখ। এই অনাদি শব্দটীর অর্থ আমরা সিদ্ধ অবস্থার পূর্ব্বে কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না কারণ আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি সকলই সীমাবদ্ধ। যাহা হউক স্বরূপতঃ আমরা শ্রীকৃষ্ণেরই দাস এবং তাঁহারই তটস্থাশক্তি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই তবে অণু বলিয়া আমরা মায়াবশযোগ্য। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আমাদের অণুতাবশতঃ আমরা কোনদিনই কৃষ্ণসেবাতৎপর ছিলাম না বা বিরজা ও প্রকৃতির সন্ধিস্থলে ছিলাম না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও আমাদের নিত্যবদ্ধ জীব বলিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ঃ—

জীবজগৎ নির্দ্দেশ।

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পার্ষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ"॥

শাস্ত্রকারেরা বলেন সে ধামে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না তাই সে ধাম হইতে পতন কিরূপ সম্ভব তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের যেরূপ মত যদি ঐরূপ কোন অর্থ হইত তবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের কোনও না কোনও স্থানে ঐরূপ ব্যাখ্যা দিতেন। শাস্ত্রের অনেক জায়গায় 'অনাদি' শব্দ পাওয়া যায়। সব জায়গায় 'অনাদি' শব্দের অর্থ 'অনাদি'ই, অন্য অর্থ নয়, তবে কেন এখানে অন্যরূপ করিব? শাস্ত্রোক্ত শব্দগুলির স্বরূপ ও মুখ্য অর্থ করাই ভাল, গৌণ অর্থ করার আবশ্যক কি? অবশ্য শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ধ্যানস্তিমিত মানসনেত্রে এই কথার অর্থ যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই অর্থই জীবের কল্যাণের জন্য বলিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু সকলের সাধনা ত' একরূপ নয় তাই অন্যান্য সাধকগণের মত প্রকাশ করিলাম। পাঠকপাঠিকাগণ যে মতটা তাঁহাদের সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিবেন সেই মতটাই লইতে পারেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। সাধনায় অগ্রসর হওয়া লইয়াই কথা।

জগৎ কাল্পনিক না সত্য? জগৎ হইতে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র শরণাপত্তি।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে যাহাতে জীব কর্ম্মের সূক্ষ্ম সংস্কার-সমূহ নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কখনই এ মায়া উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে বিরাটমনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিমন সমষ্টীভূত বিশ্ব-মনের সহিত আমাদের শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। এই জন্যই যাঁহার মায়াতে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই কথা দৃঢ়ভাবে সকলের মনেই অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

যাহাহউক যাহা বলিতেছিলাম—সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সাধনায় যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভগবদ্বস্তু যেরূপভাবে অনুভব বা দর্শন করিয়াছেন সেইরূপ ভাবেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এবং শাস্ত্রযুক্তিও যথেষ্ট দিতে পারি যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব যে শুদ্ধা ভক্তির পথ জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতেই বিশেষভাবে রসের ভোগ আছে মাত্র অন্যথা অষ্টাঙ্গ যোগ ও জ্ঞান যোগেত'রসের

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের বৈশিষ্ট্য।
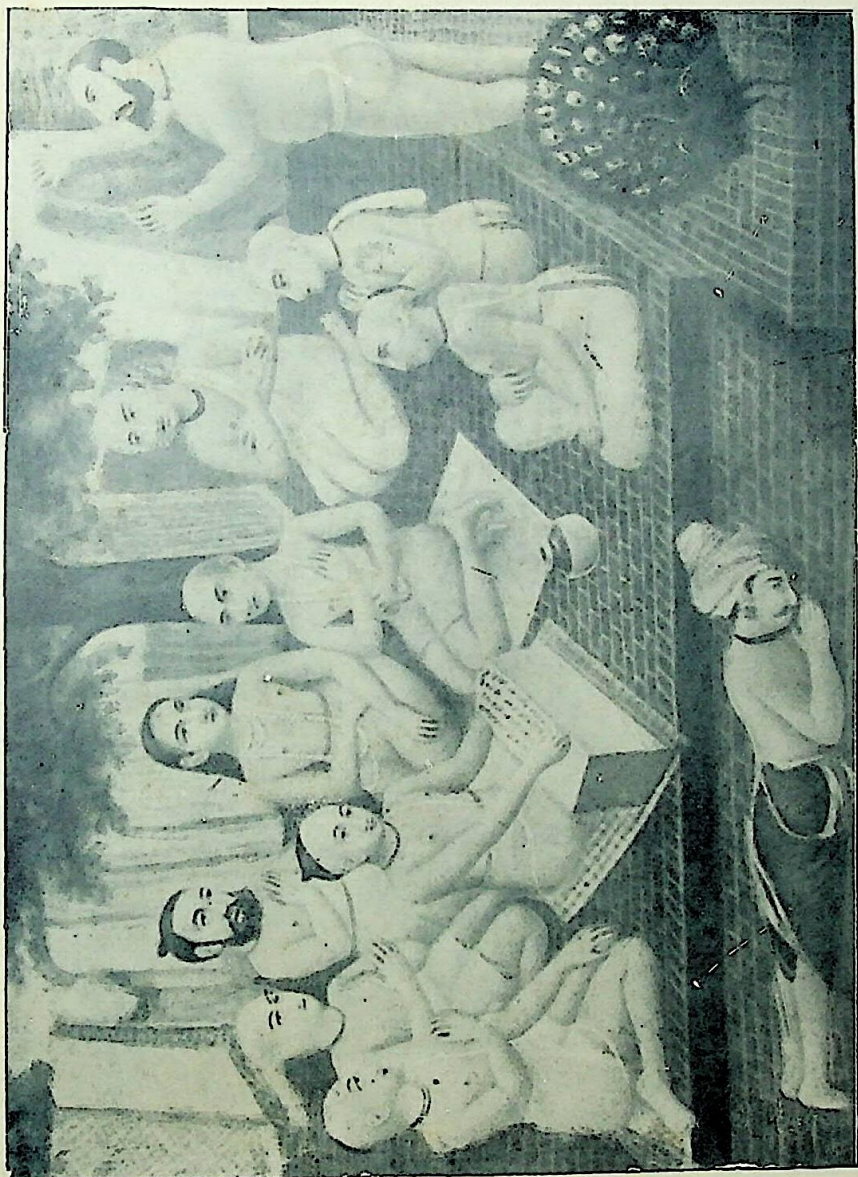
ভোগ আদৌ হয়না তবে জ্ঞানমিশ্রা, কর্ম্মমিশ্রা বা যোগমিশ্রা ভক্তির প্রাপ্তি সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য মুক্তিতে রসের কিছু আস্বাদন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাতে দিয়েত উপমা॥"

একই ব্রহ্ম বস্তু তিন রূপে তিন প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশ পান। জ্ঞান যোগী নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করার পর ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মে লীন হন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য দেব এই যোগ পুনরুদ্দীপিত করেন। তিনি বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই ব্যক্তি ও অভেদ। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে পর কর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে হয় তদন্তে জ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন। জ্ঞান সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভান্তে জ্ঞানসন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞান যোগী কৈবল্য লাভ করেন। অষ্টাঙ্গযোগী কুল কুণ্ডলিনী জীব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া গুহ্যদ্বার হইতে জীবাত্মাকে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া চালিত করিয়া মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্র এই ষটচক্র ভেদ করাইয়া একেবারে মস্তকের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত সহস্রার পদ্মে পরম শিবের সহিত মিলন করাইয়া দেন। শাস্ত্রকারগণ সাধকগণের এই মৈথুনের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত ব্রহ্মেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি আনন্দঘনবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সিন্ধু শ্রীশ্রীশ্যাম সুন্দরের সাক্ষাৎ কার লাভ ও সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন ও পরাশান্তি লাভ করেন। জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তের কাহারও সিদ্ধিলাভান্তে আর এই জরামরণ যুক্ত সংসারে আসিতে হয় না। বৈষ্ণবগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া দুইটী বস্তু আছেন। তাঁহারা দুইজনেই জীব হৃদয়ে অবস্থান করেন। জীবাত্মা যতদিন মুক্ত না হন ততদিন কৃপালু পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যোনি ভ্রমন করেন। ব্রহ্মের ঘনীভূত অবস্থার কথা শুনিয়া আমরা যেন চমকিয়া না উঠি। সাংখ্য যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি ঘনীভূত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। বীজে একটা শক্তি নিহিত আছে মাত্র। সেই বীজের শক্তি পৃথিবী হইতে উর্ব্বরাশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। আর যিনি ব্রহ্ম তিনি যে ঘনীভূত হইয়া সাধকের হিতার্থে আকার ধারণ করিবেন তাহাতে কি আশ্চর্য্যের বিষয় থাকিতে পারে? প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী হইতে ও প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতেই সার অংশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিছুই উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতেই কর্ত্তব্য নয় তবেই

জ্ঞান যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ ও ভক্তি যোগ সম্বন্ধে আলোচনা

সম্পূর্ণ ভাবে জিনিষের অভিজ্ঞতা জন্মে, নচেৎ বিজ্ঞান বলিয়া যে বস্তু তাহা লাভকরা অসম্ভব। তবে তুষে পাড়দিলে যেরূপ চাউল পাওয়া যায়না তদ্রূপ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাতেই সফলকাম হওয়া যায় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

ভক্তিহীন সাধনার ব্যর্থতা।

"এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥"

জ্ঞানযোগীদের মতে মায়া ভ্রান্তির ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ। স্পষ্ট করিয়া মায়া সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বলেন না! তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মোটের উপর নাস্তিকেরা ভিন্ন সকলেই ব্রহ্মকে মানেন। নাস্তিকেরা বলেন দেহই চেতন, দেহাতিরিক্ত চেতন পদার্থ নাই। তাঁহাদের তর্ক কোন মতেই দাঁড়াইতে পারেনা। যাহা হউক স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটী সরাইয়া দিলে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই নির্ম্মলানন্দ। এই আনন্দই শ্রীভগবানের স্বরূপ। শ্রীভগবানকে লাভ করা সহজ সাধ্য নহে। ব্রহ্মা ভাগবতে বলিয়াছেন—"হে প্রভু তোমার মহিমা যাঁহারা বলেন আমরা জানি তাঁহারা জানুন, অধিক বলিব কি আমার মন, শরীর ও বাক্য এ তিনের গোচরে তোমার মহিমা নাই।" আমাদের ভূতময় চক্ষুতে ভূতময় সব জিনিষ দেখা যায় কিন্তু চিন্ময় জিনিষ দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু, প্রেমচক্ষু চাই। এই প্রেমচক্ষু লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের চাই সর্ব্বজীবে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া। কোনও প্রাণীকেই হত্যাকরা ত' কর্ত্তব্য নয়ই এ কথা যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও প্রেম আছে তিনি সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সম্পূর্ণভাবে অহিংসা সাধন করিতে পারিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হয়। যজুর্ব্বেদ ৩৮।১৮ বলিতেছেন—"মিত্র স্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।" এইজন্য সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সূক্ষ্ম কীট আছে এ চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে হয় সেইরূপ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম স্বরূপ এ চক্ষে দেখা যায় না। খুব সূক্ষ্ম চক্ষু দ্বারা আনন্দ-স্বরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান কৃপা করিয়া সেইরূপ চক্ষু দান করিলে তবে সেই সব আনন্দস্বরূপ জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশ, পাহাড়, জল, বাতাস, অগ্নি, মৃত্তিকা, জীব, জন্তু ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু এই পৃথিবীতে আছে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সকলই আছে। পার্থক্য এই যে সেখানকার সব চিন্ময়, এখানকার সব ভূতময়। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে ভূলোকেই গোলোক দর্শন হয় এবং সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দের লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

অপ্রাকৃত রাজ্য।

কর্ম্মযোগ সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ঘটে মাত্র। যখন জাগতিক কোনও সুখ দুঃখে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না সেইটীই চিত্তশুদ্ধির অবস্থা। কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তে অবতরণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই কথা আমরা শ্রীগীতাশাস্ত্রে দেখিতে পাই। এখানে আর একটী কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমরা কোনও জনমে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী বাসনার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া আবার নূতন অনেকগুলি বাসনা পৃথিবীতে আসিয়া করি। তাহাতেই বারবার আসা যাওয়া করিতে হয় যেরূপ একটী ধান্যে বহু ধান্যবৃক্ষ ও বহু ধান্য বারংবার নব উৎপাদিত ধান্য রোপণের দ্বারা হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে পরপর তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ এবং অবশেষে ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ। তাহা হইলে দেখা গেল যে আসক্তি রহিত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছি এইরূপ মনে করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার থাকিতে হইবে। এইরূপ-ভাবে যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহাদের চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। সেই কর্ম্ম তাঁহাদের দেহের ব্যাপার বলিয়া মনে হয় মাত্র। কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ একবস্তু নহে। প্রথমোক্ত কার্য্যে ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে। যাহা কিছু কর্ম্ম সকলই সত্তঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রেরণায় সাধিত হইতেছে এবং আমরা দ্রষ্টা মাত্র এইরূপ মনে করিতে হইবে। এইরূপভাবে কার্য্য না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্য করিলেও অকৃতকার্য্য হইলে অবসাদ অনুভব হইবে। কর্ম্মযোগে শ্রীভগবানের সহিত কর্ম্মফলদাতারূপে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ ও জ্ঞানযোগে এইরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রথমতঃ চিত্তের শুদ্ধি উৎপাদন করিতে হয়। ভক্তিযোগে এরূপ কার্য্যকরার প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই আপনাআপনিই ভক্তের সব কার্য্য এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যখন আনন্দ ব্যতীত সকলেরই অনুকূল বস্তু জগতে দেখা যায় না এবং সকলেরই প্রতিকূল বস্তু দুঃখ দেখা যায় তখন আমরা কেন সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ, যাঁহাকে শাস্ত্রকারগণ 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়াছেন, সেই বস্তুর সন্ধানার্থ বাহির হইবে না? শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ, অনাবৃত চৈতন্য। সুষুপ্তিতে যে আনন্দ ভোগহয় তাহাও অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত আনন্দ। জালার ভিতরে জল রহিয়াছে, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমরা জালার উপরে লেহন করিতেছি মাত্র। ভিতরের বস্তুর অনুসন্ধান আদৌ করিতেছিনা, ফলে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া ত'দূরের কথা দিন দিন বৃদ্ধিই

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা।

সম্পূর্ণ ভাবে জিনিষের অভিজ্ঞতা জন্মে, নচেৎ বিজ্ঞান বলিয়া যে বস্তু তাহা লাভকরা অসম্ভব। তবে তুষে পাড়দিলে যেরূপ চাউল পাওয়া যায়না তদ্রূপ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাতেই সফলকাম হওয়া যায় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

ভক্তিহীন সাধনার ব্যর্থতা।

"এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥"

জ্ঞানযোগীদের মতে মায়া ভ্রান্তির ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ। স্পষ্ট করিয়া মায়া সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বলেন না! তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মোটের উপর নাস্তিকেরা ভিন্ন সকলেই ব্রহ্মকে মানেন। নাস্তিকেরা বলেন দেহই চেতন, দেহাতিরিক্ত চেতন পদার্থ নাই। তাঁহাদের তর্ক কোন মতেই দাঁড়াইতে পারেনা। যাহা হউক স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটী সরাইয়া দিলে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই নির্ম্মলানন্দ। এই আনন্দই শ্রীভগবানের স্বরূপ। শ্রীভগবানকে লাভ করা সহজ সাধ্য নহে। ব্রহ্মা ভাগবতে বলিয়াছেন—"হে প্রভু তোমার মহিমা যাঁহারা বলেন আমরা জানি তাঁহারা জানুন, অধিক বলিব কি আমার মন, শরীর ও বাক্য এ তিনের গোচরে তোমার মহিমা নাই।" আমাদের ভূতময় চক্ষুতে ভূতময় সব জিনিষ দেখা যায় কিন্তু চিন্ময় জিনিষ দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু, প্রেমচক্ষু চাই। এই প্রেমচক্ষু লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের চাই সর্ব্বজীবে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া। কোনও প্রাণীকেই হত্যাকরা ত' কর্ত্তব্য নয়ই এ কথা যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও প্রেম আছে তিনি সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সম্পূর্ণভাবে অহিংসা সাধন করিতে পারিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হয়। যজুর্ব্বেদ ৩৮।১৮ বলিতেছেন—"মিত্র স্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।" এইজন্য সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সূক্ষ্ম কীট আছে এ চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে হয় সেইরূপ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম স্বরূপ এ চক্ষে দেখা যায় না। খুব সূক্ষ্ম চক্ষু দ্বারা আনন্দ-স্বরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান কৃপা করিয়া সেইরূপ চক্ষু দান করিলে তবে সেই সব আনন্দস্বরূপ জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশ, পাহাড়, জল, বাতাস, অগ্নি, মৃত্তিকা, জীব, জন্তু ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু এই পৃথিবীতে আছে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সকলই আছে।

অপ্রাকৃত রাজ্য।

পার্থক্য এই যে সেখানকার সব চিন্ময়, এখানকার সব ভূতময়। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে ভূলোকেই গোলোক দর্শন হয় এবং সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দের লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

কর্ম্মযোগ সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ঘটে মাত্র। যখন জাগতিক কোনও সুখ দুঃখে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না সেইটীই চিত্তশুদ্ধির অবস্থা। কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তে অবতরণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই কথা আমরা শ্রীগীতাশাস্ত্রে দেখিতে পাই। এখানে আর একটী কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমরা কোনও জনমে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী বাসনার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া আবার নূতন অনেকগুলি বাসনা পৃথিবীতে আসিয়া করি। তাহাতেই বারবার আসা যাওয়া করিতে হয় যেরূপ একটী ধান্যে বহু ধান্যবৃক্ষ ও বহু ধান্য বারংবার নব উৎপাদিত ধান্য রোপণের দ্বারা হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে পরপর তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ এবং অবশেষে ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ। তাহা হইলে দেখা গেল যে আসক্তি রহিত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছি এইরূপ মনে করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার থাকিতে হইবে। এইরূপ-ভাবে যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহাদের চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। সেই কর্ম্ম তাঁহাদের দেহের ব্যাপার বলিয়া মনে হয় মাত্র। কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ একবস্তু নহে। প্রথমোক্ত কার্য্যে ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে। যাহা কিছু কর্ম্ম সকলই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রেরণায় সাধিত হইতেছে এবং আমরা দ্রষ্টা মাত্র এইরূপ মনে করিতে হইবে। এইরূপভাবে কার্য্য না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্য করিলেও অকৃতকার্য্য হইলে অবসাদ অনুভব হইবে। কর্ম্মযোগে শ্রীভগবানের সহিত কর্ম্মফলদাতারূপে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ ও জ্ঞানযোগে এইরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রথমতঃ চিত্তের শুদ্ধি উৎপাদন করিতে হয়। ভক্তিযোগে এরূপ কার্য্যকরার প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই আপনাআপনিই ভক্তের সব কার্য্য এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যখন আনন্দ ব্যতীত সকলেরই অনুকূল বস্তু জগতে দেখা যায় না এবং সকলেরই প্রতিকূল বস্তু দুঃখ দেখা যায় তখন আমরা কেন সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ, যাঁহাকে শাস্ত্রকারগণ 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়াছেন, সেই বস্তুর সন্ধানার্থ বাহির হইবে না? শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ, অনাবৃত চৈতন্য। সুসুপ্তিতে যে আনন্দ ভোগহয় তাহাও অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত আনন্দ। জালার ভিতরে জল রহিয়াছে, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমরা জালার উপরে লেহন করিতেছি মাত্র। ভিতরের বস্তুর অনুসন্ধান আদৌ করিতেছিনা, ফলে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া ত'দূরের কথা দিন দিন বৃদ্ধিই

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা।

পাইতেছে। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরামণ্ডলে বাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন এই পাঁচের যে কোনওটার অল্পসঙ্গ করিলেও ভক্তি লাভ করা যায়; একথা আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। যিনি মথুরামণ্ডলে বাস করিতেসমর্থ হইবেন না তিনি অন্ততঃ মনে মনে মথুরামণ্ডলে বাস করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ সমস্ত সময়ে চিন্তা করিবেন। নিয়ত মৃত্যু চিন্তা করতঃ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামযুগলমাধুরীতে সমস্ত সময় মন রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে সাধক নিশ্চিতরূপে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ইষ্টবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন। তাই বলিয়া ভক্ত শ্মশানে বিশেষ কোনও কার্য্য না থাকিলে যাইবেন না কারণ শ্মশানে বারংবার যাতায়াতে শুষ্কবৈরাগ্য আসিয়া ভক্তের যুক্তবৈরাগ্যকে নষ্টকরিয়া দিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে।

ভক্তি লাভের পন্থা নির্দ্ধারণ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব যে ব্রহ্মের কথা বলেন তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। ভক্ত যে ব্রহ্মবস্তু লাভ করেন তাহা সবিশেষ ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কখনই একেবারে লয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নির্ব্বাণ মুক্তি অসম্ভব কারণ জীব সত্বা চিৎকণ। অনাদি কাল হইতেই জীব আছে। কেহই জীব সৃষ্টি করেন নাই। মহাপ্রলয়ের পর মাত্র শ্রীভগবান কৃপাপূর্ব্বক জীবকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিজের নিকট আনয়ন করিবার জন্য জীব সৃষ্টি করেন। কি করিয়া জীব অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশিবে? বর্ত্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে কোন জিনিষের সহিত কোনও জিনিষ মিশাইলেও একেবারে মিশেনা, পরষ্পর পৃথক সত্বা রাখিয়া থাকে। অতএব নির্ব্বাণ মুক্তির কল্পনা সুধীগণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পন্থা দেখিয়া থাকেন। আমি ব্রহ্ম হইয়া গেলাম, ব্রহ্ম ও আমাকে বুঝিলেন না আমিও ব্রহ্মকে বুঝিলাম না। অতএব এখানে উপাসনার পরিপূর্ণতা নাই। নিকটে থাকা যায় কতক্ষণ ইহা লইয়া কমিবেশী। উপাসনার মাত্র কমিবেশী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় উপাসনার পরিপূর্ণতা আছে কারণ সাধ্য ও সাধক পরষ্পর পরষ্পরকে বুঝেন। আরও শ্রুতিও বলিয়াছেন "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎতৎ কেন কংপশ্যেৎ" অর্থাৎ "যে সময় সবই আত্মস্বরূপ হয় তখন কে কাহাকে দেখিবে? এইজন্য শুদ্ধা ভক্তির যাজনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নির্ব্বান মুক্তির ধারণা যুক্তি বিরুদ্ধ।

অনেকে আত্মা ও প্রাণকে একই বস্তু বলেন। এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। আত্মা ও প্রাণ একেবারেই স্বতন্ত্র। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ সূর্য্যে থাকিয়া কোটী কোটী জগৎকে আলোকিত করে প্রাণ ও সেরূপ আত্মার তরঙ্গরূপে থাকে, আত্মাতেই নিত্য জড়িত থাকে। দেহের সর্ব্বস্থানে অনুভব করা যায় বলিয়া নাম আত্মা। সংকল্পবিকল্পাত্মক বৃত্তি বিশেষ

আত্মা, প্রাণ ও মন।

কে মন বলে। সূর্য্যকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে ছায়া যেরূপ পশ্চাদ্দিকে পতিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যাঁহারা সম্মুখে রাখিয়া চলেন তাঁহাদের পিছনে মায়া পড়িয়া থাকে। অন্যথা মায়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে দেয় না। সমস্ত তত্ত্বই পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যদি সাধু সঙ্গে জীবন তরণী বাহিয়া যাওয়া যায়।

যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন দ্বারা পরতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ না করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জনৈক ভক্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যখন ঐ ভক্ত মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। অনেকের মনে হয় যে জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গযোগ বুঝি সহজসাধ্য ও উত্তম বস্তু দান করে তাই যাঁহারা সন্দিগ্ধ তাঁহারা ঐ সব যোগের প্রণালী সম্বন্ধে একটু আধটু ঐ সব যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা অবগত হইবেন যে ঐ সব যোগের সাধনা কলিহত জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কারণ আমাদের দেহ অপটু এবং মন অতিশয় চঞ্চল। আরও ঐ সব যোগের সাধনার ফলে যে আনন্দ আস্বাদন করা যায় তাহা শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা প্রভু জ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁহাদের আনন্দাস্বাদনের তুলনায় অনেক কম। এ কথা আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া আদৌ বলিতেছি না, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপারকরুণায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া এবং এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই স্পষ্টভাবে লিখিতেছি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাশয়ের মুখে বলাইতেছেন ঃ—

শুদ্ধা ভক্তির প্রাপ্তি।

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥"

ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজার প্রতিনিধিকে আমরা কত সম্মান করি, তিনি সম্মানিত হইয়া কত আনন্দ উপভোগ করেন আর যে কৃষ্ণ কোটী কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তাঁহার দাস হইলে যে আনন্দসিন্ধুর আস্বাদন হয় তাহা ত' বলাই বাহুল্য। 'আমি ভগবান' ও 'ভগবানের আমি' এই দুইটী ভাবের মধ্যে কোনটায় আনন্দ বেশী? কৃষ্ণ-ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পদদলিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমময়ী অবস্থা প্রার্থনা করেন। আপনারা অনেকে হয়ত' আমাকে বলিবেন যে ধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্ম প্রচার করিবার পূর্ব্বে

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ ভক্তের নিকট অতীব হেয়।

নিজে ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক উপযুক্ত চাপরাশ লাভ করিবেন নচেৎ তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের নিকট জানাইতেছি যে আমি প্রচারক হিসাবে আপনাদের কোন কথা বলিতেছি না, বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশাবলী আমি যাহা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, শাস্ত্রাদি অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়া যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও প্রেরণায় যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি সেই সব তত্ত্ব যথাসাধ্য নিজেও পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিব এবং আপনাদের নিকট আপনাদের সেবক রূপে নিবেদন করিয়া আমার চিরদগ্ধ প্রাণে যাহাতে একটু শান্তি লাভ করিতে পারি এইজন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। যাহা হউক যে বিষয় বলিতেছিলাম ঃ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িকতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত হইতে বাঞ্ছা করেন তাঁহাদের নিকট আমার করযোড়ে অনুরোধ যেন তাঁহারা ভুলিয়াও শ্রীনন্দনন্দনে সন্দেহ না করেন ও কোনও ধর্ম্মের নিন্দা না করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করেন নাই। আমি যেটা বুঝিয়াছি সেইটাই কেবলমাত্র ঠিক অন্য সব কিছুই নয় এইরূপ ধারণা করা যে কতদূর বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক তাহা আর কি বলিব। একজন একজনের পিতা আর একজনের পিতামহ। এক ব্যক্তিই একই সময়ে পিতা এবং পিতামহ যদিও এই দুইটী শব্দের অর্থ এক নয়। সেইরূপ নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি ইষ্ট বস্তুসকল স্বরূপতঃ এক। ঐ সমস্ত নিত্য ও অপ্রাকৃত চিন্ময় শব্দগুলির অর্থ এক নয়। তাই বলিয়া নিন্দা করিব কেন? নিন্দা করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে। ধরুন একজনের স্ত্রী আছে। যাঁহার স্ত্রী তিনি তাঁহার স্ত্রীকে দাম্পত্য রসে উপভোগ করিতেছেন। ঐ ব্যক্তির পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে মাতৃরসে উপভোগ করিতেছেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ তিনি সেইরূপভাবে একই বস্তু দর্শনাদি করিতেছেন। ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? শ্রীভগবানের অনন্তরূপ। যাঁহার যে রূপটা ভাল লাগে তিনি সেইরূপই উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈদূর্য্যমণি যেরূপ নানা অবস্থায় নানা মূর্ত্তি ধারণ করে ভক্তবৎসল শ্রীভগবানও ভক্তের বাসনানুযায়ী নানা রূপ ধারণ করিয়া আছেন। ভক্ত যখন যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি সেইরূপেই তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। কেহ শ্রীভগবানকে সাকার, কেহ নিরাকার আবার কেহ বা নির্ব্বিকারভাবে উপাসনা করিতেছেন যেরূপ জলকে জল, বরফ ও কুয়াসা এই তিন অবস্থায় আমরা ইহা ভোগ করিয়া থাকি।

অনন্ত ও অসীম সাগরের সবটুকু কে দেখিতে পারে? যাঁহারা ৺পুরীধাম হইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন যে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালাযুক্ত, যাঁহারা বোম্বাই সহর হইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন যে সমুদ্রে বিশেষ তরঙ্গ নাই। বস্তুতঃ এই সব দর্শন ভ্রমযুক্ত। যিনি যেখান হইতে দেখিয়াছেন তিনি সেখান হইতে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে সমুদ্র এইরূপই অন্যরূপ নয় তাঁহার কথা কে শুনিবে? তিনি লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র। শ্রীভগবান অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার সম্বন্ধেও দাম্ভিকের মত সাধনা না করিয়া কোনও কিছু বলা কখনও সমীচিন নয়। আর শ্রীভগবান এইরূপ অন্যরূপ নয় ইহা বলা ত' কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা।

> "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করুক না কেন সকামই হউক আর নিষ্কামই হউক আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সকাম যাহারা তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ভজনা করিলেও সর্ব্বপ্রকারে (ইন্দ্রাদি দেবরূপী) আমারই ভজন পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

সচরাচর আমরা অনেককে বলিতে শুনি "সোঽহং", "আমিই সে", "আমিই ব্রহ্ম"; এরূপ ধারণা করা যে কতদূর গর্হিত তাহা প্রত্যেকে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারেন। আমার দুঃখ, কষ্ট, ভোগ, বিলাস, স্বার্থপরতা সবই আছে অথচ আমি ব্রহ্ম হয়ে ব'সে আছি! বলা ত' আর কঠিন কিছুই নয়, মুখের কথা, বলিয়া ফেলিলেই হইল কিন্তু তাহা হইলে ত' আর আমাদের দুঃখের অবসান হইবে না। "সোঽহং" বলিলে ত' আর কোন কার্য্যই রহিল না এই লোভেও অনেকে "সোঽহং" বলেন। তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী ভজন সাধন করিবার প্রয়োজন। তবেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, অন্যথা নয়। জীবও সচ্চিদানন্দ এবং শ্রীভগবানও সচ্চিদানন্দ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু একজন পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে আর একজন মায়াকে নিজের শাসনে রাখিয়া এই বিশ্ব একবার গড়িতেছেন আর একবার ভাঙ্গিতেছেন এই পার্থক্য! একদিন পথে যাইতে যাইতে এক কর্ম্মকারশালায় গমন করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব একখণ্ড উত্তপ্ত

"সোঽহং" ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক।

লৌহ মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিষ্যদের বলিয়াছিলেন 'তোরা সোঽহং সোঽহং করিস্, আমার ন্যায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ড মুখের ভিতর দে দেখিনি।" তাঁহারা সকলেই পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। তখন স্বামিজী তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন যাহাতে তাঁহারা নিজে ব্রহ্ম না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ দাম্ভিকের মত 'সোঽহং' না বলেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে শঙ্করাচার্য্যদেব যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রচার করিতেন। একদিন যখন মানসিংহ কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে অদ্বৈতবাদ মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন তখন শঙ্করাচার্য্যদেব মায়াজল ও মায়ানৌকা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব কৌশলে কিরূপে অদ্বৈতবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আপনারা শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হইবেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার।

জীব কখনই ব্রহ্মের সমকক্ষ হইতে পারেন না। ব্রহ্মের অংশ মাত্র। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। জীব যদি ব্রহ্মই হইতেন তবে বিরাটরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা থাকিত না। "বৃংহতে বৃংহয়তি" অর্থাৎ যাঁহার চেয়ে বৃহৎ আর হইতে পারেনা এবং যিনি ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে। সর্ব্বত্রই যদি ব্রহ্ম বিরাজমান তবে মায়ার স্থান ব্রহ্মের ভিতর ভিন্ন বাহিরে ত' আর হইতে পারে না? এইজন্য ব্রহ্মের মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব। আবার দেখুন একখণ্ড মেঘ কি কখনও বিরাট সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হয়? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। তদ্রূপ ব্রহ্মের দাসী মায়া ব্রহ্মকে কখনই দলিত করিতে সমর্থা হয় না। বেদান্তভাষ্যে উল্লেখ আছে ঃ—

জীব কখনই ব্রহ্মের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

"মায়াবিম্বং বশীকৃত্য তং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যা বশগো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ।" মায়া জড়ময়ী ও চৈতন্যময়ী। যখন চৈতন্যময়ী তখন তাঁহাকে যোগমায়া বলা হয় আর যখন জড়ময়ী তখন তাহাকে গুণমায়া বলা হয়। জড়মায়া চৈতন্যময়ী মায়ার বিকার। আরশীতে যেরূপ সমস্ত অঙ্গই বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্রূপ চৈতন্যময়ী মায়া জড়মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় বিপরীত ও বিকৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জড়মায়াচ্ছন্ন। এই প্রপঞ্চ সেই চৈতন্যময়ী মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নচেৎ ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। শ্রীভগবানের কৃপায় চক্ষুর উন্মেষ হইলে সেই যোগমায়া রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

যোগমায়া ও গুণমায়া।

সে রাজ্যের নাম গোলোক। সেখানে শ্রীভগবান নিজ পার্শ্বদগণসহ নিত্য-লীলারসে মগ্ন আছেন। গোলোক দুইটী—একটী সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশে; সেখানে বিরহ ও মিলন দুইই আছে এবং যে স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌদ্দ মন্বন্তর শেষে তাঁহার লীলাতরণী লইয়া ভূমণ্ডলে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ভূমণ্ডলস্থ লীলাস্থলীই শ্রীবৃন্দাবন রূপে প্রকাশ পান। আর একটী গোলোক আছে সেখানে বিরহ আদৌ নাই, নিত্য মিলন। বৈকুণ্ঠও দুইটী। একটীর নাম মহাবৈকুণ্ঠ আর একটীর নাম বৈকুণ্ঠ। শেষোক্ত বৈকুণ্ঠেই লক্ষ্মী নারায়ণ অবস্থান করেন। মহাবৈকুণ্ঠের অধিপতি চতুর্ব্যূহ যথা:—বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন। গোলোকেও এই চতুর্ব্যূহ বর্ত্তমান। গোলোককে কৃষ্ণলোকও কেহ কেহ বলেন। সেখানকার অধিপতি বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বৃন্দাবন ও মথুরা এই গোলোকের দুইটী প্রকোষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেম ও তন্নিবিড়তর অবস্থায় মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধা এই মহাভাব স্বরূপিনী এবং গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহরূপ। শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি পিতৃবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সখাগণ ও নারদ, উদ্ধব প্রভৃতি দাস সমূহ ও ব্রজের লতা গুল্মাদি নিত্যমুক্ত জীব পর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্শ্বদ। অর্জ্জুনাদি ভগবৎ নিখিল পার্শ্বদগণও নিত্যমুক্ত জীব। কতকগুলি জীব কৃষ্ণধামে আকৃষ্ট হইয়া নিত্য সেবাসুখাস্বাদনে মগ্ন আছেন আর কতকগুলি জীব (যেরূপ আমরা) মায়া রাজ্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণই মায়াকে আদেশ দিয়াছেন যে যেহেতু জীব আমাকে ভুলিয়াছে সেই হেতু উহাদের আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্য একবার স্বর্গে উঠাইবে আর একবার নরকে ডুবাইবে। এইরূপ বারবার নাগাড়ি চুগাড়ি খাইয়া যদি ইহারা একবার আমার পানে চায়। তাই ভক্তেরা এই জগৎকে কারাগার স্বরূপ মনে করেন। মায়া এই সংসাররূপ কারাগারের কর্ত্তা। সে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় অত্যন্ত ক্ষমতাবতী হইয়া জীব সচ্চিদানন্দ বস্তু হইলেও তাঁহাকে নানারূপ শাস্তি দিতে সমর্থা হইতেছে। এইরূপে নানা দুঃখ কষ্ট ভোগান্তে ভগবানকে জীবের মনে পড়ে। অতএব জড়মায়াকেও ঘৃণা করিতে নাই। মায়ার শরণাপন্ন হইতে হয়। যখন স্বরূপতঃ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তখন পাপীকে ঘৃণা করিতে নাই কিন্তু তার কার্য্যটাকে ঘৃণা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইবে সে সকলকে ভালবাসিবে। তার কাছে শত্রু কেহ হইতে পারে না। সকলেই যে তাঁর বন্ধু কারণ সকলেই যে নিত্য কৃষ্ণদাস।

শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ।

নিত্য সিদ্ধ ও নিত্য মুক্ত ভক্তগণের তত্ত্ব নির্ণয়।

এসব কথা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত স্মরণ করিয়া তিনি হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি পাইলে তবে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন যে কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না, অতএব যাহার যে মূর্ত্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে সেই মূর্ত্তির পূজা হইতে তাহাকে বল পূর্ব্বক বিচ্যুত করা একেবারেই গর্হিত। তবে কোনও মূর্ত্তি বিশেষে রসাধিক্য থাকিলে তাহা অতি বিনীত-ভাবে ঐ সাধকের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে মাত্র। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি ঐ অধিক রসের মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয় তাহাতে কিছুই অন্যায় হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার শ্রীভগবানকে অন্য একজন অন্যরসে আস্বাদন করিতেছেন তাহাতে বরং আমার আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য যেহেতু আমার প্রিয়তমকে অন্য একজনও ভালবাসে। কাহারও ধর্ম্ম মন্দ বলা কখনও কর্ত্তব্য নয়। তবে সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ নবকিশোর নটবর দ্বিভুজ মুরলীধর ধীর ললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম বস্তুতে যে রসাধিক্য আছে তাহা অন্যের কাছে যুক্তির সহিত বলা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা কোন রকমেই অনুমোদন করা যায় না। তবে যতটুকু আবশ্যক তাহা করিলে কোনও ক্ষতি হয় না বরং কল্যাণ হয়।

শ্রীভগবানের বিভিন্ন প্রকার বিগ্রহ ও তাঁহার সমাদর।

তরুণ সাধকের পক্ষে তাঁহার মনকে বা ইষ্টনিষ্ঠাকে বেষ্টনী দিয়া একটু ঘিরিয়া না রাখিলে যেরূপ কোনও অনাবৃত শিশুবৃক্ষকে কোনও জন্তু দেখিতে পাইলে খাইয়া ফেলে তাহার দশাও তদ্রূপ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত' আমাদের অধীন নয়, নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে আমাদের সব সাধনাই যে হারাইতে হইবে। পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ ও ভৃঙ্গ ইহারা এক একটী মাত্র ইন্দ্রের তাড়নায় যখন সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হয় তখন আমাদের প্রশ্ন ত' উঠিতেই পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটী বস্তু পাঁচ দিক হইতে আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। অতএব আমাদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একাই সব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে দত্তাত্রেয় অবধূত নৃপতি যদুকে উপদেশ করিতেছেন যে সর্প যেরূপ একা গমনাগমন করে আমাদেরও তদ্রূপ চলা কর্ত্তব্য। আরও নানাভাবে একাই সাধনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নৃপতিকে নানা উপদেশ করিয়াছিলেন। আমরা 'Landor's Imaginary Conversation' নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে 'Solitude is the Audience Chamber of God'। এইরূপ নানা গ্রন্থে একাই

তরুণ সাধকের সতর্কতা।

সাধনা করার উপদেশ লিখিত আছে। অবশ্য সংকীর্ত্তন সাতে পাঁচে মিলিয়া করিবে তাহাতে অনিষ্ট হইবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন ঃ—

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর লীলা আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন॥"

একা কার্য্য না করিলে নানা জনের নানা মতে ভক্ত তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভক্ত্যাঙ্গ সাধন করিতে সমর্থ হন না এবং তাঁহার অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হন। ভক্ত সাধক অবস্থায় ব্রজে সিদ্ধ দেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবায় নিযুক্ত আছেন এইরূপ চিন্তা করেন। ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি ভগবৎ সেবাদ্বারা বদ্ধ করিয়া দিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী নির্ণয়।

"গোবিন্দ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী॥"

জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের অধিকারী সকলে নয়। কৃষ্ণ ভজনের বিরোধী বলিয়া যখন সব বৈষয়িক জিনিষ ত্যাগ করা যায় সেই হইতেছে প্রকৃত বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহা মিলিবে। আত্মসেবার লেশমাত্র থাকিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয় না। কৃষ্ণ বংশীনাদে সাধনসিদ্ধ গোপীদের একটুখানি যাহা স্বজাতীয় ধর্ম্ম ছিল তাহারও ত্যাগ হইয়াছিল।

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাঁগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন শ্রীচরণ॥"

এইজন্যই সকলের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করা সুবিধাজনক। অবশ্য আমি বলপূর্ব্বক কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য বলিতেছি না। আমার কথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শ্রীগৌরভাবরাগে মনকে রঞ্জিত না করিলে ব্রজলীলা মাধুর্য্য পূর্ণভাবে আস্বাদন করা অসম্ভব কারণ শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের ব্রজদুলাল স্বয়ং। তিনি জীবকে শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ও রাগমার্গে ভক্তি বস্তটা কি তাহা প্রচার করিয়া আমাদের ব্রজলীলামাধুরী আস্বাদন করাইবার জন্য করুণাপ্রকাশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধাভক্তি প্রচার না করিলে শক্তিহীন কলির জীবের যে কি দুরবস্থা হইত তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

অনন্যৈক শরণ হইয়া শ্রীগৌর-চরণাশ্রয়ই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা প্রবেশের দ্বার উদ্‌ঘাটন।

নিষ্কামভাবে আমাদের সাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের

কার্য্য ও উপাসনা দেখিয়া আমরা সেবা শিক্ষা করি। 'ঠাকুর আমায় দাও' 'ঠাকুর আমায় দাও' এই রব দ্বারা ঠাকুরকে ব্যস্ত করিয়া না তুলিয়া "ঠাকুর আমার যথাসর্ব্বস্ব লও এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া তোমার শ্রীচরণে যাহাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় তাহাই তুমি তোমার স্বভাবসুলভ কৃপাগুণে আমায় অজ্ঞান ও অবোধ জানিয়া করিয়া দাও" এইরূপভাবে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীদের মধ্যে সকলেই সকাম। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ধ্যান ও ভজন মাত্র নির্গুণ ভজন। যে প্রেমময় দেহে শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ ভজন হয় সেবাকাজ্ক্ষায় সেই প্রেমময় দেহ পুষ্ট হয়। ভোজন না করিলে যেরূপ এদেহ থাকে না ভজন না করিলে সেইরূপ প্রেমময় দেহ থাকে না। সাধক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার ইষ্টদেবকেই পরম নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবেন এবং অন্য বিগ্রহকে কোনপ্রকার অনাদর না করিয়া তাঁহার প্রিয় বিগ্রহের বিভিন্ন প্রকাশ মনে করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত প্রণাম করিবেন। ভক্ত চূড়ামণি হনুমান যে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে একনিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিতেন তাহা আমরা এই শ্লোক হইতে জানিতে পারি যথা :—

অহৈতুকী বা নিষ্কাম ভক্তি।

ইষ্টদেবে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

আপনারা যে ঘরে ঘরে আজ মধুর শান্ত ও সৌম্য যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইতেছেন তাহার মূলে আমাদের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার দানের ন্যায় দান জগতে অতি বিরল, অতি বিরলই বা বলি কেন সেরূপ দান নাইই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যাইত না। যাহা বা প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল তাহাও শ্রীরাধা শূন্য। নারায়ণ শিলাতেই বাসুদেবের পূজা হইত। যেরূপ আগমবাগীশ কালীমূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন করেন সেইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন করেন। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত রাগমার্গে শুদ্ধাভক্তির যাজন খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া করিতে হইবেক, তবেই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। নচেৎ জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া ফেলিলে সব দিকই পণ্ড হইবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল বিগ্রহের প্রবর্ত্তন।

"দেখিয়ে না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"

বহির্মুখ ব্যক্তিরা বিষয়বিষবৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যের আলো দেখিতে পায় না, যেরূপ পেচক তাহার কোটরে থাকিয়া দিনের বেলায়ও অন্ধকার বলে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আলো দেখে। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর—বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন, পীতাম্বর, নবীন নীরদবর্ণ। বিদ্যুৎ শ্রীকৃষ্ণে গিয়া স্থির হইয়াছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ পীতবসন পরিধান করেন। শ্রীরাধারাণী নিত্য কিশোরী—বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা ১ বৎসর ৬ মাস ২৩ দিনের ছোট। পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী। গায়ের রং ললিত হেম বর্ণ। কেহ কেহ বলেন গোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই নত, পীত বসন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীরাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, যব ও শঙ্খ প্রভৃতি উনবিংশ চিহ্ন বর্ত্তমান। শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের কাম ক্রোধাদি রিপু ছেদন করিবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ভক্তের মনোরূপ মধুকর যাহাতে ঐ শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া থাকিতে পারে সেইজন্য পদ্মচিহ্ন। কৃষ্ণভক্ত যে সর্ব্বশত্রুজয়ী তাহা ঐ ধ্বজ চিহ্নে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তের নানাজন্মের পাপপর্ব্বত বজ্রে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বজ্র চিহ্ন। মনরূপ মত্ত-মাতঙ্গকে ধরিয়া রাখিবার জন্য অঙ্কুশ চিহ্ন। যব চিহ্ন সমস্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্তির সূচনা করিতেছে ও শঙ্খ চিহ্ন অর্থ এবং বিদ্যাপ্রাপ্তিসূচক।

লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ ও বয়স নির্দ্ধারণ।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহার মন প্রাণ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কথা শ্রবণান্তর বাসনা বিহীন হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয় তাঁহারই শুদ্ধা ভক্তির শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে জানিবে। তিনি তখন জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যদিগের নিকট গিয়া প্রশ্নজিজ্ঞাসা দ্বারা ও শুশ্রূষা দ্বারা সংসার সম্বন্ধে ও অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সব জানিয়া লন। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শ্রীগীতায় এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

শুদ্ধা ভক্তি ও তাহার মূল ইতিহাস।

> "তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
> উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

শ্রীব্রহ্মা ও তৎপর শ্রীনারদ এই শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্ত্তক। এই শুদ্ধা ভক্তির কথা শ্রীকপিলদেবও তন্মাতা দেবহুতির নিকট বলিয়াছিলেন এবং আসুরী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সাংখ্য যোগের কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীনারদ তাঁহার ভক্তি সূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন ঃ—ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা—সা (সেই অর্থাৎ ভক্তি) কস্মৈ (কিং শব্দ ঈশ্বরের প্রতিবাচ্য) পরমপ্রেমরূপা—(ঐকান্তিক প্রেমস্বরূপা); অর্থাৎ ভক্তি—"ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম-

স্বরূপা"। শ্রীশাণ্ডিল্য তাঁহার 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন ঃ—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি) পরা (ঐকান্তিকী) অনুরক্তিঃ—(অনুরাগ) সা (সেই ভক্তি); অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের নাম ভক্তি। আচার্য্য শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন ঃ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভক্তি সম্পাদক বস্তু ভিন্ন অন্যবস্তুর প্রতি অভিলাষশূন্য হইয়া এবং কেবল জ্ঞানানুসন্ধান ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে (কেবল) প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তি। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেন ঃ—"ভক্তহৃদয়প্রবিষ্ট-ভগবৎহৃদয়বিগলয়তৃশক্তি বিশেষো হি ভক্তিঃ অর্থাৎ যে শক্তিবিশেষ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভগবানের হৃদয়কে গলাইয়া দেয় তাহারই নাম ভক্তি। ভক্তি কখনই নষ্ট হয় না। যতটুকু ভজন করা যাইবে ততটুকুই মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তাহার তিলমাত্রও নষ্ট হইবে না। যতদিন সাধক অবস্থা থাকে ততদিন ভক্তি ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত থাকে, সিদ্ধাবস্থায় কেবলমাত্র মাধুর্য্যের অনুভব হয়। পদ্মপুরাণে আছে ঃ—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

ত্যাগী বৈষ্ণব ও গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

অর্থাৎ কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কেহ কদাচ পাপকার্য্য করেন তার সেই পাপ ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়। আর যদি কেহ কৃষ্ণে অনাদর পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য করিতে তৎপর হন তাহা হইলে তাহার সেই ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় পাপ মধ্যে গণ্য হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে ত্যাগী বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবার আবশ্যক নাই। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন করিতেছেন তাঁহাদের লোক রক্ষার জন্য ভক্তি প্রাধান্যকে ত্যাগ না করিয়া বৈদিক শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয় যথা শাস্ত্র ঃ—"প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্ম ভক্তিপ্রাধান্যমত্যজন্"। ব্রজভক্তের কাছে ভগবানের ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হয়। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমমণির নিকট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেরূপ প্রতিবন্ধক মণির জন্য অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পায়। কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় লালসায়। কৃষ্ণসেবা-কামুকের সংসারের দিকে লক্ষ্যও থাকে না। লোভের জন্য কৃষ্ণসেবা করিলে হয় শুদ্ধা ভক্তি। কৃষ্ণ গুণ শ্রবণমাত্র মন সে দিকে ধাবিত হইলে জানিবে যে শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাইতেছে। এই শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয় এবং ভোগেচ্ছায় কর্ম্ম এবং ত্যাগেচ্ছায় হয় অষ্টাঙ্গ যোগ এবং জ্ঞান যোগ।

যাঁহার ভক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছে তাঁহাকে দেখা যায় যে তাঁহার—জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তিনি আর গ্রাম্যবার্ত্তা বলেনও না, শোনেনও না এবং যাঁহারা সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য হন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ভক্ত ভগবানকে যেন কেমন করিয়া লন। যদিও ভগবান সকলকেই সমান ভালবাসেন তত্রাচ লৌহখণ্ডকে যেরূপ চুম্বক আকর্ষণ করে তদ্রূপ ভক্তও ভগবানকে আকর্ষণ করেন। ইহাতে পক্ষপাতীত্ব দোষ হইতে পারে না। অনেকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসনাতনের প্রতি উপদেশ "জীবে দয়া" কথাটীর অর্থ শুধু জীবকে হরিনাম বিতরণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাকে বলিহারী যাই। নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তাঁহারা অনেক স্থলেই করিয়া থাকেন। "জীবে দয়া" কথাটীর প্রকৃত অর্থ 'সর্ব্বভাবে জীবের উপকার সাধন' অবশ্য 'কৃষ্ণনাম বিতরণ' মুখ্য।

ভক্ত পরিচয়।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" কথার তাৎপর্য্য।

কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে প্রথম প্রথম ভক্তের নানাদিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণ আকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীভগবান তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ভক্ত শ্রীগোবিন্দকে যাহাই দিন না কেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহাই হউক না কেন তাহাই শ্রীভগবান অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেরূপ পিপীলিকা কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে রস থাকিলেও তাহা হইতে রসটুকু চুষিয়া গ্রহণ করে। বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ করিলে মন মলিন হয় অতএব ভক্ত এইসব বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কখনও শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে না, ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না। এইরূপ সতর্কতার সহিত চলিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাধক ভক্তের চিত্ত সত্বরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবান্ আনন্দ ভোগ না করিলে আনন্দ বস্তু ভোগ্য বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাতে স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদন করেন। শক্তির যেখানে ক্রিয়া নাই তাহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলে। ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে সবিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। ভক্ত এই সবিশেষ ব্রহ্ম লইয়াই থাকেন। ভক্তের আনন্দ প্রথম ভগবান্‌কে আঘাত করে। তাহার পর ভক্তকে আঘাত করে; তাহার পর পুনরায় ভগবান্‌কে আঘাত করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণায় আমরা এহেন মধুর শুদ্ধা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়াছি। এক নামই আমাকে ভববন্ধন

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

হইতে মুক্ত করিবে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে নাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে। অন্য কোনরূপ যৌগিক প্রণালীর সাহায্য লইবে না কারণ তাহা হইলে নামের উপর বিশ্বাসের শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধা ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দুইপ্রকার অর্চ্চন আছে—মন্ত্রসিদ্ধিমূলক এবং ভগবৎ-সেবামূলক। মন্ত্রসিদ্ধিমূলক অর্চ্চনাতে ন্যাস প্রাণায়ামাদির বিধি আছে কিন্তু ভগবৎসেবামূলক অর্চ্চনাতে ন্যাস প্রাণায়াম নাই। এই প্রাণায়ামাদি ভক্তির অন্তর্ভূত হওয়ায় শুদ্ধা ভক্তির অঙ্গ বলিয়াই জানিবে, যোগাঙ্গ বলিয়া জানিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের যে দাস্যরসের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা কান্তা প্রেম, মধুর রস; এই কথা সকলের হৃদয়ে যেন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে পাছে ভুল হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অন্য চারি রসের কথা একেবারেই বলেন নাই তাহা নহে, সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শুদ্ধা ভক্তি মার্গে ন্যাস প্রাণায়ামাদির ব্যবস্থা আছে কিনা।

মানবের চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত বাহ্যবস্তুর আকাঙ্খায় সর্ব্বদা অস্থির থাকে। চিত্তের তমোভাবের আধিক্য ঘটিলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহার নাম মূঢ়াবস্থা। একই সময়ে চিত্ত যখন নানাদিকে আকৃষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা বলে। যখন চিত্ত সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়া একটী বিষয়মাত্র চিন্তা করে তাহাকে একাগ্রাবস্থা বলে এবং চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্ত শ্রীভগবানে লগ্ন থাকে। নিরুদ্ধাবস্থা দ্বিবিধ। একবিধ অবস্থায় দেহচেষ্টা থাকে না, অপর অবস্থায় চিত্ত, নামে বা নামীর প্রেমে ভরপূর হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ দ্বিতীয় অবস্থাটী প্রার্থনা করেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সংযত করিতে হইবে। পতঞ্জলি অন্যস্থানে বলিয়াছেন :—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তাদ্বারাও চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারা মলিন চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। চিত্তের নির্ম্মল অবস্থাতেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই শ্রীভগবানের দর্শন তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। আমরা অনিত্য বিষয়বাসনাদাবানলে অহরহঃ জ্বলিতেছি। এই দাবানল হইতে অব্যাহতির উপায় কোনও রসের সাধন করা। সনক সনন্দাদি শান্তরসের সাধক। তাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ ও কৃষ্ণেতে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্ কিন্তু কৃষ্ণেতে তাঁহাদের মমতার অভাব। শান্ত সাধকের হর্ষ, রোমাঞ্চাদি সাত্বিকভাবের উদয় হয় কিন্তু চরম সাত্বিকভাবের বিকাশ

মানব চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা।

পঞ্চরস তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

হয় না। কৃষ্ণের সেবা থাকে না। যদি সিদ্ধ দাসভক্তের কৃপালাভ হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে শান্তরস হইতে দাস্যরস আসিতে পারে। দাস্যরস বিকাশপ্রাপ্ত হয় যখন শ্রীনন্দনন্দনের চরণতলে লুটাইবার জন্য তীব্র বাসনা হয়। এখানে সম্ভ্রমময় প্রীতি বিরাজ করে। সেবার সঙ্কোচ থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রভু আমি দাস এইরূপ ভাবটা বর্ত্তমান থাকে। নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। শ্রীউদ্ধব, নারদ, হনুমান প্রভৃতি দাস্যরসের পাত্র।

এই দাস্যভাব হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি আমার, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারেন না এইরূপ বিশ্বাসের ভাব হইতে সঙ্কোচ ভাব কমিতে থাকে, বেণুধ্বনি শুনিতে বাসনা জাগে, গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাইতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থার নাম সখ্যভাব। শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি রাখালগণের সখ্যরস। শ্রীযশোদার বাৎসল্যরস। তিনি গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া দিয়া একা ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। "আমার গোপাল" বলিয়া সখাদের চেয়ে মমতার মাত্রা বেশী। আর সখীদের মধুর রস যাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া পরে বিষদভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভালবাসা যখন সকলের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে সক্ষম হয় তখন তাহাকে প্রেম বলা হয়। শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রেম নাই। সর্ব্বত্রই কাম— 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা।' শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রেম নাই।

কাম ও প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীবৃন্দাবনে কামগন্ধ একেবারেই নাই। বৃন্দাবনে কৃষ্ণমাধুর্য্য যতই বাড়িয়া চলিয়াছে রাধাপ্রেমও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই সেখানে রাধার আধার ছাপাইয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য উঠিতে সক্ষম হয় না কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহাতে রাখিয়াছেন স্বীয় মাধুর্য্য এইজন্য স্বীয় মাধুর্য্য তাহার আধার ছাপাইয়া জগতে পড়িয়াছিল। ভক্তের ভাবদর্পণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য প্রতিবিম্বিত করিয়া তাহা আস্বাদন করেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলার আরম্ভ আছে বলিয়া এখানে শ্রীগোবিন্দ প্রেমরস নির্য্যাসের আস্বাদন করেন যাহাতে জীবসমূহ ঐ আস্বাদনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার দিকে ছুটিতে পারে। স্কন্দপুরাণ বলেন যে কেহ গোবিন্দের নাম করিলে তাহার সব গোবিন্দ চুরি করিয়া লইয়া যান, এরূপ চোর দ্বিতীয়টী আর নাই। এইজন্য মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে বাসনা থাকিলে শ্রীগোবিন্দের ভুবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করা সর্ব্বতোভাবে

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরমাধুর্য্য বিচারের চেষ্টা।

কর্ত্তব্য। সকলেই স্মরণ রাখিবেন যে ভাবনাচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার উপর গিয়া থামিবে তাহাই পাওয়া যাইবে। অনেকে বলেন যে তাঁহারা এই জগতের মায়িক সম্বন্ধে বদ্ধ থাকিয়া জনমে জনমে তাঁহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই তাহাদের ভাল লাগে। জানিতে হইবে যে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির একেবারেই লোপ পাইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও এই দুঃখ, ক্লেশপূর্ণ সংসার ভাল লাগিতে পারে না। এজগতে কি নির্ম্মল শান্তি সম্ভব? কখনই নয়। একথা একবাক্যে সুধীগণ স্বীকার নিশ্চয়ই করিবেন।

ভগবান্ কাহাকে বলে?

আমরা যে সব সময়েই 'ভগবান্' 'ভগবান্' বলিয়া থাকি, ভগবান্ শব্দের অর্থ কি? 'ভগ' শব্দের অর্থ রূঢ়িবৃত্তিতে শ্রী=লক্ষ্মী কিন্তু নির্ব্বাধ-বৃত্তিতে শ্রীরাধা। এইজন্য ভগবান্ শব্দের অর্থ যিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধাসহ বিরাজমান। আমরা ভালবাসা সংসারে দিয়া থাকি। আমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কতটুকু শান্তি দিতে পারে? শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলায় মন অভিনিবেশ করিলে সেই অনন্ত অফুরন্ত আনন্দলীলা সমুদ্র হইতে চিত্তবৃত্তিরূপ নালার পথ দিয়া আনন্দধারা আসিয়া আমাদের প্লাবিত করিয়া দিবে।

শ্রীগৌর তত্ত্ব।

শ্রীগৌরতত্ত্ব কিছুই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ ও সরল। শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে স্বীয় মাধুর্য্য প্রতিফলিত করিয়া আজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ বেশে তাহা আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতেছেন। ভগবৎ সেবা পরায়ণ জীব জড় জগতের সর্ব্বস্ব গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হয় আর আমরা অপ্রাকৃত জগতের সবও প্রাকৃতের মত করিয়া লই।

আমাদের মন এই মধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহে যাইবে কিরূপে? মায়ার করালগ্রাসে আমরা যে পতিত! মনের অশ্ব বায়ু। এই মনমাতঙ্গকে স্থির রাখিতে হইলে বায়ুরোধ করিবার আবশ্যক। প্রাণায়ামদ্বারা এই বায়ু রোধ করা যায় সত্য কিন্তু প্রাণায়ামের দিকে লক্ষ্য রাখিলে নামের মাহাত্ম্য কোথায় রহিল? এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আরও সৎগুরু না মিলিলে

সর্ব্ববিধ যৌগীক ক্রিয়াই নামের অনুগামী।

গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা অনুপযুক্ত গুরুর উপদেশানুযায়ী প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিলে নানাবিধ কঠিন ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাহাতে সাধনা করা দূরে থাকুক জীবনহানি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যৌগিকক্রিয়াই নামের অনুগামী। নিষ্ঠার সহিত নামাপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীগৌরদত্ত নাম মহামন্ত্র রসনায় নিয়ত উচ্চারণ করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিই লাভ করা যায় এবং সাধক ঐ সব সিদ্ধির দিকে আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া

দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য পাগল প্রায় হয়। যতই এই নাম জপ করা যাইবে ততই আমরা শ্রীবৃন্দাবন লীলার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। বাজে কথা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় আমরা অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যও ত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ কাটাইয়া থাকি, কৃষ্ণকথা শুনিতে গেলেই আমাদের যত ছট্‌ফটানি বাধিয়া যায়। কখনই অন্যের ছিদ্রান্বেষী হওয়া কর্ত্তব্য নয়; আমরা নিজেরা সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইতেছি সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিজেদের শতশত দোষ বর্ত্তমান থাকিতে আমরা কোন মুখে অন্যের দোষ অন্বেষণ করিতে যাই? উহাতে যে কেবল সময় নষ্ট হয় মাত্র তাহা নহে, মনও চঞ্চল হয় এবং অনেক সময় বৃথা কলহেরও সৃষ্টি হয়।

আমরা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে চিদাংশ এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে জড়াংশ গ্রহণ করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত রসনায় আমরা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করি। বারংবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত রসনার পূর্ণ স্ফূরণ হয় আর প্রাকৃত রসনার লোপ পায়। কোনও দিন যদি হরিকথা শুনিতে না ছাড়ি তবে প্রাকৃত কর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে, শুধু অপ্রাকৃত কথাই শুনা যাইবে। এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা কৃষ্ণকথা শুনিলেই উৎকর্ণ হন। অপ্রাকৃত কথা শুনিতে পান না। যদিও বা প্রাকৃত কথা তাহাদের কর্ণে সময়ে সময়ে প্রবেশ করে তথাপি সেইসব কথাও তাঁহাদের নিকট অপ্রাকৃত কথা বলিয়া মনে হয়। আমার নিত্যসিদ্ধ দেহ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে মিশিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছে এবং কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। যে দেহটার কথা চিন্তা করা হয় সেটা ভাবনাময় দেহ! সত্যযুগে যে সচ্চিদানন্দ বস্তু ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা লভ্য ছিল কলিযুগে সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা অতি সরল ও সহজ উপায়ে লভ্য।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়।

আমরা বলিয়া থাকি শ্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু নামের পাগল ছিলেন কই অন্য কার্য্য তিনি ত' কিছুই করিয়া যান নাই, লোকহিতকর দেশের কার্য্য তিনি কি করিয়া গিয়াছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। হতভাগ্য জীব আমরা, তাই যাঁহা হইতে আমরা ভববন্ধনকারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাকে এইরূপভাবে দোষারোপ করিতে আমাদের একটুও লজ্জা বোধ হয় না! নামদানাপেক্ষা লোকহিতকর শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কি হইতে পারে তাহা আমি ধারণা করিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

নাম দানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নাই।

অনেকে বলেন সাংখ্যকার ভগবান্ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, উপনিষদও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সাংখ্য যে আত্মতত্ত্বের ইতিহাস, উপনিষদ যে জ্ঞানের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি ইংলণ্ডের সব কথা থাকিবে? যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু থাকিতে পারে। ইহা সত্বেও ভাল করিয়া দেখিলে আমরা যে ব্রহ্মের দাস তাহা এইসব শাস্ত্র হইতেও বেশ উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ: সাংখ্য ও উপনিষদ।

এখন ভক্তিলাভ করিতে হইলে তাহার প্রথম সোপান কি এবং কিরূপে ভক্তি লাভ করা যায় তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে একটু বলিয়াছি। এখন বিশদভাবে বলিব। এই ভক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথম চাই শ্রদ্ধা। তবে তাহার পূর্ব্বে অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যফলে অজ্ঞাতসারে কোনও তীর্থস্থানে বা অন্যস্থানে সৎসঙ্গ লাভ হয়। ইহাতেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেও হয়। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বস্রষ্টাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস কিংবা শ্রীগুরু এবং বেদান্তাদিবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ অর্থাৎ গুরু-পদাশ্রয়, তৎপর ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং সর্ব্বশেষে প্রেম আসিয়া ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত ও আলোকিত করে। যদিও শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে এই নাম মহামন্ত্র দীক্ষা না লইয়া জপ করিলেও কার্য্য হয় তথাপি আমাদের যেরূপ কামনাযুক্ত মন তাহাতে কামনা নষ্ট হইয়া যাহাতে শ্রদ্ধাবীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় তজ্জন্য নিত্যানন্দ শক্তিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতরি আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রজদুলাল হইয়াও গুরুবরণ করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা তাঁহার পথের অনুসরণ করি। ভক্তিপথে আমাদের সব সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাণী মনে রাখিতে হইবে :—

ভক্তির ক্রম।

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন,
তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন,
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

তবেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে, অন্যথা অসম্ভব। শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই কারণ যে স্থান হইতে বিশেষভাবে বৈষ্ণবদর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন সেই ভাবের স্থান হইতে অভাব পুরণ করিবার চেষ্টামাত্র করিব। আমার চেষ্টার

সাফল্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দসুন্দরের কৃপা এবং আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করে।

ভাব। যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় হয় এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, তস্কর, ডাকাইত প্রভৃতি ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে তদ্রূপ প্রেমরূপ সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে ভক্তের ভাবরূপ অরুণোদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল বাসনারূপ হিংস্রজন্তু তাহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যখন 'কানুঅনুরাগ' ব্যাঘ্র বৃষভানুসুতার মানসবনে প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাঁহার মান গজেন্দ্র পলায়ন করিয়াছিল। আবার এদিকে শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাইএর অবস্থা শ্রবণ করুন :—

"যদিও আচার্য্য কোটী সমুদ্র গম্ভীর,
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হইল অস্থির।
যদিও প্রভু আচার্য্যে করে গুরুজ্ঞান,
তথাপিও আচার্য্য করে দাস অভিমান॥"

ভক্ত এই ভাবের অবস্থা লাভ করিলে তাঁহার স্বভাব একেবারে নত হইয়া পড়ে।

নববিধ অনুভাব। এই ভাব হইতে আবার সাধকের নয়টী অনুভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে যথা :—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি। এইসব অনুভাবের অর্থ গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বৈষ্ণবগণের মালা, তিলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক চিহ্ন ধারণের কারণ নির্দ্দেশ। অনেকে বৈষ্ণবগণের মালা, তিলক প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া ভ্রূকুটী করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে কতদূর অর্ব্বাচীনের ন্যায় কার্য্য করেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। যে যাঁহার অধীনে চাকুরী করে সে তাঁহার দত্ত এবং তদুপযোগী চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে নচেৎ তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিবারও উপায় থাকে না এবং সেও উৎসাহের সহিত প্রভুর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বৈষ্ণবগণের সব চিহ্নগুলিই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বের পরিচয় দিতেছে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুযায়ী ঐ সব দাসত্বের চিহ্নগুলি ধারণ করা হয়। তিলক মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করা হয় যাহাতে চোরগণেশাদি দেবতাগণ উপাসনার ফল চুরী করিয়া না লইয়া যাইতে পারে। তুলসীকণ্ঠি ধারণ করা হয় কারণ ভগবৎপ্রিয়া তুলসী ধারণে শ্রীতুলসীর প্রতি শ্রীভগবানের যে প্রীতি তৎ সদৃশ প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিখা রাখা হয় কারণ শিখাগ্রন্থি রীতি, বৈদিক যুগ হইতে সমস্ত যুগেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতু মুক্ত কেশে কোন ধর্ম্ম কার্য্যই সম্ভবপর নহে। মালায় জপ করা হয় কারণ মালার উপর হস্ত থাকিলে নাম আপনা আপনিই

মুখে উচ্চারিত হয় এবং আরও একটী কারণ এই যে সাধক উত্তরোত্তর জপ বৃদ্ধি করিতে পারে।

"যচ্ছরীরং মনুষ্যানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎ তাবচ্ছ্শানসদৃশং ভবেৎ" ॥

অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশান সম পরিত্যজ্য—এই কথা পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায়। আপনারা সকলে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কন করিয়া রাখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, বেদ পুরাণ ভিন্ন কোন কার্য্যই করেন না। তাঁহাদের সকল কার্য্যই শাস্ত্রানুমোদিত। তবে আউল, বাউল, সাঁই প্রভৃতি বহু উপসম্প্রদায় নানারূপ কদর্য্য প্রণালী পালন করেন এবং নানাভাবে বিপথে চলেন। কোন কোন সম্প্রদায় সেবাদাসীও রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করেন তদ্রূপ সমাজেও নানা-ভাবে লাঞ্ছিত হন। তাই বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উদ্দীপক সে ধর্ম্মকে যে মন্দ বলে সে নিতান্ত অবিবেচক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি কেহ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিগ্রহকে কৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন এবং ভজন সাধন করেন তাহা হইলে তিনি প্রথম ঐ বিগ্রহের ন্যায় মূর্ত্তি লাভ করেন এবং অবশেষে নিত্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। যদি কোনও ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্মুখে একই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ত্যাগের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবকেই অগ্রে প্রণাম করিবেন। আর যদি তিনি গৃহস্থ বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকেই অগ্রে প্রণাম করিবেন কারণ তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য।

বহু উপসম্প্রদায় ও বৈষ্ণব জগতে তাঁহাদের স্থান।

দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রজলীলা প্রাপ্তি হয় এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। আমরা শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা হইতে জানিতে পারি যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রজলীলা প্রাপ্তির মন্ত্র।

আপনারা সকল সময়ে মনে রাখিবেন যে শ্রীভগবান্ করুণাময়। তিনি কখনও কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফল অনুসারে সুখ বা দুঃখ পাইয়া থাকে ও নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মের সূক্ষ্ম সংস্কার দেহান্তের পরও থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে কেহ কেহ বলেন যে মানুষ দেহত্যাগের পরে পুনর্ব্বার মানুষ-জন্মই লাভ করে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত নহে। মানুষের বর্ত্তমান কর্ম্মবাসনা সমূহ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা-বীজ উভয়ে

মানুষ দেহান্তে কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয় ?

মিলিত হইয়া যাহাদের ফলোন্মুখ ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে মানুষ দেহত্যাগের পর পুনরায় তদুপযুক্ত ফল ভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহারা শ্রীমদ্‌গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক রচিত "কৃপা কুসুমাঞ্জলি" নামক অমূল্যগ্রন্থ পাঠে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মও নষ্ট হইয়া যায়। এই ভক্তিপথ যেমন সুখলভ্য ও সুগম আবার তেমনই ক্ষুরধারবৎ বিপদসঙ্কুল। এই হেতু—সদ্‌গুরুর একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে যদি ভক্তিলতাবীজ লাভ করিয়া সাধক-ভক্ত-মালী যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি জল দ্বারা সেই বীজ নিত্য সেচন করিতে পারেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে ভাবাঙ্কুর উদ্‌গম হইয়া ঐ লতা সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকল্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং ভক্ত-মালী সুখে প্রেমফল আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন এই যে—প্রথম হইতেই যাহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি, নিষিদ্ধাচার-জীবহিংসা প্রভৃতি উপশাখা (পরগাছা) ভক্তিলতার অঙ্গে না উঠিতে পারে এবং নামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তী যাহাতে ঐ লতা ছিন্ন না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সাধকের সাধনার উন্নতির পথে এইসব ভক্ত্যুত্থ অনর্থ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তখন তাঁহাদের মনের অবস্থার এইপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়—"শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাবে ত' আমার কোনও অভাব নাই—ফল-মূল-নানাপ্রকার নৈবেদ্যাদি বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লাভ হইতেছে, তবে—এইপ্রকারে পূজাদি আরও কিছু অধিক সময় করিলে অধিক লাভ হইবে।" এইপ্রকার অনর্থের ফলে ভক্তিলতা স্তব্ধভাব ধারণ করেন এবং উপশাখা (পরগাছা) প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাধক-মালীর মূল ফললাভের পথে বাধা জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু ভক্তিলতাবীজ কখনও নষ্ট হয় না। জন্মান্তরেও সাধক—সাধনার ফলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। এ বিষয় আমরা শাস্ত্রেও দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণবশতঃই শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, সজ্জনসঙ্গ এবং মহাপুরুষগণের শ্রীমুখের সদুপদেশ গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই।

সৎগুরু ও শিষ্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কি বলিতেন একবার শুনুন ঃ—"গৌরাঙ্গদেবের বাহিরের ভাব শ্রীরাধার ন্যায়, ভিতরের ভাব 'ব্রহ্মানন্দ' অনুভব করা, নিজে ব্রহ্ম—আত্মারাম। ত্যাগ, নামমাহাত্ম্যপ্রচার রাধ্যস্থানে দণ্ডায়মান—চৈতন্যদেবের শিক্ষা, ইহা দ্বারা ব্যভিচার নিবারণ করিয়াছিলেন।" যাহা হউক সৎগুরু লাভ করিলে কিরূপ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত।

সুবিধা হয় সেই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া ভাবের পর যে প্রেম লাভ হয় তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সৎগুরু লাভ করিলে তাঁহার কৃপায় (দুই এক জন্মের মধ্যেই) সাধক তাঁহার অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হন। শ্রীমৎ স্বামী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীসৎগুরুপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থেও এই কথা আমরা দেখিতে পাই।

যাহা হউক ভাবের নয়টী অনুভাব লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর কি অবস্থা সাধক প্রাপ্ত হন তাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দসুন্দরের ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

ভাবের পর (যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাধনটী হয় তবে) প্রেমের উদয় হয়। শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃপাশক্তির বিকাশ করিয়া সেই প্রেমবান্ ভক্তকে যেখানে তাঁহার লীলা প্রকট হয় সেইখানে লইয়া যান এবং সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলা-তরণী ভবসিন্ধুর কুলে লাগাইয়া দেন কারণ এরূপ না করিলে আমরা পারে যাইতে কিরূপে সক্ষম হইব? প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয় এবং সেইসময়ে সাধকের স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, বেপথু ও প্রলয় এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই প্রাকৃত দেহভার বহন করা অসহ্য হইয়া উঠে। এইজন্য ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু লীলাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাসহ লীলা বিগ্রহ বিশ্বে প্রকট করেন এবং তাঁহার যোগমায়া বা কৃপাশক্তি-প্রভাবে সাধককে নিত্য ভাব-সিদ্ধ গোপীদেহ দান করেন এবং তাঁহার লীলা-তরণীতে আশ্রয় প্রদান করেন। এই ভূমণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে যে অন্তর্নিহিত নিত্য-গোলক আছে যে গোলোকসহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতরণ করেন তাহা মহাপ্রলয়ের সময়ে ঊর্দ্ধে অবস্থিত নিত্যগোলোকে লয় প্রাপ্ত হয়। যখন ভক্ত লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার ভাবানুসারে তাঁহাকে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপ অলঙ্কার সমূহ দ্বারা বিভূষিত করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পরম ভক্ত শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত বহু সাধনার ধন "জৈব ধর্ম্ম" নামক পুস্তকখানি আমি আমার সমস্ত ভাইবোন্‌দের পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকের কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে অতি বিশদ্‌ভাবে বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে যাঁহার যে প্রশ্নই থাকুক না কেন সকল প্রশ্নের সমাধানই এই পুস্তকে যথাসম্ভব করা হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন এরূপ

প্রেমের অষ্ট-প্রকার লক্ষণ।

লীলাপ্রবিষ্ট ভক্তের অবস্থা বর্ণন।
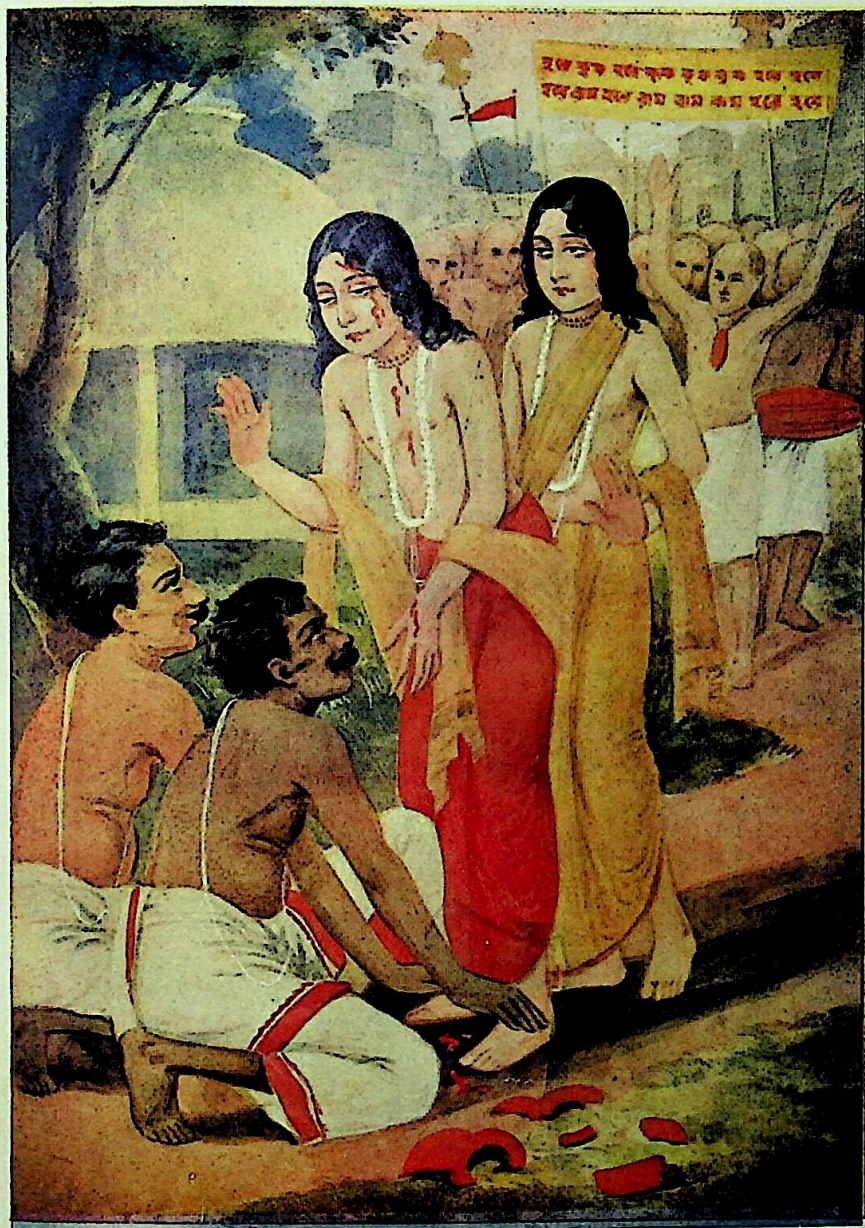
তত্ত্বপূর্ণ শ্রীগ্রন্থ রচনা করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া অভিমানশূন্য হইয়া আপনারা অবশ্য অবশ্য এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিবেন। তবে এই পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমি আমার প্রিয় ভাইবোন্‌দের শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দসুন্দর ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে অনুরোধ করি ও শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে বলি নচেৎ এই পুস্তক কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবে না। সাধারণের পক্ষে এই পুস্তক বোধগম্য নাও হইতে পারে। এই পুস্তকের ২।১টী স্থলে আমার সহিত মতানৈক্য আছে তাহার ভিতর বিশেষভাবে যেস্থানে আমি একমত হইতে পারি নাই সে সম্বন্ধে আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক এখন বৈধী ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। যাঁহার কৃষ্ণচন্দ্রে আসক্তি নাই, কেবল শাস্ত্রশাসনে ভগবৎ ভজন করেন তিনি বৈধী ভক্ত। বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রম সম্মত সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ জীবনযাপন করিবেন। আবশ্যকমত তদ্রূপ অর্থ স্বীকার করিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। অধিক গ্রহণ করিবার জন্য লোভ করিলে আসক্তিপ্রযুক্ত ভজন খর্ব্ব হয়। আবশ্যকের অল্পতা স্বীকার করিলেও অভাবক্রমে ভজন খর্ব্ব হয়। বৈধী ভক্তির অধিকারী তুলসীত্যাদি ভজনীয় বৃক্ষের পূজা, অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ ও গো প্রভৃতি পৃথিবীর উপকারী পশু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণের পূজা, ধ্যান ও প্রণাম করিবে। এই সকল কার্য্য দ্বারা তিনি সংসার রক্ষা করিবেন। এরূপ ভক্তের বৈকুণ্ঠলোক পর্য্যন্ত গতি হয় তবে তিনি যদি অবশেষে রাগমার্গে যান তাহা হইলে রাগমার্গে ভক্তদের যে সাধ্য তাহাই প্রাপ্ত হন। বৈধীভক্তি-মার্গের সাধক নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও পঞ্চসূনা যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। ঢেঁকি, অগ্নি, ঝাঁটা, যাঁতা ও জল ব্যবহার করিবার সময় অনেক প্রাণী হত্যা হয়। এই সমস্ত প্রাণীহত্যা জনিত পাপকে "পঞ্চসূনা" বলে। এই সব পাপের জন্য পঞ্চসূনা যজ্ঞ বিধেয় যথা :—দেব-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞ।

বৈধী ভক্তি ও পঞ্চসূনা যজ্ঞ।

সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা নানারূপ ভোগবাসনায় মত্ত হইয়াছি। ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি, একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভোগবাসনা করার জন্যই ত' আমাদের য়ত অশান্তি। মহাপ্রলয়ান্তে নিয়মিতকালে মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশবাণীতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র

মানবের অশান্তির কারণ।

লাভ করিয়া তাহা জপান্তে সিদ্ধ হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার বাম অঙ্গ হইতে শতরূপা এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে মনু জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। মনু নর হইলে শতরূপা নারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্য সৃষ্টি করেন; মনু পক্ষী হইলে শতরূপা পক্ষিণী হইয়া পক্ষিসব সৃষ্টি করেন; মনু পতঙ্গ হইলে শতরূপা পতঙ্গিনী হইয়া পতঙ্গসব সৃষ্টি করেন। এইরূপে সমগ্র জীবজগতের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিবামাত্র জড়প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তা হন। মিসেস অ্যানিবেসান্টও তাঁহার "Esoteric Christianity"তে লিখিয়াছেন ঃ—"When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the Spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine mother of the Worlds." সৃষ্টি সম্বন্ধে সমস্তধর্ম্মের সার গ্রহণ করিলে একস্থুরে বাজিবেই বাজিবে কিন্তু সার কয়জনই বা গ্রহণ করিয়া থাকেন! সকলেই প্রত্যেক ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ লইয়া টানাটানি করেন মাত্র, ভিতরের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, ফলে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি হয় এবং বৃথা অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ অশান্তি-অকল্যাণ ও অন্তে জীবন নাশও হয়।

সৃষ্টির ইতিহাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তিযোগের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা জগৎকে যে ভালবাসা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছি প্রকারান্তরে সেই ভালবাসা শ্রীভগবানে দেওয়ার নামই ভক্তি। কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিধন করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, মনকে নিগ্রহ করিবার কোনই আবশ্যক নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাব যাহা আমাদের আছে সে সকলও নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। এইসব রিপুগুলির বিষদাঁতগুলি ভজনদ্বারা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং যে সব রসের কথা বলিলাম এইসব রস শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—কাম "কৃষ্ণসেবার্পণে", ক্রোধ "ভক্তদ্বেষী জনে", লোভ "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা", মোহ "ইষ্টলাভ বিনে", মদ "কৃষ্ণগুণগানে"। মাৎসর্য্য সিদ্ধাবস্থায় প্রেম হইতে উত্থিত হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ষড়রিপু সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের উপদেশ।

অতএব যখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধনের নিমিত্তই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে; জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, পুরুষ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, তখন কেন আমরা বৃথা শোকমোহে আচ্ছন্ন হইব? শোকমোহে অভিভূত না হইয়া নির্গুণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের সকলেরই আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে আমরা কর্ম্মপাশ ছেদন করিতে সক্ষম হইব। ইষ্টবিয়োগের আশঙ্কা কিংবা ইষ্টবিয়োগ হইতে শোক এবং অনিষ্টপ্রাপ্তির আশঙ্কা কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীগীতায়ও আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই শোকমোহাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন।

শোক ও মোহের কারণ নির্ণয়।

সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ শ্রীকৃষ্ণবস্তু লাভ করিবার জন্য আমরা অনাদিকাল হইতে চেষ্টা করিতেছি এবং সকলেই একদিন না একদিন নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের পর সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবই। আমরা আনন্দের দিকে সকলেই ছুটিয়াছি কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" "আনন্দং ব্রহ্মেতি"—এইজন্য ভূতগণ আনন্দই প্রার্থনা করে। ভূমানন্দ লাভ না করিলে জীবের তৃপ্তি নাই, তাই জগতের জীবের কেবল শ্রান্তিই পরিদৃষ্ট হয়, শান্তি আদৌ দেখা যায় না। যে পর্য্যন্ত না জীব আনন্দময়কে লাভ করিতে পারে সে পর্য্যন্ত জীবের শান্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময় ও জ্যোতির্ম্ময়। প্রকৃতির শক্তিনিচয় যখন তড়িৎশক্তির সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয় তখন যে স্থানে ইহা চতুষ্পার্শ্বস্থ আবরণসমূহের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেইস্থানেই ইহা অত্যন্ত তেজোময়রূপে প্রকাশিত হয়, আর যখন চৈতন্যশক্তি তড়িৎশক্তিকে জীবনীশক্তি প্রদান করে তখন চৈতন্যশক্তির একমাত্র আধার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে কতদূর তেজোময় ও সুন্দর তাহা আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। তবে চিন্তা করিয়াও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম সৌন্দর্য্যের কণার কণাও উপলব্ধি করা অসম্ভব; কারণ আমাদের জ্ঞান ও অনুমানশক্তি একেবারেই তুচ্ছ তাই শ্রীগুরুদেব, যিনি সেই পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে শিষ্য বিনীতভাবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় ও সুন্দর কেন।

জগতে সকল রকমের সুখের পিছনেই দুঃখ লাগিয়া আছে। শীতকালে যেরূপ সূর্য্যের উত্তাপ গাত্রে লাগাইতে হইলে ঘরে অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কোনই ফল লাভ করা যায় না, বাহিরে আসিয়া তবে ইচ্ছানুযায়ী

সূর্য্যতাপ ভোগ করা যায় তদ্রূপ আমাদেরও মায়ামোহরসে মত্ত না থাকিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণরূপ সূর্য্যের উত্তাপ স্বীয় স্বীয় হিতার্থে লাগান কর্ত্তব্য যাহাতে ত্বরায় আমরা শ্রীকৃষ্ণবস্তু লাভ করিতে পারি। অনেকে বলেন শ্রীভগবান্ ত' মন জানেন তবে তাঁহাকে কীর্ত্তনরূপ প্রার্থনা দ্বারা ডাকিবার প্রয়োজনীয়তা কি? তিনি মন জানিলেও তাঁহাকে কীর্ত্তন দ্বারা ডাকা প্রশস্ত কারণ চঞ্চল মনদ্বারা একাগ্রতার সহিত ডাকা যায় না। কীর্ত্তনে মন সংযত হইয়া ব্রহ্মের দিকে এক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে। প্রভু জগদ্বন্ধুও বলিয়াছেন যে শ্রীভগবান্ সব জানিলেও তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া ডাকিবে। তিনিও বোধ হয় একই কারণের জন্য এরূপ বলিয়াছেন।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। এই দুইটী জিনিষের উপর মায়া সমধিক বর্ত্তমান। যথাসম্ভব এই দুটীর উপর আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি যাজন করা আবশ্যক। এই উপদেশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কৃপা করিয়া আমাদের প্রদান করিয়াছেন যাহাতে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি। এই উপদেশের অর্থ ইহা নয় যে কেবলমাত্র পুরুষই সাধনা করিবার অধিকারী এবং তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সাধনা করিবেন—স্ত্রীলোকেরাও সমানভাবে শ্রীভগবান্‌কে সাধনা দ্বারা লাভ করিতে পারেন—তবে সেক্ষেত্রে তাঁহাদের পুরুষসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনা করিয়া কখনই কোনকালে সাধনার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারেন নাই। গৃহস্থাশ্রমী হইলেও সাধন ভজনের সময় পুরুষ ও স্ত্রীর একাসনে কিংবা পাশাপাশি অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল মাত্র শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোক সন্নিধানে থাকিলেও তিনি প্রেমভক্তির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্য কেহই এরূপ অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীভগবানের অমোঘ শক্তি প্রভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই শক্তি রোধ করা সহজ সাধ্য নহে। বিরক্ত-সাধকগণের ত' একেবারেই স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জিত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এ বিষয়ে শ্রীল ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের একাসনে ও পাশাপাশি বসিয়া সাধন আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণের ও গোস্বামীপাদগণের সিদ্ধান্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমী ধর্ম্মপত্নীসহ বাস করিতে পারেন—কিন্তু রাজা জনকাদির ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া সাধনা করিবেন।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ভিন্ন সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব।

নিম্বকাষ্ঠের গুড়িতে যেটুকু আবরণাংশ বেশী থাকে তাহা অপসারিত করিলে যেরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহা হইতে পাওয়া যায় সেইরূপ আমাদের মধ্যে ভগবান্ আছেন

সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের ভিতর বাসনা প্রভৃতি নানা পদার্থ ত' আছে, এই সব ত্যাগ করিলে তবে কৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণই অনাদির আদি। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সকল দেবদেবী-গণকেই ভজনা করা হইয়া যায় যেরূপ কোনও বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে সেই বৃক্ষের ডালপালা সর্ব্বত্রই জলে পরিব্যাপ্ত হয়। নৃসিংহ পুরাণে আছে ঃ—

শ্রীকৃষ্ণই অনাদির আদি।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং উৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥

অর্থাৎ দুই বাহু তুলিয়া আমি ত্রিসত্য করিয়া যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রও নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবও আর নাই।

—এখন আর একটী আমার বন্যস্বরের আলাপনে প্রবৃত্ত হইব। আপনারা ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে আমার এই বন্য আলাপ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন তাহা হইলেও আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে সকলেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছিলেন। "ব্রহ্মসত্যম্ জগন্মিথ্যা" এই তত্ত্বজ্ঞানের সাধনাই ছিল মাত্র কিন্তু আমাদের পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসের পরিণতিস্বরূপ রাইকানু মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য্যমাত্র দেখাইলেন যে মাধুর্য্য রসের গন্ধ মাত্র পাইয়া বৈকুণ্ঠগামী সনক সনন্দনাদি ঋষিগণও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন এবং গোলোকধামে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে ও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। আমরাও যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। আমরা জীবমাত্রেই যত্নে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। চব্বিশ ঘণ্টাই ত' এই শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য করিতেছি। হরিনামও অভ্যাস করিলে চব্বিশ ঘণ্টা অনায়াসে করা যাইতে পারে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ ৫৬ দণ্ডকাল সাধন ভজন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে নামকরা একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে শরীরের সর্ব্বস্থানই মুখে নাম না করিলেও আপনাআপনি নাম করিতে থাকে। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সব সময় নাম উচ্চারিত হইতেছে এইরূপ অনুভব করিতেন। আজ যে সুমধুর কীর্ত্তন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া ও শ্রবণ করিয়া আমরা শান্তির

সচ্চিদানন্দ বস্তু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা।

সুশীতল ধারায় অবগাহন করিতেছি সেই কীর্ত্তন আমার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আজ কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, কি আর্য্য, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া সেই 'রসো বৈ সঃ' তত্ত্বের অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দানের তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ তাই এহেন দয়াল ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করি না।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট করেন। এখন দেখা যাক্ এই রাধাকৃষ্ণযুগল কাল্পনিক না সত্য। আমার অবশ্য এরূপ দুঃসাহস ও দুর্ম্মতি হয় না যাহার বশীভূত হইয়া আমি শ্রীগৌরসুন্দরের এই মহানুভবের যুগল মূর্ত্তিকে, শুদ্ধা ভক্তি মার্গে না গেলেও, কাল্পনিক বা তদ্রূপ কিছু বলি, কিন্তু ঘোর কলিকাল—এই হেতু আমার ন্যায় দুষ্ট চিত্ত ব্যক্তিদের জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া রাখা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। খ্রীষ্টানেরাও আদি মানব অ্যাডাম্ এবং তাঁহার আনন্দবর্দ্ধিণী সঙ্গিনী ইভ্‌কে মানেন। আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দসুন্দরের কৃপার দিকে কাতর দৃষ্টি রাখিয়া এই অতি নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কারার্থে বহির্গত হইব। কৃতকার্য্য হইতে পারিব কিনা শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার এবং বিরুদ্ধবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক যুক্তিসহ স্বপক্ষ স্থাপন ও তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক নানাবিধ কথার অবতারণা।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই॥"
"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

এই কথা আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য এই কথার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এইতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে আমি আমার প্রিয় ভাইবোন্‌দের রাসনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের শরণাপন্ন হইয়া এইতত্ত্ব যাহাতে আমার হৃদয়ে পরিষ্কারভাবে স্ফূর্ত্তি পায় সেজন্য প্রার্থনা করিতে বলি। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ২।১টী কথা বলিয়া যুগলতত্ত্ব সমাধানের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা আমি গ্রন্থশেষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা

করিয়াছি, তবে জানি না দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কোন ভাই বা বোন্ ঐ সব প্রমাণকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবেন কিনা। আমরা সবই তো উড়াইয়া দিয়া থাকি, পারি না কেবল আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে যাহা শ্রীগৌরসুন্দর পদদলিত করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কি সহজেই মিলে? দীনহীন কাঙ্গালের বেশ ধারণপূর্ব্বক সকলপ্রকার মান অভিমান বিসর্জ্জন না দিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা লাভ করা অসম্ভব। আজকাল দেখিতে পাই বহু ব্যক্তি যাঁহারা নিজেদের প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানারূপ উপাধি ধারণ করিয়াছেন অথচ তাঁহাদের অনেকেই সেই সকল উপাধির বিন্দুমাত্রও উপযুক্ত নন্। জানি না ইঁহাদের শুদ্ধাভক্তির পন্থা কিরূপ! শাস্ত্রে দেখিতে পাই বৈষ্ণব অকিঞ্চন হইবে। তাহা ত' ইঁহারা কোনপ্রকারেই নন্ পরন্তু কতসময় যে কত অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসব উপাধিতে নিশ্চয়ই মনে মনে একটা অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় কারণ আমরা মানুষ ত'! নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকা সহজ কথা নয়। সেরূপভাবে থাকিতে হইলে তীব্র সাধনার আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কিংবা তৎপরবর্ত্তীকালে কোনও বৈষ্ণব মহাজনের এরূপ কোনও উপাধি ছিল বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। কোথায় দেহাত্মবুদ্ধি লোপ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিতেছি, না আরও বেশ দৃঢ়ভাবে স্ব ইচ্ছায় দেহটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেছি। জানিনা এইসব উপাধি ধারণ করার অন্তরালে কোন গূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে কিনা। তবে আমি নিজে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কতকগুলি বিষয় জানি তাহা আপনাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি। আমি সত্য কথা বলিতেছি কিনা তাহা তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন এবং যদি সত্য বলিয়া থাকি তাহা হইলে সেইসব বিষয়ে তাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমি বিশেষ সুখী হইব।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও উপাধি বিচার।

ইঁহারা প্রায়ই সতের নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহাতে কি নামাপরাধ হয় না? ইঁহারা যেরূপভাবে বক্তৃতা দিয়া থাকেন অনেক সময় শাস্ত্রানুযায়ীই বলেন অথচ নিজেরা সেরূপ কিছুই করেন না। ভোগবিলাস ইঁহাদের বেশই আছে। ইঁহারা এরূপ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন যে নিজেদেরই কেবলমাত্র প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধা ভক্তির যাজনকারী বলিয়া মনে করেন এবং অন্যদলের বৈষ্ণব-গণকে দীক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন। সকল সময়েই কূটবিচার লইয়া ব্যস্ত। সকলের সম্বন্ধে বলেন যে সকলেই ভুল পথে যাইতেছে। ইঁহারা সাধারণতঃ

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম।

ধনী লোকদের বিশেষভাবে আদর সম্ভাষণ করেন। যে সংসারী লোকদের টাকা না হইলে তাঁহাদের আদৌ চলে না সেই সংসারীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন অথচ নিজেরা ঘোর সংসারী। আমি তাঁহাদের কার্য্যকে মাত্র দোষারোপ করিতেছি। হয়ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হইতে পারে কিন্তু আমি নিজে যখন দেখিয়াছি যে আমারই চোখের সম্মুখে তাঁহাদের দলের জনৈক গেরুয়া বসনধারী ব্যক্তি রোষকষায়িতনেত্রে কোনও অতিথিকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের একজন অন্ধ ভক্তের বিশেষ কোনও কষ্ট চোখের সামনে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রতিকার তাঁহারা করিতেছেন না তখন তাঁহাদের কার্য্যে দোষারোপ না করিয়া কিরূপে থাকিব? তাহা হইলে যে সত্যের অপলাপ করা হইবে! শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যাহাতে এইসব ব্যক্তির ভ্রান্ত ও গোড়ামীযুক্ত ধারণা অচিরে নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাতে তাঁহারা সাদরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করেন এবং সর্ব্বদাই স্মরণ করেন যে আমার শ্রীমন্মহাপ্রভু কিবা সংসারীদের কিবা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাহাকেও কোনদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহাদের বিশেষ দোষ আমি দেখিতে পাই যে অনেক উদিতবিবেক বৈষ্ণবকে তাঁহারা তাঁহাদের চিরন্তন বোল্ "প্রাকৃত সহজিয়া" আখ্যাদ্বারা বিভূষিত করিতে কখনই ভুলেন না এবং এইরূপে উদিতবিবেকবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপথের যাত্রীর অনেককে ও অনুদিতবিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেককে তাঁহারা নিরূৎসাহিত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রাকৃত সহজিয়ার পথে চলেন। অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের নিন্দা ব্যতীত ইঁহাদের মুখে ভাল কথা খুব কমই শোনা যায়। অনেকে হয়ত' বলিবেন যে এরূপ আলোচনা করা আমার অনধিকার চর্চ্চা তথাপি বিবেকের আদেশানুযায়ী আমি স্পষ্ট সত্য কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। সত্য যাহা বুঝিব তাহা বলিবই। আমি যদি কিছু না বুঝিয়া লিখিয়া থাকি তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনারাও আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন তাঁহারা বলেন 'কই কত ত' কৃষ্ণনাম করিতেছি, প্রেম হইতেছে কই'! নানাজন্মে করিয়াছি ভূরি ভূরি পাপ, আর একবার আধবার কৃষ্ণনাম করিয়াই প্রেম হইতেছে না বলিয়া নামের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? এই একবার মাত্র দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি তথাপি হরিনাম করি না ইহাপেক্ষা আক্ষেপ

ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! শ্রীভগবান্ কৃপা প্রকাশে এই মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তির সৌভাগ্য দান করিয়া সাধনা দ্বারা তাঁহার নিকট যাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও যদি আমরা তাঁহার নামকীর্ত্তনে রত না হই তবে পুনরায় আমাদের বহুযোনি ভ্রমণ করিতে হইবে এবং কষ্টেরও আর ইয়ত্তা থাকিবে না। অতএব সকলেই আসুন আমরা সাবধান হই। কৃষ্ণরূপ ঘুড়ীকে যে আমরা বহুদূর ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহাকে ত' গুটাইয়া আমাদের নিকটে আনিতে হইবে। পুনঃপুনঃ নাম মহামন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণরূপ ঘুড়ী আপনাআপনিই গুটাইয়া আসিবেন। আমরা করিব অসাত্ত্বিক আহার, মনে করিব কুচিন্তা তাহাতে এসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব কিরূপে? যদি মৎস্য, মাংস ইত্যাদি রজোগুণ বৃদ্ধিকারী বস্তু আহার করা ত্যাগ করি এবং সৎসঙ্গ দ্বারা দুর্বাসনা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই এইসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব।

বৈষ্ণবধর্ম্মে খাদ্যাখাদ্য বিচার।

কিঞ্চিদধিক ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট হইয়াছিল। এক এক মন্বন্তরে ৭১টী চতুর্যুগ থাকে। এইরূপ ১৪ মন্বন্তর পরে প্রতিব্রহ্মাণ্ডে একবার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার লীলা প্রকট করেন। শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহনও মুগ্ধ এবং গোপীগণও মুগ্ধ। এইরূপে লীলাটী সম্পাদিত হয়। আমরা বৈবস্বত মন্বন্তরে বাস করিতেছি। চতুর্বিংশ চতুর্যুগে রামলীলা এবং এই অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কৃষ্ণলীলা হইয়াছিল। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহাশয় স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আসিয়াছিলেন। অতএব জানিবেন যে পুরাণের একবর্ণও মিথ্যা নহে। আমরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে আমাদের আয়ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি সেইরূপ যে সব সাধুগণের দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হন তাঁহারাও বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের ও তাঁহার পার্শ্বদ ও অন্যান্য ভক্তগণের লীলাসম্বন্ধে জমাখরচ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন যাহাতে পরবর্ত্তী জীবগণ লীলাকথা পাঠ করিয়া ও শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। পুরাণ একটা বাজে জিনিষ, ইতিহাস ত' আর নয় ইহা বলিয়া উড়াইয়া দিলে নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। ভবসিন্ধুর পারে যাওয়ার কোনই পন্থা থাকিবে না। শাস্ত্রকারেরা সমস্তই বিশদ্‌ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ৩টী বংশী ছিল। বৈনবী, হৈমী ও মণিময়ী। যখন আমার শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইতেন তখন সমস্ত রাখাল ও যোগ্য ভক্তগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য বৈনবী বংশী বাজাইতেন, গোপীদের আকর্ষণ করিবার জন্য হৈমী বংশী বাজাইতেন ও সকলকে সম্মোহন করিবার জন্য মণিময়ী বংশী বাজাইতেন। এই

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার সময় নির্দ্দেশ।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী।

বৈনবী, হৈমী ও মণিময়ী বংশীকে যথাক্রমে আনন্দিনী, আকর্ষিণী ও সম্মোহিনী বংশী বলা হয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"

এই হেতু যাহার তাহার কথা শুনিয়া আপনারা পুরাণে ও বেদে অবিশ্বাস স্থাপন করিবেন না ; আপনাদের সকলেরই চরণে পড়িয়া দন্তে তৃণ ধরিয়া আমি অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীভগবানে ৩টী শক্তি আছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তিকে কেহ কেহ আনন্দচিন্ময়রস বলেন। এই তিনটী শক্তি আছে বলিয়া শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়। সৎ = সন্ধিনী শক্তির আশ্রয়, চিৎ = সম্বিৎশক্তির আশ্রয়, আনন্দ = হ্লাদিনীশক্তির আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণে শক্তিরূপা হ্লাদিনী থাকে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সাহায্য করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার ইচ্ছায় শ্রীরাধিকা হইতে উদ্ভূত হন। "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রাণবল্লভ, আমরা তাঁহার প্রেয়সী" এইরূপ স্থায়ীভাব তাঁহাদের বর্ত্তমান, এবং সময়ে সময়ে লীলাপুষ্টির জন্য হর্ষ, দৈন্য, নির্ব্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার সঞ্চারী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীরাধিকা সেবার (হ্লাদিনীর) চরম মূর্ত্তি। এই সব তত্ত্ব অল্পের ভিতর প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। ধীরভাবে এই সব বিষয় যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ধৈর্য্যচ্যুত হইলে জগতে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না আর এ ত' আদিতত্ত্ব। ইহা ত' একেবারেই বোধগম্য হইবে না। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বস্তুর মূলতত্ত্ব কি সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া লইলে ভাল হয় কারণ তাহা হইলে সব বিষয় আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

শ্রীভগবানের তিনটী শক্তির ব্যাখ্যার চেষ্টা।

মূলতত্ত্বের উপাদান—অস্তি, প্রকাশ ও আনন্দ, কারণ এই বিশ্ব চিন্ময় জগতেরই বিকার মাত্র যাহা "দৃশ্যমান জগৎ" নামীয় কবিতায় আমি বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সচ্চিদানন্দ বস্তু সকলেই চান। আমাদের নিকটে কোনও কষ্ট না করিয়া সকল সময়েই নির্ম্মল আনন্দ উপস্থিত থাকিবে এই বস্তু কে না চান ? কিন্তু তাহা পাইতেছি কোথায় ! বিনা সাধনে ত' আর সে বস্তু মিলিবে না ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "স্বাধীন ইচ্ছা কাহারও নাই—গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে দেওয়া হইয়াছে। গরুটা কাছে দাঁড়াতেও পারে বা দূরে দাঁড়াতেও পারে। ভগবান্ কৃপা কোর্‌লে নেড়ে বাঁধতে পারেন বা দড়িটা

মূলতত্ত্বের উপাদান।

কাহারও স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না।

খুলে দিতে পারেন"। এই জন্য সময় থাকিতে বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট হইতে এইসব তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া আমাদের জীবনতরণী বাহিতে সুরু করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কোনই কষ্ট থাকিবে না। তাহা কি আমরা করিব? শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী কি আমরা হইব? আমাদের কি পুরুষকার নাই! ছি! ছি! আমাদের যে লজ্জা করে! আমরাই যখন ভগবান্ তখন অন্যের নিকট বিশেষতঃ "ঐ গোয়ালার ছেলের" নিকট কিরূপে কৃপাপ্রার্থী হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইয়া সকলেই মহাকালের গর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিতেছি, এই দ্রুত গতিকে আমরা স্থির মনে করিতেছি কিন্তু মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে ইহা চিন্তা করিলে আর আমাদের জীবন স্থির বোধ হইবে না, ইহা বুঝিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হওয়া আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

ধিক্ আমাদের জীবনে! শতধিক আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে! আমরা থিয়েটার বায়োস্কোপে গিয়া কত সময় নষ্ট করি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে আমাদের নিজেদের হেয় মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা হইলে যে আমরা অসাধ্যও সাধন করিতে পারি, আবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অনাবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে ধাবমান্ হইতে পারি সে বিষয়ে আমাদের আদৌ খেয়াল নাই। সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়াও আমরা নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি, ধিক্ আমাদের জীবনে!

আমরা জগতের জীব মূর্খ তাই গর্দ্দভ যেরূপ ঘোলা করিয়া জল পান করে তদ্রূপ আমরাও করিতেছি। আপনারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমরা যাহা করিয়া থাকি তাহাই মাত্র বলিতেছি। যে সচ্চিদানন্দ বস্তু দেহ দ্বারা আবৃত আছেন তাঁহাকে ভোগ না করিয়া শুধু দেহটাই ভোগ করিয়া থাকি। অন্য বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিয়া থাকি কিন্তু সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের ভিতর যে বস্তু থাকিয়া তাহাদের উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। অবশ্য মায়ারাক্ষসীর কবলে পড়িয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণময়ী দৈবীমায়া কৃষ্ণ-শরণাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হন্ না। এই সংসার জয় করিবার উপায় মাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন। অরুন্ধতী দর্শনের ন্যায় প্রথম প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা স্থূল দর্শন করিয়া স্থান নির্ণয়ান্তে সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিতে হইবে। মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ এই জগতের ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলার মাধুর্য্য শ্রবণান্তর সমাধিদশায় প্রেমচ্ছুরিত নেত্রে উহার

দশমূলে মায়ার ব্যাখ্যা।

অপ্রাকৃত চিন্ময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। দশমূলে মায়ার সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা বস্তু সমূহ পরিমাণ বিশিষ্ট হয় বা মাপা যায়।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তুব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥

অর্থাৎ যাহাদ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্বসৃষ্টি করেন এবং জীবগণ যাহাতে প্রবেশ করে তাহাকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই যে মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই জগৎ ব্যপ্ত। মুক্ত জীব সৃষ্টি ভিন্ন অন্য সব করিতে সক্ষম হন। "জগৎ ব্যাপার-বর্জ্জং প্রকরনাদ্ সন্নিহিতত্বাৎ" এই কথা আমরা শাস্ত্রেও দেখিতে পাই। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, যতদূর মায়ামুক্ত ততদূর কৃষ্ণসাম্মুখ্যপ্রাপ্ত।

বিশেষ ভাবে কোন্ কোন্ বস্তু ভক্তিপথের বাধক।

বিদ্যা, অর্থ, ও বংশজনিত অভিমান ভক্তিপথের বাধকরূপে দণ্ডায়মান্ হয়, তাই এই তিনটী বস্তুর উপর অভিমান যাঁহার নাই তিনিই সৌভাগ্যবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের তিনিই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করতঃ মায়ার ভীষণ কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। আমরা নিজেদের দোষেই কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়াদ্বারা নানারূপে বিতাড়িত হইতেছি। কেন আমরা কৃষ্ণ ভুলিলাম? আসুন আমরা সকলেই আমাদের পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দসুন্দরকে তাঁহার নামকীর্ত্তন দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তৎপরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে চ'খের জলে ডাকিয়া সমস্ত অপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শরণাগত হই তাহা হইলে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত করিয়া তাঁহার অনাবিল শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইবেন।

ধীবরগণ যখন মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত জাল নিক্ষেপ করে, তখন ছোট ছোট মৎস্য যাহারা জেলের পায়ের গোড়ায় থাকে তাহারা জালে বাঁধা পড়েনা তদ্রূপ

ভববন্ধন মুক্তি-কামীর শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা।

যাঁহারা বিশ্বধীবরের শ্রীচরণতরি আশ্রয় করেন তাঁহাদের মায়াপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তের পূর্ব্বেও সুখ, পরেও সুখ, মাঝখানে কিছুদিনের নিমিত্ত কৃষ্ণ-বিরহ জনিত একটু দুঃখ হয় মাত্র। ভক্তের অদম্য সাহসের প্রয়োজন। তিনি এক শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রাণের আরাধ্য দেবতা বা পরমশ্রেষ্ঠরূপে মনে করিবেন্ না। তাই বলিয়া অন্যান্য দেবতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ জীবগণকেও অসন্মান করিবেন্ না। তন্মধ্যে—পিতামাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা, কন্যাদাতা, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতি গুরুজনের এবং ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র কারণ

তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সর্ব্বতোভাবে উপকার সাধন করিয়া থাকেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের সকলেরই শাস্ত্রাদি এবং গুরুজনবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরুজনবাক্য দূরে থাকুক এমন কি ভগবদ্‌বাক্য শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রও আমরা অবমাননা করিয়া থাকি। শ্রীগীতার নানারূপ যৌগিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে। তদনুযায়ী ব্যাখ্যাকারিগণ দেহকে কুরুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধমন, দুর্য্যোধনকে পাপ, যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম এইরূপ ভাবে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীগীতার অর্থ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহারা বুঝেন না যে ২।১টী চরিত্র সম্বন্ধে নয় যৌগিক ব্যাখ্যা চলিতে পারে কিন্তু গীতার অসংখ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের কি বলিবার আছে? সেখানে তাঁহারা নীরব। আমরা যদি নিজের মঙ্গল চাই তাহা হইলে শাস্ত্রের ও পুরাণের সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথভাবে এই বিশ্বে অভিনীত হইয়াছিল এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস করিতে হইবে নচেৎ একে ত' অন্ধকারে আছি আরও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া ইহকাল পরকাল দুইই হারাইতে হইবে। আমরা শ্রীভগবান্ অনন্ত অসীম বলিয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে সক্ষম হই না বলিয়া তিনি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক এই জগতে আসিয়া লীলা করেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে এইসব তত্ত্বকথা আপনাআপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

শ্রীগীতার যৌগিক ব্যাখ্যা ও তাহার অসারত্ব উৎপাদন।

সকল সময়েই ভক্তসঙ্গ করিবে। ভক্তদের নিকটই ভগবান্ থাকেন। তিনি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের নিকটে থাকেন না। যেরূপ কাকোচ্ছিষ্ট বটবীজেই বটবৃক্ষ জন্মায় সেইরূপ কৃষ্ণভক্তগণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্তিলতা বীজ চালিত করিলে তবে তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং আমরা সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্র বাসনারূপ অট্টালিকাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। তখন সাধক "উদাসীন ভক্তবেশে সাজারে আমায়" বলিয়া বিষয়রূপ বিষ ত্যাগ করে।

প্রকৃত বন্ধু কে।

আরও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল নাম করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন তিনি ভিন্ন জগতে কেহই বন্ধুবাচ্য নহেন কারণ নামই একমাত্র ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, অন্য কিছুতেই পারে না। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই ঃ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

এইহেতু ভক্তসঙ্গ করার খুবই প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টদ্রব্য সকল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য

নচেৎ আমরা চোর আখ্যায় আখ্যায়িত হইব, কারণ এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের, আমরা বিশ্বোদ্যানের মালী মাত্র। আমাদের এই উদ্যানের মালিককে কি তাঁহার বস্তু সাজাইয়া একবার দেখান কর্ত্তব্য নয়? আরও ভক্তিভাবিতহৃদয়ে নিবেদন করিয়া দিলে তিনি কার্য্যতঃ আমাদের দত্ত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণও করিয়া থাকেন—অবশিষ্ট ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণ দেখা দেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই নাই। আমরা ইহা বুঝিয়া দেখি না যে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিরূপে তাঁহাকে দর্শন করিব? যাহাতে আমরা সর্ব্ব-সাধারণে গ্রহণ করিতে পারি সেইজন্য তিনি আমাদের কৃতার্থ করিতে দারুময় ও শিলাময়াদি মূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ "বিগ্রহকে কখনও প্রাকৃত বলিতে নাই" অতএব সে বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে চেষ্টা করিয়া অন্য অনেক কথার অবতারণা করিয়াছি। সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখন শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও যতটুকু বলার প্রয়োজন ততটুকু বলিব। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই :—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে সুখ-আস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারে করে ভক্তেরে পোষণ॥"

রাধা শক্তি পরিপূর্ণ শক্তি যেরূপ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। "কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারি"। "সোঽপি কৈশোরকবয়োমানয়ন্ মধুসূদনঃ"—এই কথা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে তিনটী শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হ্লাদিনীশক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান। যোগমায়া শব্দের অর্থ শ্রীরাধা। যোগস্য মায়ঃ যস্যাং সা= শ্রীরাধা। মায়ঃ=পরিপূর্ণতা অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে যোগ হইলে যোগের পরিপূর্ণতা হয়। শ্রীভগবানে যখন এই হ্লাদিনীশক্তি থাকে তখন ইহাকে শক্তিরূপা হ্লাদিনী বলা হয়। স্বরূপগত হ্লাদিনীতে যাহা নাই মূর্ত্তিরূপা হ্লাদিনীতে তাহা আছে। রাধাশক্তিকে অগমা বলা হয় কারণ যেখানে মাধব সেখানেই রাধা অবস্থান করেন এবং যেখানে রাধা সেখানেই মাধব থাকেন। আরাধয়তি যা সা=রাধা অর্থাৎ যিনি সকলসময়েই শ্যাম-সুন্দরের সেবায় নিযুক্তা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রবালমণি-নির্ম্মিত

শ্রীরাধাতত্ত্ব।

শ্রীযোগ পীঠ।

সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার স্থানে যুগলরূপে দণ্ডায়মান আছেন এবং এই পদ্মের উত্তরে, ঈশানে, পূর্ব্বে, অগ্নিকোণে, দক্ষিণে, নৈঋতে, পশ্চিমে ও বায়ুকোণে প্রধান অষ্টদলে যথাক্রমে শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচিত্রা, শ্রীইন্দুরেখা, শ্রীচম্পকলতা, শ্রীরঙ্গদেবী, শ্রীতুঙ্গবিদ্যা ও শ্রীসুদেবী এই অষ্টসখী। অষ্ট উপদলে যথাক্রমে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, তৎবামে শ্রীমধুমতীমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, (শ্রীবিমলা-মঞ্জরী), তৎবামে শ্রীশ্যামলামঞ্জরী, শ্রীপালিকামঞ্জরী, তৎবামে শ্রীমঙ্গলামঞ্জরী, শ্রীতারকামঞ্জরী, তৎবামে শ্রীধন্যামঞ্জরী এই অষ্টমঞ্জরী এবং দুই দুইটী করিয়া ষোলটী উপদলে যথাক্রমে (২) লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, (৪) রসমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, (৬) রতিমঞ্জরী, ভদ্রমঞ্জরী, (৮) লীলামঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী (৩), (১০) বিলাস-মঞ্জরী (২), কেলিমঞ্জরী, (১২) কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, (১৪) অশোকমঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী, (১৬) সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমঞ্জরী এই ষোলজন মঞ্জরী দণ্ডায়মানা আছেন এইরূপ চিত্তে বিশেষভাবে ধারণা করিয়া রাগানুগামার্গের বৈষ্ণবগণের ধ্যান করিবার প্রণালী শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তবে এরূপভাবে সাধনা করা আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, যাঁহারা এইরূপ সাধনা করিতে সক্ষম তাঁহারা এইরূপভাবে ধ্যান করিতে পারেন ; আমরা কেবলমাত্র নামকীর্ত্তনেই মত্ত হইব, যে নামকীর্ত্তন ইচ্ছা থাকিলেই আমরা সকলেই অনায়াসে করিতে পারি।

নাম কীর্ত্তন।

আমরা যাহাই সাধনা করি না কেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা অগ্রে জানিবার নিতান্ত আবশ্যক নচেৎ সাধ্যে মনোনিবেশ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এবিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

অতএব আমরা বৈষ্ণবমহাজনগণের নিকট হইতে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইব। প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে—"চালাকী দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না", অতএব আসুন আমরা শ্রীগৌরলীলা সরোবরে ডুব্ দিতে চেষ্টা করি, উপরে উপরে সাঁতার কাটিলে রত্নলাভ হইবে কিরূপে ?

যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম—রাধিকা শব্দের অর্থ নিম্নলিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পয়ার হইতেও আমরা জানিতে পারি যথা :—

"কৃষ্ণ বাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥"

এখন আমরা যে মহামন্ত্র জপ করিয়া থাকি তাঁহার অর্থ কি এবং তাঁহা

জপ্য এবং সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্ত্তনীয় দুইই না কেবলমাত্র জপ্য এই দুরূহ বিষয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। আসুন আমরা বিশ্বের নরনারী সকলে সেই দয়ালশিরোমণি পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর—যিনি এই জীবোদ্ধারমন্ত্র নিজগুণে আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন তাঁহার রাঙাচরণ দুখানি দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া মিলিতকণ্ঠে তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই তাহা হইলে তিনি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিবেন অন্যথা আমাদের সাম্প্রদায়িকতার দলাদলির মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে, ফলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক আমরা একেবারেই নিজেদের সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিব। এই মহামন্ত্রের অর্থও অনেকেই অবগত নহেন্ অথচ নাম জপ করিয়াই যাইতেছেন। মন্ত্রের অর্থ অবগত না থাকিলে মন্ত্রে অভিনিবেশ আসিতে পারে না বলিয়া নিষ্ঠা ও আসক্তি হয় না, যে নিষ্ঠা ও আসক্তি ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

মহামন্ত্রের ব্যাখ্যার চেষ্টা।

মহামন্ত্রের প্রথম আমরা 'হরে' শব্দটী পাই। 'হরা' শব্দের অর্থ—'রসবিলাস-চাতুর্য্যেন কৃষ্ণচিত্তং হরতি ইতি হরা' অর্থাৎ যিনি নানারূপ রসবিলাস চাতুর্য্যে কৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন=শ্রীরাধা। এই 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' হয়। কৃষ্ণ=কৃষ্+ণ, 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ কর্ষণ, "ণ"এর অর্থ আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

"রাম"=রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যোগিগণ সচ্চিদানন্দ অনন্ত ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, এইজন্য রাম শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম। আর একটী অর্থ এই যে যিনি আমাদের মনে, প্রাণে, আত্মায়, শিরায়, মজ্জায় সর্ব্বস্থানে ওতপ্রোতঃভাবে রমণ বা বিরাজ করিতেছেন। তাহা হইলে পরিষ্কার করিয়া বলিলে অর্থ হইল—"হে রাধারাণী! হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমি তোমাদের দর্শন লাভ করিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেছি; আমায় তোমরা নিজগুণে কৃপা করিয়া দর্শনদান পূর্ব্বক কৃতার্থ কর।"

এখন দেখা যাক্ এই নাম কিরূপভাবে করিতে হইবে। এই নামসাধন প্রণালী জানিবার নিমিত্ত আমি নিমিত্তমাত্র হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীধাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কলিকাতা নিবাসী বহু বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনতত্ত্ব

সম্বন্ধে উপদেশ দর্শাইয়া বলিলেন—"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই মন্ত্র দিবারাত্র সংখ্যা না রাখিয়া সংকীর্ত্তন করিবারই বিধি দিয়াছেন তবে সাধকের পক্ষে এই মন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে জপ করাও কর্ত্তব্য, কারণ নামের প্রতি আগ্রহ হয় কিন্তু সংখ্যাবিহীন সংকীর্ত্তনই মুখ্য এবং জপ গৌণ।" তিনি আরও বলিলেন "এই বাক্যের সঙ্গতি রাখিবার জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পরে পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে "সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর" বলিয়াছেন। আর একজন বৈষ্ণব বলিলেন "এই মন্ত্র যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ইহাতে কোনই বিধি নিষেধ নাই—যাঁহারা এই নাম শুধু জপ্য বলেন তাঁহারা নামাপরাধ দোষে দুষ্ট এবং তাঁহাদের মধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে।" তিনিও পূর্ব্বলিখিত পয়ারটীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই পয়ারের অর্থ—"এই নাম সর্ব্বক্ষণই বিধিরহিতভাবে অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে"। তিনি "বিধি নাহি আর" কথাটীর অর্থ "বিধি নাহি **কোন**" বলিলেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ নানাস্থানে অষ্টপ্রহরের সময় এই নাম সংখ্যাশূন্যভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ও মৃত্যুর সময় কর্ণে এই নাম দেওয়া হয় তাহা বলিলেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন এই নাম শুধু জপ্য। যদৃচ্ছাক্রমে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে নামের প্রতি আগ্রহ কম হয় এবং কোন দিন বা নাম করাই হয় না এবং কোনও দিন বা বেশী এবং কোনও দিন বা কম করা হয়। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভুবনেশ্বর দেববর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "শ্রীশ্রীহরিনাম মঙ্গল" পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম যে এই মহামন্ত্র যে জপ্য ও যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় এ বিষয়ে বহু বহু ভক্তের স্বাক্ষর আছে এবং সে বিষয়ে প্রমাণ করিবার জন্য নানা গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকায় নানা কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভবানন্দ দাস কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ রত্নকর্ত্তৃক সংগৃহীত "প্রাচীন সংকীর্ত্তন পদ্ধতি" নামক পুস্তিকায়, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সংকীর্ত্তনরীতিচিন্তামণি" পুস্তিকায় এবং শ্রীশ্রীনিবাসমণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মহামন্ত্রার্থ দীপিকা" নামক পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম যে এই মহামন্ত্র যে কেবলমাত্র জপ্য এবং সংখ্যাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় সে বিষয়ে তাঁহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্শ্বদ-গণের আচরণ দর্শাইয়াছেন। যাহা হউক আমি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া যেরূপ আমার ক্ষুদ্র প্রাণে স্ফুর্ত্তি পায় সেইরূপ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব তাহাতে কোনও ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে আপনারা অধমকে মার্জ্জনা করিবেন।

মহামন্ত্র বিধি।

সর্ব্বাগ্রে আমি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের সাধনপ্রণালীর কথা সর্ব্বসমক্ষে

উল্লেখ করিতে চাই। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই যে তিনি যশোহর জেলাস্থ বেনাপোল নামক পল্লীর কোনও জঙ্গলময় স্থানে দৈনিক তিন লক্ষ নাম সাধন করিতেন। নামাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম হরিপূজায় হরির লুটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ সাড়ে বাইশ ঘণ্টা শুধু জপই করিতেন। আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনায় বলিতেছেন ঃ—

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃস্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসুত্রোজ্জলকরঃ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকাশানন্দ মিলনোৎসবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যখন বলিয়াছিলেন ঃ—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই শাস্ত্র সার ॥"

"স্তবাবলী" গ্রন্থে শ্রীগৌররূপ কথনে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ বলিতেছেন ঃ—

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্।
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ॥"

এবং আরও বহু বহু বৈষ্ণবগণের আচরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহারা সকলেই এই নাম মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং সংখ্যা রাখিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন করাকেও একপ্রকার জপ বলা যায়। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীবাণীনাথকে শূলে দেওয়ার আদেশের পর তাঁহাকে তদুদ্দেশ্যে মঞ্চে তুলিলে তিনি করে সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জপ করিতেছেন এবং নাম লক্ষ পূর্ণ হইলে অঙ্গে রেখাঙ্কিত করিতেছেন। আমার ত' মনে হয় যে মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া কেহই সংখ্যা রাখিয়া নাম করিতে যান না যদি সংখ্যাবিহীনভাবে নাম করিবার আদেশ শাস্ত্র দিয়া থাকেন। এখানে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। "সংকীর্ত্তন" শব্দের অর্থ কি? সাতে পাঁচে মিলিয়া

কীর্ত্তন করিলেও তাহাকে সংকীর্ত্তন বলে এবং একা একা উচ্চারণপূর্ব্বক শব্দ স্ফুরণের দ্বারা নাম করিলেও তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ—

'এবে অল্পসংখ্যা করি করহ কীর্ত্তন।'

এই পয়ার হইতেও আমরা সংকীর্ত্তন শব্দের অর্থ এবং একা একা করিলেও যে তাহাকে সংকীর্ত্তন বা কীর্ত্তন বলে তাহা জানিতে পারি। পরে শ্রীল তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতেও এইকথাই আমরা জানিতে পারি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জপ সম্বন্ধে উপদেশাবলী হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে মনে মনে, মালায় বা করে যাহাতেই হউক সংখ্যা রাখিয়া নাম মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। জপ = মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপইত্যভিধীয়তে (ভঃ রঃ সিন্ধুঃ) অর্থাৎ মন্ত্রের যে সুলঘু উচ্চারণ তাহার নাম জপ। 'নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্' (ভঃ রঃ সিন্ধু) অর্থাৎ নাম, রূপ গুণাদির উচ্চভাষণের নাম কীর্ত্তন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেন 'সংকীর্ত্তনন্ত বহুভির্মিলিত্বা তৎগানসুখম্।' এইসব উপদেশ সম্যকপূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে রসনায় নাম উচ্চারিত হওয়া চাই, ওষ্ঠ স্পন্দিত হওয়া চাই। শব্দ স্ফুরণের দ্বারা বা শব্দ স্ফুরণ না করিয়া শুধু ওষ্ঠ স্পন্দনের দ্বারাও নাম জপ করা যায়। মনে মনে জপিলে হইবে না। জপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু কমান যায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত দুই গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বদগণ মহামন্ত্র ভিন্ন অন্য নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। যদি এই মহামন্ত্রই শুধু চব্বিশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় হইত তাহা হইলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কিংবা তাঁহার পার্শ্বদগণ অন্য নাম কীর্ত্তন কখনই করিতেন না। এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে মনে মনে স্মরণ করা যাইতে পারে বা প্রাণের আবেগে বা বিশেষ বিশেষস্থানে যেমন মৃত্যুর সময় যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে—সে স্বতন্ত্র কথা। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই ঃ—

"প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর"॥

এই পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ করিতেই বলিতেছেন? যদি শ্রীচৈতন্যভাগবতে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল

তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাম সংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে উপদেশের অর্থ ইহা হইত যে এই নাম চব্বিশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করিবে তাহা হইলে সেই উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশের সঙ্গতি কোথায় থাকে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে এই পয়ারের চতুর্থ লাইনের অর্থ 'এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বক্ষণ বলিতে পার' যে অর্থের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একজন বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন না যে তাহা কিরূপে হইতে পারে। একই পয়ারে একবার প্রভু বলিতেছেন "এই নাম নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ কর" আবার তাহার বিপরীত কথা বলিতেছেন "এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বক্ষণ করা যাইতে পারে"—এইরূপ কথা কখনই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে পারেন না। আবার আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরোক্ত চারি লাইনযুক্ত পয়ারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিপাদ্য—'এই নাম শুধু জপ্য' কারণ দ্বিতীয় লাইনের **'ইহা'** সর্ব্বনাম পদটী যখন মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় লাইনে যখন এই মহামন্ত্র জপেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে তখন তৃতীয় লাইনের অর্থ "এই নাম জপদ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই লাভ হইবে" ইহা ভিন্ন অন্যপ্রকার অর্থ হইতেই পারে না সুতরাং যখন চতুর্থ লাইনের সঙ্গতি তৃতীয় লাইনের সঙ্গে আছে তখন 'সর্ব্বক্ষণ **বোল**' শব্দটীর অর্থ 'সর্ব্বক্ষণ **জপ**' ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না এবং 'ইথে বিধি নাহি আর' কথাটীর অর্থ ইহাতে আর **অন্য** 'বিধি নাই' অর্থাৎ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন 'এই নাম শুধু জপই করিতে হইবে' যাহা আমি বলিলাম এই নাম সম্বন্ধে অন্য কোনও বিধি আর নাই। 'বিধি নাহি আর' কথাটীর অর্থ যাঁহারা 'বিধি নাহি **কোন**' বলেন তাঁহারা যে কেন জোরপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া এইরূপ অর্থ করেন তাহা এই অধম বুঝিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। সংখ্যাবিহীন জপ যে নিষ্ফল তাহা আমরা হরিভক্তিবিলাসেও দেখিতে পাই, যথা :—

"অসংখ্যাতঞ্চ যৎ জপ্তং যৎ জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতং।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যৎ জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

সংখ্যাবিহীন জপ যখন নিষ্ফল তখন এই নাম সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্ত্তন করিলে কোনও ফল হয় কিনা সে বিষয়ে আপনারাই স্থির করিবেন। এই নাম সাধারণের পক্ষে সর্ব্বদা জপ করা অসুবিধাজনক বলিয়া আমার মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এই নাম সর্ব্বক্ষণ জপ করিতে পার' এই কথা বলিয়া পরে পুনরায় "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" এই নাম স্ত্রী, পুত্র, পিতা এবং আত্মীয়স্বজন মিলিয়া নিজ দুয়ারে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান

করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই "নাগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল"॥—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন"॥ এইসব পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে এই মহামন্ত্র শুধু জপ্য? যিনি সক্ষম হইবেন তিনি এই মহামন্ত্র সর্ব্বদাই জপ করিতে পারেন; অন্য কীর্ত্তনের আবশ্যক নাই; এই মহামন্ত্র **জপই মুখ্য**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। এই মহামন্ত্র **নাম** বলিয়া **"কীর্ত্তনীয়** এবং মন্ত্র বলিয়া **জপ্য** এইজন্য **সংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন** করাও যাইতে পারে। এই নাম দীক্ষার কোন অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন মহাজনগণ যেভাবে নাম সাধন করিয়া গিয়াছেন বৈধঅঙ্গ যাজনে আমাদেরও ঠিক সেইভাবেই সাধন করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও স্থানে অষ্টপ্রহরে বা বিশেষ বিশেষ স্থলে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তন করা হয় বলিয়াই যে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় হইবে তাহা হইতে পারে না। এই মহামন্ত্র যিনি কৃপাপরবশ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত জীবকে দান করিয়াছেন তাঁহার আদেশ কি তাহা ত' দেখিতে হইবে? একজন বৈষ্ণব আমার প্রতি একটু ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিলে পাপ হইবে কিনা? আমি নরাধম—এই প্রশ্নের উত্তর কিরূপে দিতে পারি? আমি শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ হইতে এই নাম জপ্য এবং সংখ্যা রাখিয়া এই নাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ইহাই বুঝিয়াছি এবং এইটুকু মাত্র বলিতে পারি। আমি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা তাহাই বা কে জানে! এই মহামন্ত্রবিধি কিরূপ এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিলে পাপ হইবে কিনা শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন।

নামের অসীম শক্তি।

রোগের বীজাণুর ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নাম সর্ব্বশরীরে, মনে, প্রাণে ও আত্মায় সংক্রামিত হয়। তুলসীর মালাতেই জপ করা প্রশস্ত, কারণ তুলসী ভজনবৃক্ষ, বনদেবী। শ্রীবৃন্দাবনধামে বৃন্দাদূতী। ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন। শৈলেন্দ্র দুহিতা দেবী উমার অংশ হইতে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। বীজের ভিতর সূক্ষ্মরূপে যেরূপ বৃক্ষ অবস্থান করে তদ্রূপ নামের ভিতর নামী সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করেন। আমরা "শ্রীশ্রীসৎগুরুপ্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবদ্দশায় একখানি অস্থি পাওয়া গিয়াছিল তাহার সর্ব্বস্থানে এই মহামন্ত্র গভীরভাবে লেখা হইয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রে বিশ্বাস করুন সব দিকেই মঙ্গল হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলেই জপ উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি করিতে পারি। যতই নাম করিবেন ততই মনের মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইবে এবং অবশেষে প্রেমোদয় হইবে। মন্ত্রেতে সর্ব্বশক্তি অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবান্ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেরূপ বৃষ্টির দিনে ত্বরায় নির্ম্মল জল পাইতে ইচ্ছা করিলে ২।৪ কলসী জল দ্বারা ছাদ পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া রাখিলেই নালার মুখে কোনও জলপাত্র ধারণ করিলে তাহাতে নির্ম্মল জল প্রথমেই পতিত হয় তদ্রূপ মহাপুরুষের কৃপায় মনের আবিলতা বিধৌত হইলে সাধক হরিনাম করিবামাত্র তথায় প্রেমধারা বর্ষণ হয়। মহাপুরুষের কৃপা না মিলিলে নিজেনিজেই নাম করিবেন। প্রথম প্রথম নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম হইবে না বটে, কারণ মনে ভীষণ আবর্জ্জনা রহিয়া গিয়াছে তথাপি বিলম্বে নিশ্চয়ই প্রেমোদয় হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যেরূপ ছাদ পরিষ্কার করিয়া না রাখিলেও বৃষ্টিপাতের কিছুসময় পরে ছাদ পরিষ্কার হইয়া গেলে পরে নির্ম্মল জল ছাদ হইতে পতিত হয়। আপনারা সাধক রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রকাশিত সিদ্ধ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত পাঠ করিলে বৈষ্ণবগণ নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা হীন কিরূপে মনে করিতে পারেন, কিরূপভাবে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রদর্শিত ভজনসাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কিরূপভাবে নাম করিতে হইবে সবই বিশদ্‌ভাবে জানিতে পারিবেন। আমি মহাপাতকী, এ সব বিষয়ের কি জানিতে পারি? যাহা হউক তবুও আমাদ্বারা আপনাদের যতটুকু উপকার সাধিত হইতে পারে তাহার ক্রুটী করিব না। বৈষ্ণবের প্রচার একটী ধর্ম্ম, কারণ কৃষ্ণোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য নরনারী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রচার করিবার সময় প্রত্যেক ভক্তের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি নিমিত্তমাত্র, প্রচার নিজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভিতর দিয়া করিতেছেন; কোনওপ্রকার অভিমান যেন না আসিয়া উপস্থিত হয় যে 'আমি প্রচার করিতেছি'। তাহা হইলে সবই পণ্ড হইবে। মনে করিতে হইবে যে যাঁহাদের নিকট প্রচার করিতেছি তাঁহারা আমার গুরু, কারণ তাঁহাদের নানারূপ অবস্থা দর্শনেই আমার ভিতর প্রচার করিবার শক্তি শ্রীভগবান্ সঞ্চার করিতেছেন।

নামে প্রেমোদয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকের সতর্কতা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব একই সময়ে দীর্ঘভাবে বলিলে হয়ত' সাধারণের বিরক্তি আসিতে পারে তাই সর্ব্বসাধারণে যাহাতে এই অনর্পিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের ভজন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন এইজন্য যুগলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কথার অবতারণা করিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন অষ্টপাশ অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান ত্যাগ না করিলে কেহই ঈশ্বরলাভ পথে অগ্রসর হইতে পারেন না এবং আরও বলিয়াছেন যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ এবং গ্রহণ করিতে হয়। সাধনপথে ব্রহ্মচর্য্যপালন সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। কেবলমাত্র কাম না থাকিলেই তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা যায় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে যিনি দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই যে আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও মনের সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থা অসম্ভব তাই ভক্তগণ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে কৃষ্ণসেবা দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন, যাহাতে অচিরেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ছয়টী ছিদ্রযুক্ত একটী কলসী জল দ্বারা পূর্ণ করিলে অবশ্য জল ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হয় কিন্তু একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেও জল ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যায়, তদ্রূপ কাম ক্রোধাদির যে কোনও রিপু থাকিলেই আমাদের শরীরের বীর্য্য সূক্ষ্মভাবে সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে। আপনারা কাহারও উপর ক্রোধ করিবার পর অবসাদ লক্ষ্য করেন নাই কি? তাহার কারণ কি? সূক্ষ্মভাবে বীর্য্য লোমকূপদ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম চাই সত্যনিষ্ঠা। স্বর্গীয় ভক্তপ্রবর অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন 'সত্যই কলির তপস্যা'। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—গালি দেওয়া, শপথ করা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ, মদ্যপান, চুরিকরা, জুয়াখেলা, পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষকরা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এই সকল সাধনার পথে বিশেষভাবে বাধাপ্রদান করে। সিদ্ধভক্ত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপাদ মহাশয় যিনি নানারূপ নানাজনের দত্ত নাম জপ করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রদত্ত নাম জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের দর্শন লাভ করেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন—গঙ্গাস্নান, তীর্থ পর্য্যটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি করণে দেহ শুদ্ধ হয়। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দয়া ও অলোভ ধর্ম্মের পথ, তখন কেন যে আমরা এই সব পালনে বিমুখ তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম হই না। যাহা হউক এইসব পালন প্রথমতঃ না করিলেও ক্ষতি নাই যদি আমরা নিষ্ঠার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া নাম করিতে পারি। কিন্তু তাহাও ত'

অষ্টপাশ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরলাভ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

সত্যনিষ্ঠা।

উপবাসাদি করণে দেহ শুদ্ধি।

করি না। নামের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে এইরূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া নাম করিলে নিশ্চয়ই প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। আমরা নাম করিব কি! শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানি না বলিয়া অনেকসময় বিপথে গমন করিয়া থাকি।

"একমেবা-দ্বিতীয়ম্" তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বের অর্থ করেন "একমাত্র তিনিই আছেন, আর কেহই নাই" এবং এইরূপ মনে করিয়া নিজেরাই ভগবান্ সাজিয়া বসিয়া থাকেন, ইহাতে যে আমাদের কতদূর অধঃপতন হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যদি আমরা ভগবান্ হইতাম তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই মুক্তি হইত। কই তাহা ত' হয় না! কতজনে "সোঽহং"এর সাধনা করিয়া মুক্ত হইয়া গেল তবুও ত' আমরা মুক্ত হইতে পারিলাম না। আরও আমরা ব্রহ্ম নই কেন সে বিষয়ে গবেষণাসহ পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া ৺পুরীধামে বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন না কি ?—

জীব ও ঈশ্বর।

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেনজীব ঈশ্বর সনে কহত অভেদ ॥"

কই এই সব কথা শ্রবণ করিয়াও ত আমাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হয় না! 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কথার অর্থ "তাঁর তুল্য আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।"

বর্ত্তমানে আমাদের ধর্ম্মের ভিতর দিয়া আরও একটী অধঃপতনের কারণ হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রণয়ঘটিত লীলাকীর্ত্তন ও শ্রবণ। উত্তমাধিকারী ভক্ত ভিন্ন এইরূপ কীর্ত্তন করিবার বা শ্রবণ করিবার কেহই অধিকারী নন। এই সব কীর্ত্তনে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা খুবই বেশী। এই কারণে তরুণ সাধক এইরূপ কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া শুধু নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবেন।

প্রাণিমাত্র কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না, উহাতে সাধনার পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ইচ্ছা পূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। এইজন্য অনেক ভক্ত জঙ্গলে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব জীবকেই ভাল বাসিবে। প্রত্যেকের ভিতরই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল কার্য্য করিবে। সকাল ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে স্নানকার্য্য সমাধান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা গঙ্গার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহাদের গঙ্গাস্নান করাই বিধেয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"গঙ্গার সবই পবিত্র"। কাহারও প্রতি আসক্তিযুক্ত স্নেহমমতা না হয় কারণ এই দুইটী বস্তু আশ্রয় করিয়া কাম তাহার আধিপত্য বিস্তার

করে। এইরূপভাবে জীবন বাহিত করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য নিশ্চয়ই পালন করা সম্ভব হয়। কোনও স্থানে স্নেহ মমতায় আসক্তি হইতে পারে আশঙ্কা থাকিলে একেবারেই সেখানে স্নেহ মমতা নিষিদ্ধ। ভজন পথে প্রতিকূল সব বস্তুই ত্যাগ করিবে এবং অনুকূল বস্তু আশ্রয় করিবে।

ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এক বস্তু।

ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এক—তিন বস্তুই এক স্থানে থাকেন ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভক্ত তদনুযায়ী চলিবে। যিনি আমাপেক্ষা বেশী ভজন করেন তিনি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ মনে করিতে হইবে। নানারূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, চাই কেবল চেষ্টা, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—কামে গোপী, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহদ্বারা পাণ্ডবেরা ও ঋষিগণ ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আমরা কেন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিব না? আমরা যদি একটু সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক কামিনী কাঞ্চনের লালসা ত্যাগ করিয়া নববিধা ভক্তির যাজন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারিব। নববিধা ভক্তির এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

নববিধা ভক্তি।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে অবশ্য ভক্তি রাগানুগামার্গে যায় না। রাগনুগামার্গে যাওয়া কৃপা সাপেক্ষ। প্রথম ইহা বৈধীই থাকে। সংসারে থাকিয়া রাগানুগামার্গে ভক্তি যাজন বড়ই কঠিন। রাগানুগামার্গের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বৈধী মার্গে

বৈধীমার্গে ভজনীয় বৃক্ষগুলির উৎপত্তির ইতিহাস।

চলিতে চলিতে ভক্তি যখন নিরপেক্ষতা ধারণ করে তখনই তাহাকে রাগানুগামার্গে চালিত করা সহজ হয়। বৈধীমার্গে চলিতে হইলে যে সব ভজনীয় বৃক্ষ পূজা করিতে বলিয়াছি তাহার উৎপত্তির কথা বলি নাই। অনেকে অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন ঃ—বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্বত্থ, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ হইতে পলাশ, বীণাপাণী দেবী সরস্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী ও শৈলেন্দ্রদুহিতা দেবী উমার অংশ হইতে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

আপনাদের সকলেরই চরণে পতিত হইয়া আমি কাতরে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা শ্রীকৃষ্ণে অবিশ্বাস করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইবেন। অনেকে বলেন যে অন্ধের মত

কেন এইসব বেদ, পুরাণের কথা মানিয়া লইব? প্রত্যেকেই নিজে নিজে মনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ত' যে নিজেদের নিজেরা ঠকাইতেছেন কিনা! আমাদের কি কোনও সাধনার বল আছে যাহাদ্বারা আমরা এইসব তত্ত্ব প্রথম ভাল করিয়া বুঝিব তবে মানিব? মহাপুরুষদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া চলুন সকল তত্ত্বই আপনাআপনি সময়ে প্রকাশ পাইবে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন নির্দ্দেশ।

শাস্ত্রকারেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীরূপচিন্তামণি নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণচরণে ছত্র, পতাকা সহ ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ, যব, উর্দ্ধরেখা, স্বস্তিক, চক্র, অষ্টকোণ ও জম্বু এবং বামচরণে ধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, শফরী ও আকাশ—এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন আছে। শ্রীরাধিকার দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, গিরি, শঙ্খ ও বামচরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজ, লতা, পুষ্প, বলয়, পদ্ম, উর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র ও যব—এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন বিদ্যমান।

যাঁহারা শক্তির পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা সমষ্টিশক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু শক্তি শক্তিমানেরই সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাক্ত তাঁহাদের

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার বৈশিষ্ট্য।

মূলদেবতা শক্তি ও আবরণ দেবতা শ্রীশিব। যাঁহারা শৈব তাঁহাদের মূল দেবতা শ্রীশিব এবং আবরণ দেবতা শক্তি—এইভাবেই পূজার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইজনকেই মূলদেবতারূপে পূজা করা হয়। অনেকে বলেন আদ্যাশক্তিই সব, আদ্যাপ্রকৃতিই সব কিন্তু আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিনা যে এ প্রকৃতি কার, এ শক্তি কার। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশ হইতে হ্লাদিনী শক্তি আবির্ভূতা হইয়া শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী, শ্রীতারা, শ্রীরাধা প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়াছেন তবে তটস্থভাবে বিচার করিলে শ্রীরাধারূপেই রসাধিক্য বেশী ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন যে রাধা, কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি একতত্ত্ব নয়। আমি তাঁহাদের সাধনোল্লাস তন্ত্রখানি পড়িতে অনুরোধ করি। এইতন্ত্রে লিখিত আছে :—

সাধনোল্লাসতন্ত্রে গৌর, কৃষ্ণ, কালী, রাধা প্রভৃতি তত্ত্ব।

"শচীসূতচ্ছলাৎ কৃষ্ণঃ কলাববতরিষ্যতি
যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥

আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ ভিন্ন অন্য বিগ্রহের প্রত্যেকের হস্তেই কোনও না কোন অস্ত্র আছে। এইরূপ

সেব্য সেবিকার পূর্ণতা কোথায়ও নাই। আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া একথা বলিতেছি না, যুক্তিদ্বারা সকল বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনিই এই মূর্ত্তিযুগল দান করিয়া গিয়াছেন এরূপ চিন্তা করিয়াও আমাদের এই মূর্ত্তিযুগলের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদিও আমরা শ্রীভগবান্ বা দেবদেবীগণ সম্বন্ধে শাস্ত্রানভিজ্ঞতা হেতু কোনও তত্ত্বই জানি না, তথাপি দুঃখের বিষয় আমরা যুক্তির সহিত সকল বিষয় জানিতে চাহি। ইহা বড়ই অন্যায়। অতএব মহাপুরুষের বাক্যই আমাদের মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, কেননা তাঁহাদিগের উপদেশ কখনই শাস্ত্র এবং যুক্তি বহির্ভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে সকলে নন্দনন্দন এবং মথুরায় বসুদেবনন্দন বলিয়া জানেন। দ্বারকায় রুক্মিণী তত্ত্ব ও সত্যভামা তত্ত্ব শ্রীরাধিকারই অন্যস্বরূপ। ভীষ্মক রাজা সূর্য্যদেবের নিকট হইতে রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার অষ্টসখী শ্রীকৃষ্ণবিরহে যমুনায় ঝম্প প্রদান করিলে শ্রীসূর্য্যদেব তাঁহাদের নিজের নিকটে লইয়া রাখিয়াছিলেন।

রুক্মিণী, সত্যভামা ও রাধা তত্ত্ব।

গৌতমীতন্ত্রে আছে শ্রীবৃন্দাবনলীলার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। গোপগোপীরা সকলেই ঈশ্বরচৈতন্য, জীবচৈতন্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বশে থাকিয়া লীলা করেন বলিয়া এই লীলার নাম মাধুর্য্যলীলা। মথুরার লীলা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশ্রিত এবং দ্বারকার লীলা ঐশ্বর্য্যের লীলা। মূল গোলোকেও এই তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা ঐ অপ্রাকৃত ধামের কথা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে বুঝিতে পারিব না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া তাঁহার ধাম পৃথিবীতে লইয়া আসেন। এই সমস্ত লীলার কথা বুঝিতে গেলে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যা, অর্থ, বংশ, মান, অভিমান প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই লীলার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। যিনি বৃন্দাবন যাইতে চাহিবেন তাঁহাকে সকলেরই পায়ের নীচু দিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ বৃন্দাবনকে প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হইবে। গুণময় দেহের নাশ না হইলে শ্রীবৃন্দাবনলীলায় সাক্ষাৎ প্রবেশ অসম্ভব। যেরূপ কাষ্ঠচ্ছেদনের হেতু কাষ্ঠ এবং কুঠারের দৃঢ়তর সংযোগ, তদ্রূপ গুণময় দেহ নাশের হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তন্ময়তা। সাধনসিদ্ধা ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাণবল্লভরূপে চিন্তা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন তাই তাঁহাদের গুণময় দেহের নাশ হইয়াছিল।

গুণময় দেহ নাশান্তে শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন।

সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠে কিন্তু সেই জল একটী ঘটীতে করিয়া বাড়ীতে আনিয়া রাখিলে তাহাতে যেরূপ তরঙ্গ উঠে না বরং পোকা পড়ে

তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা জগতের প্রতি দিলে তাহাতে তরঙ্গ দেখা যায় না অধিকন্তু তাহাতে নানারূপ অশান্তিকীটের উদ্ভব হয়।

শ্রীভগবানের প্রতি ভালবাসায় অফুরন্ত আনন্দ।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অনন্ত অফুরন্ত আনন্দের লীলাসমুদ্রে ভালবাসা দিলে মনরূপ নালার ভিতর দিয়া আনন্দধারা আসিয়া নিশ্চয়ই ভক্তকে প্লাবিত করিবে। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে গোপীরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনমাধুরী হইতে আনন্দধারা আসিয়া তাঁহাদের চিত্তে এক অভিনব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত।

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার হইতে ক্ষণিক আনন্দ প্রাপ্তি।

শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ মায়ায় বিম্বিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উচ্ছলিত হইতেছে, যেরূপ সূর্য্যের কিরণ জলে বিম্বিত হইয়া দেওয়ালে প্রতিবিম্বিত হইয়া উচ্ছলিত হয়। যেরূপ চন্দ্রের উদয়ে সিন্ধুজল উচ্ছলিত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে গোপগোপীদের প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইত। যেরূপ দধি, কর্পূর, পিপুলচূর্ণ এবং চিনি একত্রে মিশ্রিত করিলে অপূর্ব্ব আস্বাদ্যবস্তু 'রসালায়' পরিণত হয় তদ্রূপ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব মিশ্রিত হইয়া গোপীদের ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমরসে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ ভালবাসার জন্যই ত' শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট বাঁধা এবং নদীয়ানগরে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া কত ক্রন্দন করিয়াছিলেন!

আমরা ভাব গোপন করিতে পারি কিন্তু শরীর গোপন করিতে পারি না। যে বয়সের যে শরীর তাহা থাকিবেই কিন্তু আমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একই সময়ে মা যশোদার নিকট বালকমূর্ত্তিতে, সখাদের নিকট পৌগণ্ডমূর্ত্তিতে ও প্রেয়সীগণের নিকট কৈশোরমূর্ত্তিতে দেখা দিতেন। এখানে ভাব এবং দেহ দুইই গোপন করিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি হইয়াও যে গোপগোপীগণের নিকট নত থাকিতেন ইহাতেই তাঁহার পূর্ণ ভগবত্ত্বা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভক্ত চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যভোগ অসম্ভব।

এই সকল লীলাকথা বুঝিতে হইলে যে ভক্তেরা কৃষ্ণমাধুর্য্য নিংড়াইয়া বাহির করিতে পারেন তাঁহাদের নিকট গিয়া রসাস্বাদন করিতে হয়, অন্যথা রসাস্বাদন অসম্ভব, যেরূপ খেজুর বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিলে রস পাওয়া যায় না, যে গাছী তাহার নিকট যাইতে হয়। যাঁহার প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়াছে তিনি শরীর ও অর্থ গ্রাহ্য করেন না। সত্য সত্যই যদি শ্রীকৃষ্ণরূপ সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া থাকি তাহা হইলে এই সকল বস্তুর দিকে কি করিয়া লক্ষ্য থাকিতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ই মূলদেবতা কিন্তু অন্য দেবদেবী সম্বন্ধে সেরূপ পূজার পদ্ধতি নাই—একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

যাক্ এখন শ্রীভগবান্ কোথায় থাকেন সেইসম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিব।

শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তি শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক হইয়া গোলোক ও বৈকুণ্ঠ-ধামে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। গোলোকস্থ শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাকে কেহ কেহ পরব্যোমের অন্তঃপুর বলিয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকেন তখন গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরহ এবং দ্বারকায় অন্য মূর্ত্তিতে মিলনসুখ অনুভব করেন। শ্রীবিগ্রহের এরূপ গুণ যে এই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ না হইলেও ভক্ত অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলনসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যেরূপ মৃত্তিকার সিংহাসনে মৃত্তিকার কোনও মূর্ত্তি থাকে তদ্রূপ শ্রীভগবান্ নিজের মহিমায় নিজে থাকেন। শ্রীভগবানের চিদংশের শক্তির নাম জ্ঞান যাহাকে শাস্ত্রকারেরা সম্বিৎ শক্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

গোলোক ও বৈকুণ্ঠ।

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার—"প্রেম", প্রেমসার—"ভাব"।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম "মহাভাব"॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে—কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।"
অংশিনী রাধা হৈতে তিন-গণের বিস্তার॥

এইকথা আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের তিনটী শক্তিরই অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক্ যাঁহাকে আমরা পরমাত্মা বলি এবং যে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যোগীগণ কৃতার্থ হন সেই বস্তুটী কি।

আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাকেই শাস্ত্রকারগণ পরমাত্মা বলিয়া থাকেন অথবা সকলের মধ্যে যে একআত্মা আছেন তিনিই পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্য্যামিসত্ত্বা।

যাঁহারা ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌কে বুঝিতে চান তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রিয় বলিয়াই বুঝেন। ভক্তিযোগই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ

নাই। গ্রন্থের শেষভাগে এই কথার প্রমাণ দিয়াছি। ভজনসাধন করিয়া যাঁহারা দীন হইয়াছেন তাঁহারাই বাস্তব ভক্তির অধিকারী। ভক্তি নীচু জায়গাতেই দাঁড়ায়, যেরূপ বৃষ্টির জল নীচু জায়গায় গিয়া আশ্রয় লয়। আমরা যাঁহাদের নীচ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি তাঁহাদের মধ্যেও বহু ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ তাঁহারা যে ছোটজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সমাজে দীন-ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের মরমের ব্যথা কীর্ত্তনাকারে তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীহরির নিকট জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমের সাড়া পাইয়া ধন্য হন। অভিমানে উচ্চশির তথাকথিত বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহারা ভক্তিকে নিম্নস্তরের ও নিম্নাধিকারীর উপাসনা বলিয়া থাকেন। যে ভক্তিকে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়াছেন তাঁহারা কোন্ দুঃসাহসে সেই ভক্তিকে নিম্নস্তরের সাধনা বলেন তাহা আমি বুঝিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। আরও শাস্ত্র ত' বলিয়াছেনই যে কলির ধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন, তথাপি তাঁহারা কেন যে এরূপ বলেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

ভক্তি কোথায় বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

যশোহরের স্বনামধন্য স্বর্গগত রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় বলিতেন,— "উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে যেরূপ সকল বস্তুই সমান দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, তাঁহার নিকট উচ্চ, নীচ জাতি বলিয়া কিছুই থাকে না।" তিনি আরও বলিতেন—"ম্যাথোর আমার বাবা, ম্যাথরাণী আমার মা।" প্রকৃতই কি তাহা নহে? ছোট বড় কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে? উহা আমাদেরই সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিবে।" প্রকৃত ব্রাহ্মণই বা কয়জন মিলে আর প্রকৃত বৈষ্ণবই বা কয়জন মিলে? বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, ভেক ধারণ করিবার পর সেবাদাসী রাখিতে হয়। এই প্রথার মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে জগতে দেখাইয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উদ্দীপক সে ধর্ম্ম যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা ত' বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষোলনামবত্রিশঅক্ষরাত্মক মহামন্ত্র আমাদের জপ করিতে আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা নানা পুরাণে ও নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই মহামন্ত্র জপ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তখন তাঁহার বাক্যই বেদবাক্য সদৃশ জ্ঞান করিয়া আমাদের

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সেবাদাসী প্রথা।

মহামন্ত্র শাস্ত্রোক্ত কিনা।

সকলেরই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই নাম মহামন্ত্র দৈনিক নিয়ম করিয়া জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য দুই একখানা পুরাণ হইতে এই মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীপাদ ব্যাসদেব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-মুখোচ্চারিত শ্রীনাম মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ং।
যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিনা মুনে॥"

এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিতেছেন :—

লোমহর্ষণ উবাচ :—যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতং।
মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নো বিভো॥

দ্বৈপায়ন উবাচ :—গ্রহনাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপায়ী সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ॥
তদহং বোঽভিধাস্যামি মহাভাগবতোহ্যসি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ নাম হইতে যে অমৃতের ধারা নিঃসৃত হয় তাহা সেই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। এই নাম নিত্যামৃত পূর্ণ, আর নাম হইতে প্রাণের যে অমৃতত্ব তাহাও পূর্ণ। এই পূর্ণামৃত নামধারা জগৎময় ছড়াইলেও এবং যাঁহার প্রয়োজন তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণনামামৃত পূর্ণই থাকিবে। গ্রন্থের শেষভাগে যে নামমাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা হইতেও আপনারা সকলেই অবগত হইবেন যে ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নাম মাহাত্ম্য।

যতদিন আমরা জাতের বালাই নিয়ে মরিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কিবা পারমার্থিক জগতে কিবা লৌকিক জগতে কোন জগতেই উন্নতি করিতে পারিব না। আহা! যখন আমরা কোনও নিম্নশ্রেণীর লোককে "ছোটজাতের ঘরে তোর জন্ম হইয়াছে, তুই আমাকে কেন স্পর্শ কর্‌লি, আমার এখনই নাইতে হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি বলিয়া নানারূপ গালি বর্ষণ করি তখন তাহার মনে কতই না কষ্ট হয়! এ-ব্যথা শ্রীভগবানের প্রাণে গিয়া নিশ্চয়ই বাজে। তাই সাধকের ঐ সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষভাবে আবশ্যক। শ্রীভগবান্ মাত্র

জাতিবিচার একেবারেই যুক্তিহীন।

এক এক জাতিকে বিভিন্নপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন মাত্র। চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হন, তবে তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। কেবল মালা তিলক পরিলে হয় না, খাঁটী বৈষ্ণব কয়জন মিলে? সকলেই ত' পরনিন্দায় ও পরচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেছি। কেহ বলিতেছেন আমার ধর্ম্ম বড়, অমুকের ধর্ম্ম ছোট, আমার পথটাই ঠিক, কালী ছোট কৃষ্ণ বড়, আবার কেহ বা বলিতেছেন কৃষ্ণ ছোট কালী বড়, এইরূপ মানবগণ ভ্রমের বশীভূত হইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় কালাতিপাত করিতেছেন। এইরূপ তর্কে কালাতিপাত না করিয়া যদি মানবগণ সেই সময়টা জীবের সেবায় নিযুক্ত হন এবং মুখে শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারেন। কাহাকেই বা বলি, কেই বা শুনে! আপনাদের সকলের চরণে পড়িয়া অনুরোধ করিতেছি—লীলাকথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন। ঋষিদের বাক্য কখনও ভুল হইতে পারে না। বহির্ম্মুখতা-বৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিলে যে চিরকালই ভবে আসা-যাওয়া করিতে হইবে এবং সার কিছুই লাভ হইবে না!

বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দেখিয়াছি তাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও "ঠিক পথে চলেন নাই, তিনি মহাপুরুষ নহেন" বলিয়া লোকের নিকট ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইঁহারা আবার নিজেদের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম আজ সমগ্র বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বহু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করেন ইঁহারা কোন্ দুঃসাহসে তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর! বলিহারী যাই তাঁহাদের দাম্ভিকতায় ও সাহসে! ইঁহাদের শ্রীভগবান্ কোন্ দিন সুমতি দিবেন জানি না। যাক্ যে কথা বলিতেছিলাম—শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নামের উপর বা সমান কোন ধর্ম্মই নাই এই কথা আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জনিতে পারি :—

নামসাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অর্থাৎ "নামাপরাধীগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়"। যাঁহারা শিশ্নোদরপরায়ণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বলেন অর্থও ভোগ করিব এবং শ্রীকৃষ্ণকেও ডাকিব। শ্রীকৃষ্ণকে অর্থভোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাকা অসম্ভব। অর্থই অনর্থের মূল। অনেক মঠধারী বৈষ্ণবগণ এই অর্থের জন্যই সাধনভজন চ্যুত হইতেছেন। 'Holy Bible'এও আমরা দেখিতে পাই,—"Ye cannot

serve God and mammon"। কোনও মঠে না থাকিয়া ভক্তের একাকী নির্জ্জনেই সাধনভজন করা কর্ত্তব্য, তবে যেখানে প্রচারের দরকার সেখানে অবশ্য মঠে না থাকিলে চলিবে কিরূপে, কিন্তু মঠে থাকা কালীন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর এককথা—প্রচার ত' সকলের করিবার অনুমতি নাই—যিনি শ্রীভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়াছেন বা শ্রীভগবানের আদেশ অথবা স্বসম্প্রদায়াণুবর্ত্তি-স্বাধিকার লাভ করিয়াছেন তিনিই মাত্র প্রচার করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমরা সকলেই প্রচারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি—ফলে অনেকে আমাদের শাস্ত্রবিগর্হিত কথা শ্রবণ করিয়া বিপথে যাইতেছেন। সেজন্য আমরাই দায়ী।

অনাসক্ত হইয়া যাহাই কিছু ভোগ করি না কেন তাহাতে দোষ হইতে পারে না, কিন্তু সেরূপভাবে আমরা কয়জন ভোগ করিতে পারি? যাঁহার আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই তাঁহার পক্ষে বাহিরে মর্কটের ন্যায় বৈরাগ্যের ভাণ করা কর্ত্তব্য নহে। অন্তর হইতে বৈরাগ্যের সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত গৃহত্যাগে বরং ক্ষতি হয়। নানারূপ বাসনা বনে গিয়াও দংশন করিতে থাকে, তাহাতে অধিক পাপের সঞ্চার হয় কারণ বিরক্ত বা সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের বাসনা একেবারেই থাকিবে না, নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। গৃহস্থের বরং ক্ষমা আছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কলিতে সন্ন্যাস অসম্ভব।"

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সন্ন্যাস।

গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক। পূর্ব্বে পূর্ণভাবে ভিতরে ত্যাগ হইবে তাহার পর গেরুয়া বসন পরিধান বিধেয়, নচেৎ এইরূপ বসন পরিধানে বিলাসিতা আনয়ন করে। দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সকলেরই মালা ধারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ মালা ভগবৎদাসত্বের প্রতীক। ভিতরে ভাব হইলে, শ্রীকৃষ্ণানুরাগে মন রঞ্জিত হইলে তাহার পর মহাপুরুষদিগকে মালা তিলক পরিধান করিতে দেখিয়া যখন মন সেই দিকে যায় তখন কেহ কেহ মালা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই ধারণ করেন। আমরা শুধু বাহিরের চাকচিক্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত। "লোকে আমাকে বৈষ্ণব বলুক, বাবাজী বলুক, আমার চরণে প্রণিপাত করুক, মস্তক আমার চরণে নত করুক" এইরূপ আমরা সকল সময়েই চাই, কিন্তু আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে সকলেই আমাদের গুরু, আমি শিষ্য হইয়া গুরুর প্রণাম কিরূপে গ্রহণ করিব? কেহ কেহ কাহারও মস্তকে পদ তুলিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। মস্তকের মধ্যপ্রদেশে সহস্রদলপদ্মে পরম শিব অবস্থান করিতেছেন, ওরূপ অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য কখনও সমর্থন করা যায় না। উহাতে নরকের পথই প্রশস্ত

করা হয়। সিদ্ধভক্ত অবশ্য মস্তকে চরণ দিলে তাহাতে দোষ হইতে পারে না, কারণ তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় প্রায়ই অবস্থান করেন। তাঁহারাও ঐরূপ কার্য্য করিতে ভীত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপুরের (সপ্তগ্রাম) গোবর্দ্ধন রাজার পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাসকে এইকথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন না কি ?—

"মর্কট বৈরাগ্য নাহি কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া,
অন্তরে করহ নিষ্ঠা বাহিরে লোক ব্যবহার,
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।"

শ্রীল ছোট হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গভক্তের অন্যতমা অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীর নিকট হইতে মন্দ চাউল বদল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ভাল চাউল আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব বিরক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

"ভক্তিমার্গটা কিছুই নহে, উহা নিম্নস্তরের সাধনা" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। যাঁহারা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, নারদপঞ্চরাত্র, ষট্সন্দর্ভ, শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি ভক্ত্যুদ্দীপকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রীগীতা-উপনিষৎ-শ্রুতি-স্মৃতি-আগম-তন্ত্র-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রামাণ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্তই কি তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন, না আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান-বিবেচনা অল্প ছিল—এই কথা আমি আমার প্রিয় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি আমাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক ছিল। সংসারের দুঃখভারে যখন আমরা ভীষণভাবে প্রপীড়িত হই তখন তাঁহাদেরই চিন্তাধারা আমাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমাদের কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—স্ত্রী-পুত্রের দাস সাজিতে একটুও আমাদের লজ্জা বোধ হয় না কিন্তু সেই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঘনবিগ্রহ নবকিশোর নটবর দ্বিভূজ মুরলীধরের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনারা প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, রামানন্দ রায়, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা একবার

ভক্তিপথপ্রদর্শক সদ্‌গ্রন্থরাজি।

ভাবিয়া দেখুন ত' তাঁহারা কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য কি না করিয়াছিলেন!

হরিদাসের কাহিনী।

আপনারা কি আর সে সকল কথা বিশ্বাস করিবেন? বাইশ বাজারে, যখন কাজী হরিদাসকে হরিনাম করিবার জন্য ভীষণভাবে প্রহারার্থ আদেশ দিলেন তখন হরিদাস বলিলেন :—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তথাপিও বদনে না ছাড়িব কৃষ্ণনাম॥"

হরিদাস যবন হইয়াও এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন আর আমরা সেই কৃষ্ণনাম করাটা অসভ্যতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করি না এবং আরও বলিয়া থাকি যে ওসব কথা গাঁজাখোরেরা নেশার ঝোঁকে লিখিয়াছে। "শঙ্কর ও রামানুজ" নামক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্য্য সকলকেই বলিতেন,—"কলিযুগে বিষ্ণুমূর্ত্তিই পূজার শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি"। শঙ্করাচার্য্যের কুলদেবতাও গোবিন্দদেব ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার মাতাকে গোবিন্দদেব দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত স্তবাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা বলিয়া থাকি পৃথিবীতে বেশ আছি। সৌন্দর্য্য কেন উপভোগ করিব না? কামিনী ত' আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ত' যে আমরাই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি না সৌন্দর্য্যই আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলে! পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবান্ যে লীলা করেন তাহা যাঁহারা দেখেন বা অনুভব করেন এইরূপ মহাপুরুষেরা ঐ লীলাকথা জগৎকে জানাইবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান বা অন্যের নিকট বলিয়া যান। আমরা কয়েকটী শব্দ পাই মাত্র। এই শব্দগুলির ভিতর দিয়াই আমাদের শ্রীবৃন্দাবনলীলা শুনিতে হইবে এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে যেরূপ কোনওস্থানে অগ্নি সংযোগ হইলে সেখানকার শব্দ শুনিয়া সেই শব্দ ধরিয়া আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই।

সৌন্দর্য্যই আমাদের ভোগ করে না আমরাই সৌন্দর্য্য ভোগ করি।

সকলেই যেন স্মরণ রাখেন যে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে সুর না বাঁধিলে বাজিবে না কিন্তু ভক্তিযোগে সুর বাঁধার কোনই প্রয়োজন নাই। খোল, করতালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুর বাঁধিয়াই দিয়া গিয়াছেন। ভক্তিপথ সোজা হইলেও কি সেপথে লোকে ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে? ভক্তিপিশাচ বলিয়া একদল লোক আছেন, তাঁহাদের হাত এড়ান বড়ই কঠিন। পাপীর হাড় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে না করিতেই

ভক্তিযোগ ও ভক্তি পিশাচ।

যেরূপ গঙ্গাপিশাচে তাহা লইয়া যায়, ঐ হাড় গঙ্গায় আর পড়িতে পারে না তদ্রূপ ভক্তিপিশাচগণ লোককে সাধনভজন করিতে নিষেধ করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান্=রাধাযুক্ত বা লক্ষ্মীযুক্ত। এখন আর একটী বিষয় আলোচনা করিব। ভগ=ঐশ্বর্য্য, বান্=যুক্ত। সাধারণতঃ ছয়প্রকার ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণকার্য্যই শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতারী বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। শ্রীভগবানের অন্য কোন মূর্ত্তিতেই এই সকল শক্তির পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় নাই।

ভগবান্ শব্দের ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণই মাত্র পূর্ণ ভগবান্।

শ্রীভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। দশ অবতারের মধ্যে পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি আবেশ অবতার আর অন্য সাত জন সাক্ষাৎ ভগবান্। চারিপ্রকার অবতারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—অংশ, স্বয়ং, আবেশ ও বিভূতি অবতার। মনু প্রভৃতি বিভূতি অবতার। মৎস্য কূর্ম্মাদি অংশাবতার। ব্যাস, নারদ, চতুঃসন প্রভৃতি আবেশ অবতার এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্।

চারিপ্রকার অবতার ও তাঁহার দৃষ্টান্ত।

অবতার পুরুষে দেব ও মানবভাব উভয়ভাব বিদ্যমান থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম ব্রহ্ম। ব্রজে তিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রস আস্বাদন করেন। আমাদের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুযায়ী তিনি সেইভাবে অগ্রসর হইবেন। মধুর রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমেই সেই রসের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। একমাত্র ব্রজগোপীরাই মধুর রসের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে হইলে আমাদের অবশ্য ধীরে ধীরে সেই মধুর রসের সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে।

এখন কৃষ্ণনামের বহু অর্থ আছে কিনা সে সম্বন্ধে একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাক্। বল্লভভট্টের সহিত যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধনার বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তখন বল্লভভট্ট প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে তিনি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন :—

'কৃষ্ণ'নামের অর্থ নির্দ্দেশ।

"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথার উপর আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। বড়ই দুঃখের বিষয় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র যাঁহাকে অদ্বৈত প্রভু "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায়

কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, এহেন দয়ালঠাকুরের নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ করি, অথচ নানা জনের নিকট অপরাধী হইলে কত সময় তাঁহাদের নিকট নাকে খত পর্য্যন্ত দিতেও আমরা কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করি না। ধিক্ আমাদের জীবনে! আজ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই দুর্লভ মানব জনম পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় আমরা বিমুখ! যাঁহাদের গৃহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহারাও নিজহস্তে দেবসেবার জন্য কোনও কার্য্য করেন না, সমস্তই পুরোহিত ঠাকুর বা দাস, দাসী দ্বারা সম্পাদন করাইয়া থাকেন।

আমরা সকল সময়ে থাকি অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত; কর্ম্মই করি না আর ভক্তি যাজন করিব!

আমরা বলিয়া থাকি যে ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া কি লাভ, জীবকে ভালবাসিব। ভগবান্ আছেন কি না আছেন তাহা লইয়া আমাদের মাথাব্যথার আবশ্যক কি? আমাদের যে কোন্ জনমে মুক্তি হইবে জানি না। পিতার খোঁজের আর আবশ্যক কি? কে আমরা, কোথায় আসিয়াছি, কেন বা আসিলাম, কোথায় যাইতে হইবে, এই রম্য বিশ্বের স্রষ্টা কে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—সে সকল তত্ত্ব জানিবার আর প্রয়োজনীয়তা কি? পৃথিবী এত সুন্দর, তাহার স্রষ্টাকে কি আপনাদের দেখিতে ইচ্ছা জাগে না? তবে আপনারা কিরূপ সৌন্দর্য্যের গবেষণা করেন? যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণার কণা লইয়া আজ প্রকৃতি হাসিতেছে, তিনি কত সুন্দর, একবারও সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ঈশ্বরের সম্বন্ধে যিনি একবারও ভাবেন না এবং ঈশ্বরকে ভালবাসেন না তাঁহার জন্ম বৃথা।

শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিবার ও জানিবার প্রয়োজনীয়তা।

যে সকল সিদ্ধপুরুষ দয়ালু, তাঁহারা আনন্দময়কে দর্শন করিয়া আবার অন্য লোককে দেখান। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে হরিনাম সার করা ভিন্ন কলিকালে অন্য দ্বিতীয় কোন পন্থাই আর নাই। আমাদিগকে মহাভারত বলিতেছেন,—"স্ত্রী, দ্যূত-ক্রীড়া, মৃগয়া ও সুরাপান শ্রীভ্রষ্টের লক্ষণ"—তখন কেন আমরা ইহাতে আসক্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইব? শ্রীকে লাভ করিতে হইলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে চলিবে কেন? সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে জগৎকে ভালবাসা অসম্ভব যদি জগদীশকে ভালবাসা না যায়। শ্রীভগবান্‌কে পিতা বলিয়া না জানিলে কিরূপে বুঝিব যে বিশ্বের সকলেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী। স্বার্থের ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু নিষ্কামভাবে ভালবাসা অসম্ভব।

শ্রীভ্রষ্টের কারণ নির্ণয়।

আমাদের দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, রক্তে, মাংসে, মজ্জায়, অস্থিতে—সকল স্থানেই যিনি ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার শক্তি ব্যতীত আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্‌শক্তি—সকল শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাকে আর খোঁজ করিবার আবশ্যক কি? যম যে শিয়রে বসিয়া আছে একথা যেন কাহারও ভুল না হয়। আমাদের পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব—সমস্তই যে আমাদের শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা গঠিত—এ সংবাদ আমরা কয়জনই বা রাখিয়া থাকি? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধুবান্ধবের খোঁজ রাখিতেই পারি না আর শ্রীভগবানের খোঁজ রাখিব! বরিশালের মাননীয় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়, যাঁহার কথা আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তাঁহার "প্রেম" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,—"একজন স্নেহের আস্পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা স্নেহ, ভালবাসা জন্ম লইবে কোথা হইতে?" অবশ্য পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। বেদের উপদেশ

নিবৃত্তিমার্গ নির্দ্দেশই বেদের তাৎপর্য্য।

এই যে নিবৃত্তিমার্গেই আমাদের সকলকে যাইতে হইবে। যাঁহারা প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইতে সক্ষম হইবে তাঁহারা সর্ব্বোত্তম; তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু যাঁহাদের ভিতর প্রবল ভোগবাসনা আছে তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইবেন, অন্যথা সাধনার কালে সূক্ষ্ম ভোগবাসনা মনে দংশন করিয়া সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইতে পারে; এইজন্য বেদ বৈধবিবাহের নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিলে সমস্তপ্রকার ভোগবাসনারই সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে।

কুল না থাকিলে কি কুলত্যাগ হয়? যাঁহার কিছুই নাই তিনি সন্ন্যাস লইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যায় না। গোপীগণের লজ্জা ও কুল ছিল, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহাও ত্যাগ করিলেন। ইহা মহাভাবের অবস্থা। গোপীগণের মন কৃষ্ণেতেই ছিল। প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিয়া সাধন করিতে হইবে। শেষে সাধনা পরিপক্ক হইতে যেটুকু বাঁকী

শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-হরণ লীলাতত্ত্ব।

থাকিবে তাহা শ্রীভগবান্ করিয়া দিবেন। গোপীগণ অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বসন চুরী করিলেন। গোপীগণ লজ্জা কোন প্রকারেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না দেখিয়া চতুর কানাই তাঁহাদিগকে বলিলেন যে বস্ত্রত্যাগ করিয়া স্নান করায় তাঁহারা জলদেবতা নারায়ণের নিকট অপরাধ করিয়াছেন, অতএব সূর্য্যনারায়ণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম না করিলে তাঁহারা অপরাধবশতঃ তাঁহাদের অভীষ্ট স্বামিলাভে বঞ্চিত হইবেন—তাঁহারা

তাহাই করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সাধনায় সহায়তা করিলেন। ঐ গোপীগণের অবশ্য তিন চারি বৎসর বয়স ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রেমোত্থিত লজ্জার জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কত ধনী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আহ্বানে ঐ যে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন আর ফিরিলেন না। ঠাকুর যাঁহাকে দয়া করেন তাঁহাকে ঐরূপই দয়া করেন।

একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই জগৎগুরু।

রাজার কর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষের সময়ও হয়ত প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে বিরত হন না, কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে কর আদায় রদ করিতে পারেন। সেইরূপ জগৎগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যের নিকট চাহিলে নাও পাওয়া যাইতে পারে। আজকাল যেখানে সেখানে দেখিতে পাই—ইনি জগৎগুরু, উনি জগৎগুরু—এই প্রহেলিকা কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম হই না। বুঝিবা আমি অজ্ঞ তাই বুঝিতে পারি না। শ্রীগৌরসুন্দরই ত' একমাত্র জগৎগুরু—এইমাত্র জানি। "মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্ব্বম্, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্"—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই মহাবাক্য কেহই স্মরণ করেন না। যদি করিতেন তবে আমার শ্রীগৌরাঙ্গদত্ত ভববন্ধননিবারণকারি নামে সকলেরই প্রবৃত্তি হইত এবং চতুর্দ্দিকই এই নামে মুখরিত হইত। এই নামের ভেলা আশ্রয় ব্যতীত কলির জীবের আর অন্য গতি নাই। আমাদের দেহ অপটু, মন চঞ্চল, কেবলমাত্র আছে এক বাক্য। এই হেতু ঐ বাক্যদ্বারা যাহাতে হরিকীর্ত্তন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সত্য সত্যই যিনি শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে বাহির হন তিনি আর ঘরে ফিরেন না। কৃষ্ণ চতুর্বিধ মুক্তি লইয়া সাধাসাধি করিলেও যদি আমরা বলি,—"ভগবান্ উহা আমরা চাহি না, আপনার পদারবিন্দই চাহি"—তাহা হইলে ভগবান্ কৃপা করিবেনই করিবেন। এইরূপ অবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়। "অমুক বস্তু পাইলে কৃষ্ণ ভজনা করিব", এইরূপ মনের ভাব থাকিলে কৃষ্ণ-কৃপা মিলিবে না। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ"—মনের এইরূপ অবস্থা হইলে তবেই জানিবে যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের উপযুক্ততা।

হিমালয়ের গুপ্ত কোটর হইতে "কোথায় সাগর" বলিয়া গঙ্গা যেরূপ ছুটিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন গোবিন্দচরণসিন্ধুর দিকে ছুটিবে, কিছুই চিন্তা করিবে না, তখন গোবিন্দ কৃপা করিবেনই করিবেন। যুধিষ্ঠির ভাবিয়া বিবেচনা

করিয়া "অশ্বত্থমা হত ইতি গজ" বলিয়াছিলেন বলিয়া নরক দর্শন করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"এক আসনে জপ করা আবশ্যক কারণ জপ করিতে করিতে আসনের ভিতর জপের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। একজায়গায় সদা বসিবে। মতি স্থির না থাকিলেও স্থিরতা আসিবে। জপ করিতে করিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পৃথক হইয়া যায় এবং মানব ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।" শ্রদ্ধা মনকে খুব সংযত করে, একজনকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নাম জপ করিতে হয়। জপ করিবার আসনে অন্য কাহাকেও বসিতে দিবে না।" অতএব এ বিষয়েও ভক্তের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দুশ্চরিত্র লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্পর্শন, দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপাদিতেও শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বৈষ্ণব হইতে সকলে ভয় পান কেন বুঝিতে পারি না। বস্তুতঃ সকলেই যে বৈষ্ণব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন:—

দুশ্চরিত্র লোকের সম্বন্ধে ভক্তের সতর্কতা।

একরুষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥

শুধু যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা নহে, অনেক জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিও এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও মত উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে সাধারণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বলিতেন,—"আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্ত্তি আমার সকল কুসংস্কার, সকল দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,—"এই বঙ্গদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রসূতি"। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিতেন,—"শ্রীমন্মহাভুই আমাদের দেশের একমাত্র হৃদয়ের ধন। মহাপ্রভু ব্যতীত বঙ্গদেশে আর নূতন কিছু নাই।"

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মত।

দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্ম।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলিতেন,—"অন্যান্য ধর্ম্মের যেখানে শেষ—বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেইখানেই আরম্ভ।" সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,—"আমি যদি কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তবে ইউনিভার্সিটিতে খোল করতাল বাজাইয়া দিয়া যাইব।" শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,—"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা বঙ্গদেশে—শ্রীচৈতন্যরূপে।" মহাত্মা আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,—"শ্রীচৈতন্যের মত প্রেম দিয়ে সকলের হৃদয় জয় কর্‌তে হবে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নাই।" মহামান্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর বলেন,—"লর্ড গৌরাঙ্গ সকল মনুষ্যকেই তরাইবে।" কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,—"বৈষ্ণব কবির গান, প্রেম উপহার চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভারে বৈকুণ্ঠের পথে—এ গীত—উৎসব মাঝে—শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।" শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু মহাশয়া বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মই যুগ ধর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালীর পূজ্য নহেন—তিনি সর্ব্ব-জগতের পূজ্য। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যাজন করুন—ইহাতেই সর্ব্বানর্থের নাশ হইবে।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,—"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ আর নাই।" পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেন,—

"পতিত পাবনী তীরে—পতিত পাবন।
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্রুজলে ॥
ভাসি প্রেম অশ্রুজলে বড় সাধ মনে।
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ।
প্রেমময় এই আশা করিও পূরণ ॥"

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা ত্যাগীগৃহস্থের মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধীও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আপনারা সকলে জানিয়া রাখুন যে মহাত্মা গান্ধী—শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। জলের মধ্যে নৌকা থাকিলে প্রবল বাতাসে যেরূপ তাহাকে বিচলিত করিয়া দেয়, সেইরূপ চ'খের পিছনে পিছনে মন গেলে তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে না। যে চতুর মাঝি সে ঝড়ের সময় ডাঙ্গায় খুঁটোতে রজ্জুদ্বারা নৌকা বাঁধিয়া রাখে। নৌকা তলাইয়া গেলেও তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। আমাদেরও যখন জীবন তরণী ভাসিয়াছে তখন আন্দোলিত হইবেই হইবে। আমরা যদি শ্রীগোবিন্দ চরণরূপ খুঁটোতে শরণাপত্তির দড়ি দ্বারা মনকে বান্ধিয়া রাখিতে পারি তাহা

হইলে কোনই ভয় থাকিবে না। অনেকে হয়ত বলিবেন—"বলা অতি সহজ, করা বড়ই কঠিন।" মানিলাম, কিন্তু কঠিন বলিয়া কি সে কার্য্য ত্যাগ করিব? অধ্যবসায়ে এবং সহিষ্ণুতায় সমস্ত কার্য্যই সাধন করা যাইতে পারে।

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় আমাদিগকে তুই হস্তে দান করিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে দীন, অন্ধ, খঞ্জকে দান করিলে তাহারা প্রাণ হইতে আশীর্ব্বাদ করে। "আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, তিনি আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন তাহাই আমি তাঁহারই জীবকে তাঁহারই সন্তুষ্টির জন্য নিমিত্ত মাত্র হইয়া দিতেছি," এইরূপ বুদ্ধিতে দান করিলে কোনই দোষ হইতে পারে না এবং কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় না। আমাদের দান করিতে ইচ্ছা জাগে না তাই বলিয়া থাকি,—"দানে কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বলার অর্থ আর কিছুই নহে, নিজেকে নিজে ঠকান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং দীন দুঃখীকে কত সময় দান করিয়াছেন তাহা আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে জানিতে পারি। যুগাবতার শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব ও বুদ্ধদেব, এবং ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষগণও দীন দুঃখী দেখিলেই দান করিতে বলিয়া গিয়াছেন। গরীব দুঃখীকে যদি আমরা বিবেকের আদেশানুযায়ী নিমিত্ত মাত্র হইয়া সাহায্য না করি তাহা হইলে তাহারা জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? আমরা যখন কাহাকেও কিছু দান করিতে পশ্চাৎপদ হই তখন কোন্ মুখে আমরা শ্রীভগবানের নিকট নানা বস্তু প্রার্থনা করি? তিনি তাহা শুনিবেনই বা কেন? আমার মতে হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমি তুল্য না করিয়া জীবেতে নানাভাবে প্রেম বিস্তার পূর্ব্বক হৃদয়কে সরস ও প্রেমপূর্ণ রাখিয়া আমাদের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে প্রেমময়ের প্রেমের লীলায় প্রবেশ করিব কি প্রকারে?

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দীন দুঃখীর প্রতি করুণা।

এখন একটু পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বৈষ্ণবদর্শন এত বিরাট যে ধারাবাহিক ক্রমে আলোচনা করা বিশেষভাবে কঠিন। বিশেষতঃ আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির ত' কঠিন হইবেই। আমার স্বাস্থ্য দৈবদুর্ব্বিপাকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে আমার যতদূর সাধ্য পূর্ব্বক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতাম। এখন আর সে উপায় আদৌ নাই। সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনারা উমাচরণবাবুর ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে হিন্দুর দেবদেবী সত্য কি না এবং পূর্ব্বজন্ম

পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম।

আছে কি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীপাদ শ্রীবাসের মৃতপুত্র কিছু সময়ের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম আছে কি না। আমরা শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন যাহাতে পশুরা অভ্যস্ত তাহাতেই সময় কাটাইয়া থাকি, সুতরাং এসমস্ত জানিব কিরূপে? আমরা শ্রীগীতায়ও দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

হিন্দুর দেবদেবী।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

অর্থাৎ মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মাও জরাগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য নূতন শরীর ধারণ করেন। আবার আজকাল ত' সাক্ষাৎ দেখিতেছি যে কেহ কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা সমস্তই বলিতেছেন। ইহা দেখিয়াও কি আপনারা জন্মান্তরবাদ অবিশ্বাস করিবেন? আমরা সকল সময়ে ভাবি যে বড় হইতেছি, কিন্তু দিন দিন যে ছোট হইতেছি তাহার ধারণা আদৌ নাই। সময় থাকিতে সকলেরই সাধনার দিকে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

সকল বস্তুতে চিৎশক্তিসম্বন্ধিজ্ঞান থাকিলে বহির্মুখ হইতে হয় না। জগতের সকল বস্তুই ভগবচ্ছক্তিসমন্বিত। অনেকে মনে করেন,—"আমরা নিত্য বদ্ধ, কেমন করিয়া মুক্ত হইব"? এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন। কচ্ছপের পৃষ্ঠে লোম নাই এবং হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না সত্য, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণপ্রেমের অভাব ত' আর সেরূপ নয়। ইহা প্রাগ্ অভাব। মহাপুরুষের সঙ্গে ও কৃপায় এ অভাব কাটিয়া যায়, যেরূপ মৃত্তিকায় ঘটের অভাব থাকিলেও জলসংযোগে মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের সকল সময়েই ভাব মুখে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সকল বস্তুই পরিষ্কার হইবে। এ জগতের কোলাহলে মন যাওয়ায় আমরা পূর্ব্বজন্মের কথা বা ভগবানের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। চিত্ত স্থির হইলে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুর সময়ে যিনি ভাবেন যে জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নূতন দেহে প্রবেশ করিতেছেন, তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রকারগণ সাধকের চিত্তের এই অবস্থাকে মনোবিলাস বলেন।

কৃষ্ণপ্রেম ও প্রাগ্ অভাব।

ভক্তই ভগবানের অধিক প্রিয়। শ্রীগীতায় কি তিনি অর্জ্জুনকে বলেন

নাই ?—"হে অর্জ্জুন ! তুমি আমার ভক্ত তাই তোমাকে গুহ্যতম কথা বলিব। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে—গুহ্য, গুহ্যতর কথাও ভগবানের ছিল। শ্রীগীতার একটীমাত্র শ্লোকেই এ বিষয় বিশেষভাবে পরিষ্কার হইবে ঃ—

ভক্তি ও দুরাচার ব্যক্তি।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

—অর্থাৎ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে সর্ব্বদেবময় জ্ঞানে দেবতান্তরে ভক্তিমান্ না হইয়া আমাকেই ভজনা করে তবে তাহাকেও সাধু বলা হয়, কারণ তাহার অধ্যবসায় অত্যন্ত মনোরম। অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে করিতে শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় এবং ঐকান্তিকী পরমেশ্বরনিষ্ঠা লাভ করিয়া নিত্যশান্তি লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না।

যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তের প্রাপ্তি।

জ্ঞানীরা যেখানেই থাকেন সেখানেই লয়প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীর সিদ্ধলোক পর্য্যন্ত গতি। যোগিগণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি পাইলে আর কিছুই চান না। শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে নিজে সঙ্গে করিয়া গোলোকে লইয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার নিত্যলীলা ভূলোকে প্রকট করেন। আমরা দেহগেহাদির সেবাই যথেষ্ট মনে করি, সাধনার দিকে মন যাইবে কিরূপে ?

কৃপা কাহাকে বলে।

মনুষ্য চব্বিশ ঘণ্টায় ৪৩২০০ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য অনায়াসে যেরূপ করিতে সমর্থ হয়, হরিনামও বিনাক্লেশে সেইরূপ দিবারাত্রি করিতে পারে। পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পরদুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া সেই দুঃখ নিবারণে সমর্থ চিত্তের দ্রবীভূত ভাববিশেষকে কৃপা বলে। নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করিলে তিনি নিশ্চিতভাবেই কৃপা করিবেন। ভগবান্ কৃপা করিলে তদ্দ্বারা সাধক বিষয় ভোগ করিতে পারে বলিয়া শ্রীভগবান্ সাধককে যোগ্য করিয়া তবে প্রথমে অনুভবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহার পর সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। গোপীগণকে প্রথম ভীষণ পরীক্ষা করিয়ছিলেন, আর আমরা ত কোন্ ছার!

শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে বিদ্যাবুদ্ধির কোনই প্রয়োজন হয় না এবং অপ্রসন্ন হইলেও হয় না, যেরূপ সতী স্ত্রীর পতি প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার আর অলঙ্কারের আবশ্যক হয় না, আবার অপ্রসন্ন হইলেও হয় না। ইহা বুঝিয়া তদনুযায়ী

আমাদের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রীল সার্ব্বভৌমকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"তার্কিক শৃগাল সনে ভেউ ভেউ করি।
তোমার কৃপায় বলি রাম কৃষ্ণ হরি॥"

চিরচেতনেই আমাদের মুক্তি, এইহেতু শ্রীভগবৎসেবাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। একভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধি বলে। ভাবশূন্য সমাধিকে অর্থাৎ ব্রহ্মে মিশিবার পর যে অবস্থা হয় তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলে। জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে নিজ অস্তিত্বের লোপ পায়, এইজন্য যাঁহারা চতুর তাঁহারা সেদিকে যান না। আমি নিজের মত বলিতেছি না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ও মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কারণে ত্যাগ-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বাংশে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি।

ব্রাহ্মমতে যে সাধনা তাহাও প্রায় জ্ঞানযোগীর সাধনার ন্যায়। ব্রাহ্মগণ বলেন ঃ—"আত্মা ও জীব অর্থাৎ চিৎ এবং চিত্তরঙ্গ নিত্যযুক্ত মহাযোগের গভীরত্বের ভিতরে এক হইলেও চিৎস্বরূপে জৈবিক ভাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় না। অতএব আত্মার সহিত জীবভাবের মহামিলনেও যোগী যোগামৃত রসাস্বাদনে অমরত্ব লাভ করেন।" আমি এই কথা একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে করি না; কারণ অসীমসর্ব্বব্যাপি-সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু নিমজ্জিত হইলে তাহার আনন্দের অনুভব কিছুতেই থাকিতে পারে না, যেরূপ সূর্য্যের প্রখর সুবিস্তৃতালোকে ক্ষুদ্রপ্রদীপের আলোক তাহার অস্তিত্ব একেবারেই হারাইয়া ফেলে। ব্রাহ্মগণ বা জ্ঞানযোগিগণ যে ব্রহ্মের কথা বলেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাজীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ে তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে,—আল্লা আর ব্রহ্ম একই বস্তু ও ইহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা।

ব্রাহ্মধর্ম্মে মুক্তির অবস্থা বর্ণন ও তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন।

এখন সমাধিরূপাবস্থা ও ব্যুত্থিতাবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। যখন মন পরতত্ত্বে থাকে তাহার নাম সমাধিরূপাবস্থা, আবার যখন মন দেহে ফিরিয়া আসে তাহার নাম ব্যুত্থিতাবস্থা। সমাধিরূপাবস্থায় সাধক পরতত্ত্ব পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, বাহিরের কিছুই চান্ না। ব্যুত্থিতাবস্থায় সুখ থাকে, স্পৃহা থাকে না, দুঃখ থাকে, উদ্বেগ থাকে না। ব্যুত্থিতাবস্থায় সাধক মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাওয়া মাত্র কূর্ম্মবৎ তাহাদিগকে গুটাইয়া লন। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ না করিলে

সমাধিরূপাবস্থা, ব্যুত্থিতাবস্থা ও জীবন্মুক্তাবস্থা।

মন পরতত্ত্বে থাকিতে পারে না, কারণ মন পরতত্ত্বে গেলেও ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্ব্বক সেইস্থান হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া আসে, এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মৎপর ও মন্নিষ্ঠ হও এবং আমার যজন কর ও আমার শরণাপন্ন হও, ইন্দ্রিয়গুলি আপনাআপনিই দমন হইয়া যাইবে।" সাধকদেহ আছে, কিন্তু চিত্ত পরতত্ত্বে গিয়াছে, এরূপ অবস্থার নাম জীবন্মুক্তাবস্থা। শ্রীভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত হইলেই সেই ভক্তকে জীবন্মুক্ত ভক্ত বলা হয়।

আমাদের দেশের সকল ধর্ম্মেরই কিছু আলোচনা করিয়া রাখা ভাল।

তথাকথিত আর্য্যধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

এইজন্য তথাকথিত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণের মত সম্বন্ধেও কিছু বলিব। ইঁহারা ব্রহ্মের উপাসক। বেদে যদিও আছে যে শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতেছেন এবং শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

—অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাপরিগৃহীত জন্ম এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক অলৌকিককর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি এই বর্ত্তমান দেহনাশের পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন",—তথাপি ইঁহারা অবতারবাদ মানেন না। শ্রীভগবানের এই বাণী ব্যতীতও, গীতার অনেকস্থানে ও অন্যান্য পুরাণে তিনি যে এই জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হইলে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে

ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসকগণের লীলাবিগ্রহ সম্বন্ধে মত।

যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবতীর্ণ হন, সে কথা স্পষ্টই লেখা আছে। সকল মহাপুরুষই অবতার-বাদ মানিয়া গিয়াছেন তথাপি ইঁহাদের এক অভিনব ধারা! আমরাও ত' আর্য্য, আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না। এই সকল আর্য্যেরা যুক্তি দেন যে, তিনি দেহ ধারণ করিলে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবেন; তাঁহার অসীম শক্তি-প্রভাবে তিনি নিজস্থান হইতেই অসুরমারণ, ভূভার হরণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আমি, শ্রীকৃষ্ণের, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বিরাটরূপ দেখাইবার কথা, কৌরব-সভায় কৌরবেরা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পুনঃ পুনঃ স্বীয় শক্তি-প্রভাবে মুক্ত হইবার কথা ও শ্রীযশোদামাইকে উদরের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই বিষয়ে যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, অবতারবাদ সত্য কি না। তাঁহারা যদি অবিশ্বাসের অস্ত্রদ্বারা সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলেন, তবে ত' বলপূর্ব্বক আমি তাঁহাদের বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারি না!

তাঁহারা যদি জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকেন, তবে কিরূপে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে? তাঁহাদের আর একটী কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, প্রাকৃত ভূতের জন্মের বহু পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন লীলাবিগ্রহে এবং তাঁহার অপ্রাকৃতত্বে সন্দেহ করা একেবারেই সমীচীন নয়। তাঁহারা যেন জানিয়া রাখেন যে, লীলার সঙ্গে মূর্ত্তির কার্য্য-কারণভাব বর্ত্তমান। আবার অনেকে বিরাটরূপ কল্পিত বলিয়া থাকেন; তাঁহারাও যেন বুঝিয়া দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে অর্জ্জুনকে বলিতেন না,—"আমার এই মূর্ত্তি দেবতাগণও দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন।" তাহা হইলে জানা গেল যে,—এই বিরাট মূর্ত্তি পূর্ব্বসিদ্ধ; ভেল্কি দেখাইবার জন্য এ মূর্ত্তির প্রকাশ হয় নাই, অর্থাৎ এই মূর্ত্তি যে অপ্রাকৃত ও সত্য শুধু তাহাই নহে, ইহা পূর্ব্বসিদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারাও এই লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করেন, অবতারবাদ যে মানেন সে ত' বলাই বাহুল্য। তবে তাঁহারা এই লীলাবিগ্রহ যে পূর্ব্বসিদ্ধ তাহা স্বীকার করেন না, ইহা "তৎকালীন প্রকাশিত" এইরূপ বলেন। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সঙ্গে তাঁহাদের এইমাত্র পার্থক্য।

এখন—যে প্রেমময়দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সম্পাদিত হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। "মায়ামরিচীকা" নামক কবিতাটীতেও সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষাতেই প্রেমময়দেহের পত্তন হয়। ডিম্বটী যথাযোগ্য যত্নে থাকিলে তাহা হইতে পক্ষী জন্মগ্রহণ করে এবং শেষে ডিম্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশে উড়িয়া যায়। সচ্চিদানন্দ আত্মাও দেহভাণ্ডে অবস্থান সময়ে সাধনদণ্ডে মন্থিত হইয়া তবে প্রেমময়দেহ লাভ করেন। শ্রীভগবান্-দর্শনের উৎকণ্ঠায় ও আবেগে আত্মা দেহাকৃতি হইয়া যান। তখন ভক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সেই প্রেমময়দেহে কৃষ্ণসেবা করেন। কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ এবং কৃষ্ণমিলন-সুখদ্বারা প্রেমময়দেহের সহিত বন্ধন হয়। যে গোপীগণ তাঁহাদের পতিগণ বাধা দেওয়ায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে যাইতে সমর্থ হন নাই, কৃষ্ণবিরহ-দুঃখে ও কৃষ্ণমিলন-সুখে তাঁহাদের দেহের গুণময়াংশের ত্যাগ হইয়াছিল।

প্রেমময় দেহের কিরূপে পত্তন হয়।

এখন শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম আর জগতের কামের কথা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব জগৎ কিরূপ দেখেন, বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যবহারকে কি বলেন, তাহা বলিব। এই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত মতের কথাও কিছু উল্লেখ করিব। ভক্তের প্রাণ উক্ত-মতে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যদেব ও শ্রীবুদ্ধদেব।

ঐসকল মতের দিকে যাইবার জন্য কোন ভক্তের অন্তরের নিভৃত কোণে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিয়া যায়, তাই বারংবার চক্ষুর সম্মুখে তাহা আনিয়া দৃঢ়সংকল্পের সহিত ভক্তেরপ্রাণ ভক্তিতেই রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, যাহাতে ঐসকল দিকে আদৌ ভক্তের লালসা না থাকে। লালসা থাকিলেই ভক্তিপথে বিঘ্ন ঘটিবে।

শঙ্করাচার্য্যদেবের মতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যবহারই অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া গেলে এই দুইটীই নিবিয়া যায়। জগৎটা মায়া মাত্র, মিথ্যা। যতক্ষণ অবিদ্যা ততক্ষণ কর্ম্মাধিকার, যাহার অবিদ্যা নাই তাহার কর্ম্ম নাই। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব এই কর্ম্মবাদ লইয়াই শ্রীল কুমারিল ভট্টের শিষ্য শ্রীল মণ্ডন মিশ্রের সহিত তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মবাদ যখন প্রচলিত ছিল তখন তাঁহারা ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত মানিতেন না। তাঁহারা বলিতেন,—"ইন্দ্রাদিপ্রতিপাদক বাক্যগুলি কর্ম্মযোগের মন্ত্র মাত্র, বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিদেবতা বলিয়া কেহ নাই।" বুদ্ধদেব কর্ম্মবাদ খণ্ডন করিলেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—ইহা বলিলে ত' আর কোন কর্ম্মই থাকিল না! আমরা Edwin Arnold বিরচিত "Light of Asia" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেবের মত,—"শূন্য হইতে সকল সৃষ্টি এবং শূন্যতেই পরিণতি।" বুদ্ধ অবতারে বুদ্ধদেব বেদ সম্বন্ধে মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"একটী মহাশক্তি এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য করিতেছেন এবং শিষ্যগণকে বলিতেন,—"সেই শক্তি অপরিমেয়, অতএব তোমরা ঐ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া চিত্তশুদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ কর।" বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক এবং কলিকাতাস্থ-মহাবোধি-সভার সম্পাদক—মহাত্মা অনগারিক ধর্ম্মপাল, তাঁহার "বুদ্ধদেবের উপদেশ" নামক পুস্তিকায় অন্যরূপ বলেন যথা :—"বৌদ্ধধর্ম্ম জড়বাদী নৈতিক উৎকর্ষসাধনের প্রণালীমাত্র নহে। ইহা শূন্যবাদও নহে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাদও নহে। ইহা অদ্বৈতবাদও নহে, ইহা বহুদেববাদও নহে। ইহা ঈশ্বরবাদেরও অতীত এক তুরীয় তত্ত্ব; ইহা অনন্ত জ্ঞান ও সর্ব্বব্যাপী প্রেমের পথপ্রদর্শক। পূর্ণ চৈতন্যের মধ্যে ইহার উপলব্ধি কেবল সেই ব্রহ্মচারীরই করায়ত্ত, যিনি পরিশ্রমী, অনুরাগী এবং যিনি পরমপবিত্রতার পুণ্যজ্ঞানের সপ্ত অবস্থার সাহায্যে দশবিধ শৃঙ্খলেরই বিনাশ সাধন করিয়াছেন। সেই সপ্ত অবস্থা এই,—"শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি * * *।" এই পুস্তিকার অন্যস্থানে মহাত্মা ধর্ম্মপাল স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে,—বৌদ্ধধর্ম্ম ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং এ বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক একটী গল্পেরও অবতারণা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে পুস্তকেই যাহা দেখা যাক্ না কেন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই অনুমান

করা যায় যে, বুদ্ধদেব ভগবান্ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। কর্ম্মবাদীরা কর্ম্মই মুক্তির উপায় বলিলেন। শঙ্করাচার্য্যদেব আসিয়া বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করেন এবং বৈদিক কর্ম্ম লোপ পাইতেছে দেখিয়া তাহার প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করাচার্য্যদেব নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ আর বৈষ্ণবগণ সবিশেষ সচ্চিদানন্দ দেখাইয়াছেন। পুরাকালে যে ভক্তিবাদ এবং ভক্তিযোগের সাধনা ছিল না তাহা নহে, তবে অল্প ছিল, কারণ অসুরগণ ও মানবগণ তাহাদের স্বীয় শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিপথে চলিত না ; জ্ঞান, কর্ম্ম বা অষ্টাঙ্গযোগাদির পথে চলিত। ভক্তিবাদ না থাকিলে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তের কথা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? রাজর্ষি অম্বরীষও ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ফলে আসক্তি ছিল না।

—যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম—আমরা জগতের কামকে প্রেমের আখ্যায় বিভূষিত করিয়া থাকি, কিন্তু গোপীগণ প্রেমকে "কাম" আখ্যা দিয়া থাকেন, যেরূপ দরিদ্রলোকে তাহাদের কাংস্যের থালাগুলিকে স্বর্ণের থালার ন্যায় দেখিয়া থাকে আর নৃপতিগণ কাংস্যের থালার ন্যায় স্বর্ণের থালার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম বাড়াইয়া দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, কারণ তিনি রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। কাম আর প্রেমে কতদূর প্রভেদ শুনুন :—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য,—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।"
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম ; প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥"

এই কথা আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। পূর্ব্বেও এ বিষয়ে অল্পবিস্তর বলিয়াছি। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে

এই কেবল বলিয়া রাখি যে, আমরা যদি কিছু ভোগ করিতে যাই, তাহাতে আনন্দ আমরাই লাভ করিব বলিয়া সেই বস্তুর প্রতি ধাবিত হই। শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসুখই তাৎপর্য্য; অবশ্য গোপীগণ নানাবিধ বসনভূষণে সজ্জিত হইতেন, তাহা কেবল শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, জানিবেন।

পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে গোপগোপীগণ ও রাখালগণ সকলেই কৃষ্ণের কায়ব্যূহ। মুনি ঋষিগণ যে কায়ব্যূহ করিতেন তাহাতে একজন যাহা করিবে অন্যেরও তদ্রূপ করিতে হইত, কিন্তু আমার শ্যামচন্দ্রের তাহা নহে। তিনি নানামূর্ত্তিতে ইচ্ছানুযায়ী একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের লীলা করিতেন। অনেকে ভগবান্ আছেন তাহা বিশ্বাসই করেন না তা' এ সবে কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন? শ্রীভগবান্ যে চিরচেতন তাহা ত' আমরা পদে পদেই বুঝিতে পারি। কোনও সময়ে কি আপনারা তাঁহার সাড়া পান নাই? যদি না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে একটু অন্তর্মুখী হইবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সাড়া পাইবেন। প্রথমে দর্শন দিলে ভক্ত তাঁহার প্রতি ভালবাসা রাখিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে যোগ্য করিয়া পরে দর্শন দেন। অচ্যুতভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য এ জন্মে শোভা পায় না, যেরূপ কুজ্ঝটিকায় আবৃত থাকিলে কোনও বস্তু শোভা পায় না। যে যে বস্তুর পরিণাম আছে সে সকল বস্তুই দুঃখ দিয়া থাকে। যাহার পরিণাম নাই তাহাই নিত্য ও সুখস্বরূপ। জগতের সমস্ত অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ দেখিয়া জ্ঞানিগণ "নেতি নেতি" করিয়া একেবারে ব্রহ্মে গিয়া উপস্থিত হন। অচ্যুতভাবে থাকিলে মনও স্থির থাকে এবং নির্ম্মলানন্দেরও আস্বাদ পাওয়া যায়। সমস্ত জীবেই শ্রীভগবান্ আনন্দময়রূপে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ চিন্তা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। শ্রীভগবান্—প্রভু, আমরা তাঁহার সেবক, এইরূপ ইঁহারা বলেন। রামানুজ-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শুধু জ্ঞানের দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, তাই সকল সাধনাতেই ভক্তির আবশ্যক। রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির জন্য সাধনা করিতে হয় না। কৃমিকীটেরাও উহা ভোগ করিতেছে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণও ঠিক কৃমিকীট যেরূপ রূপ, রস ইত্যাদি আস্বাদন করে, সেইরূপ এই সমস্ত আস্বাদন করেন। কোনই পার্থক্য নাই; তাই সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য্যের সেবালাভই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসাধনা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কলির জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া রাগমার্গে ভক্তি-যাজন করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ও ঋষিগণের কায়ব্যূহের বিভিন্নতা প্রদর্শন।

অচ্যুত ভাব-বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য মানব জীবনে অশোভনীয়।

জবাফুলের নিকট শ্বেত শঙ্খও লাল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কার্য্য করে,

কিন্তু গুণ আত্মার উপর আরোপিত হয়। আমার হস্ত, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্য্য করিতেছে, আমি কিছুই করি না—এইরূপ চিন্তা করিলে অভিমানদ্বারা কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় না এবং শীঘ্র শীঘ্র জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অভিমানের জন্যই জীবের বন্ধন হয়। প্রভুত্বের বলিদান দিতে হইবে, জড়াভিনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে যোগ্যতা লাভ করা যাইবে এবং এই ব্যথা-পূর্ণ-সংসার হইতে অনাবিল-শান্তিপূর্ণ-পারমার্থিক জগতে গমন করিয়া চিদানন্দ লাভ হইবে। আমরা চক্ষুর সম্মুখেই ত' দেখিতে পাই যে, মৃত ব্যক্তি অভিমান করে না, তবুও আমাদের শরীরকেই আত্মা বলিয়া থাকি। আত্মা আমাদের দেহ নহেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; এবং আনন্দময়কোষে অবস্থান করিতেছেন। কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে (আত্মা) অন্য দেহে প্রবেশ করিবেন। সাধনা না করিলে এইরূপভাবে আত্মার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, এইজন্য যখন আমরা সকল বস্তুই আসক্তির সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকি তখন আমাদের আত্ম-সাধনাও সেই সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। কোন্ সময় কাহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইয়া যায়, কে জানে! গোপীগণের অভিমান একেবারেই ছিল না। গোপীগণের সাজসজ্জা ছিল সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত। 'নিমি' নামে কোনও রাজা তাঁহার কর্ম্মের কথা বলিবার সময়ে স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন। এই "নিমি" হইতে "নিমেষ" কথাটী আসিয়াছে। গোপীগণের সকল সময়েই কৃষ্ণেতে রাগ এবং কৃষ্ণসেবায় যাঁহারা বাধা দিতেন তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ছিল, তাই ব্রজগোপীগণ একসময়ে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বিধাত! নিমির স্থান চক্ষুতে দিলে কেন? আমরা যে উহার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রসৌন্দর্য্যসুধা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই না"! শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার গোপীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

জীবের অভিমান, আত্মা ও প্রকৃতি।

আত্মার স্বরূপ।

"এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥"

অতএব গোপীগণের কামের লেশমাত্র ছিল না ইহা বুঝিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনলীলা সকল সময়ে বর্ত্তমান। সূর্য্য অস্ত গেলেও অন্য স্থানে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, সেইরূপ এখানে লীলা অপ্রকট হইলেও অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা হইতেছে।

এখন আমি ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী ও অন্যান্য গোপীগণ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এবং রাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। বিষয়টা প্রকৃতভাবে না জানিলে কিরূপে আমরা সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি?

এই যে দীর্ঘ গবেষণা করিলাম, ইহার সারমর্ম্ম—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রদত্ত নাম মহামন্ত্র সকলকে জপ করিতে অনুরোধ করা, কিন্তু সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে নামে রুচি আসিবে কিরূপে ? কোনও গ্রন্থে একাধারে সরলভাবে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম দেখিতে না পাওয়ায় অনেক দিন হইতেই আমার তীব্র প্রেরণা ছিল যাহাতে আমি আপনাদের নিকট আমার জীবনপাতেও যতদূর সরল করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের গুঢ়রহস্য জানাইতে পারি তাহার চেষ্টা করি। তাই অধম, পতিত ও বন্ধুহীনের বন্ধু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, আমার দীর্ঘকালব্যাপি—ভীষণ ব্যাধিভোগের পর, আমা হেন নরাধমকে তাঁহার স্বভাবসুলভকৃপা-প্রকাশে একটু সুস্থ করিয়া পুনঃ-প্রেরণা দেওয়ায় আমি আমার বহুদিনের অপূর্ণবাসনা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সাফল্যের দিকে যাইতেছি কিনা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও আপনারাই জানেন। একাধারে সমস্ত বিষয় না থাকিলে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, জনসাধারণ, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? যেখানেই বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাশ্রবণ করি, প্রায় সমস্ত স্থানেই বক্তাকে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখি। যে সমস্ত বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য নহে, সেরূপ বক্তৃতা দেওয়ার লাভ আমি কিছুই দেখি না। জনসাধারণ যদি বক্তৃতা শ্রবণে উপকৃত না হইলেন তবে সে বক্তৃতাদান যে একেবারেই নিষ্ফল তাহা ত' বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নিবাসি—গোস্বামিপাদগণের এবং অন্যান্য অনেক আচার্য্য-মহানুভবগণের বক্তৃতাশ্রবণ করিবার সৌভাগ্য এ অধমের লাভ হইয়াছে। গোস্বামিপাদগণ অবশ্য যতদূর সরল করা সম্ভব এই বৈষ্ণবধর্ম্মের সার মর্ম্ম ততদূর সরল করিয়াই বলিয়া থাকেন। শ্রীধাম শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশ-কুলতিলক ভক্তপ্রাণ পরমপূজ্যপাদ প্রভুপাদ শ্রীযুত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা সমূহের সারাংশ অবলম্বনে আমি এই গ্রন্থের অনেকস্থলে সিদ্ধান্ত দিয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাহাতে গৌরজন গৌরপ্রেমরসের প্রকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দসুন্দরের প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্যৈকশরণ হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণতরণী আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর হইতেও সুমধুর অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলীলায় আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হন। অনেকেই বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন, এই কথা লেখায় হয় ত' এ অধমের প্রতি অনেকেই রুষ্ট হইবেন ; তাঁহাদের নিকট আমার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।
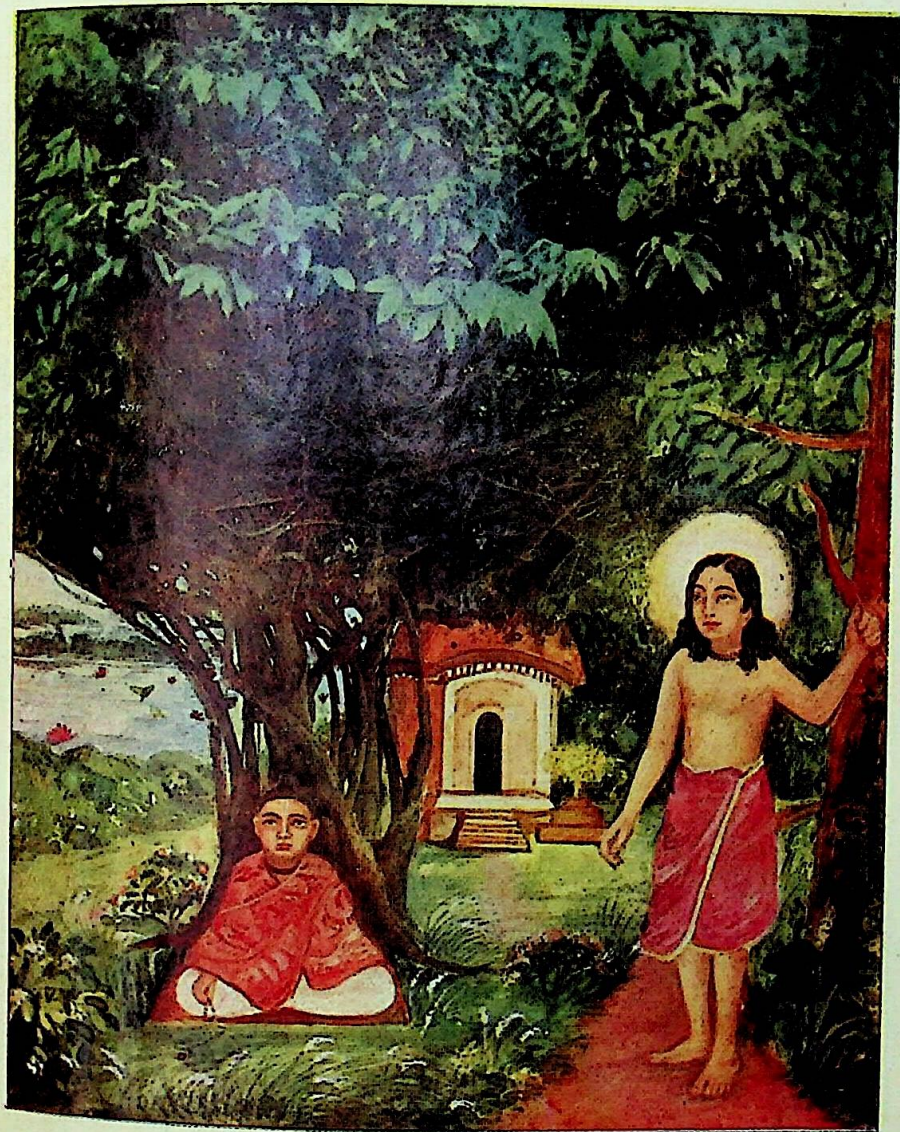
যাক্ পুনরায় কৃষ্ণ-কথাই বলি ঃ—গোপীগণের ছিল কৃষ্ণ লইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আর আমাদের হয় বিষয় লইয়া কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ। যখন আমাদের ভালবাসা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন প্রভৃতি হইতে তুলিয়া লইয়া শ্রীভগবানে দিতে পারিব, তখন আমাদের ভালবাসা "প্রেম" বলিয়া গণ্য হইবে; অন্যথা ইহা কাম ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে কয়েক স্থানে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অসুবিধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় পুনরায় বলিলাম।

গোপী ও সংসার।

শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন স্মরণ রাখিবেন, কারণ একমাত্র তাঁহারাই প্রেমভাবিতহৃদয়ে ভগবৎকথা পরিবেশন করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রবণ করিলে আমাদেরও লীলায় আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা জাগিতে পারে। শ্রীব্যাসদেব, যিনি তাঁহার পুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, পরে যে সময়ে রাজা পরীক্ষিৎকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুক গঙ্গাতীরে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন তিনিও (শ্রীবেদব্যাস) তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা আস্বাদন করিতে আসিয়াছিলেন। দুগ্ধগুড়াদিসম্বলিত পিষ্টকের আস্বাদন সাধারণ পিষ্টকাপেক্ষা ভাল নয় কি ?

শ্রীমদ্ভাগবত-কথা পরিবেশনের যোগ্য কে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন ঃ—

"কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥"

ইহাতে কাঁহারও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মহাপুরুষের কৃপায় সমস্তই সম্ভবপর হয়, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলিতেছি। শাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই ঃ—

মহৎ কৃপাই ভক্তিলাভের উপায়।

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥"

রেডিওতে যেরূপ যতদূরের শব্দই হউক না কেন তাহা ধরিতে পারা যায়, সেইরূপ যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তৎসম্বন্ধীয় সকল বস্তুই ধরিতে সক্ষম হন এবং যাঁহারা তাঁহাদের কৃপালাভ করেন তাঁহারা ত' কৃতার্থ হনই, যাঁহারা সান্নিধ্যে বাস করেন বা সান্নিধ্যে গমন করেন তাঁহারাও তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিয়া কিছু সময়ের জন্য সংসারের দুঃখাদি ভুলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন।

মহাসংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীরাসলীলার দ্বার। সাধনভক্তি—প্রেমভক্তি-ক্রমানুসারে সর্ব্বত্যাগ না করিলে মহাভাব হয় না এবং রাসেরও অধিকারী হওয়া যায় না। সর্ব্বত্যাগ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগোপীগণের পদাঙ্কানুসরণ একান্ত আবশ্যক। গোপীগণের পরকীয়া-ভাব। লক্ষ্মী বা মহিষীগণের স্বকীয়া-ভাব। শ্রীরাধা মাদনরূপমহাভাবে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সকলে বাহির হন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবান্‌ই প্রথম বাহির হইলেন, কারণ ভক্তের আকর্ষণে ভগবান্‌ই প্রথম তাঁহার নিকটে আসেন। ভক্ত যেন ভগবান্‌কে কেমন করিয়া লন। অর্জ্জুনের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ রথ চালিত করিয়াছিলেন,—এই কার্য্য হইতে আমরা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। এই সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আজ অখিলবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি হইয়াও অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সারথিরূপে বিরাজমান। ইহা যদি অর্জ্জুনের অজ্ঞানতার জন্য হইয়া থাকে, তবে সে অজ্ঞানতা আমরা শতবার বরণ করি।

মহাসংকীর্ত্তন রাসলীলার দ্বার। গোপী ও পরকীয়া ভাব।

বক্তব্য-শেষে শ্রীশ্রীরাসলীলা কি, সেই বিষয় বর্ণনে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও আপনাদের অবগতির জন্য তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রেষ্ঠ লীলা রাস, যাহার সহিত কোন সাধ্যেরই তুলনা হইতে পারে না, সেই লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যাঁহাদের অপার করুণার জন্য কোটী কোটী নরনারী অনাবিলশান্তির পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দসুন্দরের শ্রীচরণ দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিতেছি। তাঁহারা যদি অধমের প্রতি কৃপাবারি সিঞ্চন করেন, তাহা হইলে রাসতত্ত্ব একটু স্ফুরণ হইতে পারে, অন্যথা একেবারেই অসম্ভব।

রাস বিশ্লেষণ।

"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরস্ত্রিয়াং।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্‌রাসো মণ্ডলীভূয়নর্ত্তনম্‌॥"

—অর্থাৎ নট যাহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পরস্পর কর ধারণ করিয়াছেন ঈদৃশ নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে যে নর্ত্তন তাহাকে রাস বলে।

"ন চ নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি।

—অর্থাৎ স্বর্গেতেও এ রাস হয় না আর পৃথিবীর কথা ত' উঠিতেই পারে না। রণে রণরঙ্গিনীর নৃত্য কিংবা সৃষ্টি লয় করিবার পর শ্রীশিবের তাণ্ডবনৃত্যকে রাস-নৃত্য বলে না। যদি কোনও নট বহু নটী পরিবেষ্টিত হইয়া মণ্ডলাকারে তাল মান লয়সহ বহুক্ষণ নৃত্য করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সেই নৃত্যকে রাস-নৃত্য বলা হয়। এক নায়কশিরোমণি-রসরাজ-শৃঙ্গারমূর্ত্তির

নবকৈশোরনটবর-দ্বিভুজমূরলীধর-শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরেই ইহা সম্ভব। অন্য কোথায়ও সম্ভব নহে। শক্তিমান্ আনন্দ-দান করিয়া শক্তিকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করেন। আবার শক্তিও আনন্দ-দান করিয়া শক্তিমান্‌কে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান এবং এই অবস্থায় পরষ্পর পরষ্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সন্নিকর্ষতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন এবং তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমান ক্রমশঃ কোন, অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয় একত্বাভিমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রসানন্দের এই প্রকার আদান-প্রদানের দ্বারা কোন এক অভিনব-বিচিত্রতার যে সমাবেশ ইহাই রাস এবং এই বিচিত্রতা চরমে উঠিলে তাহাকে মহারাস বলে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—বিষ্ণুর আবেশ অবতার মহামুনি বেদব্যাস বলিতেছেন ঃ—

রাস ও মহারাস তত্ত্ব।

“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥”

রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপক্ষেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহা অতি ধ্রুব সত্য যে আমাদের মনোহংস যদি প্রথম শ্রীগৌরলীলা-সরোবরে না বিচরণ করে, তবে সে কোন প্রকারেই শ্রীবৃন্দাবন-লীলাতত্ত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না, আর শ্রীবৃন্দাবন লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ ত' দূরের কথা! আপনারা কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া কূটতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না হইয়া সরলপ্রাণে মহাজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন, সাধনায় অচিরেই ফল লাভ করিবেন। আপনারা সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। শ্রীল মুরারী গুপ্তের ইষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, তিনি শ্রীহনুমানের অবতার; শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র মনে করিতেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ যিনি যে মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও তিনি ঠিক সেইরূপেই দেখিতেন। আসুন এখন উল্লিখিত শ্লোকটী আস্বাদন করিতে চেষ্টা করা যাক্।

শ্রীগৌরলীলা উপলব্ধি না হইলে রাসতত্ত্ব উপলব্ধি অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন, গোপ-গোপিগণ মুগ্ধ হইতেছেন, এইজন্য কৃষ্ণের মনে হইল,—“তবে বুঝি আমাতে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে যাহাতে ইহারা মুগ্ধ।” তাই তিনি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া নিজে শ্রীরাধার-ভাব-কান্তি ধারণ করিয়া স্বীয়-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন। অন্যত্র বর্ণনা আছে,—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গন্ধর্ব্ব-বালকগণকে কৃষ্ণলীলা-অভিনয় করিতে দেখিয়া তাঁহার লীলায় ও তাঁহাতে যে বিশেষ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধারণের একটী কারণ।

কোনও মাধুর্য্য আছে ইহা স্থির করিয়া স্বীয়-মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।

ভগ শব্দের অর্থ—শ্রী, কাম, মাহাত্ম্য ইত্যাদি। শ্রী = শ্রয়তে, সেবতে, ইতি শ্রী অর্থাৎ যিনি নারায়ণকে সেবা করেন। এই অর্থ রূঢ়িবৃত্তিদ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্ব্বাধ-বৃত্তিতে শ্রী = রাধা। শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনে ভক্ত হইতে সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে ভগবান্ অর্থে—রাধাসহ নিত্য মিলিত। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। আপনারা সূত্র হারাইবেন না। অপিরন্তুং মনশ্চক্রে = একটী নূতন খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। নূতন খেলা = সংকীর্ত্তন। রাত্রীঃ = বিষয়রসে সম্পূর্ণ মগ্ন। শরদোৎফুল্ল মল্লিকা = অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের বাসনা পূর্ণ করিয়া আনন্দিত। "যে প্রেম বৃন্দাবনে শুধু সীমাবদ্ধ ছিল সেই প্রেম রাই-কানু মিলিত তনু শ্রীমন্মহাপ্রভু যথা তথা দিলেন।"

রন্তুং = সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে। মায়া = কৃপা। "বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণে প্রেমতত্ত্ব"—কলিতে এই অবস্থা, এই জন্য ভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনের রস সকলকে বিলাইবার জন্য জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মহাসংকীর্ত্তন-প্রকাশ করিলেন। আপনারা মনে রাখিবেন যে নামসংকীর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রেমদান একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই করিয়া গিয়াছেন।

"রাস" সম্বন্ধে বহুলোক কিছু বুঝিতে না পারিয়া "রাসের" প্রতি অযথা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না এবং এইরূপে নরকের পথ প্রশস্ত করেন।

রাসলীলা সম্বন্ধে কু-সিদ্ধান্ত ও তাহার খণ্ডন।

"রাস-তত্ত্ব" কি বস্তু তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তবে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের গ্রন্থে আমরা যে সকল ভাষা দেখিতে পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনলীলাকে অশ্লীল বলিয়া থাকি সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা সমীচীন মনে করি। আমরা পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ স্থানে গোলোকের ভাষা চুরি করিয়াছি, এ কারণ যখন আমাদের ঐ ভাষার সহিত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সিদ্ধভক্তের ব্যবহৃত গোলোকের ভাষা একত্র করিয়া দেখি, তখন আমাদের লীলাতে অশ্লীল বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎপিতার লীলা কি অশ্লীল হইতে পারে! সেই রসিকশেখর-রাসনায়ক-শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করুন, রাসলীলা নিশ্চয়ই কিছু উপলব্ধি হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি রাস ত' দূরের কথা, রাগমার্গে ভক্তি কি তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া একথা বলিতেছি না। আপনারা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই কথার সারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রাগ-মার্গে বৈষ্ণব দর্শন যে তত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্, ইহা জ্ঞান থাকিলে রাসের প্রতি কটূক্তি ত' আসিতেই পারে না, পরন্তু তত্ত্ব অনুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে এবং সদ্‌গুরু বা বৈষ্ণব-মহাজনগণের নিকট হইতে সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য চিত্ত ধাবমান হয়। আমরা নানাবিধ বাসনার মধ্যে বাস করি, আমাদের মন কলুষিত—আমরা নিজে মন্দ বলিয়া ভাল জিনিষটার উপরও মন্দ ভাব আরোপ করিতে ক্রটী করি না, বস্তুতঃ সেরূপ করা ত' বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোনও বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া সে বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়াই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক; আমরা যে রাস বুঝিতে চাই, রাসতত্ত্ব কি এতই সহজ? ভাগবতোত্তম ভিন্ন কেহই রাস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। আমার শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজাপ্রতাপরুদ্রের যে রাসলীলা-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভাবের আবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যে রাসলীলা-মাধুর্য্য, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসপ্রমুখ বহুসিদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা পান করিয়া অপারআনন্দে বিভোর থাকিতেন এবং চ'খের জলে তাঁহাদের বুক ভাসিয়া যাইত, সেই রাসের প্রতি যিনি দোষারোপ করেন তাঁহার তুল্য হতভাগ্য আর এ জগতে নাই। আমরা আমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবগণের জন্য কাঁদিয়া সারা হই, কিন্তু একবারও কি ভুলিয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমায় দেখা দাও" বলিয়া কাঁদিয়াছি? হতভাগ্য জীব! আমার শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিল না!

এমন একটা কোনও মিলন আছে, যাহার জন্য সকলেই ছুটিতেছে—তাহার নাম মহামিলন। জগতের জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবান্ এই রাসমিলন বা মহামিলন জগতে প্রকট করেন। এক "দুই" হইয়া গেলে তাহা হইতে যেরূপ অঙ্কুর উদ্গম হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ "দুই" হইলে তবে লীলা হয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই কায়ব্যূহ। লীলায় আনন্দ আনন্দিনী-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া জগতে আনন্দ পরিবেশন করেন।

মনে একবিন্দু কাম থাকিতে রাস উপলব্ধি হইতেই পারে না। আমরা বেশ গলাবাজি করিয়া বলিয়া থাকি,—"তাঁহার বেলায় লীলাখেলা আর আমাদের বেলায় হইয়া পড়ে দোষ!" এই সমস্ত কথা যাঁহারা নিতান্ত অবিবেচক তাঁহারাই বলেন। শ্রীভগবান্ যে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ, পুতনা রাক্ষসীকে ও অঘাসুর, বকাসুর, শকটাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, কালীয়সর্পকে দমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে দ্বারকাপুরী সৃজন করিয়াছিলেন ও রাসক্রীড়া করিবার সময় যত গোপী ততরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন এবং আরও বহু বহু অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিলেন, সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি আদৌ পড়ে না! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও সখীতত্ত্ব অবগত হইলে আর এ সকল কথা

বলিতে যাঁহার একটু মাত্রও বোধশক্তি আছে তাঁহার সাহস হইবে না। তুরীয় অবস্থার পর প্রেমময়ী অবস্থা; এই অবস্থায় রাস হইয়াছিল। এই প্রেমময়ী অবস্থাতে মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ সংমিশ্রণ থাকায় আনন্দ বস্তু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারা যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রেমময়ী অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন :—

প্রেমময়ী অবস্থা বর্ণন।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

* * * * *

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ-সনে
নিজভাব করেন বিদিত,
বাহে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

বৈষ্ণবমহাজনগণের সহিত আমাদের কতদূর পার্থক্য তাহা আপনারা স্বয়ংই চিন্তা করিয়া দেখুন। তাঁহারা কাঁদেন শ্রীভগবান্‌কে লইয়া আর আমরা কাঁদি সংসার লইয়া। অষ্টম বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছিলেন। গোপীগণের বয়স তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন ছিল। যাক্ এখন রাসের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্য রস সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছুই বলেন নাই এবং মধুর রসের কথাই বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন— তাই অন্য রস সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া মধুর রস সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব।

কেহ কেহ বলেন,—"রাস রণক্ষেত্রে রণ-রঙ্গিণীর নৃত্য, কেহ বলেন ইহা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন", আবার কেহ বা বলেন,—"ইহা সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গ্রহনক্ষত্রের মণ্ডলাকার গতি।" ইহার কোনটাই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আমরা রাসের একটী শ্লোকে দেখিতে পাই :—

রাস সম্বন্ধে যুক্তিশূন্য ধারণা ও তাহা খণ্ডন।

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।

—অর্থাৎ এইরূপে গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইল, যোগেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে বর্ত্তমান।" এই শ্লোকটীর অন্য কোনওরূপ অর্থ করা যায় না। আরও রাসপঞ্চাধ্যায়ের নানাস্থানে গোপী ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে ঔপপত্য ভাবের কথা আমরা দেখিতে পাই যথা ঃ—"ঔপপত্যং কুলস্ত্রীয়াঃ," "জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা" ইত্যাদি। যদিও শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, তথাপিও প্রকটলীলায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে—তাহাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতিভাব দ্বারা বা উপপতিবুদ্ধিপূর্ব্বক-অনুরাগদ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইজন্য রাসলীলা সম্বন্ধে—রূপক, আধ্যাত্মিক বা যৌগিক ব্যাখ্যার কোনটীই চলে না এবং ঔপপত্য ভিন্ন অন্যরূপ সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে ভুল হইবে।

পরপুরুষ-পরবধূ-প্রতীতি লইয়া রাসলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার রসের পূর্ব্বাবস্থার আস্বাদন হয় না। এই সকল গোপীগণের মধ্যে সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের বিরোধী মুকুতার মালা কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এই গোপীরূপা হ্লাদিনীতে একটী অপূর্ব্ব প্রেমশক্তি ছিল। গোপী ও কৃষ্ণ দুইই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কৃষ্ণের যে সমস্ত শক্তি তাহা স্বরূপশক্তি। গোপীগণের যে সমস্ত শক্তি তাহাতে স্বরূপশক্তি ও প্রেমশক্তি দুয়েরই প্রকাশ। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের গাত্র সেবা করি তাহা হইলে কি বিশেষ সুখ পাই? এই লীলাটী করিবার উদ্দেশ্য,—জীবকে দেখাইয়া দেওয়া,—"যাহার প্রেম আছে, আমি তাহার পদ ধারণ করিয়াও কত সাধিয়া থাকি!" "প্রেম" এখানে সেবার উপকরণ। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘন, গোপীগণ প্রেমঘন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, শ্রীগোপী—সেবিকা। স্বর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার পর পুনরায় পান দিয়া জোড়া দিয়া অলঙ্কার করিলে তবেই সুন্দর দেখায়, সেইরূপ একই সচ্চিদানন্দ নানাগোপী হইয়া আবার প্রেমরূপ পানে মিলিত হইয়া গহনার ন্যায় ভক্তের নিকট অতি রম্য বস্তুটী হইলেন। রাসমণ্ডলী যেন সচ্চিদানন্দের অলঙ্কার।

রাস মণ্ডল।

স্বরূপগত হ্লাদিনীতে যাহা নাই মূর্ত্তিরূপা হ্লাদিনীতে তাহা আছে, এই জন্যই ভগবান্ মূর্ত্তিরূপা হ্লাদিনীর সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিলেন। গায়ত্রীর ও শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ,—যাঁহারা গোপীগর্ভে যোগমায়া দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন, নিতসিদ্ধাগোপীগণ, সাধনসিদ্ধাগোপীগণ ও স্বর্গের কয়েকজন দেবীসহ শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেও একথা বলিয়াছি। পুনরায় স্মরণ পথে আনয়ন করিবার জন্য উল্লেখ করিতেছি।

মূর্ত্তিরূপা হ্লাদিনীর বৈশিষ্ট্য।

ভগবানে যে হ্লাদিনী শক্তি আছে তাহা ভক্তে গেলে হয় প্রেম, তাই নিজের স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবান্ রাস করিলেন। গোলোকের লীলা ভূলোকে প্রকট করিবার আর একটী উদ্দেশ্য এই যে,—অসুর-মারণ ক্রীড়া হইবে এবং রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারও হইবে। আপনারা আরও স্মরণ রাখিবেন যে, শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে॥

শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কারণ।

* * * * *

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ।

* * * * *

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এইজন্য স্বীয় স্বীয় কল্যাণার্থে ভক্তি-পথের দিকে ঝোঁক দিয়া শ্রীগৌর-লীলাতরণী আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় আত্মসমর্পণ করা আমার ন্যায় ক্ষীণ জীব সকলেরই কর্ত্তব্য, নচেৎ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাইবেন না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। শ্রীগীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র যাঁহারা না মানেন তাঁহাদের আমি আর কি বলিতে পারি! যাঁহারা মানেন তাঁহাদের নিকটেই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছি। বলপূর্ব্বক ত' আমি এই সকল শাস্ত্রে কাঁহারও বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারি না! বেদ-পুরাণের অনেকস্থানে প্রক্ষিপ্ত যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রের সকল স্থানে ত' আর অবিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন "শ্রেষ্ঠ উপাস্য রাধাকৃষ্ণনাম"—তাহা যদি আপনারা না মানেন আমি কি করিতে পারি? মানিলে আপনাদেরই কল্যাণ হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ—নিশ্চিন্ত, ধীরললিত, প্রেয়সীবশ, বংশীধারীরূপে, শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করেন। অনেকে বলেন, "রাধা" শব্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতে নাই; ইহা সত্য কথা,

কিন্তু অন্য পুরাণে ত' আমরা এ শব্দ পাই! শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে আমরা "রমা" শব্দ দেখিতে পাই। "রমা" শব্দের—অর্থ "শ্রীরাধা।" মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেন নাই বলিয়া রাসমণ্ডলে রাধাও আছেন এই কথা স্পষ্টভাবে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে এবং অন্যান্যপুরাণে—"রাধা" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সেবা থাকিলে "রাধা" হইয়া যায়। সেব্যের পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে পরিদৃষ্ট হয়। যে বৎসর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম (আবির্ভাব) হয় তাহার পর বৎসর শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রীরাধিকার জন্ম (আবির্ভাব) হয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বয়সের পার্থক্য কত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন যে,—শ্রীরাধা বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা অমুক বলিয়াছেন,—"শ্রীরাধা" বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহই ছিলেন না, অতএব শ্রীরাধা কল্পিত,—এরূপ ধারণার বশীভূত হওয়া বিবেচকের কার্য্য কিনা তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। বঙ্কিমবাবু কি সাধনা করিয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, "শ্রীরাধা" কল্পিত চরিত্র? তিনি কি বৈষ্ণবাচার্য্য যে এ-বিষয়ে তাঁহার কথাই মানিয়া লইতে হইবে? এদিকে যে,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহারাজ, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর এবং বহু বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ,—যাঁহাদের নাম আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রীরাধা" ছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনাদের বলিবার কি আছে? আমরা জিনিষ ভাঙ্গিতে বেশ পটু, কিন্তু আমাদের দ্বারা জিনিষ গড়াই ত' কঠিন! যদি আমাদের আত্মোন্নতি করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আমাদের মহাপুরুষদিগের বাক্যে কখনও অবিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীরাধিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ ও তাহা খণ্ডন।

"রাধা-প্রেমের উপর আর কোনও প্রেম আছে কিনা"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ—"এর উপর বুদ্ধির গতি নাহি আর।" শ্রীরাধিকা যে আনন্দ পান করিতেছেন, তাঁহার কৃপা-বিগলিত আনন্দে আমরা কোটি কোটি জীব কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারি, যদি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আশ্রয় লই। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন আর শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণের প্রেমরস আস্বাদন করেন। এক সময়ে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,—"সখিগণ! কাহার বাঁশী শোনা যায়?" সখিগণ উত্তর করিলেন,—"শ্যামের বাঁশী।" শ্রীরাধিকা এই কথা শ্রবণান্তরে বলিলেন,—"সই! "শ্যাম" নাম কি মধুর! তাঁহার

শ্রীরাধারাণীতে অবিশ্বাস স্থাপন —সর্ব্বনাশের কারণ।

বাঁশীর স্বরই বা কি মধুর! না জানি যাঁহার বাঁশী ও নাম এত মধুর, তিনিই বা কত মধুর!" এই কথা বলিয়া দূর হইতে শ্যামকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত না হইয়া নিকটে গমন করিলেন এবং বলিলেন,—"যাঁহার নিকটে থাকিয়া এত মধুর লাগে, না জানি তাঁহার পরশনে কতই আনন্দ!" এরূপ প্রেমের কাহিনী কোথাও শুনিয়াছেন কি? আমি মায়ামুগ্ধ জীব হইয়া পরাভক্তিস্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর কথা আর বিশেষ কি বলিতে পারি, এবং আমার পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াও ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি জীবের যদি বিন্দুমাত্রও কল্যাণ আমাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে আমাকে ধন্য মনে করিব, এই নিমিত্ত এই নিগূঢ় ও সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহতত্ত্বের সম্বন্ধে আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর অপার কৃপায় যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভক্তিযোগে শক্তিপূজার পৃথক্ পদ্ধতি নাই, জ্ঞানযোগেই পূজা হইয়া থাকে। শক্তিকে "নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্ম" বলিয়া পূজা করা হয় এবং পূজার পর এই কারণে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আমার মতে শক্তিকে ভক্তিযোগে পূজা করাই কর্ত্তব্য, অন্যথা রসাস্বাদন অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তিযোগেই মাকে পূজা করিয়াছিলেন।

বিগ্রহ কখনও প্রাকৃত বলিতে নাই,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। এই বিষয়ে বৈষ্ণবগণের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

গোপীগণ রাসে কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও মুগ্ধ-গোপীগণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, গোপীগণ কৃষ্ণের মুগ্ধাবস্থা দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও অধিকতর-মুগ্ধ গোপীগণকে দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। এইরূপে অনন্ত অফুরন্ত ও অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধারায় রাসভূমি প্লাবিত হইল। শাস্ত্র, আচার্য্য, গুরুদেব ও ভক্তগণ সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। আমরা যেন কোন মতেই সেই সুযোগ অবহেলা না করি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাই :—

প্রেমচক্ষু ব্যতীত লীলাদর্শন অসম্ভব।

"চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেম নেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥"

—আমাদের প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হইলে সর্ব্বত্রই আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে সক্ষম হইব। শ্রীবৃন্দাবন ধাম আমাদের নিকট আর প্রাকৃত বলিয়া মনে হইবে না।

যাহা হউক,—এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণই যে, শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠরসোৎপাদক বিগ্রহ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাদের শ্রীবৃন্দাবনের

প্রাণের কানাইই, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূতমূর্ত্তি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে স্বীয়-মাধুর্য্য প্রতিফলিত করিয়া তাহা নিজে উপভোগ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেও এ-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিবার আরও কয়েকটী কারণ আছে; সেই কারণগুলি, "প্রাণের নিমাই" কবিতায় উল্লেখ করিয়াছি, এজন্য বিস্তৃতভাবে সেই সকল তত্ত্ব এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এখন আসুন আমরা রাসের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে প্রকৃতি কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনান্তে মধুর হইতে সুমধুর রাসনৃত্যে কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার চুম্বক বলিতে চেষ্টা করিয়া, বৈষ্ণবদর্শনেরসূচনাস্বরূপ আমা হেন নরাধমের বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণের অন্যতম কারণ।

আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূতমূর্ত্তি মহাভাবচিন্তামণি শ্রীরাধিকাদি ব্রজবিলাসিনীগণের সহিত রাসনৃত্য করিতে ইচ্ছা করিবামাত্র পূর্ব্ব গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া তাঁহার শুভ্র জ্যোৎস্নায় শ্রীবৃন্দাবন ভূমি আলোকিত করিলেন, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইল এবং জাতি, যূথিকা, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত করিল, শুকপিকাদি কলকণ্ঠবিহঙ্গমগণ পরমানন্দে তান ধরিল, মধুলোভে লুব্ধ ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে গুঞ্জন করিতে লাগিল, মৃদু মন্দ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইল! এইভাবে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছার অনুকূলে শ্রীবৃন্দাবনভূমি সুসজ্জিত হইলে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজগৃহ হইতে যমুনাতীরস্থ "রাসস্থলী" (রাসৌলী) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অনুরাগিনী ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহন-বেণুনাদ করিলেন। কৃষ্ণের মোহন-বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রুতিপূর্ব্বা, দেবীপূর্ব্বা, ঋষিপূর্ব্বা ও নিত্যসিদ্ধা,—শতকোটী গোপাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়,—সমস্ত ত্যাগ করিয়া যিনি যেরূপভাবে ছিলেন, সেইরূপ ভাবেই আলুথালু বেশে পাগলিনীপ্রায় হইয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিলেন। শ্রীরাধিকার কর্ণকুহরে বংশীনিনাদ প্রবেশ করিতে না করিতেই শ্রীরাধিকা মনে মনে বলিলেন ঃ—

মহারাসের পূর্ব্বে প্রকৃতির দৃশ্য।

কাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন?

"ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥"

মহারাসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণের সঙ্গে মিলিত হইলে গোপীগণ মনে মনে

চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণ একমাত্র আমাদেরই পতি এবং আমরাই জগতে ভাগ্যবতী। অন্য কেহই আমাদের সমকক্ষা ভাগ্যবতী নাই।" এইরূপ চিন্তা করাতে তাঁহাদের গর্ব্ব উপস্থিত হইল। "অন্য গোপীগণের নিকট মাধব কেন অবস্থান করিতেছেন",—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাধিকার মান উপস্থিত হইল। অবশ্য এই মান ও গর্ব্ব প্রেমোত্থিত, সাধারণ মান গর্ব্বের ন্যায় নহে। তথাপি এই মান গর্ব্ব থাকিলে রাস-নৃত্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া রাস-নায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীসাধারণের গর্ব্ব এবং রাসের প্রধানা নায়িকা শ্রীরাধারাণীর মান প্রশমন করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন চলিতে অসমর্থা হইলেন, তখন রসিক মাধব তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব তাঁহার অভাবে সখীগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে তাঁহারা সকলে কৃষ্ণবিরহতাপ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইলেন এবং শ্যামসুন্দরকে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা—বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট শ্যাম-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া নানাস্থানে শ্যামকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান কোথাও পাইলেন না। তখন তাঁহাদের দিব্যোন্মাদের দশা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা, অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা তাঁহাদের "সোঽহং" ভাবের অবস্থা নয়; তন্ময়তায় এইরূপ অবস্থা হয়। এইরূপে গোপীগণ দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরকে সর্ব্বত্রই দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উন্মাদ-অবস্থা দূরীভূত হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিহ্ন দর্শন করিলেন এবং সেই নানাভাবোদ্দীপক-চিহ্ন অবলম্বন করতঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশ্রীরাধারাণীকে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীশ্রীরাধারাণীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ স্বচ্ছ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন না পাইয়া গোপীগণ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী গাহিতে গাহিতে সমস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্যামসুন্দর তাঁহাদের গুপ্তপ্রেমের কাহিনী তাঁহাদেরই মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সেই প্রেমমাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গোপীগণের সন্নিধানে গমন করিলেন। গোপীগণ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বঁধুর আসন করিয়া দিলেন। শ্যামসুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইলে গোপীগণ শ্যামসুন্দরকে তিনটী প্রশ্ন করিলেন,—"যে ভজিলে ভজে", "যে না

মহারাসের পূর্ব্বে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন।

ভজিলে ভজে” এবং “যে ভজিলেও ভজেনা”—তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। নীলমণি অপূর্ব্ব বাক্য কৌশলে এই তিনটী প্রশ্নেরই যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। তাহার পর প্রকাশ্য গোপীসভায় গোপীগণের প্রেমের নিকট আত্ম-প্রেমের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া, নীলমণি তাঁহার নীল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত নীল যমুনার নীলাভ পুলিনে এক ব্রহ্মরাত্র পরিমাণ বিলাসের পূর্ণপরিণতিস্বরূপ সুমধুর প্রাণ-বিমোহন নৃত্যশ্রেষ্ঠ রাস-নৃত্য করিয়া গোপীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

রাসনৃত্য।

কোনও রাজপুত্র যেরূপ মদ্যের নেশায় বিভোর হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলেন,—“ওগো আমি বড়ই গরীব! আমায় ভিক্ষা দাও গো আমায় ভিক্ষা দাও! নতুবা আমি যে মারা যাই”,—প্রকৃতপক্ষে ঐ রাজপুত্র প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; সেইরূপ আমরাও মায়ারাক্ষসীর মোহে পড়িয়া বলিতেছি,—“ওগো আমি বড়ই সুখী! আমি বড়ই দুঃখী! আমার গৃহ অমুক স্থানে, আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! আমি কুলীন” ইত্যাদি ইত্যাদি;—বস্তুতঃ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস, অমৃতের সন্তান। আরও এই সঙ্গে আপনারা একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, আজ বহু যুগ-যুগান্তর পরে স্বয়ং ভগবান্ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নাম-মহামন্ত্র সহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বহু যুগ-যুগান্তর গত হইবার পর পুনরায় ঠিক এই সময়েই ধরায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্ব্বে আর নহে; তাই দুষ্টবুদ্ধির বশীভূত হইয়া, বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া [illegible]কের পথ প্রশস্ত না করিয়া, যখন এহেন পতিত-পাবন কাঙ্গালের ঠাকুরকে আমরা বহু জনমের তপস্যার ফলে লাভ করিয়াছি, তখন সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-দত্ত-ভববন্ধনমোচনকারী মহামন্ত্র যদি এখনও জপ করিতে আরম্ভ না করিয়া থাকি, তবে আসুন এখনই জীবন-যোনি-যত্নে শ্বাসপ্রশ্বাস—গ্রহণ ও ত্যাগের ন্যায়, স্বল্পায়াসে বহু সংখ্যা রাখিয়া যাহাতে ঐ নাম দৈনিক নির্ব্বন্ধসহকারে জপ করিতে পারি, সেজন্য প্রস্তুত হই। নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই, আরও শ্রুতি বলিয়াছেন,—“মনুষ্যের জন্ম হয় সেই বস্তুকে লাভ করিবার জন্য”;—অতএব হে আমার প্রিয়—শ্রান্ত, ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদি প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ—আসুন! সকলে মিলিয়া কাতরভাবে শরণাপন্ন হইয়া আমরা সেই পতিতপাবন অধমতারণ দীনের বন্ধু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত মহাসংকীর্ত্তনরূপ মহারাসমণ্ডলে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যোগদান করি; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা কে, কেনই বা

উপসংহার।

আমরা ত্রিতাপের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, আমাদের মঙ্গল হইবে কিসে, আমাদের সাধ্য-সাধন-তত্ত্বই বা কি ;—তাহা একদিন না একদিন শ্রীগৌরসুন্দরেরই অযাচিত কৃপায় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব এবং অনন্ত অফুরন্ত প্রেমানন্দময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহারাসনৃত্যে যোগদানপূর্ব্বক আমাদের অনাদিকাল-দগ্ধ প্রাণে অপার আনন্দলাভ করিয়া চিরপূত, কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারিব।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

রায়বাড়ী, লোহাগড়া, (যশোহর)।
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫১,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—
কাঙ্গাল পঞ্চানন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বিবেকের দান।

বাণী-বন্দনা।

আয় মা বাজায়ে জ্ঞানের বীণা জীবন-কুঞ্জে মোর।
উঠুক্ বাজিয়া হৃদয়-তন্ত্রী পাইয়া পরশ তোর॥

অজ্ঞান আঁধারে ত্রিলোক পূরিত,
জ্ঞান দান মাতা করিয়া সতত,
বিনাশি দে গো সে ঘোর তমোরাশি,
মোহনিশা আজি হউক ভোর॥

অধরে শুভ্র হাসিটী তোমার,
ধরিয়া চাঁদিমা বুকেতে তাহার,
জ্যোছ্না প্লাবনে জগৎ ভাসায়,
হয় মা জগৎ আনন্দে বিভোর॥

তোমারি প্রসাদে ওগো বীণাপাণি,
সমর্থ হইত যোগী, ঋষি, মুনি,
গাহিতে তা'দের শুভ সাম-গান,
করিতে তা'দের সাধনা কঠোর॥

বেদোপনিষদ্-পুরাণ মাঝে,
মহিমা কৃষ্ণের গরবে বিরাজে,
বুঝিতে সে সব দাও মা শকতি,
ঘুচে যাক্ মোর মায়া-মোহ ঘোর॥

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস,
রাধাকৃষ্ণলীলা করিলা প্রকাশ,
তোমারি প্রসাদ লভি দুঃখহরা,
শুনি বহে মোর আঁখিতে লোর॥

দাও মা শকতি সরোজবাসিনি,
ওমা শ্বেতাম্বরা কল্যাণদায়িনি,
পূজিতে হে মাতঃ! সে সবার মত,
ভকতি কুসুমে শ্রীচরণ তোর॥

আজিগো জননি! অধম সন্তানে,
কৃতার্থ কর মা করুণা প্রদানে,
লহ ভক্তি-অর্ঘ্য ওগো বীণাপাণি!
ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াক্ মোর॥

প্রার্থনা।

(প্রভু) দীন হ'তে দীন কর মোরে,
এই মম প্রার্থনা;
রিপু সব করিয়া দলন,
দাও মোরে তব শ্রীচরণ,
চাহিনা ঐশ্বর্য্য আমি পূরিত গঞ্জনা॥

তব নামে আছে প্রভু কত যে সান্ত্বনা;
না জানে অভক্ত জনে,
তাই ডাকি প্রাণপণে,
কৃপা করি জানাও হে নামের মহিমা॥

না মিলিলে কৃপা-লব
কা'র সাধ্য বুঝে তব লীলা;
কখন' বা হও কালী,
কভু সাজি বনমালী,
খেলাও বিচিত্র খেলা ল'য়ে গোপবালা॥

মায়ার শৃঙ্খলে হেন
আমারে কি চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া !
পুরাও মম বাসনা,
দান করি ভক্তি-কণা,
আঁখি জলে ভাসি সদা "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া ॥

নিরাশ জীবনে সান্ত্বনা।

অনন্তকাল ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
কোথা যেন এসে প'ড়েছি ;
গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়ে এবার,
পথ-ভোলা হ'য়ে রয়েছি।

পথ বেয়ে আমি চ'লেছি কোথায়,
নাহি তার কোন ঠিকানা ;
হৃদয় আমার হ'য়েছে নিরাশ,
ভেঙ্গে গেছে মোর জীবন-বীণা।

কেবা দিবে মোরে পথ দেখাইয়ে,
এস গো তুমি এস গো !
আঁধার ঘরের মাণিক তুমি যে,
পরপারে ল'য়ে চল গো !

জীবন কি শুধু অশান্তিময়,
বল প্রভু মোরে বল না !
তুমি না বলিলে কে আর বলিবে,
কেবা দিবে প্রাণে সান্ত্বনা ?

চাহিনা জীবন হিংসায় ভরা,
কেঁদে দিশেহারা হ'য়েছি;
মানুষের কত প্রেম আছে তাহা,
বহুদিন বুঝে নিয়েছি।

(তারা) ভা'য়ের রক্ত ভা'য়ে করে পাত,
মিছে করে গণ্ডগোল;
পশু বলি দিয়ে মা'র পূজা করে,
মুখে বলে "হরিবোল।"

সন্তান-বধে জননীর প্রীতি,
কে শুনেছে কোথা কবে?
শিহরিয়ে উঠে পরাণ আমার,
সারা হই তাই ভেবে।

দু'দিনের তরে আসা এই ভবে,
দু'দিন পরে যা'ব চলিয়া;
মিছে কেন করি মারামারি মোরা,
দেখি না তত্ত্ব ভাবিয়া!

চাহিনা থাকিতে এই বিশ্বে প্রভু;
যেথায় তারকা-রাশি,
ল'য়ে যাও মোরে কৃপা করি সেথা,
হাসিতে তা'দের হাসি।

শুনিতে তাদের শান্তির গান,
বুক জুড়াবার তরে;
যে বুক আমার বহুদিন হ'তে,
ব্যথায় র'য়েছে ভ'রে।

প্রভাতে যখন বিহঙ্গমগণ,
ধরে সুমধুর তান;
মনে হয় মম, গাহিছে তাহারা,
তব মাঙ্গলিক গান।

স্রোতস্বিনীগণ "কুলু" "কুলু" তানে,
ছুটিছে সাগর পানে,
লভিতে সেথায় আনন্দ অসীম,
বুঝিবা তাদের প্রাণে।

আমিও কেননা ছুটি তোমা পানে,
বুঝিতে পারি না হায়!
কর্ম্ম সংস্কার বেঁধেছে মোরে,
লোহার নিগড় প্রায়।

প্রকৃতি সুন্দরী নিতুই নূতন,
বিমোহন সাজে সাজিয়া,
মানবের মনে শান্তির রেখা
মাঝে মাঝে দেয় আঁকিয়া।

সাঁঝের বেলায় রঙ্গিন ছবি,
পশ্চিম আকাশ গায়,
বিশ্ব-শিল্পীর বিচিত্র তুলির,
দেয় নাকি পরিচয়?

মিটে কি গো তৃষা তাহাতে জীবের,
না পেলে আনন্দময়;
চির সুন্দর সদাই নূতন,
দেখা দাও দয়াময়।

জানিনা কে আমি, কোথা হ'তে আমি
এসেছি বা কোন্ বিপিনে;
কোথা হবে যেতে তাহাও জানি না,
তোমাকে জানিব কেমনে?

মনোবুদ্ধি মম সীমাবদ্ধ হায়,
অজ্ঞান অবোধ আমি!
কেমনে জানিব তোমায় হে নাথ,
বলে দাও অন্তর্যামী।

তুমি মম মাতা, তুমি মম পিতা,
তুমি প্রিয়তম সখা;
তুমি মম ভ্রাতা, তুমিই ভগিনী,
দিবে নাকি মোরে দেখা?

তুমি যে আমার আরাধ্য-দেবতা,
তুমি যে পরশ মণি;
দয়া ক'রে প্রভু খুলে দাও আঁখি,
দেখিব কেমন তুমি!

বিরাট বিশ্বের যে দিকেতে চাই,
আছ প্রভু তুমি ব্যাপিয়া;
চাহি যে তোমায় নটবর বেশে,
এস হে, সে ভাবে সাজিয়া!

তুমিই তো মম শিরায় শিরায়
র'য়েছ ওতঃপ্রোত হ'য়ে;
জানায়ে দাও হে, জীবন-তরণী
কেমনে যাইব বেয়ে!

কর মোরে প্রভু তৃণাদপি নীচ,
ঘুচাও দম্ভ গরব আমার;
ও শুধু কেবল বাড়ায় হে নাথ,
অশান্তি, অজ্ঞান-আঁধার।

অনন্ত আকাশ, অসীম বারিধি,
অথবা পর্ব্বতমালা;
মোদের গর্ব্ব দেখিয়া তাহারা,
করে নাকি অবহেলা?

ধনী হ'তে প্রভু চাহিনা কখন',
অভিমানে মোরে গ্রাসিবে;
তব নাম-গীত ভুলে যাব আমি,
কেমনে পন্থা মিলিবে?

দীন হতে দীন কর মোরে প্রভু,
ব্যথা দাও জীবন ভরিয়া;
তব নাম আমি স্মরিব সতত,
ব্যথারি আঘাত পাইয়া।

তুমি ব্যথা দাও, তুমি হর তাহা,
তাই তব নাম ব্যথাহারী;
সকল বেদনা ভুলিয়া হইব
তোমারি পথের ভিখারী।

দীন দুঃখী অন্ধ আতুরের প্রতি,
সতত করিতে দয়া;
অন্তর হইতে বলিছ হে নাথ,
দিয়ে শ্রীচরণ-ছায়া!

তবু আমি হায় সংজ্ঞাবিহীন,
মরণ ভেলার পরে;
গুরুরূপে দেখা দিয়ে মোরে নাথ,
পথ ব'লে দাও মোরে!

তুমিই কালী, তুমিই কৃষ্ণ,
তুমিই শৈলজা-পতি;
তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি,
তুমিই অবাচ্য জ্যোতিঃ।

ভক্তিযোগে তুমি ভগবান্‌রূপে,
দাও জীবে দরশন;
জ্ঞানাষ্টাঙ্গযোগে ব্রহ্ম, আত্মা রূপে,
কর অভিষ্ট পূরণ।

তোমাকেই ভজে আল্লা বলিয়া,
প্রীতিভরে মুসলমানে;
তুমিই ত' প্রভু যীশুরূপে দেখা
দিয়েছিলে খ্রীষ্টগণে।

স্ব-গুণমায়ায় জীবকে ভুলায়ে,
খেলিছ বিচিত্র খেলা';
যোগমায়াশ্রয়ে তুমি বৃন্দাবনে,
কর অন্তরঙ্গ-লীলা।

মায়ার আঁধার বিনাশ করিয়া,
দেখাও আলোক মোরে;
যোগমায়া-রাজ্যে ল'য়ে যাও প্রভু,
লীলার সঙ্গী ক'রে।

তুমি যে আমার প্রিয়তম বঁধু,
তুমি যে গলার হার;
তোমারি মোহন মূরতি নেহারি,
আঁখি যেন মুদি এবার।

হৃদি-যমুনার স্রোত হ'ল হ্রাস,
উচ্ছাসের আশা আদৌ নাই;
'রাধানামে সাধা' বাজায়ে বাঁশরী,
উজান বহাও প্রাণের কানাই!

তুমি যদি নাথ না লও আমারে,
তোমার দাসের যোগ্য করে;
কেমনে হইব সেবক তোমার?
রহিব কি বদ্ধ জীবন ভরে?

সকল জীবেরে সমান আদর,
করি যেন নাথ আমি;
সবার দেহ যে সমানভাবে,
তোমার আবাস-ভূমি!

আমার যেদিন "আমি" চলে যাবে,
মুক্তি তখনি হ'বে উদয়;
দেহে আত্মবুদ্ধি জনমে জনমে,
সর্ব্বনাশ মম করিল হায়!

যে করে তোমায় আত্ম-সমর্পণ,
বহিতে হয় না জীবনভার;
তুমিই চালাও জীবন-তরণী,
নাবিক হ'য়ে বসি' ভিতরে তার।

সরস রসনা দিয়েছ আমারে,
ডাকিতে তোমায়, নাথ! অবিরাম;
ভুলেছি সে কথা ভূমিষ্ঠ হইয়া,
প'শেছি যেদিন এই মর্ত্তধাম।

হস্ত দিয়েছ পূজিতে তোমায়,
তুলিয়া সুন্দর ফুল;
ও রাঙ্গা চরণ পূজিল না সে যে,
এমনি করিল ভুল!

সব অঙ্গ তুমি দিয়েছ আমায়,
তোমারি পূজার তরে;
রিপুকুল মোরে দিল না পূজিতে,
ঠেলিবে কি পায়ে মোরে?

দ্বাপর যুগেতে "কৃষ্ণ" অবতারে,
বাজায়ে মোহন বেণু;
যমুনারে তুমি বহালে উজান,
পুলকে অবশ তনু।

ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমেতে বাঁধিল,
পরাল প্রেমের ফাঁসী;
সেথা হ'তে নাথ! পলাতে নারিলে,
করিলে চরণ-দাসী।

সাড়ে চারিশত বরষ পূর্ব্বে,
নিমাইরূপেতে এসে;
ভাসালে নদীয়া প্রেম-বন্যায়,
সুদীন কাঙ্গাল বেশে।

শিখাবে কি তুমি সে মধুর প্রেম,
আমাদের কৃপা করি;
নয়ন মোদের ভেসে যাবে প্রভু,
বরষিয়া প্রেমবারি।

শত্রু মিত্রে সবে হবে সমজ্ঞান,
হেন বুদ্ধি দাও ব'লে,
ভালবাসি যেন সবারে সমান,
তব করুণার বলে!

জানিনা ভজন, জানিনা সাধন,
হে অখিল-বিশ্বপতি!
তাই ব'লে প্রভু! হবে না কি কভু
অভাগার কোন' গতি?

থেকো না লুকায়ে আড়ালে আমার,
নীরদ বরণ হরি!
মনোবাঞ্ছা মোর পূর্ণ কর ওহে
চতুর-মুরলীধারী!

ছিন্ন হ'য়েছে জীবন-বীণার,
সকল সুরের তার;
সকল উছ্যম হইল ব্যর্থ,
তা'তে না উঠে ঝঙ্কার।

অনাদির আদি গোবিন্দ-ধন,
বরষিয়া কৃপাবারি;
জীবন-অন্তে দিও অভাগায়,
তোমার চরণ তরি!
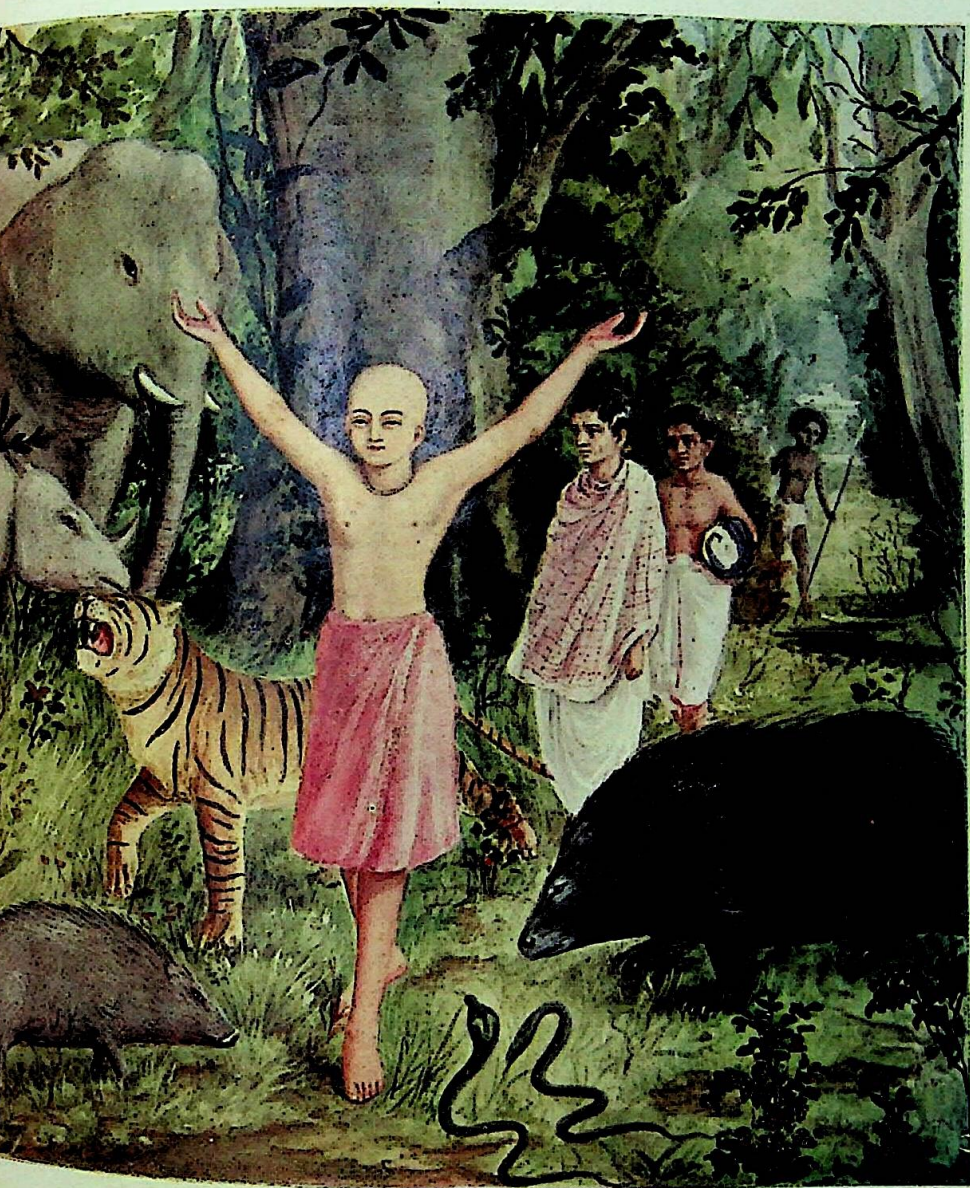
বেদনা-অর্ঘ্য।

কেবা আমি এমন ক'রে মর্‌ছি ঘুরে ঘুরে,
কেগো তুমি আড়াল থেকে গাইছো মধুর সুরে,
মনে হয় কোন আপন জনে,
ডাক্‌ছে মোরে প্রাণের টানে,
বাঁজিয়ে বাঁশী কেন আমায় ক'র্‌ছো আপনহারা,
দেখা নাহি দিবে যদি ওগো নয়নতারা?

আসি আমি কোথা হ'তে কোথা চলি যাই,
আসা যাওয়া কেন মোর ভেবে নাহি পাই,
খেলার মাঝে যদি আমি,
না পাই তোমায় জগৎস্বামী,
খেল্‌তে কেন ব'ল্‌লে মোরে ওহে বনমালী?
আগাগোড়া দেখ্‌ছি তোমার সবই চতুরালী!

আস্‌বে ব'লে ব'সে আছি হৃদয়-বসন পাতি,
কত জনম ব'য়ে গেল বরষ দিবা রাতি;
বৃথাই আমার মালাগাঁথা,
মরমে মোর রইল ব্যথা,
কেমনে মোর কাটবে কাল ব্যথার জ্বালায় মরি,
তোমা বিনা শ্যামসুন্দর কেমনে প্রাণ ধরি!

আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমার কিবা দোষ,
সুখ দুঃখের ভাগী আমি মনেতে আপ্‌শোষ,
প্রকৃতিই মোরে করায় কাজ,
প্রকৃতি পরায় নূতন সাজ,
দুঃখের বোঝা বেশীর ভাগ আমার ঘাড়ে চাপে,
জ্ঞানের বাতি জ্বাল' প্রভু মরি যে অনুতাপে।

রূপের তরে ছুটী আমি অসার-আশায় মাতি,
রূপ ত' নয় সে গরল-ছটা জ্বলে আমার ছাতি ;
মায়ামোহের প্রবল নেশা,
নাশিয়া মোর জ্ঞান-পিপাসা,
লক্ষ্যভ্রষ্ট করায় মোরে হই যে দিশেহারা,
দীন-সখা ! তাই গো ডাকি নাশ' মায়া ত্বরা ।

বিষম-বিষয়-গর্ত্তে পড়ি' হাবুডুবু খাই,
নিক্ষেপ কর কৃপা রজ্জু হে ব্রজের কানাই,
হাত ধ'রে না নিলে পরে,
কেমনে ফিরে যা'ব ঘরে,
খেল্‌তে এসে হ'য়েছি যে আমি পথহারা,
হৃদ্‌গগনে এস হরি হ'য়ে ধ্রুবতারা ।

সন্তান মোরা সবাই তোমার সত্য যদি হয়,
দ্বেষ হিংসায় পূর্ণ কেন জীব সমুদয় !
আপন ভেবে ডাকি যা'কে,
অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে,
জেনেও তুমি গোপন ব্যথা না কর প্রতিকার,
এমন ক'রে বইতে নারি আর জীবনভার ।

বিশ্বমাঝে নানাবর্ণের সৃষ্টি দেখ্‌তে পাই,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বলিহারী যাই,
শুন্‌ব' না যে কা'রো কথা,
যখন তুমি মোদের পিতা,
"ছোট" "বড়" এই কথাটী বলা নাহি যায়,
হৃদয় যাঁহার হবে মহান্ পূজব' আমি তায় ।

শান্তি কোথা যে সুখ খুঁজি এই জগতের মাঝে,
কত নদ নদী পাহাড় সাগর দেখ্‌লাম নব সাজে,
আঁধার রাতে তারার মালা,
ধরার বুকে ফুলের ডালা,
তোমার রূপের কণার কণা মাখি তাদের গায়,
আপন মনে হেসে খেলে তা'রা চ'লে যায় ।

কবে আমায় নেবে কোলে ওগো হৃদয় স্বামী !
বিষয়-কারা ব্যথায় ভরা মর্ছি জ্বলে আমি ;
ভাল' কা'রো কর্‌লে হেথায়,
বিষের ছুরী বুকে বসায়,
তাই ডাকি নাথ লও হে মোরে তোমার সাধনায়,
ভক্তজনে নামের গানে যথায় মত্ত রয়।

কোন্ অজানা পরপারে থাক' মহান্ ঋষি !
গভীর ধ্যানের মাঝে মোদের দেখ্‌ছো কর্ম্ম বসি' ;
ভজন সাধন বিহীন ব'লে,
দিও নাকো পায়ে ঠেলে,
চরণতলে পড়্‌লাম লুটে পাতকী যে আমি,
যাহা ইচ্ছা কর হে কৃষ্ণ তুমি যে মোর স্বামী।

শ্যামসুন্দর।

দেখি নাই কভু আমি যে তোমায়,
তবু প্রাণ কেন তব পানে ধায়,
মনে হয় যেন কত আপনার,
তাই প্রাণ ছুটে চলে।
হে মোর চির প্রিয়তম বঁধু,
থেকোনাকো মোরে ভুলে ॥

লতায় পাতায় জলদের গায়,
প্রান্তরে আকাশে শশী তারকায়,
তোমারি প্রকাশ দেখি সব ঠাঁই,
বড় বাজে প্রভু মরমে।
এস হে আমার—সাধনার ধন,
দগ্ধ মম এ পরাণে ॥

শুনি তব লীলা ভক্তজন পাশে,
আশা হয় মম আসিবে এ বাসে,
ক'রোনা বঞ্চনা প্রাণনাথ মম,
বসিয়া আছি যে কতকাল।
চাহিয়া চাহিয়া তব পথ পানে,
হারাতে ব'সেছি এবার হা'ল॥

কামানলে সদা মরি যে পুড়িয়া,
অপবিত্র মোর হৃদয় বলিয়া,
এসেও এস'না বুঝেছি যে আমি,
হে মোর ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর!
কৃপা করি কর পবিত্র আমায়,
পতিত পাবন হে মহেশ্বর॥

জানি না কেন যে তোমা ছাড়া আমি,
জানি না কেন বা আমা ছাড়া তুমি,
তুমি যে আমার! আমি যে তোমার!
তবে কেন প্রভু ছলনা।
সহে না বিরহ জ্বলি অহরহঃ,
দিও না গো আর বেদনা॥

জীব-সমুদয়।

আমার আমিত্ব কোথা, খুঁজি নাহি পাই তাহা,
দেহেতে আমিত্ব আরোপ করেছি যে আমি।
যে দেহ গলিয়া যাবে, শৃগাল কুক্কুরে খা'বে,
নিশ্চিত যাহার গতি শ্মশানেতে জানি॥

শাস্ত্রেতে দেখি যে আমি, অজর অমর জীব,
দেহে আত্মবুদ্ধি তাই ভ্রমেরি কারণ।
দেহ-বৃক্ষে বাস করে, দুটী পক্ষী অবিরত,
জীব আর পরমাত্মা বড়ই সুজন॥

জীব হয় চিৎকণ, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি,
চিৎ জড় জগতের মধ্যে তার স্থান।
মায়ার কবলে পড়ি, মনে করে ভোক্তা আমি,
এই অভিমানে তার লিঙ্গ আবরণ॥

নিঃসৃত হ'য়েছে ইহা, কৃষ্ণের কিরণ হ'তে,
জীব-শক্তি মানি যারে, শাস্ত্রকার কয়।
কিরণের পরমাণু, সঙ্গ যোগ্য হয় তাই,
চিৎ জড় জগতের; মিথ্যা কভু নয়॥

ভগবান্ চিৎসিন্ধু, জীব হয় চিৎবিন্দু,
এই হেতু জানিবে যে, অভেদ আমরা।
স্বতন্ত্র ইচ্ছায় পুনঃ, হয় যে আবার ভেদ,
"অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব," তাই বলে গোরা॥

দুই প্রকারের জীব, আছে এই ধরাধামে,
একে একে শুন ভাই রহস্যের কথা।
উদিত-বিবেক কেহ, হয় কেহ বা আবার
অনুদিত-বিবেক, ভাই জানিবে সর্ব্বথা॥

নিত্যবদ্ধ জীব যারা, কঠোর সাধনা করি',
শুদ্ধ চিৎস্বরূপেতে কৃষ্ণ সেবা করে।
পুনরায় হেথা আর আসে নাকো তারা, ভাই!
বহিতে দুঃখের বোঝা সংসার মাঝারে॥

লাভ করি জীব, ভাই! স্বতন্ত্র ইচ্ছার কণ,
কৃষ্ণ হ'তে দূরে ওগো নিত্য সে যে থাকে।
'সোঽহং' ভুলে যাও ভাই! খাও যে মায়ার লাথি,
দেখিও এবার যেন প'ড়োনাকো ফাঁকে॥

এবে শুন গূঢ় কথা নিজ-হিত চাও যদি,
মায়ামুক্ত জীব হয়—দুই যে প্রকার।
নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত, বলিহারী যাই আমি,
নাহি যে তাদের কোন' চিত্তের বিকার॥

ভুলিয়া কভুও যারা হয় নাই মায়াবদ্ধ,
নিত্যমুক্ত-জীব বলি হয় যে গণন।
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য গত কত যে প্রকার ভেদ,
ধৈর্য্য ধরি শুন মোর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ ॥

যাহারা ঐশ্বর্য্যগত, হ'য়ে তারা আত্মহারা,
পুজে যে আনন্দে ভাই, পরব্যোমপতি।
সঙ্কর্ষণ-কিরণ তারা, জানে না কোন' যে দুঃখ,
রহি সদা চিদানন্দে দিবানিশি মাতি ॥

যাহারা মাধুর্য্য ভাবে ভজিছে গোলোকনাথ,
সেখানেতে দেখি আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস।
তারা হয় জেনো ভাই, বলদেব-কিরণ-কণ,
ভুঞ্জিছে বিষয় সদা হইয়া সরস ॥

আর এক জীব আছে, বলিব সবার কাছে,
বদ্ধমুক্ত বলি যারে শাস্ত্রকার কয়।
তিন প্রকারের তারা, হ'য়োনাকো দিশেহারা,
শুন সাবধান হ'য়ে বন্ধু-সমুদয় ॥

যাহারা ঐশ্বর্য্যপ্রিয়, পরব্যোমে যায় তারা,
নিত্য পার্ষদ সনে পূজে ব্যোমপতি।
মাধুর্য্যের প্রিয় যারা, গোলোকেতে গিয়ে তারা,
সেবা-সুখ করে ভোগ হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥

আবার শুনহ ভাই, বহুজন আছে হেথা,
তূণেতে পুরেছে বাণ অভেদ-সন্ধানে।
সর্ব্বনাশ হয় প্রাপ্ত, সাযুজ্য যে করি লাভ,
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনে ॥

তাই যে সবারে বলি, মাখি গৌর-পদধূলি,
কৃষ্ণের সন্ধানে মোরা হই আগুয়ান।
কৃষ্ণ গৌর এক তত্ত্ব, জানে যে পরম ভক্ত,
মিলে যে তাহার ভাই, রাধা আর শ্যাম ॥

"সাধনে সাধিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা",
জানিয়া মনেতে দৃঢ় ডাকি যে সবায়।
এস ভ্রাতা ভগ্নিগণ! পূজি গৌর-কৃষ্ণ ধন,
কায়াদ্বয় করি-লাভ সেবিবে দোঁহায়॥

দৃশ্যমান্ জগৎ।

এস গৌর নিত্যানন্দ, ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব,
কোথায় এসেছি আমি বুঝিতে না পারি।
সব দেখি চলি' যায়, ভুলিয়া না ফিরে চায়,
কাঁদি যে যাহার তরে বলিয়া আমারি॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, দেয় নাকো মোরে ধরা,
ভাবি যে পাইলে তাদের জুড়াবে পরাণ।
কাহারই বা লভি জ্যোতিঃ, সদা উচ্ছলিত অতি,
ব'লে দাও সে কথা যে মম প্রাণারাম॥

ঘাটে, মাঠে, তটে, বাটে, কাহার মহিমা রটে,
কেন বা হয় গো বিশ্ব এত চমৎকার!
কেন ফুটে নানা ফুল, কেন গায় পক্ষিকুল,
মধুর কূজনে কেন যায় দুঃখ ভার॥

আবার দেখি যে আমি, ওগো মোর অন্তর্য্যামী,
সাগর নাচিয়া চলে তাথিয়া তাথিয়া।
যেথা স্রোতস্বিনীগণ, করে আসি দরশন,
প্রাণ হ'তে প্রিয় বঁধু নাচিয়া নাচিয়া॥

কেন বা পর্ব্বতমালা, চারিদিক করি' আলা,
জানায় জগৎজনে বিশাল যে মোরা।
কেন বা অসীমাকাশ, আনে মনে চিদাভাস,
শান্তি দেয় বহে যারা দুঃখের পসরা॥

কেন জীব জন্তুগণ, ভুলি প্রাণ কৃষ্ণধন,
নশ্বর জিনিষে থাকে হ'য়ে মাতোয়ারা !
কেন বা সময় এলে, সবাই যায় গো চ'লে,
যারা বেঁচে থাকে তারা ভুলে যায় ত্বরা ॥

নাহি ভাবে কেহ ভাই, বলিতে যে কেহ নাই,
সঙ্গেতে যাবে না কেহ মরণের পথে।
তবু টানাটানি করে, দৃঢ় করি হাত ধরে,
বলে যে,—"আছ গো তুমি মম মনোরথে !"

প্রভাতে তরুণ সূর্য্য, এনে দেয় বল বীর্য্য,
বিভাবরী সমাগমে উঠে যে চাঁদিমা !
প্রকৃতির রূপ হেরি, সদা যাই বলিহারী,
হন স্রষ্টা যিনি তার নাহিকো উপমা ॥

এবে শুন বন্ধুগণ, হইয়া নিবিষ্ট মন,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভূত।
এ-যে মিথ্যা কভু নয়, বলে গেছে গোরারায়,
যাঁহা হ'তে এই বিশ্ব হ'য়েছে রচিত ॥

স্থাবর জঙ্গম সব, দ্রুতগতি করি রব,
সঙ্কর্ষণে হয় লীন সূক্ষ্মরূপ ধরি।
কৃপাকরি ভগবান্, সৃজি বিশ্ব সুমহান,
সংস্কার করেন নাশ জানিও সবারি ॥

অভিনব দেহভাণ্ডে, জীবাত্মারূপ স্বর্ণখণ্ডে,
সংসার অনল জ্বালি দগ্ধে যে মায়ায়।
যাবৎ না যায় খাদ, দিয়ে সদা পরমাদ,
জ্বালায় মোদের ভাই জেনো সুনিশ্চয় ॥

মায়াবাদী হয় যারা, জগৎ বলে যে তারা,
"সত্য কভু নয় ওগো সত্য কভু নয় !"
শান্তি নাহি পায় তারা, হ'য়ে সদা দিশেহারা,
শুষ্ক-বৈরাগ্য নিয়ে দিন যে কাটায় ॥

যুক্তবৈরাগ্য ধারা, এনে দেয় ধ্রুবতারা,
দিক্‌নিদর্শনরূপে সদা কাছে রয়।
মিলে দেব বিশ্বম্ভর, কৃপা লভি মোরা যাঁর,
লভি যে যুগলরূপ চিদানন্দময়॥

শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন,
মায়িক জগৎকথা অতি অপরূপ।
হয়ে চিতে অধিষ্ঠিত, সাধিতে জগৎ-হিত,
করে কৃষ্ণ প্রকাশিত নারায়ণ রূপ॥

জীব-শক্তি অধিষ্ঠিত, ক'রেছে যে প্রকাশিত,
স্বীয়-বিলাস-মূর্ত্তি প্রিয় বলরাম।
আবার শুনগো তাই, সেই রাখাল-রাজা ভাই,
হয় অন্য তিন রূপ সুন্দর সুঠাম॥

মায়া-শক্তি আছে তাঁর, হয় যাহা দুর্নিবার,
তিনরূপ ধরে, তায় অধিষ্ঠিত কানাই।
নাম যে ধরে গো বিষ্ণু, শুন সব হ'য়ে সহিষ্ণু,
কারণোদক, ক্ষীরোদক, গর্ব্ভোদকশায়ী॥

প্রকৃতি গো নাম যার, উঠে ঢেউ বার বার,
যবে সেই মহাবিষ্ণু কারণোদকশায়ী।
করে চিদ্ ঈক্ষণ, প্রকটি পরমাণুকিরণ,
পশিয়া পরমাত্মারূপে, বদ্ধ জীবে ভাই॥

অতএব শুন ভাই, চিচ্ছক্তি করে না তাই,
এই বদ্ধ-জীব সব প্রকট জগতে।
জীব-শক্তি করে ইহা, সন্দেহ না ক'রো তাহা,
হ্লাদিনী-আশ্রয় লভি যায় গোলোকেতে॥

গর্ব্ভোদকশায়ী যিনি, ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা তিনি,
স্পষ্ট করি এ-কথা যে কহে শাস্ত্রকার।
বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী, পরমাত্মা রূপে ভাই,
বদ্ধজীবে সততই করেন বিহার॥

হ'য়ে মায়া-পরাজিত, গুণত্রয়ের অনুগত,
হয় ওগো মায়াবদ্ধ জীব আছে যত।
মনেতে জানিবে দৃঢ়, হ'য়োনা তুমি অসাড়,
দেখিবে মুক্তির পন্থা মিলিবে সতত॥

এই বিশ্ব দৃশ্যমান্, শুন হ'য়ে সাবধান,
সে যে কি আশ্চর্য্য কথা ওহে বন্ধুগণ!
চিদ্ জগতের বিকৃতি, শুন হ'য়ে হৃষ্টমতি,
কল্যাণ হইবে, মোর প্রাণের সুজন॥

যদি জড় বস্তু হ'তে, আসে কিছু বাহিরেতে,
লভে যে পৃথক সত্ত্বা, ব'লে গেছে গোরা।
প্রেম-ভাব উদ্দীপন, কর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ!
বুঝিবে এ-সব কথা সহজে তোমরা॥

চিতে এই তত্ত্ব কথা, জেনো তোমরা সর্ব্বথা,
কখনই কোন' কালে বলা নাহি যায়।
চিৎ আর জগৎ জড়, শুন করি বুদ্ধি দড়,
সদাই সমানভাবে ওতপ্রোতঃ রয়॥

মায়া-মরীচিকা।

মায়ামুগ্ধ জীব হ'য়ে, বদ্ধদশা ভুলি আমি,
কেমনে কহিব ওগো মায়া-তত্ত্ব কথা।
যাহা হ'তে এই বিশ্ব, গ'ড়েছেন অন্তর্য্যামী,
কাল অনাদি হ'তে শাস্ত্রে আছে গাঁথা॥

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, মায়া হ'তে হয় উদ্ভূত,
কৃষ্ণ-শক্তি জানিবে যে মনেতে সর্ব্বথা।
যেমতি আলোক-ছায়া, দূরে থাকে আলো ছাড়ি,
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে নাহি দেয় ব্যথা॥

স্থূল আর লিঙ্গ দেহ, দুইই মায়িক, ভাই!
বদ্ধ-জীব আত্মবুদ্ধি করিছে যাহাতে।
সাধনার সবশেষে, দেহাকৃতি আত্মা হ'য়ে
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পূজে সদা হৃষ্ট চিতে॥

স্বরূপ-শক্তির ছায়া, "প্রকৃতি" অপর নাম,
এই হেতু হয়—শুদ্ধ শক্তির বিকার।
কৃষ্ণ-বিমুখ জনে, সংস্কার করয়ে সদা,
হাপরেতে দ্রব্য যথা করে কর্ম্মকার॥

নির্গুণ হইলে ভাই, মিলিবে যে তব পন্থা,
অবিদ্যা আর বিদ্যা-বৃত্তি ছাড়িবে তোমায়।
'আমি' ও 'আমার' ছাড়, অন্তরে বিচারি দৃঢ়,
ত্বরা করি পড় গিয়ে গৌরাঙ্গেরই পায়॥

অনাদির আদি।
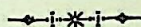
নরাধম পশু আমি, জান হে জগৎস্বামী,
বর্ণিব কেমনে তোমায় বুঝিতে না পারি!
কৃপা করি বিশ্বম্ভর, দাও মোরে এই বর,
অভীষ্ট পূরণ যেন হয় গো আমারি॥

এবে করি আস্বাদন, সর্ব্বকারণ-কারণ,
যে বস্তু করে গো এই সৃষ্টি স্থিতি লয়।
শুনিলে পরমতত্ত্ব, রবে সদা রসে মত্ত,
প্রেমিক সুজন সে যে বড় দয়াময়॥

নাম তার কৃষ্ণ, গোরা, ভক্তগণ মনচোরা,
তুলসী আর গঙ্গাজলে সদা তুষ্ট হয়।
অভাব না জানে ভাই, পূর্ণ মনোরথ তাই,
যোগমায়া সনে সদা লীলায় মত্ত রয়॥

মহাপ্রলয়ের কালে, ভেসে যায় সব জলে,
বিনষ্ট হয় না ওগো শুধু তাঁর ধাম।
সঙ্কর্ষণ রূপ ধরি, আত্মসাৎ করে হরি,
স্থাবর জঙ্গম স্থূল নয়নাভিরাম॥

নিয়মিত কাল এলে, ডাকিয়ে ব্রহ্মারে বলে,
"ত্বরা করি এস মোর প্রিয় চতুর্ম্মুখ।
সূক্ষ্মরূপে আছে যাহা, স্থূল সৃষ্টি কর তাহা,
মমাজ্ঞা পালনে তুমি হ'ওনা বিমুখ॥"

গোলোক তাঁহারি ধাম, ভক্তভৃঙ্গ প্রাণারাম,
নাই যে মরীচিমালী আলো দিতে সেথা॥
একজ্যোতিঃ মনোলোভা, করি আছে সদা শোভা,
অতি যে মধুর দেশ জানিবে সর্ব্বথা॥

ব্রহ্ম হয় কান্তি তাঁর, দেখ চিন্তি বারবার,
কুতর্ক ছাড়িয়া তুমি কর নিষ্ঠা তায়।
মিলিবে সে রসসিন্ধু, যাঁর কাছে এক বিন্দু,
জ্ঞানীর সাধন-ধন ব্রহ্মানন্দ নয়॥

যত আছে জীবগণ, করে সদা আকর্ষণ,
অফুরন্ত আনন্দের সুমধুর খনি।
তাই কৃষ্ণ নাম তাঁর, দেখ করি সুবিচার,
বামেতে আছয়ে যাঁর ঘনীভূত-হ্লাদিনী॥

চৌদ্দ মন্বন্তর শেষে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এসে,
অপ্রাকৃত করে লীলা প্রাণ বিনোদিয়া।
সিদ্ধভক্ত যেবা হয়, লীলা মাঝে যোগ দেয়,
যোগমায়ায় গোপীগর্ভে জনম লভিয়া॥

এস ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, সাধি তাঁর শ্রীচরণ,
সাতে পাচে মিলি মোরা সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
নামের আবেশে হরি, ধরাধামে অবতরি,
কৃতার্থ করিবে মোদের সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে॥

জ্ঞানযোগ ত্যাগ করি, হৃদি মাঝে ধর হরি,
চিনি হ'তে কখনই চেয়োনাকো আর।
চিনি খেতে সাধ কর, আসিবেন বিশ্বম্ভর,
ধন্য হব' মোরা ভাই কৃপা লভি তাঁর॥

যুগলরূপের সেবা, হৃদি মাঝে করে যেবা,
অচিরেই কৃষ্ণ তারে করয়ে উদ্ধার।
"পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্", ইথে নাহি কর আন,
যুগলরূপেতে রাজে—সিদ্ধান্তের সার॥

অদ্বৈত গোঁসাই।

শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন,
কহিব অদ্বৈত-কথা গলায় পাষাণ।
শুনিলে জুড়াবে হিয়া, শুন সবে মন দিয়া,
জীব-দুঃখ দেখি যাঁর কাঁদিল পরাণ॥

চারিদিক ব্যভিচারে, যখন অবনীপরে,
পরিপূর্ণ হ'ল মোর প্রিয় বন্ধুগণ!
রক্ত নিয়ে করে খেলা, তান্ত্রিক, পাষণ্ডী যারা,
সদা ত্রাসে কাটে দিন বড়ই ভীষণ॥

শান্তিপুর-নাথ আসি, সদা নেত্রনীরে ভাসি,
মিলিল শান্তির পুরে ত্যজি তার ধাম।
করে কৃষ্ণে আকর্ষণ, তুলসী করি অর্পণ,
গঙ্গাজল করি হস্তে মম প্রাণারাম॥

অদ্বৈতের হুঙ্কারে, শ্রীসুরধনীর তীরে,
আইলা শ্রীরসরাজ চতুর কানাই।
ত্যজি তার কালো রঙ, ধরিল গৌর-বরণ,
ধন্য হ'লো ধরা আজ বলিহারী যাই॥

অসীম ব্রহ্মাণ্ড রাজি, যে জন মায়ায় সৃজি,
এক এক মূর্ত্তি ধরি তাহাতে প্রবেশে।
শ্রীঅদ্বৈত অংশ তাঁর, প্রেম-ভক্তি পারাবার,
সদাই থাকেন মত্ত কৃষ্ণ-প্রেম রসে॥

অভেদ ঈশ্বর সনে, জেনো তুমি মনে মনে,
নাম ধরে তাই ওগো অদ্বৈত গোঁসাই।
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত, জানে না যে এই তত্ত্ব,
সুমতি দিতে গো তাদের জানাই কানাই॥

গৌরাঙ্গের দুই অঙ্গ, অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হয় যে উপাঙ্গ।
এমন দয়াল প্রভু, ভুলেও না ভজে কভু,
বৃথাই জনম তার হ'লো ভাই সাঙ্গ॥

মাধবেন্দ্র পুরী-শিষ্য, মত্ত সদা রসে দাস্য,
গুরু বলি মানে যাঁয় ভাবনিধি-গোরা।
দাস অভিমান করে, সবার যে হাত ধরে,
বলে—"হও গৌরদাস, মুক্ত হ'তে কারা॥"

জগতের আর্য্য যিনি, বৈষ্ণবের গুরু মানি,
প্রণমি তাঁহারে আমি করি জোড়পাণি।
প্রার্থনা কর গো সবে, ধরা যেন গৌর-রবে,
ধ্বনিত হয় গো ভাই দিবস যামিনী॥

দয়াল নিতাই।

এস মোর নিত্যানন্দ প্রাণ-অভিরাম!
জুড়াক্ তাপিত হিয়া হয়েছে শ্মশান;
সকলে ছেড়েছে মোরে,
তাই ডাকি বারে বারে,
কৃপাবারি কর প্রভু এবে বরিষণ।
অন্তর্য্যামী রূপে জান' সবাকার মন॥

চতুর্ব্যূহের একজন জানে যে সবাই,
ভক্তাভিমান কর সদা যেথায় কানাই ;
মহাবিষ্ণু রূপে ভাই,
সৃষ্টি কর হে বলাই,
করিয়ে ঈক্ষণ ওগো প্রকৃতির পানে।
পশিয়া সবার মাঝে পরমাণুকিরণে॥

ভগবান্ হ'য়ে নিজে, ভক্ত অভিমান,
কর তুমি সঙ্কর্ষণ নয়নাভিরাম ;
কভু বা হও বাহন,
জানি আমি বিলক্ষণ,
কভু বা পাদুকা হ'য়ে কর কৃষ্ণ-সেবা।
নানারূপ ধরি, জানে ভক্ত হয় যেবা॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি,
কব কি বর্ণিয়া তার নাইকো অবধি ;
নিত্যানন্দ রায় মোর,
থাক সেথা মনচোর,
যেথায় নাইকো ভাই মায়ার বিস্তার।
পুরুষ রূপেতে আছ তুমি সারাৎসার॥

একাদশ রুদ্র হয় অংশ যে তোমার,
জীবাত্মা দেখিয়ে তোমায় করিছে আহার ;
মৎস্য কুর্ম্ম অবতার,
তোমারি যে হয় বিকার,
সেই সব অবতারের তুমি অবতারী।
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে বিপদ-কাণ্ডারি॥

কৃষ্ণ-বিলাসরূপে প্রিয় বলরাম,
জীব-শক্তি অধিষ্ঠিত সুন্দর সুঠাম ;
বদ্ধজীব আছে যত,
সৃষ্টি কর সময় মত,
আসন রূপেতে আস গর্ব্ভে দেবকীর।
কৃষ্ণবার্ত্তা পেয়ে ওগো তুমি মহাবীর॥

তোমা হ'তে হয় বিশ্ব অতি চমৎকার,
তোমাতেই পায় লয় ওগো পরাৎপর ;
তুরীয় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব,
ভক্ত জানে এইতত্ত্ব,
রুদ্ধ হিয়া ল'য়ে খুজি হতভাগ্য আমি।
পশিয়া মরমে মোর আলো কর তুমি॥

কিবা তত্ত্ব জানি তব বলিব সবায়,
সঞ্চার করহ শক্তি ওগো দয়াময় ;
রামকৃষ্ণ যেবা হয়,
স্বরূপেতে ভিন্ন নয়,
"নিতাই" "গৌর" রূপে দোঁহে ধর ভিন্ন কায়।
বহির্মুখ নাহি জানে নিজ-কল্পনায়॥

জীব উদ্ধারিতে তুমি এলে নদীয়ায়,
সংস্কার বিনাশিতে পশ তাদের কায় ;
হরি হ'য়ে "হরি" বল,
নাম-বন্যায় ভেসে গেল,
ভব-সিন্ধুর কুল কিনারা দেখ্‌তে নাহি পাই।
তাই ভরসা তোমার চরণ ক'রেছি নিতাই॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিতে যে উদ্ধারিলে তুমি,
বলরাম দাসে প্রেম দিলে গুণমণি ;
কবিচন্দ্র যদুনাথ,
কালাকৃষ্ণ দাসনাথ,
এস মোর প্রাণনাথ নিষ্কলঙ্ক শশী।
তোমার বিরহে সদা আঁখিনীরে ভাসি॥

শ্রীসদাশিব-তনয় নাম পুরুষোত্তম,
জন্মাবধি ধ্যান করে তোমার চরণ ;
সুবর্ণ বণিক জাতি,
পবিত্র হইল অতি,
যবে তুমি উদ্ধারণে করিলে উদ্ধার।
কৃপাদৃষ্টি বিনা তব না আছে নিস্তার॥

জগাই মাধাই মহাপাপী ছিল নদীয়ায়,
তোমার তরে গেল তরি নিত্যানন্দ রায়;
আমি যে ভাই আছি বাকী,
বিশ্বমাঝে ঘোর পাতকী,
উদ্ধারিয়ে মোরে ওগো প্রাণের বলরাম,
ধরার মাঝে দাও গো ধরা অবধূত-শ্যাম ॥

তোমায় পেলে গৌর পাব জানি যে গো আমি,
গৌর পেলে মিল্‌বে রাধা ওহে হৃদয়স্বামী!
রাধা পেলে কৃষ্ণ পাবো,
যুগল সেবা না ভুলিবো,
সদাই আমি থাক্‌বো মাতি চিদানন্দে ভাই।
চরণ তুমি দাওগো মোরে হে দয়াল নিতাই ॥

তর প্রেম সবার সেরা জানে প্রেমিক জন,
গৌর-মাধুর্য্য ছাপ্‌তে তায় না পারে কখন!
সবার সেরা পাপী আমি,
তার তার জগৎস্বামী,
নইলে আমি কাঁদবো বসি নদীর কিনারায়।
'দয়াল্‌' ব'লে ডাকবে না কেউ ওহে দয়াময় ॥

বেদনা-বীথিকা।

গৌর মম কর্ণধার জীবন তরণীতে,
এসেছিলো প্রাণের মাঝে সে এক প্রভাতে;
বেসেছিলো মোরে ভালো,
হৃদয় আমার করি আলো,
থাক্‌তো সদাই কাছেতে মোর ভালবাসায় ঘিরে।
কোন অজানা পাপের তরে গেছে সে গো ফিরে ॥

থাক্‌বো নাকো হেথা আমি এ যে মরুভূমি,
দাউ দাউ জ্বল্‌ছে হিয়া অভাগা যে আমি ;
মায়ার বাঁধন টুটিয়ে দিয়ে,
রইবো সদা "গৌর" নিয়ে,
গৌর-কথা কইবো আমি "গৌর" হবে মোর গান।
তাঁর বিরহে রইতে ঘরে বিদরে পরাণ॥

কোথা গৌর প্রাণের দোসর দেখ একবার,
ছিন্ন-তরু সম দশা হয়েছে' আমার !
তোমা হারা হয়ে ভাই,
নাহি শান্তি হে কানাই,
দিবানিশি আঁখি মোর করে ছল্‌ ছল্‌।
নাহি যে গো একবিন্দু দেহে প্রাণে বল॥

কেমনে কাটাবো কাল বুঝিতে না পারি,
ফিরে এস ফিরে এস ফিরে এস হরি ;
ক্ষমি মম অপরাধ,
পুরাও মনের সাধ,
কৃষ্ণ-প্রেমে রহি মাতি দিবানিশি আমি।
বাঞ্ছা মোর কর পূর্ণ হে জগৎস্বামী॥

দিয়েছিলে কত আশা জীবন-প্রভাতে,
ভুলে গেলে কি হে সখা এ বেদনা-রাতে ;
বরষার বারিধারা,
অশ্রুবাদল আনে ত্বরা,
মনে পড়ে তুয়া সনে কইতাম কত কথা।
তাই, প্রাণে মোর শেল সম উঠে নানা ব্যথা॥

ফাঁকী নাহি দিও মোরে ওহে শ্যামরায়,
মম সম ভাগ্যহীন না আছে ধরায় ;
বুঝিয়া মরম কথা,
দিওনাকো আর ব্যথা,
অসহ্য হ'য়েছে' এবে এ জীবন ভার।
এস মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ! ডাকি বার বার॥

কাহারো করিলে ভালো আসে তেড়ে সেই,
ভয়ে সদা কাছে তার জড়সড় রই ;
কেন মোর আসা হেথা,
সদা কেন পাই ব্যথা,
ব'লে দাও কৃপা করি ব্যথাহারী তুমি।
ডাকি যে বিপদে পড়ি ওগো অন্তর্য্যামী॥

আচম্বিতে এল কালবৈশাখীর ঝড়,
একে একে বাসনা-ডাল করে মড় মড় ;
ভালই হ'লো ওহে কালো,
এবার আমায় নিয়ে চলো,
যেথায় তুমি বাজাও বাঁশী নদীর কিনারায়।
নিঝুম রাতে মলয় বাতে কদম বনের গায়॥

প্রাণের নিমাই।

এবে যে কহিব আমি নিমায়ের কথা।
নিমাই করহ কৃপা গাহি তব গাথা॥
আমি অতি মূঢ়মতি করি দুঃসাহস।
বর্ণিতে মহিমা তব হয় যে মানস॥
বুদ্ধি দাও বল দাও গোলোকের হরি।
করুণা হইলে তব লঙ্ঘে পঙ্গু গিরি॥
গৌরের মহিমা হয় অনন্ত অপার।
নিশ্চিত জানিবে ভাই বেদান্তের সার॥
মন দিয়া শুন মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ।
কোন তত্ত্ব হয় গৌর পুরুষ রতন॥
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচার।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চিন্তি বার বার॥

হইলেন অবতীর্ণ বৃন্দাবন ধামে।
হ্লাদিনীর ঘনীভূত মূর্ত্তি ল'য়ে বামে ॥
খেলেন কত যে খেলা কেমনে বর্ণিব।
প্রেমঘন রাধারাণী শক্তি দাও তব ॥
বাল্যকালে কত লীলা করে যে গোপাল।
শুনিতে সে সব কথা বড়ই রসাল ॥
ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ করে ননী চুরী।
যশোদার কাছে কিন্তু চলেনা চাতুরী ॥
বাৎসল্য রসেতে সেথা বাঁধা যে কানাই।
মনে করি রেখো মোর প্রিয় বোন্ ভাই ॥
কখন মৃত্তিকা ল'য়ে করয়ে ভক্ষণ।
মৃদু ভর্ৎসনা করে যত গোপীগণ ॥
নন্দ মহারাজে দেখি বড় ভয় পায়।
পাদুকা নিয়ে যে মাথে চ'লেছে ত্বরায় ॥
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যেথা সেথা চলে।
উদ্ধারে যমলার্জ্জুন ছলে বলে কলে ॥
শৈশবেতে নানালীলা শেষ করি কানু।
পৌগণ্ড বয়সে যায় গোঠে ল'য়ে ধেনু ॥
'শ্যামলী' 'ধবলী' ব'লে ছুটে শ্যামরায়।
দ্রুতবেগে পুচ্ছ তুলি ধেনু সব ধায় ॥
খেলে যে কত গো খেলা গোচারণ রঙ্গে।
কেমনে বর্ণিবে বল মানস মাতঙ্গে ॥
কৈশোর বয়স আসি যবে দেখা দিল।
মোহন বাঁশরী-তানে গোপী আকর্ষিল ॥
হল্লিসক নৃত্য করে গোপিকারি সনে।
ঘুরিয়া ফিরিয়া হরি প্রতি বনে বনে ॥
কোন গোপী ডাকে শ্যামে এলাইয়া বেণী।
"বাঁধ বাঁধ চুল মোর আমি যে ঘরণী ॥"
ডাকে কোন গোপী পুনঃ বলি যে "রাখাল"।
চলিতে পারি না আমি ধর গো গোপাল ॥
আবার কৃষ্ণের স্কন্ধে করি আরোহণ।
কোন গোপী নানা পুষ্প করিছে চয়ন ॥

এই মত লীলা করে নন্দের নন্দন।
বিশ্বাস করে না ওগো বহির্মুখ জন॥
অবশেষে রাসলীলা করে শ্যামরায়।
যে কথা শুনিলে কাম দূরেতে পলায়॥
রাসৌলি নামক স্থান যমুনা-পুলিনে।
ফুটে যথা নানা ফুল দুলি সমীরণে॥
ত্বরা করি গেল সেথা মূরলি-বদন।
ব্রহ্মরাত্রি পরিমাণ করিতে নর্ত্তন॥
সঘনে বাজিল বাঁশী 'গোপী' 'গোপী' ক'রে।
রহিতে নারিল গোপী স্বীয় স্বীয় ঘরে॥
পাগল হইল যত ব্রজ-গোপীগণ।
প্রেমময়ী দশা প্রাপ্ত হইল তখন॥
ছুটে গেল শ্যাম পানে 'কোথা বঁধু!' বলি।
নানা প্রশ্ন করে শ্যাম ছাড়ি বাক্যাবলি॥
ব্যথিত হইয়া হৃদে যত গোপীগণ।
প্রাণ বিসর্জ্জিবে বলি করে দৃঢ়পণ॥
শুনিয়া মরম কথা কপট নিঠুর।
আলিঙ্গিল গোপিকায় দুঃখ হ'লো দূর॥
ব্রহ্মরাত্রি হ'লো রাস অপূর্ব্ব কাহিনী।
অপার আনন্দ লাভ করিল গোপিণী॥
আবার শুনহ ভাই অন্য রাস কথা।
গোবর্দ্ধনে হয় তাহা অষ্টসখী যথা॥
আচম্বিতে একদিন করি ত্যাগ সব।
পলাইল আমাদের চতুর কেশব॥
তন্ন তন্ন করি খুঁজে অষ্ট সখী মিলি।
না পাইয়া শ্যামে করে আকুলি ব্যাকুলি॥
রাইকে করিয়া ত্যাগ কুঞ্জমাঝে খুঁজে।
দেখিতে পাইল শ্যামে চতুর্ভূজ সাজে॥
শ্যাম কহে,—"গোপীগণ এস করি রাস।"
গোপীগণ কহে,—"তোমার বৈকুণ্ঠেতে বাস॥"
"তব সনে রাসলীলা ওহে নারায়ণ।
জানিবে নিশ্চিত তুমি, হবে না কখন॥"

এই বলি, স্থান ত্যাগ করে গোপীগণ।
হাসিল প্রাণের হাসি মদনমোহন॥
এবার আসিল রাই উন্মাদিনী হ'য়ে।
গলিয়া গেল যে শ্যাম তাঁহাকে দেখিয়ে॥
চতুর্ভূর্জ নাহি থাকে দ্বিভূজ হ'লো শ্যাম।
রাধা-প্রেমে বশ কানু নয়নাভিরাম॥
এইরূপে ব্রজ মধ্যে বাঁধা পড়ি হরি।
নারিল জানাতে লোকে ভক্তির মাধুরী॥
আবার গোপীর ঋণ শোধ করিবারে।
ফুটিল বাসনাপদ্ম মনসরোবরে॥
এ-দিকেতে শান্তিপুরে অদ্বৈত গোঁসাই।
ব্যাভিচার স্রোতে পূর্ণ দেখি সব ঠাঁই॥
নিয়ে তুলসী গঙ্গাজল ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
এস হে গোলোকনাথ পাপী তারিবারে॥
আকর্ষণে চিন্তে মোর শ্যাম নটবর।
অবতীর্ণ হব আমি নদীয়া নগর॥
চৌদ্দশত ছয় শকে মাঘ মাস শেষে।
উদরে পশেন গৌর পরম হরিষে॥
ত্রয়োদশ মাস পরে চৌদ্দশত সাতে।
ফাল্গুনীপূর্ণিমা যবে দেখা দিল তা'তে॥
হইলেন অবতীর্ণ গৌর গুণমণি।
দৈবযোগে রাহু চাঁদে গ্রাসিল অমনি॥
হরিধ্বনি করে যত নরনারীগণ।
আনন্দেতে ভরি গেল সব ত্রিভুবন॥
স্থির চিত্তে শুন এবে বাল্য লীলা কথা।
ধীরে ধীরে চলে গোরা নোয়াইয়া মাথা॥
করয়ে ক্রন্দন কত নানা ভাব ছলে।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি 'কোথা কৃষ্ণ!' বলে॥
নারীগণ ডাকে তাঁয় বলি 'গৌরহরি'।
এই হেতু ঐ নাম ধরে বংশীধারী॥
পিতা মাতা পদচিহ্ন দেখিবারে পায়।
শঙ্খ চক্র ধ্বজা বজ্র শোভিছে যথায়॥

দেখিয়া দোঁহার চিত্তে বিস্ময় জন্মিল।
লীলাময় করে লীলা বুঝিতে নারিল॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলেন গণিয়া।
মহাপুরুষ হয় দেখ মনেতে চিন্তিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
সর্ব্বলোকে করিবে যে ধারণ পোষণ॥
তারপর শুন মোর প্রিয় বন্ধুগণ।
আর কিবা করে মোর মদনমোহন॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন তিন বার খায়।
নিবেদন করে যবে বিপ্র মহাশয়॥
কৃপা করি প্রভু তাঁয় উদ্ধার করিল।
সুনামে প্রভুর মোর ভুবন ভরিল॥
এক চোরে নিয়ে যায় "প্রভু" স্কন্ধে করি।
তার স্কন্ধে ফিরে এল গোলোক-বিহারী॥
যবে শিশু-সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ এলো সেথা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি তারা পূজা আরম্ভিল।
কন্যাগণ মাঝে প্রভু আসিয়া বসিল॥
বলেন সবারে গৌর "পূজ যে আমায়"।
"আমি ত' দিব গো বর নাহি কোন ভয়॥
নৈবেদ্য দাও গো মোরে নচেৎ জানিবে।
বুড়া পতি আর চারি সতীন যে হবে॥"
আর এক দিন প্রভু গঙ্গাস্নান করি।
দেখে যে পূজে মা লক্ষ্মী দেব ত্রিপুরারী॥
প্রভু কহে "হেথা দেখ আমি মহেশ্বর।"
"পূজিয়া আমায় লও অভীপ্সিত বর॥"
মল্লিকার মালা লক্ষ্মী গৌরগলে দিল।
মনে মনে হরি তাঁয় অঙ্গীকার কৈল॥
দিন দিন পৌগণ্ড দেখা দিল তাঁয়।
চাপল্য বাড়িল প্রভুর শান্ত নাহি হয়॥
শচীদেবী একদিন তাঁহারে ভর্ৎসিল।
উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীর পর প্রভু যে বসিল॥

মাতা কহে,—"ত্বরা করি এস' স্নান করি"।
"অশুচি হ'য়েছ' তুমি লজ্জায় যে মরি॥"
প্রভু কহে,—"আছে ব্যাপি' ব্রহ্ম সর্ব্বস্থানে"।
"হৃদয়ে আছয়ে কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী নামে॥"
শচীদেবী অনায়াসে লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
ব্রহ্ম যে করে গো ভাই ব্রহ্মের ব্যাখ্যান॥
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ।
সন্দেহ না কর ইথে জুড়াবে জীবন॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করয়ে শয়ন।
দেখে দিব্য লোক আসি ভ'রেছে ভবন॥
কভু যে গো হয় প্রভুর নুপূরের ধ্বনি।
শচী মাতা চেয়ে রয়, বলে,—"একি শুনি"॥
এইরূপ নানা লীলা করে গোরা রায়।
অনুভবে নাহি আসে মুখে না যুয়ায়॥
এবে যে কহিব কিছু কৈশোরের লীলা।
শ্রদ্ধা করি শুন ভাই ক'রোনাকো হেলা॥
পড়েন; পড়ান গৌর নানা শিষ্যগণে।
"ব্যাকরণ, ন্যায়,—"কৃষ্ণ" কহে সর্ব্বজনে॥
সকলেই করে গৌরে অনেক সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় কত ধন ধান॥
শচীদেবী আনন্দেতে হয় যে মগন।
জানেনা নেমেছে চাঁদ ভক্ত-প্রাণধন॥
জাহ্নবীতে নানা কেলি করে গোরাশশী।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখ কৃষ্ণ-দাসদাসী॥
একদিন বিপ্র এক "তপন মিশ্র" নাম।
"সাধ্য, সাধন" কিবা হয় চিন্তে অবিরাম॥
স্বপনে দেখে যে এক বিপ্র তাঁয় বলে।
"যাও যাও ত্বরা করি নিমায়ের টোলে॥"
"নিমাই পণ্ডিত তাহা করিবে নির্ণয়।
ইথে নাহি কর আন্ মিশ্র মহাশয়॥"
স্বপ্ন দেখি ত্বরা করি বিপ্র সেথা গেল।
"নাম সংকীর্ত্তন" প্রভু উপদেশ কৈল॥

এই মত গৌড়ে প্রভু করে নানা লীলা।
শুন মোর ভাই বোন্ ব'য়ে যায় বেলা॥
কৈশোর-বয়সশেষে শুন বন্ধুগণ।
দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ করে নারায়ণ॥
চাঁদের জ্যোছ্না হেরি সহশিষ্যগণ।
ব'সেছেন প্রভু মোর কৃষ্ণেতে মগন॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী এল যে তথায়।
প্রভুরে কহিছে ডাকি,—"শুন মহাশয়"॥
"ব্যাকরণ-শিক্ষা শিষ্যে দিতেছ যে তুমি।
শুনেছি আড়ালে থাকি, দিগ্বিজয়ী আমি॥"
প্রভু কহে,—"মোরা সব বড়ই নবীন।
কেমনে হইব বল ইহাতে প্রবীণ॥
কবিত্ব তোমার কিছু শুনাও সুজন।
গঙ্গার বর্ণনা কর হে দ্বিজরতন॥"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে শ্লোক বিরচিল।
একশত শ্লোক দণ্ডে বর্ণন করিল॥
"নানা দোষে দুষ্ট শ্লোক" প্রভু কহে তাঁয়।
দিগ্বিজয়ী অবাক্ হয়ে চাহিয়া যে রয়॥
একে একে সব দোষ দেখান তাঁহায়।
দিগ্বিজয়ী হার মানি মাথা যে নোয়ায়॥
নানাভাবে করে প্রভু কৈশোরের লীলা।
এবে যে দিল গো দেখা যৌবনের বেলা॥
'দ্যুতি' আর 'ভাব' রাধার করিয়া গ্রহণ।
'হরি' 'হরি' বলি হরি করয়ে কীর্ত্তন॥
'হরি' হয়ে 'হরি' বলে মোর গোরারায়।
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়॥
'আধেয়' হইয়া কৃষ্ণ রাধার আধারে।
কখন' বা কাঁদে দেখ 'গোপী' 'গোপী' ক'রে॥
কখন' বা বলে ডাকি নিজ-জনগণ।
"শুন শুন, বাঁশী বাজায় মদনমোহন॥"
এইরূপে হাসে কাঁদে নিতায়ের সনে।
যে নিতাই অভেদমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে বাখানে॥

সদাই যে করে পান নিজের মাধুর্য্য।
কাজীরে উদ্ধার করে দেখাইয়া বীর্য্য॥
যবন হরিদাসে দিল প্রেম-আলিঙ্গন।
বেনাপোলের বনমধ্যে যাঁহার সাধন॥
তিন লক্ষ নাম যে গো জপে রাত্র দিনে।
জীবনের সার নাম দৃঢ় করি মানে॥
যে হরিদাস বেশ্যায় পথ দেখাইল।
বৈষ্ণব-দ্বেষী রামচন্দ্র যারে পাঠাইল॥
সদাই যে রহে মাতি সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
নব ভাবে গোরারায় ভকতের সঙ্গে॥
আমাদের প্রাণারাম বড়ই উদার।
মুক্ত করে পাপী যত সংসার মাঝার॥
নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করে গোরাশশী।
কীর্ত্তনে রহিয়া ওগো মাতি দিবানিশি॥
আচণ্ডালে দেন কোল দয়াল কানাই।
উদ্ধারিতে জীবকূল, বলিহারী যাই॥
অর্গল করিয়া বদ্ধ শ্রীবাস অঙ্গনে।
বহুদিন করে নাম অন্তরঙ্গ সনে॥
চাপাল গোপালে প্রভু উদ্ধার করিল।
'দয়াল' 'দয়াল' বলি সাড়া পড়ি গেল॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিতে করিয়া উদ্ধার।
জগাই মাধায়ে কোল দেন সারাৎসার॥
উদ্ধব দর্শনে রাধা পাগল যেমতি।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি কাঁদে না থাকে শকতি॥
সেইরূপ হাসে কাঁদে মোর গোরাচাঁদ।
বহির্মুখে করে ভক্ত, পাতি প্রেম-ফাঁদ॥
এক আম্র-বীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ মুহূর্ত্তে বাড়িল॥
ফলিল কত যে ফল যাই বলিহারী।
কৃষ্ণের সেবায় দেয় নিকুঞ্জবিহারী॥
এইরূপে হ'লো শেষ চব্বিশ বৎসর।
অপরূপ করে লীলা গৌরাঙ্গসুন্দর॥

কেমনে বর্ণিব সব আমি মূঢ়মতি।
নানা লীলা করে গোরা গোলোকের পতি॥
ত্যাগ-শিক্ষা দিতে প্রভু দ্রুতগতি ধায়।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে 'ভারতী' যথায়॥
সন্ন্যাস লইয়া পরে কত স্থানে গেল।
রূপ-সনাতনে ঠাকুর উদ্ধার করিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় যাঁরা গিয়া বৃন্দাবন।
লুপ্ত তীর্থ করে উদ্ধার, প্রিয় বন্ধুগণ!
পুরীধামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
নিরাকারব্রহ্মবাদী সুধীর সুজন॥
ষড়ভুজ রূপ ধরি অতি মনোহর।
উদ্ধার করিল তাঁরে দেববিশ্বম্ভর॥
জয়দেব আর কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদিল রামানন্দ-সরূপ-সহিত॥
'বিশাখাতত্ত্ব' রামানন্দে গোদাবরী তীরে।
'সাধ্য সাধন' তত্ত্ব পুছে বারে বারে॥
নানা কথা কহি রায় কহে সর্ব্বশেষে।
"রাধাকৃষ্ণ—শ্রেষ্ঠরস ভজিবে হরিষে॥"
এইরূপে প্রভু মোর সাধন শিখায়।
জগৎ জীবের লাগি জেনো সুনিশ্চয়॥
যেরূপে অর্জ্জুনে কৃষ্ণ উপলক্ষ করি।
দেখাল জগৎজনে সাধনার তরী॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গেল কাবেরীর তীরে।
শ্রীরঙ্গ হইল অস্থির দেখিয়া তাঁহারে॥
বাস করে প্রভু সেথা ত্রিমল্লের ঘরে।
বৈষ্ণবের সনে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য করে॥
পরমানন্দ পুরী সনে মিলন হইল।
কৃষ্ণদাসে প্রভু তবে উদ্ধার করিল॥
সপ্ত তালে প্রভু যে করেন বিমোচন।
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর করেন দর্শন॥
সেখানেতে কূর্ম্ম-পুরাণ শ্রবণ করিল।
রাবণ হরে মায়াসীতা যাহাতে লিখিল॥

প্রচারিল এরূপে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম।
একদণ্ড নাহি করে কোথাও বিশ্রাম॥
এবে যে করিব শেষ নিমায়ের কথা।
গোরা যায় বৃন্দাবন শাস্ত্রে আছে গাঁথা॥
লোকালয়-পথ ছাড়ি বনপথে ধায়।
সঙ্গেতে চ'লেছে এক বিপ্র মহাশয়॥
প্রভুগত প্রাণ তাঁর 'বলভদ্র' নাম।
সর্ব্বতীর্থ মানসে যায় বৃন্দাবন ধাম॥
দুর্গম বনে চলে প্রভু 'কৃষ্ণ' নাম স্মরি।
ব্যাঘ্র ভল্লুক ছাড়ে পথ তাঁহাকে নেহারি॥
একদিন বন্য পথে ব্যাঘ্র নিদ্রা যায়।
আচম্বিতে শ্রীচরণ স্পর্শিল তাহায়॥
প্রভু কহে,—"কহ কৃষ্ণ", ব্যাঘ্র যে উঠিল।
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
ঝারি খণ্ড পথে প্রভু কাশীধাম গেল।
স্থাবর জঙ্গমে কৃপা পথেতে করিল॥
তপন মিশ্র গৃহে প্রভু করি অবস্থান।
বৈদান্তিক প্রকাশানন্দে করিল যে ত্রাণ॥
সেথা হ'তে প্রভু মোর প্রয়াগে আসিয়া।
নদী স্নান করিল যে হরষিত হ'য়া॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে ঝাঁপ দিল তায়।
ভট্টাচার্য্য সচকিতে তীরেতে উঠায়॥
এইরূপে নানা পথ ভ্রমি গোরাধন।
বৃন্দাবনে পঁহুছিল, শুন বন্ধুগণ॥
দিব্যোন্মাদ হয় প্রভুর অতি চমৎকার।
যাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার চল্লিশ ঘাটে করে প্রভু স্নান।
সেই বিপ্র দেখাইল সব লীলাস্থান॥
মধুবন তালবন যত আছে ভাই।
সর্ব্বত্র গেল গো মোর প্রাণের নিমাই॥
ধান্যের জমিতে জল দেখিয়া হাসিল।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড সেথা নিরূপিল॥
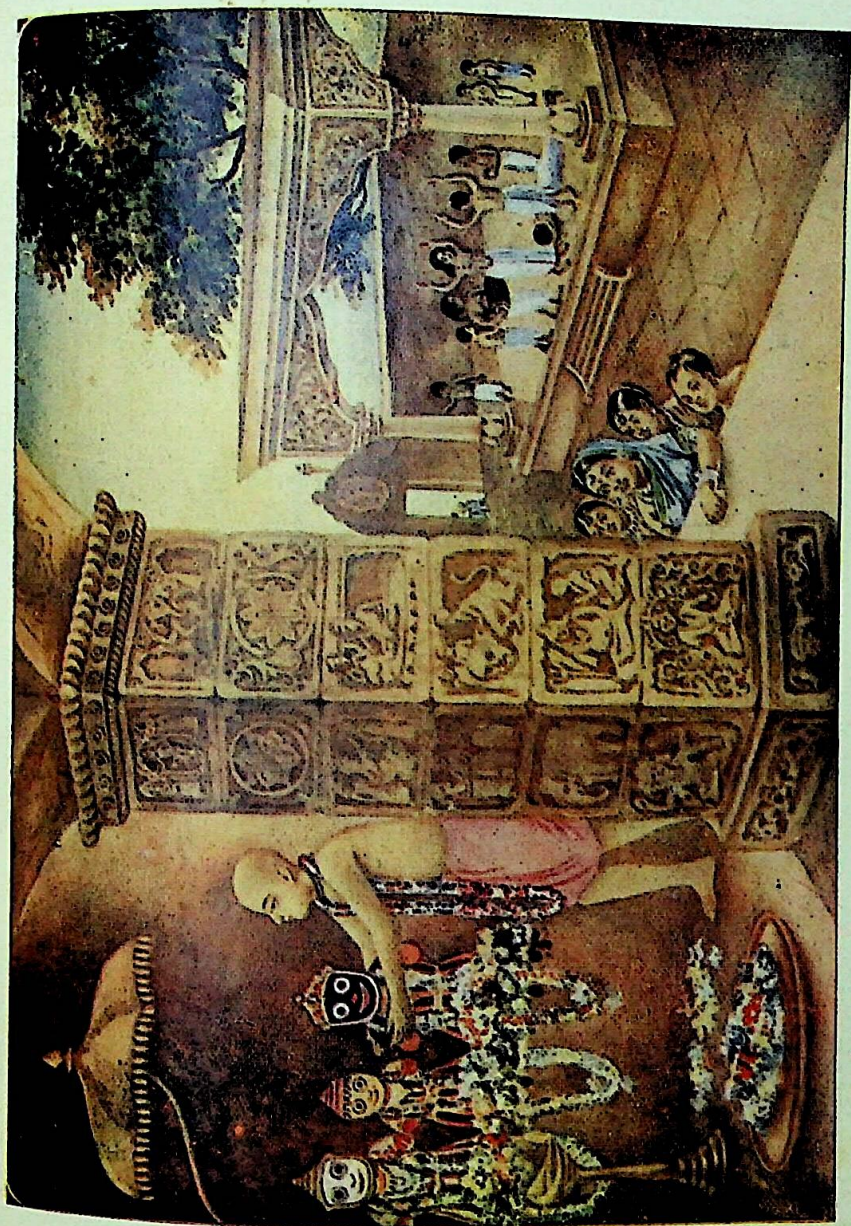
হরষিত হ'য়ে প্রভু করে সেথা স্নান।
ব্রজনারী আশীষিল দিয়া দুর্ব্বা ধান॥
মানস-গঙ্গায় প্রভু স্নান সমাপিয়া।
পরিক্রমে গোবর্দ্ধন ব্যাকুল হইয়া॥
এইরূপে নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।
পুরীধামে এল' ফিরি' ভক্ত প্রাণধন॥
দেখিয়া সুনীল-জল সাগরের হরি।
'কৃষ্ণ!' বলি দিল ঝাঁপ যাই বলিহারী॥
কেমনে বর্ণিব তাঁর অপার মহিমা।
পুরাণাদি বেদ যাঁর দিতে নারে সীমা॥
নাম-কীর্ত্তন এইরূপে করি সমাপন।
জগন্নাথে গেল মিশি জগৎজীবন॥

ভক্তি-ঠাকুরাণী।

কেমনে বর্ণিব আমি ভক্তিতত্ত্ব-কথা।
রাধারাণী কর কৃপা গাহি সেই গাথা॥
তুমি যে জগৎমাতা গোলোকবাসিনী।
মম বাঞ্ছা কর পূর্ণ কল্যাণদায়িনী॥
আমা হেন নরাধম না আছে ধরায়।
বিতরি করুণা তব রাখ রাঙা পায়॥
বিপদ সাগরে পড়ি ডাকিতেছি আমি।
অধমে চরণে স্থান দাও দেবি! তুমি॥
সত্য পথে কর মোরে সদাই চালিত।
ঝঞ্ঝাবাতে নাহি যেন হই বিচলিত॥
দৃঢ় করি হৃদে ধরি যেন ও চরণ।
যাহাতে মিলিবে "কৃষ্ণ" ভক্ত-প্রাণধন॥
বাল্যাবধি আঁখি নীরে ভাসিতেছি আমি।
কৃপা-কটাক্ষ-পাত কর রাধে তুমি॥

আর ত' সহিতে নারি বৃষভানু-সুতা।
হৃদয়ে শকতি দাও ওগো বিশ্বমাতা॥
কতকাল বাহিতেছি জীবন-তরণী।
কবে বা হবে গো শেষ পতিতপাবনী॥
এরূপে কেমনে আমি কাটাইব কাল।
হৃদি মাঝে এস রাধে ঘুচুক জঞ্জাল॥
বড় সাধ পূজি দেবি! যুগলচরণ।
হবেনা কি বাঞ্ছা মোর কখন' পূরণ?
তবে কেন হেথা তুমি পাঠালে আমায়।
চরণ-বিরহ আর সহনে না যায়॥
কি আর বলিব আমি সেই শ্যাম-কথা।
সদাই দিতেছে মোরে প্রাণে বড় ব্যথা॥
কেন সে নিঠুর এত জানি না যে আমি।
কেবল পাঠায় মোরে যেথা ব্যথা-ভূমি॥
আড়ালে থাকিয়া মোর রহস্য যে দেখে।
ইথে বড় পাই ব্যথা তাই ডাকি তোকে॥
এখন গাহিতে চাহি তোর যে মহিমা।
নারদাদি ব্যাস যার দিতে নারে সীমা॥
কর দেবি! আশীর্ব্বাদ হতভাগ্য মোরে।
যেন শক্তি পাই আমি ভক্তি বর্ণিবারে॥
মাখি সব বৈষ্ণবের পদধূলি গায়।
খুঁজিতে চলিনু আমি ভক্তি গো যেথায়॥
এবে আমি কহিব যে ভক্তির মাধুরী।
যাহাতে শ্যামের মন করে সদা চুরী॥
'সম্বন্ধ' মোদের—"কৃষ্ণ", 'অভিধেয়'—"ভক্তি"।
'কৃষ্ণপ্রেম'—'প্রয়োজন', বৈষ্ণবের মুক্তি॥
'ঈশ্বরে পরানুরক্তি' তারে 'ভক্তি' বলি।
ঈশ্বর মোদের—'কৃষ্ণ', যেওনাকো ভুলি॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ক'রোনাকো আন্।
দুইই হয় যে ভাই নিত্য-কৃষ্ণ-ধাম॥
ভক্তিই সাধ্য মোদের ভক্তিই সাধন।
যাহাতে মিলিবে ভাই শ্রীরাধারমণ॥

গুরুপদে রাখি মতি কর গো সাধন।
গুরুকৃপায় পাবে তুমি মুরলীবদন॥
"সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।"
"কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥"
"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।"
"নিরপরাধে কৈলে নাম পায় প্রেমধন॥"

* * * * *

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।"
"গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥"
করে যদি মহাপাপী সদা গো কীর্ত্তন।
শ্রেষ্ঠ দ্বিজে পরিণত হয় সেই জন॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাহা আছে যে বর্ণিত।
ভয় নাহি ক'রো তুমি হইয়া পতিত॥
হরির প্রীতির তরে চিন্ময় বুদ্ধিতে,
যে জন করে গো পূজা তাঁর বিগ্রহেতে।
জীবেরে তাদৃশী প্রীতি করেনাকো ভাই,
'কনিষ্ঠ ভকত' বলি জানিবে সবাই॥
আবার কৃষ্ণের প্রতি করে যে বা প্রীতি,
বন্ধু ব'লি মানে তাঁয় আছে যাঁর ভক্তি ;
কৃপা করে যারা হয় নির্ব্বোধ সরল,
উপেক্ষা করে গো ঐ বিদ্বেষীর দল,
'মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব' শাস্ত্রে তাঁরে বলে।
বিদিত আছে যে ইহা এই ভূমণ্ডলে॥
এখন শুন গো মোর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ।
'ভাগবতোত্তমের' কিবা হয় গো ভূষণ॥
"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি॥"
সর্ব্বভূতে দেখে সে যে কৃষ্ণ-ভগবানে,
আত্মার গো আত্মা যিনি শাস্ত্রেতে বাখানে—
সর্ব্বভূতে দৃষ্টি যাঁর সর্ব্বক্ষণ রয়,
ছলনা চাতুরী সব জানিতে যে পায় ;

অন্তরে থাকিয়া যিনি সবাকার মন।
পরমাত্মারূপে সদা করেন দর্শন ॥
নিরপেক্ষা—হয় 'ভক্তি' কিছু নাহি চায়।
নিজেই 'সৌন্দর্য্য' আর 'অলঙ্কার' হয় ॥
"আমি ত' কৃষ্ণের দাস"—যেবা এই বলে।
'দয়া' আর 'দৈন্য' সেবা করে কুতূহলে ॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণে আছে ভাই যাঁর।
মনেতে জানিবে—'ভক্তি' জন্মেছে তাঁহার ॥
অচিরেই কৃষ্ণ তাঁয় উদ্ধার করিবে।
ব্রজে 'রাধাকৃষ্ণ' তাঁর অবশ্য মিলিবে ॥
এবে যে শুন গো ভাই আর' নানা কথা।
পায়ে পড়ি ধর ধৈর্য্য শান্তি পাবে তথা ॥
"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।"
"অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"
"কভু স্বরগে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।"
"দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

*   *   *   *   *

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।"
"সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥
"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
"মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

*   *   *   *   *

"কৃষ্ণনাম হইতে হবে সংসার মোচন।"
"কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥"

*   *   *   *   *

"আপনি সভারে প্রভু করে উপদেশ।"
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥"
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"
"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"
"প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।"
"ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥"

"ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সভার।"
"সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥"
"দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।"
"কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া॥"
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"
"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
"কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।"
"স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"

* * * * *

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।"
"কোটী ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥"

* * * * *

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।"
"যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

* * * * *

"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।"
"কৃষ্ণ-নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥"

* * * * *

"অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।"
"যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥"

* * * * *

"গোবিন্দ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।"
"কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী॥"

* * * * *

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম হয় করিতে প্রচার।
যাহা হ'তে জীব সব পাইবে উদ্ধার॥
প্রচারেতে যেথা ভাই ব্যাঘাত দেখিবে।
রূঢ় বাক্য কদাপিও মুখে না আনিবে॥
বৈষ্ণবের নিন্দা ভাই ক'রোনা কখন'।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কৃষ্ণের পায় না চরণ॥
বৈষ্ণব-দর্শনে যদি ক্রোধ উপজয়,
অথবা অভিনন্দন না কর তাঁহায়,

অধঃপতন হবে তব নিশ্চিত জানিবে।
এই হেতু সাবধানে তুমি যে চলিবে॥
উচ্চৈঃস্বরে করিলে ভাই নাম-সংকীর্ত্তন।
শতগুণ পুণ্য লাভ করে ভক্তজন॥
উচ্চারিতে নাম যার না আছে শকতি।
সে জীব তরিয়া যায় শুনি উচ্চ গীতি॥
এখন শুন যে মোর প্রিয় বন্ধুগণ।
বীজ মন্ত্র যাহা হ'তে করিবে গ্রহণ॥
যে গুরু দেখিবে ভুক্ত সৎসম্প্রদায়।
অনুভবে মিলেছে যাঁর বাঁকা শ্যামরায়॥
শাস্ত্র নাহি জানে যদি তাহে নাহি ক্ষতি।
প্রত্যেক বাক্যেতে যাঁর শাস্ত্রের বসতি॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
যাহাতে আদৌ নাই এই দোষ সব॥
অচিরেই তাঁকে তুমি বরণ করিবে।
নিত্য-প্রকাশ গুরুতত্ত্ব মনেতে রাখিবে॥
গুরু-শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে সব ঠাঁই।
ভুলি না যেও গো মোর প্রিয় বোন্ ভাই॥
"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।"
"কাম বীজ কাম গায়ত্র্যে যাঁর উপাসন॥"

* * * * *

গোলোকেতে আছে শুন ভগ্নী-ভ্রাতৃগণ।
'গৌর-পীঠ' 'কৃষ্ণ-পীঠ' ভুবনমোহন॥
সাধনার কালে যেবা গৌর শুধু ভজে,
প্রেম-ভক্তি করি লাভ গৌর-রসে মজে;
নিত্য দেহ লাভ করি গৌর-পীঠে যায়।
উদার রূপেতে প্রভু আছে গো যেথায়॥
সেখানেতে ভজে গিয়া গৌর প্রাণধন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে যেথা আছে নারায়ণ॥
আবার যে জন মাত্র করে কৃষ্ণ-পূজা।
কৃষ্ণ-পীঠে যায় চলি উড়াইয়া ধ্বজা॥

সেথা গিয়া করে সেবা মুরলীবদন।
মাধুর্য্যের মূর্ত্তি সে যে মদনমোহন॥
এবে শুন লীলা কথা মাধুর্য্যের সার।
যাহা গো করিল দান গৌর-অবতার॥
শুনিলে সে ব্রজলীলা বুক ভ'রে যায়।
শমন পলায় ত্রাসে ফিরিয়া না চায়॥
রাধাকৃষ্ণ করে লীলা ভূবনমোহন।
লয়ে সব কুলবতী ব্রজাঙ্গনাগণ॥
কৃষ্ণ নাহি জানে তাহা না জানে গোপীগণ।
"দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥"
বাজে গো শ্যামের বাঁশী মরমে পশিয়া।
আকুল করে গো সব ব্রজবালা-হিয়া॥
স্বীয় স্বীয় গৃহ ত্যজি কুলবধূগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যথা মুরলীবদন॥
লোকলজ্জার ভয় তারা করেনাকো ভাই।
মহাভাবে মত্ত যথা উন্মাদিনী রাই॥
কলঙ্ক র'টেছে ওগো ত্রিভুবনে যাঁর।
যোগী ঋষি গাহি যাহা ইষ্ট লভে তাঁর॥
রাখালেরা করে খেলা যমুনাপুলিনে।
ধীর সমীর বহে যেথা রাত্রিদিনে॥
কদম্ব বৃক্ষের তলে হেথা শ্যামরায়।
যমুনার তটে মোহন মুরলী বাজায়॥
যমুনা যে বহে উজান বাঁশরীর তানে।
মীন দেখে গো শ্যামে অনিমেষ নয়নে॥
তাহা দেখি রাধারাণী করে,—"হায়! হায়!"
কেন যে দিল গো বিধি পলক আমায়॥"
আবার দেখি গো সেথা গিরি-গোবর্দ্ধন।
গ'লে যায় শুনি ঐ 'মুরলী' মোহন॥
শ্যামসুন্দর করে লীলা অন্ত নাহি তার।
প্রকৃতি হাসে যে সদা ল'য়ে পুষ্পভার॥
রাই সেথা ব'সে থাকে কুঞ্জে মান করি।
মাধব সাধে গো তাঁর তু'চরণ ধরি॥

তবুও ভাঙ্গেনা মান 'মধুস্নেহ' বলি'।
'ঘৃতস্নেহে' ভাঙ্গে মান যথা চন্দ্রাবলী॥
এইরূপে গোপগোপী ভুঞ্জে সেবাসুখ।
থাকেনাকো তাঁহাদের জাগতিক-দুঃখ॥
মিলনে বিরহ সেথা বিরহে মিলন।
তাই হয় আনন্দের পূর্ণ আস্বাদন॥
বাল্যে একদিন ব্রহ্মা ব্রজলোকে গিয়া।
গোবৎস করিল চুরি সন্দিগ্ধ হইয়া॥
ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ করি ঠাকুর কানাই।
হ'লেন গোবৎস নিজে বলিহারী যাই॥
দেখিয়া কত যে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভিল।
পুরাণ পড়িলে তুমি জানিবে সকল॥
আবার দেখি যে হেথা অপরূপ-শোভা।
ময়ুর ময়ুরী নাচে বড় মনোলোভা॥
কোথাও বা দেখি ভাই হরিণ হরিণী।
ছুটিতেছে মৃদু-মধু প্রাণ-বিমোহিনী॥
এইরূপে কত লীলা মোর শ্যামরায়।
বৃন্দাবনে করে সদা কহনে না যায়॥
ভূমি যাঁর চিন্তামণি কল্পতরুময়।
কামধেনু যেথা সেথা ঘুরিয়া বেড়ায়॥
দেখিতে যে বড় সাধ হয় মোর ভাই।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে তোমরা সবাই॥
অবশেষে মহারাসে মদনমোহন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে জগৎজীবন॥
যাহা হ'তে উঠেছিল 'রাগ' হাজার ষোল।
'রাগিনী' ছত্রিশ হাজার গগন মোহিল॥
সাধন ভক্তিতে ভজে গৌর-শ্যামরায়।
লভে সে যে এই লীলা জেন' সুনিশ্চয়॥
কায়ব্যূহ করি লাভ দেহ হয় দুই।
গৌর-পীঠ কৃষ্ণ-পীঠে থাকে যে সদাই॥
অপার আনন্দ-লাভ করে সেই জন।
অন্য-যোগে দিতে যাহা না পারে কখন॥
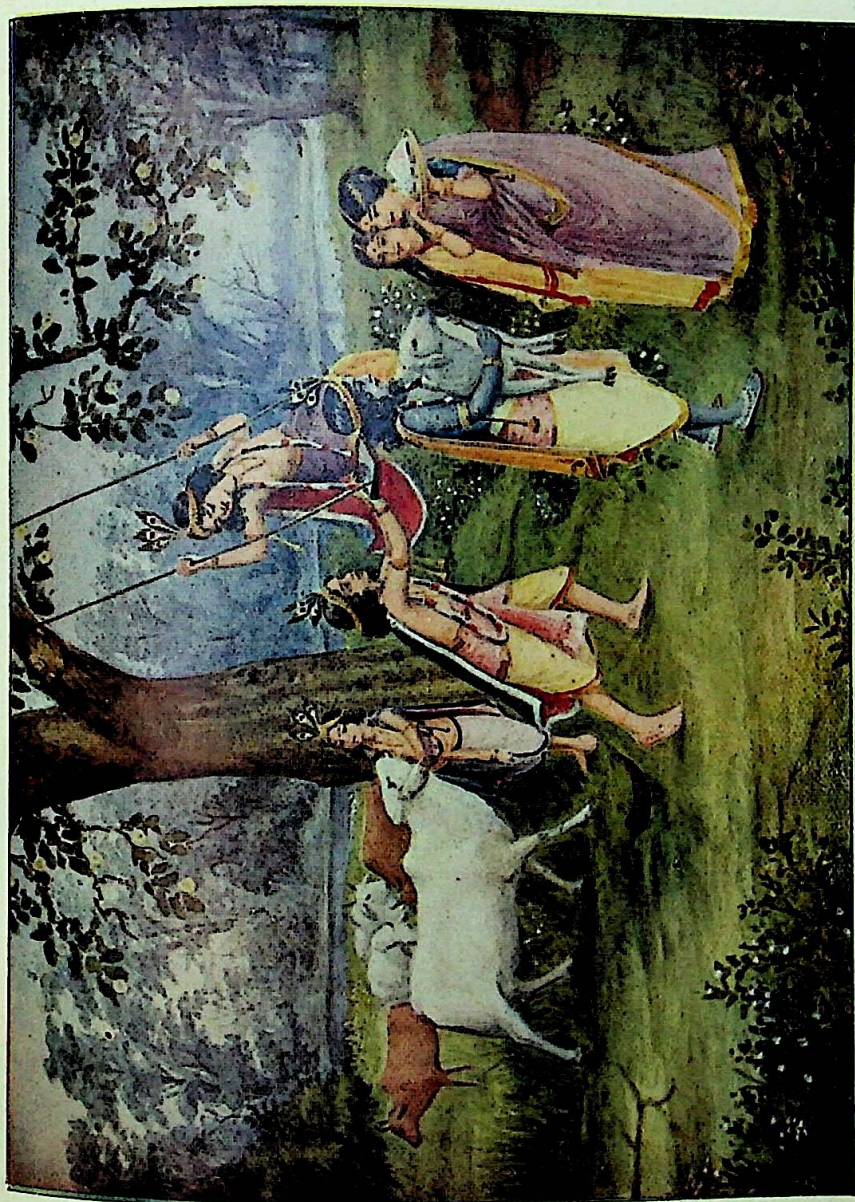
ভাগ্যবান হও যদি, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে।
ভক্তিলতা-বীজ পাবে কৃষ্ণ-প্রসাদেতে॥
বীজমন্ত্র গুরু হ'তে করিয়া গ্রহণ।
মালী হ'য়ে সেই বীজ করিবে রোপণ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেচন করিবে।
ভক্তিলতা-বীজ তবে অবশ্য বাড়িবে॥
"নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ।"
"তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥"
"দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।"
"জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ,-বিভেদ॥"

* * * * *

নিষ্ঠাসনে নাম তুমি যতই করিবে।
ততই কৃষ্ণেতে তব প্রেম উপজিবে॥
সিদ্ধি না আসিতে পারে তাহে ক্ষতি নাই।
বাড়িবে—দৈন্য, প্রেম যা'তে বশ কানাই॥
ভক্তি-যোগ বিনা ভাই অন্য যোগে সব।
সিদ্ধি আসি বাধা দেয়; প'ড়ে যায় রব॥
অহঙ্কারে সাধক যে হয় আত্মহারা।
যোগচ্যুত হয় তাই ব'লে গেছে গোরা॥
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,
নামের অক্ষর মনে করিয়া চিন্তন,
অষ্টপাশ হ'য়ে মুক্ত কর সদা নাম।
অচিরেই পাবে তুমি "রাধা" আর "শ্যাম"॥
ভুলি যে যেওনা কৃষ্ণ-দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ হন যে মদনমোহন॥
যদি কোন মহাপ্রাণ হয় গো স্পন্দিত।
বিশ্বপ্রাণ উঠে মাতি হইয়া ঝঙ্কৃত॥
সেইরূপ শ্রীগৌরের নামের ঝঙ্কারে।
সবাই বলিছে দেখ "হরে কৃষ্ণ হরে"॥
চরণে ধরি গো সবার কহ কৃষ্ণ-নাম।
ভব-জ্বালা যাবে দূরে পূরিবে মনস্কাম॥

আমরা থাকিব কেন ঘুমে অচেতন।
ডাকিছে স্বয়ং হরি ভক্ত-প্রাণধন॥
অতএব ত্যাগ করি জ্ঞানাষ্টাঙ্গ-যোগ,
যাহাতে হয়না কোন আনন্দের ভোগ ;
দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন গো থাকে না যথায়,
জীবাত্মায় বিসর্জ্জিয়ে সর্ব্বনাশ হয়॥
শুদ্ধ চিত্তে কর নাম প্রাণ-অভিরাম।
রক্ষা করিবে সদা জলধর-শ্যাম॥
যেরূপ অর্জ্জুনে কৃষ্ণ রক্ষিল সমরে।
ভীষ্ম-শরজাল হ'তে বিদ্ধ হ'য়ে শরে॥
আর এক কথা মোর প্রিয় বন্ধুগণ।
শুনিলে হইবে হিত শুন দিয়া মন॥
করিবে তোমরা সদা বিগ্রহ দর্শন।
লুণ্ঠিত হইবে দেহ কৃষ্ণের প্রাঙ্গন॥
মথুরা-মণ্ডলে ভাই করিলে যে বাস।
কৃষ্ণ-ভক্তি ক্ষিপ্র পায় রয়নাকো ত্রাস॥
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট ভাই করিবে ভক্ষণ।
পাদোদক নিষ্ঠাসনে করিবে সেবন॥
দেহ অপটু মোদের মন যে চঞ্চল।
আছে শুধু বাক্য এক তারে করি বল॥
'গ্রাম্য-কথা' কহিবে না, শুনিবে না, ভাই।
অমানী হইয়া নিজে মানিবে সবাই॥
বাক্যের সুব্যবহার এস মোরা করি।
মুখে সদা উচ্চারণ করি গৌরহরি॥
যে গৌর ব'লেছে,—"আছে যত নগর গ্রাম।
সর্ব্বত্র হইবে প্রচার নিত্য মোর নাম॥"
সর্ব্বশেষে শুন এক গূঢ়তম কথা।
যে কথা শুনিলে তব যাবে মনো-ব্যথা॥"
"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।"
"শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

* * * * *

মহাপ্রভুর এই বাক্যের গুঢ় মর্ম্ম যাহা।
শরণ লইয়া তাঁর শুন এবে তাহা ॥
কভু ত' অনিত্য নহে কৃষ্ণ-প্রেম ভাই।
সাধ্য ত' নহে গো ইহা ব'লেছে নিমাই ॥
চাকচিক্য হয় যেরূপ ময়লা বাসন,
সুমার্জ্জিত হ'লে পরে, ভগ্নী-ভ্রাতৃগণ!
সেরূপ সাধন-ভক্তি প্রথমে সাধিয়া,
করে পরিষ্কার ভক্ত, মলপূর্ণ হিয়া,
কৃষ্ণ-প্রেমে উদ্ভাসিত হয় সুনিশ্চয়।
ছিল কালি যাহাতে অনাদিকালময় ॥
ভগবানে থাকে যে ভাই তাঁহার 'স্বরূপ',
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে থাকে 'প্রেম' অপরূপ;
সেই 'প্রেম' হ'তে রশ্মি হ'য়ে নিপতিত।
করয়ে সাধক চিত্ত নিত্য উদ্ভাসিত ॥
প্রেম-ভক্তি লভি সে যে শুন বন্ধুগণ।
অচিরেতে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

নামের ঝুলি।

'নাম' 'নাম' করি সবাই নাম ত' সোজা নয়,
নামের বলে দেখ্‌বি হরি ভূমণ্ডলময়;
নামেতে যে ক'র্‌বে পাগল,
মন প্রাণ হবে বিহ্বল,
বাহ্য-দৃষ্টি থাক্‌বেনাকো উঠ্‌বে প্রেমের ঢেউ।
আনন্দেতে মাত্‌বে প্রাণ র'বে না আর কেউ ॥

সুধামাখা এই হরিনাম এনেছে গৌরহরি,
পাপী-তাপী সবাই তোরা আয়রে ত্বরা করি ;
ক'র্‌লে এবার অবহেলা,
চ'লে যাবে নামের ভেলা,
মর্‌বি ডুবে মাঝখানেতে থাক্‌বে না যে আশা।
মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিয়ে আয়রে ছাড়ি বাসা।

চ'লে যখন যেতেই হবে দু'দিন পরে ভাই,
মিছে কেন 'আমার' 'আমার' করিস্ বল্ না তাই ;
ভুলে গিয়ে সকল বাঁধন,
কর্‌রে কৃষ্ণ-নাম সাধন,
নিষ্ঠাসনে ক'র্‌লে নাম হবে প্রেমোদয়।
তখন হরি তোরে কোলে নেবেন সুনিশ্চয় ॥

নামাপরাধ শূন্য হ'য়ে কর্ 'নাম' সবাই,
আস্‌বে নেমে 'নামে' 'নামে' সেই দয়াল কানাই ;
ব'লেছে যে স্বয়ং হরি,
উদ্ধারিতে নরনারী,
থাকিস্‌নারে মায়ার ঘোরে পেয়ে জনম সেরা।
দেখ্‌না ভেবে কেউ কারো নয়, বল্‌না 'গোরা' 'গোরা' ॥

সাধু সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে কাটিয়ে দে না কাল,
মিল্‌বে গুরু কল্পতরু ঘুচিবে জঞ্জাল ;
সব অভিমান বিসর্জ্জিয়ে,
আয়রে জীবন নদী বেয়ে,
ডাক্‌ছে তোদের গৌর-নিতাই,—"পারে যাবি আয়।
সময় ব'য়ে যায় রে, ওরে সময় ব'য়ে যায় ॥"

বংশী-ধ্বনি।

ওই বাজে ওই শোন্ শ্যামের বাঁশরী,
"আয়রে পতিত, ওরে, আয়! আয়!" ব'লে ;
ওরে মূঢ় মন, কেন ঘুমে অচেতন ?
নাহি পাবি শ্যামধন কাল ব'য়ে গেলে।

সুমধুর তানে বংশী ওই বাজে, ওই!
যমুনার বারিরাশি নাচাইয়া তালে;
ময়ুর ময়ূরী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
আনন্দে করিছে নৃত্য 'শ্যাম' পাবে ব'লে।

হরিণ ছুটেছে ওই! হরিণীর লাগি,
শুনিয়া সে সুমধুর বাঁশরীর তান;
কোকিল ছুটেছে ত্থাখ্ কোকিলার পানে!
শুনা'তে শ্যামের সেই সুললিত গান।

পাপিয়া ধ'রেছে তান পঞ্চমের সুরে,
শুনি কেশবের সেই মধুর বাদন ;
সারস পাখীরা সব জলে নৃত্য করে,
এমনি সে বেণুধ্বনি ভূবনমোহন !

চাতক বসিয়াছিল মেঘ-বারি আশে,
শুনিয়া শ্যামের ওই মোহন মুরলী ;
ঘুচে গেল তৃষ্ণা তার জনমের তরে;
তুই কেন শ্যামধনে হেলায় হারালি ?

যে বংশী বাজিলে রাধা হইয়া পাগল,
ছুটে যেত' ব'লি,—"কোথা শ্যাম গুণমণি!"
সে বংশী-নিনাদ শোন্ স্থির হ'য়ে মন,
মোহন বাঁশরী-রব প্রেম-নির্ঝরিণী।

শুনি ওই বংশী-ধ্বনি ব্রজ-গোপীগণ,
ত্যজি নিজ-পতি, হ'য়ে পাগলিনীপারা;
ছুটিত শ্যামের পানে "কোথা বঁধু!" বলি,
ভাসাইয়া বৃন্দাবন ত্যজি অশ্রু-ধারা।

ওই বেণু-ধ্বনি শুনি গাভীগণ সদা,
হাম্বারবে পুচ্ছ তুলি শ্যাম পানে যেত';
তুই কেন র'লি মন হ'য়ে অচেতন,
মায়ার বিষম ফাঁদে হইয়া বিব্রত?

শুনিলিনা মূঢ়মন না আছে শ্রবণ,
বংশী-ধ্বনি উঠে ছাখ্ গগন ভেদিয়া;
কিন্নর কিন্নরী সব ত্যজিয়া বিহার,
অপ্সরার সনে বংশী শুনে হানা দিয়া।

শুনিয়া সে বাঁশরীর স্থললিত তান,
আনন্দে আকাশে নাচে তারাদল যত;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সব নাচে ছাখ্ ওই,
গোবিন্দ-চরণ ধ্যানে হ'য়ে তুই রত।

সাগর উথলি উঠে চেয়ে ছাখ্ ওই,
নিজ-বক্ষে ল'য়ে তার যত ঊর্ম্মিমালা,
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী! তবে কেন তুই
জাগিলিনা জুড়াতে এ ত্রিতাপের জ্বালা!

মোহিয়া ঐ মহাব্যোম বাঁশরীর গান,
প্রতিস্থানে হয় ছাখ্ ঘাত-প্রতিঘাত;
শুনিলি না সে মধুর রাগিণী-আলাপ,
বৃথায় জীবন-রবি হ'ল অস্তমিত!

স্থাবর জঙ্গম নাচে আনন্দে বিহ্বল,
ঘুমাস্ না মূঢ়মন জাগ্ এইবার;
শ্যামের তরণী এসে লেগেছে যে ঘাটে,
উঠে পড়্ যদি হবি ভবসিন্ধু পার।

মধুকর করে সদা যে শ্যামের গান,
গুন্ গুন্ গুন্ রবে মাতায়ে সবায়;
সে শ্যাম বাজায় বংশী শুনিলিনা তুই;
ওরে মূঢ় মন! তোরে কি বলিব হায়!

চরণে নুপূর শ্যাম তালে তালে নাচে,
'রুণু ঝুনু রুণু' করি হয় তার ধ্বনি;
কানের ভিতর দিয়া পশিয়া মরমে,
কাঁদায় ভকত-জনে নীলকান্ত-মণি।

পেরেছি বুঝিতে মূঢ়! জাগিবিনা তুই,
মোহ-তন্দ্রাঘোর তোরে ঘিরেছে কেবল;
শ্যাম-পদে রতি কভু হবেনারে তোর,
ভুঞ্জিলি বিষয় সদা তীব্র-হলাহল।

'জগৎ বাসে না ভালো' বুঝিলিনা তুই,
কি মোহ-মদিরা পানে সদা মাতোয়ারা;
নিজের সর্ব্বস্ব-ধন মদনমোহন,
ভুলে গেলি মূঢ় তুই হ'য়ে দিশেহারা!

অধরে মুরলীধর ধরিয়া মুরলী,
করিতেছে পঞ্চরসে বংশীর বাদন;
পড়্ গিয়ে মন-অলি! চরণ-কমলে,
তৃপ্ত হবি মধু তার করি আস্বাদন।

পশে যাঁর কর্ণে ওই মোহন-বাঁশরী,
যুক্ত-বৈরাগ্য তাঁয় করে অধিকার;
ছুটে চলে শ্যাম-পানে উদাসীন বেশে,
আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে সংসার মাঝার।

রাধা-প্রেমে হয়ে শ্যাম সদা বিগলিত,
ত্রিভঙ্গ হ'য়েছে ছাখ্ আঁখি তোর খুলি;
এ শ্যাম চলিয়া গেলে আসিবে না আর,
করিবিরে সদা তুই আকুলি ব্যাকুলি।

মানব জনম হয় দুর্লভ সবার,
সে কথা গেছিস্ ভুলে! স্থান যে ভীষণ;
তাই বুঝি শুকদেব হংস চুড়ামণি,
আসিবেনা ব'লেছিল এ মায়া-কানন।

জীব হয় চিৎবিন্দু, তা'তে এত' রতি!
ভেবে ছাখ্, ওরে মন! সে বস্তু কেমন;
যেখানেতে চিৎসিন্ধু আছে যে উথলি,
ব্রহ্মানন্দ কাছে যার না হয় গণন।

ভোগদেহ এ-ত' নয় ছাখ্ তত্ত্ব ভাবি,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দেহ সাধনার ধন;
রিপু সব করি 'দাস' খাটাইছে তোরে,
মায়া-মোহ-পদাঘাত খেলি অকারণ।

উচ্চারণ কর্ তুই নাম-স্পর্শমণি,
চৌদিকে ফলিবে সোনা হবে জ্যোতির্ম্ময়;
টুটিবে মায়ার বাঁধা, পূত-শান্তিধারা
ছুটিবে সকল দিকে পেয়ে 'দয়ামর়'।

"কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা" এই হয় জ্ঞান,
ভুলায়েছে সে কথা যে মায়া কুহকিনী;
নাম, রূপ, গুণ, লীলা কর্‌রে শ্রবণ,
দূরে যাবে শোক তাপ মন-বিদারিণী।

আছে যার রতি কৃষ্ণে, নাহিকো বিষয়,
থাকিলে বিষয়ে রতি 'কৃষ্ণ' নাহি পায়;
বিরুদ্ধ স্বভাব দু'য়ের জানিয়া নিশ্চিত,
"তোমার হ'লাম!" বলি' পড়্ শ্যাম-পায়।

'ভুক্তি' 'মুক্তি' 'সিদ্ধি' পায় কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী,
ভকতের কাছে তাহা লোষ্ট্রখণ্ড-প্রায়;
সে চাহে ভজিতে সদা গোবিন্দ-চরণ,
ত্যাগ করি এই তিন গণি অন্তরায়।

করে ভোগ ভক্তগণ নানাবিধ জ্বালা?
সে কেন জানিস্? ওরে মম মূঢ় মন!
পেয়ে শ্যাম প্রেমময় করি অনাদর,
যা'তে না আসিবে পুনঃ এ মায়া-ভবন।

ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র করিয়া রচনা,
শান্তি নাহি পেয়েছিল মনেতে তাঁহার;
"শ্রীমদ্ভাগবত" রচি নারদ-বচনে,
ল'ভেছিল চির-শান্তি সংসার-মাঝার।

থাক্ মন বিষয়েতে ক্ষতি নাহি তায়,
জগৎ কৃষ্ণের তাহা ভুল'না কখন';
"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা" জেনে বিষময়,
"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায়" হওরে মগন।

প্রেমপাকে জীবাত্মায় করিয়া মন্থন,
লাভ করি ভক্তগণ দশা প্রেমময়ী;
নিত্য দেহে ভজে সদা নিত্য বৃন্দাবনে,
"রাধাশ্যাম"—যুগল রূপ! হ'য়ে সর্ব্বজয়ী।

হৃদয়-মন্দিরে মন দিস্ না অর্গল,
প্রেমের ঠাকুর মোর সেই নীলমণি;
যখন আসিবে সে গো তোর সন্নিধানে,
ফিরে যাবে ছাখে যদি রুদ্ধ হিয়াখানি।

হে শ্যাম করুণাময় পতিতপাবন!
আমা হেন পাপাত্মার নাহি কি উদ্ধার?
তবে কেন ডাকে সব ব'লি জগন্নাথ,
কৃপা নাহি কর যদি ব'লি দুরাচার!

মহান্ প্রসাদে তব দাও হে প্রেরণা,
ব্যাকুলতা হৃদয়ের দিতে রাঙা পায়;
তুমি না চরণে প্রভু দিলে মোরে স্থান,
আর কে দিবে গো শ্যাম অধমে আশ্রয়?

সব চেয়ে হীন করি মানি আপনায়,
কর্ মন! শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন;
আলোকিত করি তোর হৃদয়-মন্দির,
পশিবে সে দীননাথ কাঙ্গালের ধন।

সত্যের জয়।

যুগল-চরণ ভজ্‌তে তোর প্রাণ যদি চায়,
বাহির ভিতর কর্ এক্, থাক্‌বেনাকো ভয়;
সত্য পথে চলে যারা,
হয়নাকো দিশেহারা;
'সত্য-স্বরূপ' গৌর-নিতাই সদাই কাছে রয়।
তারা দু'ভাই বড়ই দয়াল জানিস্ সুনিশ্চয়॥

সত্য তরে ত্যজি ধাম মদনমোহন,
ধরাধামে আসে নামি যেথা বৃন্দাবন;
'ধরা' 'দ্রোণ' রূপে যারা,
সাধনায় হ'লো সারা,
'যশোদা' 'নন্দ' রূপে তারা লভে যে জনম।
সত্য তরে জান্‌বে, মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ॥

সত্যের বল বড়ই বল জানিও সবাই,
সত্যের তরে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই;
সত্য তরে কৃষ্ণধন,
বাসে ভালো ভক্তজন,
সত্য তরে পড়ল' বাঁধা ব্রজে শ্যামরায়।
মূলমন্ত্র কর 'সত্য' হবে তোমার জয়॥

পিতৃ-সত্য পালন তরে রাম গুণধাম,
যোগিবেশে পশ্‌ল' বনে ত্যজি সর্ব্বকাম ;
সত্য তরে রাজা 'বলি',
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিয়ে বলি,
করে গমন পাতালপুরী সঙ্গে ভগবান্।
এস উড়াই মিলি সবাই সত্যের নিশান ॥

সত্যের তরে দিল কর্ণ 'পুত্র'-বলিদান,
সত্যের তরে হরিশ্চন্দ্র গেল যে শ্মশান ;
সত্য তরে হরিদাস,
হ'য়ে সদা কৃষ্ণদাস,
কাজীর প্রহার গায়ে সহে যে ভীষণ।
কৃষ্ণে কহে,—'কর কৃপা পাষণ্ডীরগণ!' ॥

সত্য তরে করে দেখ প্রাণ বিসর্জ্জন,
চিতোরের যত রাণী শুন বন্ধুগণ ;
অতএব এস মোরা,
সত্যে মানি ধ্রুবতারা,
মহদনুভব-নামে হইগো মগন।
'নাম' 'নামী' ভিন্ন নয় ; দৃঢ় কর মন ॥

গোলোকধাম।
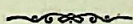
চরণে পড়িয়া সবার দন্তে তৃণ ধরি।
অনুরোধ করি আমি বল্‌রে গৌরহরি ॥
বেলা ব'য়ে যায় ওরে বেলা ব'য়ে যায়।
বাঁজায় বাঁশরী ঐ শোন্ শ্যামরায় ॥
ভজ 'কৃষ্ণ' জপ 'কৃষ্ণ' কহ কৃষ্ণ-নাম।
নিশ্চিত নামিবে কৃষ্ণ ত্যজি তাঁর ধাম ॥

বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক যথা।
যোগী জ্ঞানী মুক্ত হ'য়ে যায় ত্বরা তথা॥
ওপারেতে পরব্যোম আছে অবস্থিত।
মনেতে জানিবে ভাই হইয়া নিশ্চিত॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ তায় যাই বলিহারী।
কৃষ্ণ-লীলা অপরূপ বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বোপরি আছে এক অপ্রাকৃত ধাম।
সেই ত' 'গোলোক' ভাই যেথা আছে শ্যাম॥
সেখানেতে বংশীধারী রাধারাণী সনে।
নিত্য-লীলা করে ওই নিত্য-বৃন্দাবনে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত গোপীগণ।
মহাভাবে হয় তাঁরা রাসোপকরণ॥
নিষ্ঠা করি বল্ হরি যাবি তুই সেথা।
আসিবিনা পুনরায় পেতে এই ব্যথা॥
মঞ্জরী হইয়া কর্ কৃষ্ণ-আরাধন।
আনুগত্যে গুরু-সখীর পাবি কৃষ্ণধন॥
সংক্ষেপে কহিনু আমি রস যে উজ্জ্বল।
যে রস শুনিলে সদা নেত্রে বহে জল॥
যাহার অপর নাম হয় যে শৃঙ্গার।
সখী হয়ে ভজ্ ভাই পাবি অধিকার॥
অন্য চারি রস তোর মিলিবে হেথায়।
নিজ মুখে ব'লে গেছে বাঁকা শ্যামরায়॥
নিত্য ধামে গিয়ে তুই রম্য বৃন্দাবনে।
আনন্দে কাটাবি কাল সখা সখী সনে॥
গাঁথিয়া পুষ্পের হার দিবি শ্যাম-গলে।
মলয় বায়েতে হার ছুলিবে দোছুলে॥
শুধাইবে কত কথা তোরে বাঁকা হরি।
পূরবে তোর মনস্কাম সিদ্ধি লাভ করি॥
অতএব গৌর-দত্ত মহামন্ত্র-নাম।
রসনায় উচ্চারণ কর্ অবিরাম॥

কাতর আহ্বান।
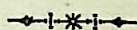
অসীমের পার হ'তে, এল' গৌর নদীয়াতে,
বিতরিতে কৃষ্ণ-নাম গুপত-রতন।
চল ভাই সবে মিলি, 'হরে কৃষ্ণ হরে' বলি,
দেবতা-দুর্লভ-ভূমি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন॥

বেলা ব'য়ে যায় ভাই, এস' গৃহ পানে যাই,
কালের বিলম্বে ওগো আসিবে শমন।
কেশে ধরি নিবে টানি, কোন' কথা নাহি শুনি,
থাকিতে সময় ধর নিতাই-চরণ॥

সে যে মহাসঙ্কর্ষণ, মায়া করি আকর্ষণ,
মিলাইবে শ্রীগৌরাঙ্গ অমূল্য রতন।
সে রতন নিয়ে সাথে, যাব বৃন্দাবন-পথে,
যেথায় যাবট-ধাম আনন্দ-ভবন॥

'রাধা! রাধা!' বলি সেথা, জানাইব মনোব্যথা,
সখীগণসহ দেব দিবে দরশন।
মুছাইবে আঁখিজল, পরাণে পাইব বল,
অনাদি কালের বহ্নি হ'বে নির্ব্বাপণ॥

কৃপা লভি শ্রীরাধার, যাব মায়াসিন্ধু-পার,
হেম-পীঠে শোভে যেথা মদনমোহন।
বামে ল'য়ে রাসেশ্বরী, মনোচোর বংশীধারী,
বসিবে যেথায় আছে রম্য রত্নাসন॥

হুঁহু-মুখ নিরখিব, তাম্বুলাদি যোগাইব,
ভজিব একান্ত মনে দোঁহার চরণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে, স্মরিয়া পরমানন্দে,
প্রেমের সাগরে মোরা হইব মগন!

শেষ নিবেদন।

ব্যথা দাও কৃষ্ণ যত পার তুমি,
সহিবারে দিও ক্ষমতা আমায়;
যদিও ঘৃণিত লাঞ্ছিত হে আমি,
তোমারি সৃজিত ওগো দয়াময়!

ভুল'না ভুল'না ভুল'না হে নাথ!
ভুলে গেলে মোরে দাঁড়াবো কোথায়?
তুমি যে গো প্রভু জগতের পতি,
কভুত' জগৎ ছাড়া আমি নয়!

বড় ব্যথা আমি পেয়েছি হে প্রভু!
আবিলতাময় এ সংসার মাঝে;
তাই ওহে মোর গোলোকবিহারী!
এস কাছে এবে প্রেমময় সাজে।

সংসার-মরুতে নাহি কোন' শান্তি,
চারিদিক্ শুধু হাহাকারময়;
কেহ ত' দয়িত! বাসে না যে ভালো,
স্বার্থেরই তরে সকলেতে ধায়।

কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি,
ভেবেছিনু বন্ধু আমার যাহারা;
বক্ষেতে হানিল শাণিত ছুরিকা,
নেত্র-জলে মোর ভাসিল এ ধরা!

মায়া-মোহ করি সমূলে ছেদন,
নিযুক্ত কর হে তোমারি কাজে;
ল'য়ে যাও কৃষ্ণ! সেথা মোরে তুমি,
অনাবিল-শান্তি যথায় বিরাজে।

দাও কৃপা করি সন্ন্যাস আমারে,
নাম-রসে ডুবি ওগো প্রিয় নামী!
কাঙ্গালের এই শেষ নিবেদন—
চরণ-চ্যুত যেন না হই স্বামী!

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীসখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
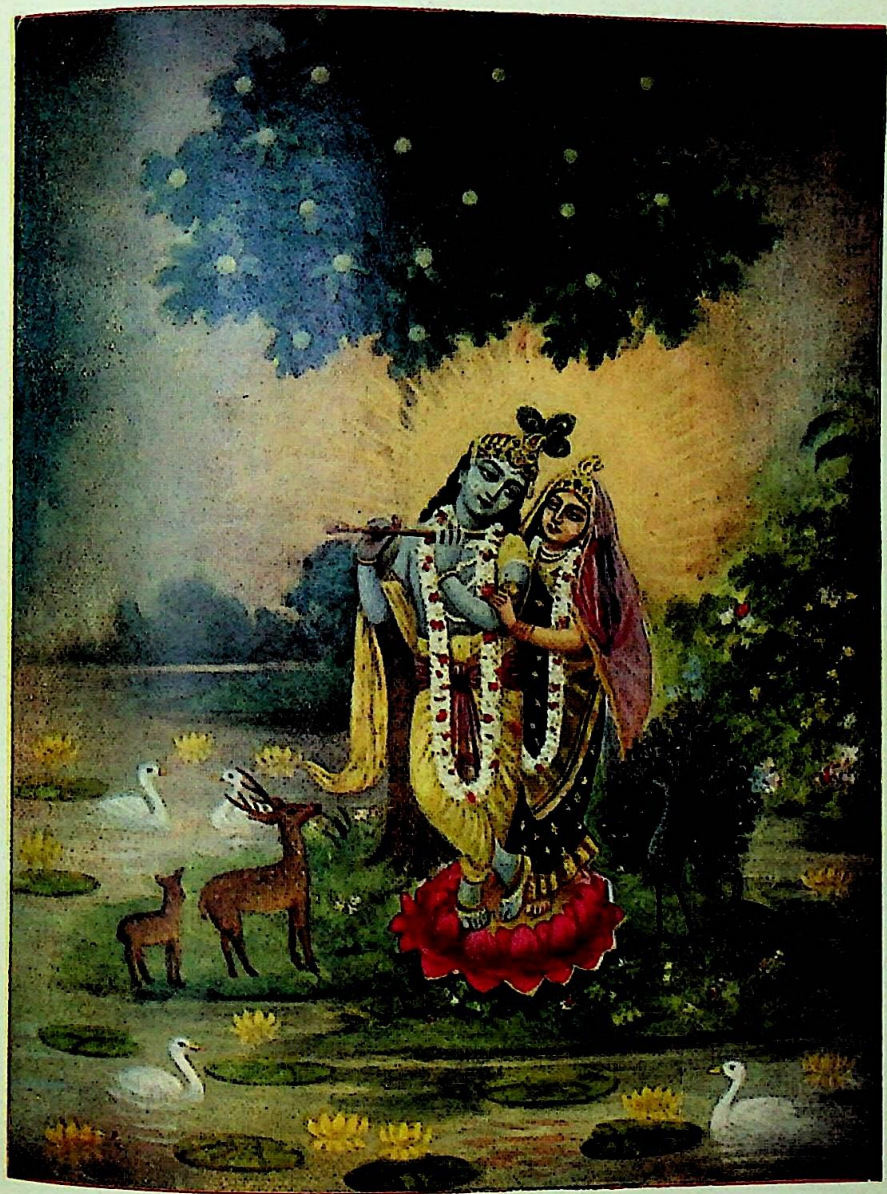
শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ তাহার প্রমাণ।

কঠোপনিষদ্ (১।২।২৫ ও ১।৩।৯):—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি * * * তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদ—নিখিল বেদ যাঁহাকে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ সেই বিষ্ণুর পদের কথা বলিতেছি—তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদসংহিতা—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।"

বঙ্গানুবাদ—সেই বিষ্ণুর পরম পদ দিব্য সূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন। যে বিষ্ণুর পরমপদ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ।

(তৈঃ আঃ ২।৭) "রসো বৈ সঃ।"

বঙ্গানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধ পরমতত্ত্বই রস স্বরূপ।

(ছা ৮।১৩।১)—"শ্যামচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল, কৃষ্ণ-প্রপাত্তক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়-শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রপন্ন হই।

বৃহদারণ্যকে ৪।৫।৬—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

বঙ্গানুবাদ:—হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মা শ্রীহরি সম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে।

ঋগ্বেদঃ—অপশ্যং গোপাল মনিপদ্যমান মা চ পরায় পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ। স-বিষূচীর্বসান অবরবী বর্ত্তিভূবনেষ্বন্তঃ।

বঙ্গানুবাদ—দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন' পতন নাই; কখন' নিকটে, কখন' দূরে, ভক্তের জন্য নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন' বহুবিধ বস্ত্রেতে কখন' বা পৃথক পৃথক বস্ত্রাচ্ছাদিত, এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন।

অথর্ব্ববেদঃ—কৃষ্ণএব পরো দেবঃ, তং ধ্যায়েৎ, যজেৎ, রসেৎ, ভজেৎ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম দেব; তাঁহাকে ধ্যান করিবে, পূজা করিবে, রসময়ী উপাসনা করিবে ও ভজনা করিবে।

এইরূপ বহুতর বেদবাক্যে কৃষ্ণভজনই যে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা জানিতে পারি।

গোপালতাপনী—একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽ বভাতি।

বঙ্গানুবাদ—পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশয়িতা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য। তিনি অদ্বয় জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে বহুপ্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

(ভাঃ ৩।২৫।২২) ভগবান্ শ্রীকপিলদেব সাধুর স্বরূপ কহিতেছেন,—

"ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎ কৃতে ত্যক্ত-কর্ম্মাণস্ত্যক্ত-স্বজনবান্ধবাঃ॥"

বঙ্গানুবাদ—সাধুগণ ব্রহ্মারুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি আসক্ত না হইয়া একমাত্র আমাতে অনন্যভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্য যাবতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর্ম্ম এবং স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৪৩)

বঙ্গানুবাদ—যিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দর্শন করেন; আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয় রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫৫)

বঙ্গানুবাদ—অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক নিরপরাধে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের নিখিল পাপ দূরীভূত হয় সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমডোরে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিরাছেন তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হন। সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তির হৃদয় হইতে শ্রীহরি কখনই অন্তর্হিত হন না।

এতদ্ভিন্ন বহুগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত' বলিলে হয় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ এবং পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার প্রমাণ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি॥
—সামবেদঃ।

সপ্তমে গৌরবর্ণ-বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য—
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি॥
—অর্থর্ব্ববেদঃ।

অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্ম সন্নিভং পুরমদ্ভুতম্॥
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরইতীর্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥
—ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

"বিশ্বম্ভর, বিশ্বেন মা ভর মা পাহি স্বাহা"

—অথর্ব্ববেদঃ।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠো নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

—বৃহন্নারদীয়পুরাণং।

গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলা-লাবণ্য-বিগ্রহঃ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ॥

—অগ্নিপুরাণং।

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

—বামনপুরাণং।

কলিনা দহ্যমাননামুদ্ধারায় তনুভৃতাং।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজালয়ে॥

—কূর্ম্মপুরাণং।

অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়া-মানুষ-কর্ম্মকৃৎ॥

—স্কন্দপুরাণং।

কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদ্যুতিঃ সমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে॥
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে॥

—বায়ুপুরাণং।

সুপূজিতঃ সদা গৌরঃ কৃষ্ণোঃ বা বেদবিদ্ দ্বিজঃ।

—সৌরপুরাণং।

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

—ব্রহ্মপুরাণং।

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর-সমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

—গরুড়পুরাণং।

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

—শিবপুরাণং।

সত্যে দৈত্য-কুলাদিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নরঃ কেশরী,
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে,
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥
—নৃসিংহপুরাণং।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
—সহস্রনামস্তোত্রং।

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্ত্তে সনাতনি॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে, মিশ্রপুরন্দর-গৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥
—বিশ্বসারতন্ত্রং।

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং প্রকটিষ্যতি॥
—কপিলতন্ত্রং।

ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি॥
—কুলার্ণবতন্ত্রং।

গৌরী শ্রীরাধিকাদেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ॥
—অনন্তসংহিতা।

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥
—কৃষ্ণযামলং।

কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়সন্ন্যাসরূপধৃক্।
—জৈমিনীভারতং।

সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ॥
—ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতা।

ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রম-মাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যরূপধৃক্॥
—জৈমিনিভারতং।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গোস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতং।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতং।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ॥

—বাসুদেব সার্ব্বভৌমঃ।

রহস্যংতে বদিষ্যামি জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপে-
গোলোকাখ্য-ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ-
সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষঃ মহাত্মা মহাযোগী-
ত্রিগুণাতীত-সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি॥

—চৈতন্যোপনিষদ্।

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং,
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎ স্বর্ণসংসক্তগণ্ডং
কেয়ূরাঙ্গদ-দিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ং বিভ্রতং,
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বান্ হরেঃ।

বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণ আনন্দসদনে মুদা।
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে॥
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ং।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা॥
ললিতাদ্যাশ্চ যাঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা॥
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা॥
য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌর-বিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি! নবদ্বীপঞ্চ তৎ শুভম্॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তমেব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি॥
মচ্ছূলপাতনির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

—অনন্তসংহিতা।

এইরূপ আরও বহু বহু গ্রন্থে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম্-এ, বি-এল্
কর্ত্তৃক অনূদিত।

প্রথমঃ প্রক্রমঃ—প্রথমঃ স্বর্গঃ।

স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ,
কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো,
বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ ১॥

—যিনি বহুপ্রকারের ভক্তিরসের লীলা-বিলাসের প্রকাশক, যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল মনোহর জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত, যাঁহার নেত্রযুগল কমলদলের ন্যায় বিস্তৃত, সেই কাঞ্চনবর্ণ অতি শুদ্ধ-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। ১॥

স জগন্নাথসুতো জগৎপতি-
র্জগদাদির্জগদার্ত্তিহা বিভুঃ।
কলিপাতা কলিভার হারকো-
হ জনি শচ্যাং নিজভক্তিমুদ্বহন্॥ ২॥

—যিনি জগতের আদি, জগৎপতি, জগতের দুঃখহারী, যিনি কলিযুগের ভার হরণকারী ও যিনি কলিযুগে একমাত্র আশ্রয়দানে সমর্থ, সেই পরমপুরুষ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নিজ প্রেম-ভক্তি সহকারে শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন॥ ২॥

স নবদ্বীপবতীষু ভূমিষু,
দ্বিজবর্য্যৈরভিনন্দিতো হরিঃ।
নিজপিতৃসুখদো গৃহে সুখং,
নিবসন্ বেদ-ষড়ঙ্গ সংহিতাং॥ ৩।
নিপপাঠ গুরোর্গৃহে বসন্,
পরিচর্য্যাভিরতঃ শুচিব্রতঃ।
স চ বিশ্বম্ভরসংজ্ঞকো হরি-
র্যুগধর্ম্মাচরণায় ধর্ম্মিণাং॥ ৪॥

—সেই হরি নবদ্বীপযুক্ত ভূভাগে * দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় পিতার সুখবর্দ্ধন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বের পালনকারী সেই বিশ্বম্ভর নামক হরি ধার্ম্মিকগণের যুগধর্ম্ম আচরণের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর পরিচর্য্যাপরায়ণ ও পবিত্রব্রতপরায়ণ হইয়া বেদ ও ষড়ঙ্গ সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন॥ ৩।৪॥

* নবদ্বীপ নয়টী দ্বীপের সমষ্টি। ইহার আটদিকে আটটী দ্বীপ অষ্টদল পদ্মের ন্যায় অবস্থিত এবং কর্ণিকার স্বরূপ অন্তর্দ্বীপ অবস্থিত।

এই অন্তর্দ্বীপের মায়াপুর নামক মহল্লায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ঐ স্থান পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভগত হইয়া গুপ্ত হইয়াছিলেন, এখন পুনরায় রামচন্দ্রপুরের চড়ায় আত্মপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। অন্তর্দ্বীপের অর্থাৎ প্রকৃত মায়াপুরের ঈশান কোণে সীমন্তদ্বীপ বা সিমলিয়া, এই গ্রামে এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন চাঁদ কাজির বাটী ও সমাধির স্থান রহিয়াছে। এই সিমলিয়া গ্রামের দক্ষিণ বা অন্তর্দ্বীপে বা প্রকৃত মায়াপুরের পূর্ব্বদিকে এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন গোদ্রুমদ্বীপ 'প্রাচীন গাদগাছা' নামে বিরাজিত আছে। আর গাদগাছা গ্রামের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের বা যথার্থ মায়াপুরের অগ্নিকোণে এখন পর্য্যন্ত 'প্রাচীন মধ্যদ্বীপ' বা 'প্রাচীন মজিদা' নামে গ্রাম বিরাজিত আছে। এই গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টিত পশ্চিমভাগে বা প্রকৃত মায়াপুরের দক্ষিণে এখন পর্য্যন্ত কুলদ্বীপ 'প্রাচীন কুলিয়া' নামে বিরাজিত আছে। আবার এই কুলদ্বীপের পশ্চিমে অর্থাৎ প্রকৃত মায়াপুরের নৈঋত কোণে, প্রাচীন ঋতুদ্বীপ এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন 'রাতুপুর' বা 'বাজিতপুর' নামে বিরাজিত আছে। এই স্থানে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটী, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যাভ্যাস-স্থান, শ্রীগঙ্গাধরপণ্ডিতগোস্বামীর বাটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার এই রাতুপুরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ বা প্রকৃত মায়াপুরের পশ্চিমে প্রাচীন জহ্নুদ্বীপে এখন পর্য্যন্ত 'প্রাচীন জান্নগর' নামে বিরাজিত আছে। আবার এই জান্নগরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের বা প্রকৃত মায়াপুরের বায়ুকোণে প্রাচীন মোদদ্রুমদ্বীপ এখন পর্য্যন্ত 'প্রাচীন মাউগাছি" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীমতী নারায়ণী ঠাকুরাণীর পাট এবং ঠাকুর সারঙ্গের পাট এবং ইহার নিকটেই 'প্রাচীন মহৎপুর গ্রাম' নামে পঞ্চ পাণ্ডবের বিশ্রামস্থান বিরাজিত আছে। আবার এই মাউগাছির ঈশানকোণে সিমলীয়া বা সীমন্তদ্বীপের পশ্চিমে প্রাচীন রুদ্রদ্বীপ এখন প্রাচীন 'রুদ্রপুর' বা 'রুদ্রপাড়া' নামে বিরাজিত আছে। ইহার নিকটেই প্রাচীন নির্দ্দয়াঘাট নির্দ্দয়া গ্রাম এবং প্রাচীন ভরদ্বাজ টীলা বা প্রাচীন ভায়ইডাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান 'মিঞাপুর'ই পূর্ব্বে 'মায়াপুর' নামে অভিহিত হইত। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে হুলোর খেয়া পার হইয়া এই স্থানে যাইতে হয়। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ধাম 'কুলিয়া' কিন্তু নবাবের সময়কার মানচিত্রে দেখা যায় যে মিঞাপুর 'মিঞাপুর' নামেই উল্লিখিত আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামীপাদগণের মতানুযায়ী আমি শ্রীধাম মায়াপুরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

'হরিকীর্ত্তনমাদিশৎ স্মরন্,
পুরুষার্থায় হরেরতিপ্রিয়ং।
স গয়াসু পিতৃক্রিয়াং চরন্,
হরিপাদাঙ্কিতভূমিষু স্বয়ং ॥৫॥

—তিনি পুরুষার্থ সাধনের জন্য "শ্রীহরির অতি প্রিয় শ্রীহরি-কীর্ত্তন" ইহা স্মরণ করিয়া 'শ্রীহরিকীর্ত্তন' করিতে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীহরিপাদাঙ্কিত-ভূমি শ্রীগয়াধামে গমন করিয়া পিতৃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। ৫॥

ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলকমল-প্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ,
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনং।

তস্যাজ্ঞা মাকলয্য প্রকটকরপুট স্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ,
শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্ত্তেঃ কলি-কলুষহরাং কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ ॥৯ ॥

—দ্বিজকুল কমলাবলীর আনন্দদায়ক বিচিত্রভাস্কররূপ শ্রীবাসপণ্ডিত নামক ভক্ত শ্রীমুরারীকে বলিলেন,—"তুমি এই পৃথিবীতে শ্রীহরির মঙ্গলময় এই নবীন চরিত্রকথা ব্যক্ত কর"। তাঁহার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই মুরারীগুপ্ত স্বয়ং শ্রীমান্ চৈতন্যদেবের এই কলিকলুষহর কীর্ত্তি কথা বলিতেছেন ॥৯ ॥

অথ স চিন্তয়ামাস বৈদ্য-স্বনুর্মুরারিকঃ ।
কথং বক্ষ্যামি বহ্বর্থাং চৈতন্যস্য কথাং শুভাং ॥১০ ॥
যদ্বক্তুং নৈব শক্নোতি বাচস্পতিরপি স্বয়ং ।
তথাপি বৈষ্ণবাদেশং কর্ত্তুং যুক্তং মতির্মম ॥১১ ॥
নির্ম্মলা ভাতি সততং কৃষ্ণস্মরণ-সম্পদা ।
বৈষ্ণবাজ্ঞা হি ফলদা ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥১২ ॥

—অনন্তর বৈদ্যকুল-সম্ভূত মুরারী চিন্তা করিতে লাগিলেন—বহু অর্থযুক্ত মঙ্গলময়ী চৈতন্যকথা যাহা স্বয়ং বৃহস্পতিও বর্ণনা করিতে সমর্থ হননা, তাহা আমি কিরূপে ব্যক্ত করিব, তথাপি বৈষ্ণবাদেশ পালন করা উচিত ইহাই আমার মনে হইল, যেহেতু নিরন্তর কৃষ্ণস্মরণরূপ সম্পদের দ্বারা বৈষ্ণবাজ্ঞা নির্ম্মল হইয়া শোভা পাইতেছেন, অতএব বৈষ্ণবাজ্ঞা নিশ্চয়ই ফলদায়িনী হইবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইতে পারে না ।১০।১১।১২ ॥

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে ভগবদ্ভক্তি বৃংহিতাং ।
কথাং ধর্ম্মার্থকামায় মোক্ষায় বিষ্ণুভক্তয়ে ॥১৩॥

—ইহা বলিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বিষ্ণুভক্তির সাধনোদ্দেশ্যে সর্ব্বার্থের সাধনসমর্থা ভগবদ্ভক্তিপূর্ণা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১৩॥

নমামি চৈতন্যমজং পুরাতনং,
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাব্জচক্রিণং ।
শ্রীবৎসলক্ষ্মাঙ্কিতবক্ষসং হরিং,
সভালসংলগ্নমণিং সুবাসসম্ ॥ ১৪ ॥

—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, পুরাতন অর্থাৎ নিত্য চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত বক্ষঃস্থলসমন্বিত সুন্দরললাটে মণিময়-কিরীটশোভিত-শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি ।১৪॥

* * * * * * *

শ্রীবাসো যত্র রেজে
হরিপদ-কমল-প্রোল্লসন্মত্তভৃঙ্গঃ,
প্রেমার্দ্রোত্তুঙ্গবাহুঃ
পরমরসমদৈর্গায়তীশং সদোৎকঃ ।

গোপীনাথো দ্বিজাগ্র্যঃ
শ্রবণপথগতে নাম্নি কৃষ্ণস্য মত্তো-
হত্যুচ্চৈরৌতি স্ম ভূর্গোঃ
লয়তরলকরো নৃত্যতি স্মাতিবেলম্ ॥ ১৯ ॥

—এই নবদ্বীপধামে হরিপদকমলের মধু পানে মত্ত ভৃঙ্গ নৃত্যপরায়ণ, প্রেমে আর্দ্র, ঊর্দ্ধবাহু ও উচ্চকণ্ঠ হইয়া—পরমার্থ বিভোর হইয়া শ্রীভগবানের নামগান করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বিরাজ করিতেন এবং গোপীনাথ নামক দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের নাম শ্রবণপথগত হওয়ায় মত্ত হইয়া অত্যুচ্চস্বরে রোদন করিতেন এবং দিবাবসান পর্য্যন্ত পুনঃ করতল বাদ্য করিয়া নৃত্য করিতেন ॥ ১৯ ॥

* * * * * *

জগন্নাথ স্তস্মিন্ দ্বিজকুলবরশ্চেন্দুসদৃশো-
হভবদ্বেদাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরু-সমঃ।
স কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনসা,
বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নবশশিকলেবাশু ববৃধে ॥ ২৪ ॥

—এই স্থানে দ্বিজকুলের মধ্যে চন্দ্র সদৃশ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বৃহস্পতির ন্যায় সকল গুণযুক্ত ও বেদাচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রবলতর যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা কৃষ্ণপদধ্যানহেতু বিশুদ্ধ প্রেমার্দ্র হইয়া শুক্লপক্ষের নব শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

* * * * * *

হরি-সঙ্কীর্ত্তনপরাং কৃত্বা ত্রিজগতি স্বয়ম্।
উষিত্বা ক্ষেত্র-প্রবরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকে ॥ ১২ ॥
কৃত্বা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনস্য সঃ।
শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্যমাস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ জনান্ ॥ ১৩ ॥
তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্তৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিবৎ ॥ ১৪ ॥

—সেই ভগবান্ স্বয়ং ত্রিজগৎকে হরি সংকীর্ত্তন পরায়ণ করাইয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তম-নামকস্থানে বাস করিয়া নিজে হরিভক্তি আচরণ পুরঃসর লোকের শিক্ষা সম্পাদান করাইয়া নিজে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া জনগণকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া, সম্পূর্ণভাবে জগতের ত্রাণ করিয়া, বৈকুণ্ঠবাসিগণের দ্বারা আরাধিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে নিজের মহাঋদ্ধিপূর্ণ নিলয়ে গমন করিলেন ॥ ১২।১৩।১৪ ॥

* * * * * *

—এই অদ্ভুতকথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৈতন্যকথামত্ত শ্রীদামোদরপণ্ডিত বলিলেন,—"যাহা শ্রবণ করিলে লোক ঘোর-পাপ-পরিপূর্ণ-সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে

সেই লোকপাবনী দিব্য ও অদ্ভুত চৈতন্য-কথা বিস্তৃত ভাবে বল, ইহা শ্রবণে সর্ব্ব লোকেরই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পরম প্রেম সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে............ ॥ ১৫।১৬।১৭ ॥

............শোভন চরিত্র মহাত্মাদিগের প্রেমবর্দ্ধনের জন্য ও ত্রিজগতের তাপ শান্তির জন্য সেই পরম মঙ্গলময় বিভুর মঙ্গলপূর্ণ কার্য্যাবলীর কীর্ত্তন করা তোমার উচিত। ১৮।১৯ ॥

* * * * * *

—শ্রীমুরারী সেই মহাত্মা পণ্ডিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া "তবে শ্রবণ করুন" এই কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥

* * * * * *

—শ্রীবিষ্ণুর অংশ শ্রীনারদ মহান্ ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব ভূতের উপকারের জন্য আকাশ-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ২৩।২৪ ॥

* * * * * *

—শাস্ত্রে অজ্ঞ হইয়া সাধুগণের নিন্দাপরায়ণ আত্মম্ভরী এই প্রকার বহুবিধ ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং নিমগ্নেয়ং বসুন্ধরা।
সর্ব্বেষাং পাপদগ্ধানাং হরিনাম রসায়নঃ ॥ ১ ॥
তারকোঽয়ং ভবত্যেব বৈষ্ণবদ্বেষিনাং বিনা।
আত্মসম্ভাবিতা যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ ॥ ২ ॥
যে কৃষ্ণ নাম্নি দেহেষু নিন্দেয়ুর্মন্দবুদ্ধয়ঃ।
তেঽনিত্যা ইতি বক্ষ্যন্তে তেষাং নিরয় এবহি ॥ ৩ ॥

—কলির প্রথম সন্ধ্যায় এই বসুন্ধরা পাপনিমগ্না, এক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত হরিনামরূপ-রসায়ন সকল পাপদগ্ধ জীবেরই ত্রাণকারী। যাহারা আত্মম্ভরী, যাহারা বৈষ্ণবনিন্দুক এই সকল দেহ অনিত্য বলিয়া যে মন্দবুদ্ধিগণ বৈষ্ণব দেহের ও কৃষ্ণনামের নিন্দা করে তাহাদিগের নরকপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। ১।২।৩॥

* * * * * *

—ইহার কি উপায় হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি করুণানিধি নারদ-ঋষি বৈকুণ্ঠ নামক শ্রেষ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥

—মহর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমলের মনোহারী গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া রোমাঞ্চগাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবামাত্র জ্ঞানময়-প্রভূ রত্নাঙ্গুরীয় শোভিত নখ প্রভাযুক্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া আনন্দভরে মুনির মস্তক স্পর্শ করিয়া তাহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামান্তর বলিতে লাগিলেন :—

* * * * * *

ক্ষিতিঃ ক্ষিণোত্যন্থ সমাকুলা বিভো,
জনস্থ পাপৌঘযুতস্থধারণাৎ।
জনাশ্চ সর্ব্বে কলিকালদষ্টাঃ
পাপে রতাস্ত্যক্তভবৎপ্রসঙ্গাঃ॥ ১৭॥
তান্ পাহি নাথ ত্বদৃতে ন তেষা-
মন্যোহস্তি পাতা নিরয়াত্তু, সদ্গতিঃ।
এবং বিচার্য্যাকুরু সর্ব্বলোক-
নাথ স্বয়ং সদ্গতিমীশ নান্যঃ॥ ১৮॥

—হে বিভো! পাপসমূহযুক্ত জনগণকে ধারণ করিয়া পৃথিবী অধুনা ক্ষীণা হইয়াছেন, জনগণও কলিকালদষ্ট হইয়া আপনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাপে নিবিষ্ট হইয়াছে। হে নাথ! আপনি ব্যতীত তাহাদিগের পালনকর্ত্তা অন্য আর কেহ নাই এবং নরক হইতে ত্রাণকারী অন্য কোন সদ্গতিও নাই; হে সর্ব্বলোকনাথ! ইহা বিচার করিয়া আপনি স্বয়ং ইহাদের সদ্গতির বিধান করুন, কারণ আপনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই। ১৭।১৮॥

ইত্থং সমাকর্ণ্য মুনের্বচো হরি-
র্বদন্নপি প্রাহ কিমাচরিষ্যে।
কেনাপ্যুপায়েন ভবেদ্ধি শান্তি-
স্তদ্ ব্রূহি তং প্রাহ পুনঃ স্বভূ-সুতঃ॥ ১৯॥

—মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীহরি বলিলেন,—"কি উপায়ে নিশ্চিত শান্তি হইবে এবং আমি কি আচরণ করিব তাহা বল"॥ ১৯॥

স্বয়ং সুশীতঃ শতচন্দ্রমা যথা,
ভূদেব-বংশেহপ্যবতীর্য্য সৎকুলে।
বাৎস্যে জগন্নাথ-সুতেতি বিশ্রুতিং-
সমাপ্নুহি ত্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ॥ ২০॥

—ব্রহ্মানন্দন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি স্বয়ং শত চন্দ্রের ন্যায় মনোহারী ও শীতল হইয়া ব্রাহ্মণ বংশেই অবতীর্ণ হইয়া সৎকুল বাৎস্য-বংশে জগন্নাথ-পুত্ররূপে বিখ্যাত হইয়া ধরণীর মঙ্গল সম্পাদন করুন॥ ২০॥

রামাদিরূপৈর্ভগবন্ কৃতং হি যৎ,
পাপাত্মনাং রাক্ষসদানবানাম্।
বধাদিকং কর্ম্ম ন চেহ কার্য্যং,
মনো নরাণাং পরিশোধয়স্ব॥ ২১॥

—হে ভগবন্! আপনি রামাদিরূপে পাপাত্মা রাক্ষস দানবগণের বধাদি যে কার্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন, এই অবতারে তাহা না করিয়া জনগণের মনঃশোধন করুন। ২১॥

*   *   *   *   *   *

তত্রৈব রুদ্রেণ মুনি-প্রবীরাঃ,
কর্ত্তুং হি সাহায্যমবাতরিষ্যন্।
তথেতি তং প্রাহ হরিঃ সুরর্ষিং,
সোঽপি প্রণম্যাশু জগাম হৃষ্টঃ ॥ ২৩ ॥

—এই অবতারে আপনার সাহায্য করিবার জন্য রুদ্রের সহিত মুনিশ্রেষ্ঠগণও অবতরণ করুন। হরি সেই দেবর্ষিকে "তাহাই হইবে" ইহা বলিলেন। তিনিও আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

* * * * * *

—অনন্তর শ্রীদামোদর পণ্ডিত সেই সমস্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—"নররূপী হরির কথা বিস্তারিত রূপে বল"। সেই অবতারগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কে কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আর অবতারই বা কত প্রকার ইহা আনুপূর্ব্বিক ভাবে বল।

* * * * * *

আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রভুঃ।
ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্যশ্চ সদ্গুণঃ ॥ ৫ ॥

—সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের অংশ দ্বিধা হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং সদ্গুণশালী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৫ ॥

তয়োঃ শিষ্যোঽভবদ্দেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেখরঃ।
স আচার্য্যরত্ন ইতি খ্যাতো ভুবি মহাযশাঃ ॥ ৬ ॥

—অনন্তর তাঁহাদের শিষ্য চন্দ্রতুল্যশক্তিশালী শ্রীচন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করিলেন। এই মহাযশা পৃথিবীতে আচার্য্যরত্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ৬ ॥

শ্রীনারদাংশজাতঽসৌ শ্রীমচ্ছ্রীবাসপণ্ডিতঃ।
গন্ধর্ব্বাংশোঽভবদ্বৈদ্যঃ শ্রীমুকুন্দঃ সুগায়নঃ ॥ ৭ ॥

—শ্রীমান শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অংশে এবং সুগায়ক বৈদ্য শ্রীমুকুন্দ গন্ধর্ব্বের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭ ॥

শ্রীমৎ শ্রীহরিদাসোঽ ভূম্মুনেরংশঃ শৃণুষ তৎ।
কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা ॥ ৮ ॥

—শ্রীমান হরিদাস মুনির অংশে জাত; তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে নাগদষ্ট ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। ৮ ॥

আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান্ রামোনাম মহাতপাঃ।
দ্রাবিড়ে বৈষ্ণবক্ষেত্রে সোঽবাৎসীৎ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৯ ॥

—পূরাকালে বৈষ্ণবক্ষেত্রে দ্রাবিড়ে শ্রীমান্ রাম নামক মহাতপা পুত্রবৎসল এক মুনি বাস করিতেন। ৯ ॥

তস্য পুত্রেণ তুলসীং প্রক্ষাল্য ভাজনে শুভে।
স্থাপিতা সা পতদ্ভুমাবপ্রক্ষাল্য পুনশ্চতাম্॥ ১০॥
পিত্রেঽদদাৎ পুনঃ সোঽপি শ্রীরামাখ্যো মহামুনিঃ।
দদৌ ভগবতে তেন জাতোঽসৌ যবনে কুলে॥ ১১॥

—তাঁহার পুত্র তুলসী ধৌত করিয়া পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিলে পর, সেই তুলসী ভূমিতে পতিত হয়, তাহা পুনরায় ধৌত না করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পিতা তাহা ভগবান্‌কে প্রদান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি যবনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১০। ১১॥

স ধর্ম্মাত্মা সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞান-বিচক্ষণঃ।
ব্রহ্মাংশোঽপি ততঃ শ্রীমান্ ভক্ত এব সুনিশ্চিতঃ॥ ১২॥

—সেই ধর্ম্মাত্মা, সুবুদ্ধি শান্ত এবং সর্ব্বজ্ঞান বিচক্ষণ ব্রহ্মারও অংশ, এবং সেই হেতু শ্রীসমন্বিত সুনিশ্চিত ভক্ত। ১২॥

অবধূতো মহাতেজা নিত্যানন্দো মহত্তমঃ।
বলদেবাংশতো জাতো মহাযোগী স্বয়ং প্রভুঃ॥ ১৩॥

—মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলদেবের অংশজাত ও মহাযোগী॥ ১৩॥

ন তস্য কুলশীলানি কর্ম্মাণি বক্তুমুৎসহে।
অপি বর্ষশতেনাপি বৃহস্পতিরপি স্বয়ম্॥ ১৪॥
বক্তুং নেশেঽপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয়শ্চপি গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভঃ॥ ১৫॥

—তাঁহার কুলশীল বা কর্ম্মকথা বৃহস্পতি স্বয়ং শতবৎসরেও বলিতে পারেন না, অপর কেহও বলিতে পারেন না, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তুদিগের কথা আর কি বলি, অধিক কি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভ দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ। ১৪।১৫॥

* * * সত্য-যুগে একমাত্র ধ্যানই পুরুষের অর্থ সাধক ছিল, সেইজন্য ঐ যুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ জটাধররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বদা ধ্যানরতসহস্রচন্দ্রসদৃশ মুনি সকল জন্তুদিগের ধ্যানাচার্য্য হইলেন। ১৭।১৮।১৯।২০॥

—ত্রেতায় একমাত্র যজ্ঞই সর্ব্বার্থসাধক ধর্ম্ম, এই জন্য স্রুবাদি সহ যজ্ঞ নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই জনার্দ্দন জিষ্ণু যজ্ঞ করিয়া সকলকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ২১।২২॥

* * * দ্বাপর যুগে পূজাই পুরুষার্থসাধক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল ইহা জানিয়া স্বয়ং বিষ্ণু পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং সেই ধর্ম্মাত্মা লোকের অনুশাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলের পূজায় মতি জন্মিয়াছিল। ২৩।২৪॥

কলৌতু কীর্ত্তনং শ্রেয়ো ধর্ম্মঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
সর্ব্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়কঃ॥
ইতিনিশ্চিত্য মনসা সাধুনাং সুখমাবহন্।
জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যাস্তু শ্রীচৈতন্যো মহাপ্রভুঃ॥ ২৬॥

—কলিযুগে শ্রীহরির কীর্ত্তনই সকলের উপকারক, সর্ব্বশক্তিময়, পরমানন্দময়, মঙ্গলময়, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ইহা মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া সাধুদিগের সুখবিধান করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫।২৬ ॥

কীর্ত্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ।
যুগাবতারা এতে বৈ কার্য্যার্থে চাপরান শৃণু॥ ২৭॥

—তিনি আনন্দিত হইয়া নিজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ও কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, ইঁহারা যুগাবতার। কার্য্যার্থে অপর অবতারের কথা শ্রবণ কর। ২৭॥

মাৎস্যে তু বেদোদ্ধরণং কৌর্ম্মে মন্দরধারণম্।
বারাহে ধারণং ভূমের্নারসিংহে বিদারণম্॥ ২৮॥
চক্রে দনুজশক্রস্য বামনে ভুবনশ্রিয়ম্।
জিগ্যেতু ভার্গবঃ ক্ষৌণীং জিত্বা রাজ্ঞঃ সুদুর্ম্মদান্॥ ২৯॥
দদৌ গাং ব্রাহ্মণায়ৈব বিষ্ণুলোকৈকতরণঃ।
শ্রীরামে রাবণং হত্বা যশসাপূরিতং জগৎ॥ ৩০॥

—মৎস্য-অবতারে বেদের উদ্ধার, কূর্ম্ম-অবতারে মন্দর পর্ব্বত ধারণ, বরাহ-অবতারে পৃথিবী ধারণ, নৃসিংহ-অবতারে দৈত্য-বিদারণ, বামনে পৃথিবী গ্রহণ, পরশুরাম-অবতারে লোকের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বিষ্ণু সুদুর্ম্মদ রাজগণকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। শ্রীরাম অবতারে রাবণ হত্যা করিয়া জগৎ যশের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৮।২৯।৩০ ॥

শ্রীমৎ কৃষ্ণাবতারে তু ভূমের্ভারাবতারণম্।
স্বয়মেব হরিস্তত্র সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ॥ ৩১॥
বৌদ্ধেতু মোহনং চক্রে বেদানাং ভগবান্ পরঃ।
ম্লেচ্ছানাং নিধনঞ্চৈব কল্কিরূপেন সোঽকরোৎ॥ ৩২॥

—শ্রীকৃষ্ণাবতারে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হরি নিজেই ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধাবতারে পরমপুরুষ ভগবান্ বেদগণ সম্বন্ধীয় মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি কল্কিরূপে ম্লেচ্ছদিগের নিধন করিয়াছিলেন। ৩১।৩২ ॥

* * * * * *

—পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক নররূপী শ্রীহরির এইরূপ বহুরূপধারী অসংখ্য কার্য্যাবতারের কথা কথিত হইয়াছে।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শৃণুস্বাবহিতং ব্রহ্মন্ চৈতন্যস্যাবতারকম্।
নবীনং জগদীশস্য করুণাবারিধের্বিভোঃ॥ ১॥

—হে ব্রহ্মন্! করুণাসাগর বিভু জগদীশ্বর চৈতন্যের নূতন অবতারের কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১॥

—দেবর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে গমন করিলে পরম পুরুষ ভগবান্ অচ্যুত বিপ্রর্ষি জগন্নাথের মনে আবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে পতিপরায়ণা সাধুশীলা সতী শচী গর্ত্তবতী হইলেন। ব্রহ্মাদি এবং অপর দেবগণ শচীমাতার স্তব করিতে লাগিলেন,—"আপনি হরির জননী অদিতি, আপনি সর্ব্বকালে তাঁহার গর্ত্তধারিণী; আপনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির প্রভাধারিণী ক্ষমা ও সত্ত্বগর্ভা ধৃতিস্বরূপা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি"। ২।৮॥

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশিথে ফাল্গুনে শুভে।
কালে সর্ব্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে॥ ১৬॥
মনঃস্থ দেবসাধুনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে।
স্বর্ণদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ১৭॥

—অনন্তর শুভ ফাল্গুনমাসে চন্দ্র পূর্ণ হইলে অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রে সকল গুণের উৎকর্ষ-পূর্ণ সময়ে, শুদ্ধগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইলে, দেবগণের ও সাধুগণের মন প্রসন্ন হইলে, সুরনদী গঙ্গার জল শীতল ও নির্ম্মল হইলে স্বয়ং শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৬।১৭॥

*   *   *   *   *   *

—তাঁহার জন্ম সময়ে রাহু চন্দ্রের সমগ্র গ্রাস করিয়াছিল, যেন নবজাত শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-বদনের দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া লজ্জায় চন্দ্রদেব সুররিপুর মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

পুরাকালে ইনি বিশ্বপালন করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া পিতা স্বয়ং তাঁহার "শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর" এই সুন্দর নামকরণ করিয়াছিলেন। ৩॥

অনন্তর কালক্রমে অতুল তেজঃসম্পন্ন তিনি রক্তবর্ণ পদতলের দ্বারা ভ্রমণ করিয়া মেদিনীর বিরহজনিত তাপ সম্যক্‌রূপে হরণ করিলেন। ৭॥

*   *   *   *   *   *

তরু-পল্লবের দ্বারা বিহার করিয়া আনন্দভরে সমস্ত শিশুগণকে আহত করা, বানরী-লীলার অনুকরণ করা এবং অন্যান্য নানারূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

হরির পাদপদ্মধ্যাননিরত শ্রীদামোদর ইহা শ্রবণ করিয়া হরির জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধীয় সৎকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১॥

বৈদ্য মুরারী বলদেবের অংশ বিশ্বরূপের পবিত্র মঙ্গলময়ী মনোহারিণী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩॥

সেই বিশ্বরূপ পিতার অন্তর-চেষ্টা বিদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সুরধুনী উত্তীর্ণ হইয়া অন্যে যাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ৬॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

মুরারী তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া ও বিচার করিয়া শ্রীহরিকে নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান করিতে করিতে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ ঘটে"।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

তাঁহার পিতার জ্বরে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মাঙ্গুলীরেণুযুক্ত ফল্গুনদীতে ও প্রেত-শিলাদি পর্ব্বতশৃঙ্গে পিতৃপিণ্ডদান করিয়া দেব ও পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিলেন।

তিনি বিষ্ণুপাদে হরিপাদচিহ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কেন হরিপাদপদ্মকান্তি দর্শন করিয়া আমার প্রেমোদয় হইল না!"

হরিপাদপদ্মে সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হইলেন এবং হরিপ্রিয় মুকুন্দপ্রমুখ মহাত্মাগণ পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

তৎপর মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। রামেশ্বরে সপ্ততালবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়-প্রক্রমে প্রথমঃ সর্গঃ।

হে চৈতন্যচন্দ্র! যাঁহারা তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়াও তোমাকে পরমেশ্বর জ্ঞান না করে তাঁহারা তোমার বিস্তারিত মায়াবৈভবে মোহিত ও মোহবশীভূত এবং রসভাবহীন। ৫॥ * * * হে মুকুন্দ! হে করুণার্দ্র মূর্ত্তে! তুমি যাঁহাদিগের প্রতি দয়া কর তাঁহারাই সর্ব্বদা তোমাকে ভজনা প্রণাম করে এবং তোমাকে অবগত হয়। ৬॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

একদা শ্রীচৈতন্যদেব ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত পথে যাইতে যাইতে শ্রীহরির বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিলেন·········। ১২॥

প্রফুল্লানন কমলাপতি কখনও হাস্যপূর্ব্বক নিজ শ্রেষ্ঠগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।······ দেহযাত্রা সাধনের জন্য কখনও বা লৌকিক ক্রিয়া করিতেন।······জগৎপতি সেই প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে শ্রীবাসের ও তদ্‌ভ্রাতা মহাত্মা শ্রীরামের, বৈদ্য মুকুন্দের ও অন্য হরিপরায়ণগণের সহ প্রতি রাত্রে এবং দিবসে প্রেমভরে পুলকান্বিত শরীরে কৃষ্ণগীতি গান ও নৃত্য করিতেন। ৩।৪।৫।৬॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২৮ ॥

* * * * * *

—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—দামোদর শ্রবণ কর। হরির নাম, হরির নাম—কেবল হরির নাম, কলিতে আর কোন গতি নাই—নাই—নাই—ইহা নিশ্চিত। ২৮ ॥

সেই আদিপুরুষ কলিতে রূপধারী পুরুষরূপে বর্ত্তমান থাকেন না, তাঁহাকে নামস্বরূপ বলিয়া অবগত হও। তিনি এইরূপেই কেবল আছেন। সর্ব্বদেহধারীপক্ষে দৃঢ়ীকরণের জন্য তিনবার "হরের্নাম কথা" বলা হইয়াছে; জীবগণের পাপ-নাশার্থ "এব" কার দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশার্থ "কেবল" শব্দের মনন করিয়াছেন; পাছে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন "নামে প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংশ হইয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়"—এই কারণ "কৈবল্য" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "কেবল" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদ প্রাপক করুণাময় হরির নামই সেই স্বরূপ; "যে পুরুষ অন্যপ্রকার বলে—তাহার গতি নাই—নাই"—এই কথা স্বয়ং বলিলেন। ২৯।৩৩ ॥

তৃতীয়-প্রক্রমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

যেরূপ শ্রীবৃন্দাবনে রত্ন-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধা প্রেমপরিপ্লুতা হইয়া নিদ্রিতা হন সেইরূপ শ্রীগদাধরও প্রভুর শয়নগৃহে তাঁহার নিকটে শয্যা রচনা করিয়া পরমসুখে নিদ্রা যাইতেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃততুল্য বচন শ্রবণ করিতেন। ১৬।১৭ ॥

সায়ংকালে দেবশ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সহিত কীর্ত্তন-উৎসুক হইয়া আনন্দিত হইতেন। তাঁহারাও পরমানন্দ-বিহ্বল ও সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরের সহিত নৃত্য ও গান করিতেন।

দ্বিতীয়-প্রক্রমে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

তদনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের দর্শনোৎসুক হইয়া তাঁহার পুরীতে গমন করিলেন। ১ ॥

* * * * * *

পথে স্বজনগণসহ যাইবার সময় মুহুর্মুহু হরির গীত গাইতে গাইতে নৃত্যপরায়ণ স্বজনবর্গের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ততো গত্বা পপাতোর্ব্ব্যামাচার্য্যস্য সমীপতঃ।
দণ্ডবদ্ বৈষ্ণবং বিষ্ণুং মন্যমানোঽনুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩ ॥

—তদনন্তর বৈষ্ণবকে বিষ্ণুবৎ মানিতে হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি আচার্য্যের নিকটে যাইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৩॥

তাঁহাকে নিজ সমীপে দেখিয়া জগদ্গুরু আচার্য্যও সহসা উত্থিত হইয়া যাইয়া সম্ভ্রম সহকারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ শুভং ন্যাসিবরং দদর্শ,
স ঈশ্বরাখ্যং হরিপাদভক্তম্।
পুরীং পরেশঃ পরয়াত্মভক্ত্যা,
তুষ্টং ননামৈনমথাব্রবীচ্চ॥ ১৬॥
দৃষ্ট্যাদ্য দৃষ্টং ভগবন্ পদাম্বুজং,
তব প্রভো ব্রূহি যথা ভবাম্বুধিম্।
নিস্তীর্য্য কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সরোরুহামৃতং,
পশ্যামি তন্মে করুণানিধে স্বয়ম্॥ ১৭॥
স ইত্থমাকর্ণ্য হরের্ব্বচোঽমৃতং,
মুদা দদৌ মন্ত্রবরং মতিজ্ঞঃ।
দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌরচন্দ্রমা,
তুষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্॥ ১৮॥
ন্যাসিন্ দয়ালো তব পাদসঙ্গমাৎ,
কৃতার্থতা মেঽদ্য বভূব দুর্ল্লভা।
শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জমধুন্মদা চ সা,
যথা তরিষ্যামি দুরন্তসংস্থিতিম্॥ ১৯॥

—তথায় (শ্রীগয়াধামে) সেই পরমেশ্বর শ্রীঈশ্বরপুরী নামক হরিপদভজনশীল মঙ্গলজনক সন্ন্যাসীবরকে দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া নিজে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! অদ্য ভাগ্যবলেই আপনার শ্রীপাদকমল দর্শন হইল, অতএব হে প্রভো! হে করুণানিধে! আমি কি প্রকারে দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত পান করিব তাহা আপনি স্বয়ং আমাকে বলুন।" সেই মতিমান্ শ্রীঈশ্বরপুরী হরির এই প্রকার বচনামৃত পান করিয়া হৃষ্ট হইয়া শ্রীদশাক্ষর মন্ত্রবর প্রদান করিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রও তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিজে ভক্তি-বিভাবিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে দয়াল সন্ন্যাসিন্। আপনার পাদসঙ্গমহেতু আমি দুর্লভ কৃতার্থতা লাভ করিলাম। সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মধুমদদানকারিণী কৃতার্থতার জন্যই দুরন্ত সংসার-ঘোর উত্তীর্ণ হইব॥ ১৬।১৭।১৮।১৯॥

* * * * * *

শ্রীশ্রীধরস্বামী।

শ্রীল শ্রীশ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা কৈলা বিস্তারিত॥
শ্রীনৃসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক্।
মূঢ় জনে নাহি বুঝে মানে করি এক॥
স্বামী তারে পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিলা॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিফল উদ্যম মাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শ্রীভক্তি ও ভক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণন এবং ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদন :—

শ্রুতি বলিতেছেন :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" * * *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্তাঃ সৎপতিং সৎস্ত্রিয়ো যথা।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন :—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

মহাভারত বলিতেছেন :—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন :—

শালগ্রামে মণৌ, যন্ত্রে স্থণ্ডিল্যে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা, কেবলে ভূতলে ন তু॥

কাশীখণ্ড বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শুদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যে তু অর্চ্চন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥
—কঠোপনিষৎ।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যার্থে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্।

'ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া',
'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ,'

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

—শ্রীগীতা।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

"শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"

উত্তরে বলিতেছেন :—

"কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিনু শ্রেয়ঃ নাহি আর।"

"বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যার সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাতে দিয়েত উপমা॥"

"যদি নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি;
শুনিলেই বড় হয় হিত॥"

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।"

"হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাঁকিয়া খোল করতালে,
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া
কপাট হানিল দ্বারে॥"
—(মহাজনিপদ)।

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তাঁরে মুঁই যাউ বলিহারী।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীলা তার স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-স্থত পাশ। [নেতরেষাং
শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর-প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাঁগে তার সঙ্গ॥
—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা।

পূর্ব্বরাগ।

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,
যেমতি যোগিনীপারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥"
এক দিঠি করি, ময়ূর-ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডিদাস কয়, নব-পরিচয়,
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

—চণ্ডীদাস।

বিরহ।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-যামিনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুঃখ মঝু পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

—বিদ্যাপতি।

জীবেশ্বর-ভেদাঃ।

সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞতাভেদাৎ সর্ব্বশক্ত্যল্পশক্তিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং সম্ভেদেনেশজীবয়োঃ॥

শ্রীনামমাহাত্ম্যম্।

আদি পুরাণ বলিতেছেন ঃ—

"ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্॥
ন নাম-সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ॥

নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ॥
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেবচ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥”

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল-নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

—ভৃগুসংহিতা।

যৎ কীর্ত্তনং যৎ স্মরণং যদীক্ষণং,
যদ্বন্দনং যচ্চরণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

পদ্মপুরাণ বলিতেছেন :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ।
তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

“——শুন, স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত’ সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ॥
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" নামক গ্রন্থে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখে নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিধ নামাভাসের স্বরূপ বলাইয়াছেন ঃ—

১। সাঙ্কেত্য নামাভাস ঃ—

"বিষ্ণু লক্ষ্য করি জড়বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণুনাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে।
"হারাম হারাম" বলি কহে নামাভাসে॥
অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥"

আমরা মহাকবি শ্রীল কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাই, মহর্ষি বাল্মিকী প্রথমে রত্নাকর নামে ভীষণ দস্যু ছিলেন। তাঁহার জিহ্বা পাপ করিতে করিতে এতদূর জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে 'রাম' নাম তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারণ হইত না। প্রজাপতি-ব্রহ্মা কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে "মরা মরা মরা" জপ করিতে উপদেশ দিয়া প্রকারান্তরে রামনাম বলাইয়া ভীষণ পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন।

২। পারিহাস্য নামাভাস—

"পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে॥"

৩। স্তোভ নামাভাস—

"অঙ্গ ভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥"

৪। হেলা নামাভাস—

"মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে।
'কৃষ্ণ' 'রাম' বলে 'হেলা নামাভাস' তাতে॥
এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে॥"

সেবাপরাধ।

বত্রিশ প্রকার যথা ঃ—

(১) যানারূঢ় হইয়া অথবা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ। ২। ভগবৎসম্বন্ধীয় দোল প্রভৃতি উৎসব না করণ। ৩। তৎসম্মুখে প্রণাম না করণ। ৪। উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত-শরীরে বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনাদি। ৫। একহস্ত দ্বারা প্রণতি। ৬। কৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ৭। ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রসারণ। ৮। হস্ত দ্বারা জানু বন্ধন করিয়া উপবেশন। ৯। শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে——শয়ন—। ১০।—আহার। ১১। মিথ্যাবাক্য। ১২।—উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ। ১৩।—পরস্পর সম্ভাষণ। ১৪।—ক্রন্দন। ১৫।—কলহ। ১৬।—কাহারও প্রতি নিগ্রহ। ১৭।—কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। ১৮। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সাধারণ ব্যক্তির প্রতি কর্কশবাক্য। ১৯। কম্বল-আবরণ দিয়া সেবাদি কার্য্য করণ। ২০। ভগবানের সম্মুখে——পরনিন্দা—। ২১।—পরস্তুতিবাদ। ২২।—অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ। ২৩।—অধোবায়ু-বিসর্জ্জন॥ ২৪॥ সামর্থ্য থাকিতেও পুষ্প তুলসী ইত্যাদি আহরণ না করিয়া কেবল জল দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করণ। ২৫। অনিবেদিত বস্তু ভোজন। ২৬। যথা-কালোৎপন্ন ফলাদি ভগবান্‌কে না দেওয়া। ২৭। আহৃত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া পরে ভগবানে অর্পণ। ২৮। শ্রীমূর্ত্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৯। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে কোনও স্তবাদি না করিয়া মৌনাবলম্বনে উপবেশন। ৩০। শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে অন্যকে বন্দন। ৩১। আত্ম-প্রশংসা। ৩২। দেবতা-নিন্দন।

এই বত্রিশটী 'সেবাপরাধ' বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে কোনও প্রকার সেবাপরাধ না হয় তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দশবিধ নামাপরাধ ঃ—

১। সতাং নিন্দা নাম্নঃপরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতেতদ্বিগরিহাম্॥

——সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল সাধুগণ হইতে জগতে কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেইসব সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন?

২। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যইহগুণ নামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামা-হিতকর ঃ॥

——এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে জন বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর

ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ মনে করে অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সামান্য জ্ঞান করে তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর।

৩। গুরোরবজ্ঞা।

—যে ব্যক্তি গুরুকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ গুরুতে প্রাকৃতমনুষ্য-বুদ্ধি করে।

৪। শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং।

—বেদ ও শাশ্বত পুরাণাদির নিন্দা।

৫। তথার্থবাদো—।

—হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা।

৬। হরিনাম্নি কল্পনম্।

—ভগবন্নাম সকলকে কল্পিত মনে করা।

৭। নাম্নোবলাদ্ যস্যহি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ।

—নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি। যাহার এইরূপ নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয় তাহার বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারাও নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না।

৮। ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিকর্ম্মশুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ।

—ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করা।

৯। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি।
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

—শ্রদ্ধাহীন, নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

১০। শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোনরঃ।
অহংমমাদিপরমোনাম্নঃ সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

—যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতি প্রদর্শন করেনা সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

শ্রীমচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-বদনারবিন্দ-বিগলিতং

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১॥

—"অবিদ্যা-মলেতে রয়েছে মলিন—
চিত্ত-দরপণ হায়,
যাঁর শক্তি বলে হইয়া মার্জ্জিত
সেই মল দূরে যায়।
জন্ম-মৃত্যুময় এভব-কান্তারে—
দুঃখ-দাবানল জ্বলে,
নিভে যায় সেই মহাদাবানল
যেই নাম-ধারা বলে।
সংসারী জীবের সর্ব্বশ্রেয়ঃ রূপ—
কুমুদ প্রফুল্ল হয়,
যেই চন্দ্রিকায় সে চন্দ্রিকা ঝরে
হ'লে নাম চন্দ্রোদয়।
পরা-বিদ্যা-রূপা কুলবধূ যিনি—
তাঁহার জীবন ধন;
যাঁহার প্রকাশে আনন্দ-অম্বুধি
বৃদ্ধিপায় প্রতিক্ষণ।
প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃত-ধারা—
বহিয়া যে নাম হ'তে,
সবার আত্মায় করে তৃপ্তি দান,
সন্তোষিয়া বিধিমতে।
শ্রীকৃষ্ণনামের হেন সঙ্কীর্ত্তন,
যাঁহার তুলনা নাই।
পরম মঙ্গল স্বরূপ যাঁহার—
এস তাঁর যশ গাই॥" ১॥

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মহতীশক্তি কিন্তু তাহাতে জীবের রুচি সুকৃতিসাপেক্ষ। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীবের পক্ষে কহিতেছেন :—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি-নানুরাগঃ॥ ২॥

—"ওহে ভগবান্, করুণা-নিদান,
অপার করুণা তব,
জীবে এত দয়া, দিলে পদ-ছায়া,
এ দয়া কাহারে কব?

মুখ্য গৌণ আর, নামের তোমার,
করেছ অশেষ ভেদ।
কত তব নাম, ওহে গুণধাম,
সন্ধান না পায় বেদ॥
শ্রীকৃষ্ণ কৃপাল, গোবিন্দ গোপাল,
বহু নাম তব শুনি।
জীবে দয়া করি' দিলে নাম-তরি,
ভবার্ণবে গুণমণি।
নিজ শক্তি সব, ওহে ভবধব,
দিয়েছ সে সব নামে।
বারেক স্মরিলে, জীব অবহেলে,
যেতে পারে তব ধামে।
সে নাম স্মরণে, জীবের কারণে,
না রেখেছ কালাকাল।
যে ভাবে যে পারে, স্মরিলে তোমারে,
ঘুচে হে ভব-জঞ্জাল।
কিন্তু ভাগ্য দোষে, হেন নাম রসে,
না মজিল মোর মন।
দুর্দ্দৈব আমায়, কেবল ঘুরায়,
কি করি বল এখন ?

এই কারণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে প্রেমোদয় হয় সেই অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩ ॥

—সাধ থাকে যদি, 'প্রেম' লভিবারে,
করি নাম সংকীর্ত্তন,
তৃণের চেয়েও, হইয়া সুনীচ,
থাক' নর-নারিগণ।
মান অভিমান, করি পরিহার,
সবার চরণতলে।
পড়ি থাক সব, মিলিবে মাধব,
প্রেম ভকতি বলে॥
তরু-সম সব, হইবে সহিষ্ণু,
দিবে কোল শত্রু-জনে।

অমানী হইয়া, সবাইকে মান,
দিবে তুমি মনে প্রাণে ॥
এরূপ করিলে, যাবে মলিনতা,
হইবে প্রশান্ত প্রাণ।
পাইবে আনন্দ, লভি চিদানন্দ,
করি কৃষ্ণ-নাম-গান ॥

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এইজন্য জীবের সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য। 'নামাপরাধ' শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে এই তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে তখন জীব শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ভিন্ন অন্য রসে একেবারেই বিরক্ত হন এবং চিন্তা করেন,—

"তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম,
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিছুরি', মন তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
হে মাধব! হাম পরিণাম—নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ, দীন-দয়াময়!
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা ॥

প্রেমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের যুক্ত-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত দৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং,
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ॥" ৪ ॥

—ধন জন আর— কবিতাসুন্দরী,
দারা-সুত পরিবার।
কিছুরই প্রয়াসী, নহি আমি, প্রভু!
জেনো তুমি সারাৎসার ॥
জনমে জনমে, অহৈতুকী ভক্তি,
লভি যেন কৃষ্ণ আমি।
কি আর কহিব, ওগো প্রাণনাথ!
জান' সব অন্তর্য্যামী ॥

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তের দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তিনি শ্রীভগবানের নিকট সর্ব্বদাই বলিতে থাকেন,—

"অয়ি নন্দ-তনুজ কিঙ্করং,
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপায়াতব পাদ-পঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।" ৫॥

—হে নন্দ-তনুজ! পতিত যে আমি,
বিষম-ভবাব্ধি মাঝে।
কৃপা করি, নাথ! লও হে তুলিয়া,
তোমারি বিশ্ব-কাজে॥
পঙ্কজ-সমান, শ্রীচরণ তব,
তাহে ধূলি হব আমি।
বড় সাধ মম, প্রিয়তম কালো,
ওগো কর তাহা তুমি॥

দাস্যরস ঘনীভূত হইলে ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা,
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

—কবে নাম তব, করিতে গ্রহণ,
নয়নে বহিবে সদা অশ্রুধার।
রুদ্ধ হবে কণ্ঠ, নাম উচ্চারিতে,
গদ্গদভাব হইবে আমার।
অহো নাথ! কবে, শুনি তব নাম,
এ কঠিন দেহে পুলক আসিবে।
হায় ভাগ্যে মোর, সুদিন এমন,
দীন-সখা! বল কভু কি মিলিবে?

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ তাঁহার সখারা কতদূর ভালবাসিতেন তাহা নিম্নলিখিত তাঁহাদের উক্তি হইতে জানা যায়ঃ—

"গোপাল! তুই যাবি কি না যাবি আজ মাঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়ে যাই,
শ্যামলী ধবলী গেল গোঠে॥"

শ্যাম উত্তর করিলেন,—

তোরা তবে এতদূর এলি কেন? বাড়ী থেকেই গোঠে গেলেই তো হ'তো?

রাখালেরা বলিতেছেন :—

"যদি বা এড়িয়ে যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কি বা গুণ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
এক তিল না দেখিলে মরি॥"

ভক্তের যে অবস্থা হইলে তিনি শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইবেন তাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন :—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥" ৭॥

—গোবিন্দ বিরহে, নাহি রহে প্রাণ,
নিমেষ যুগের প্রায়।
বাদলের ধারা, ঝরিছে নয়নে,
অন্ধকার হেরি তায়॥
জগৎ মাঝারে, দেখি শূন্য সব,
না জানি যাইব কোথা।
বলিবে কে হায়, দেখি কোথা তায়,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥

শ্রীরাধিকার উক্তি হইতেও আমরা চরম প্রেমের কথা জানিতে পারি :—

"সজল নয়ন করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিহি ভেল নিদারুণ, তাহে পুন ঐছন,
অব কাঁহা রহল মুরারী॥"
"ফুলেরি এ মালা, ফুলেরি এ ডালা,
শেজ বিছায়নু ফুলে।
সব হ'লো বাসী, আর কেন সখি,
ভাসাগে যমুনার জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চুবক চন্দন,
বাজিছে গরল-সম।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণি,
দংশিছে মরমে মম॥
এ সব লইয়ে, যমুনায় ডার,
আর ত' না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর, মুছে কর দূর,
নয়নের কাজর রেখা॥"

"একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত,
তনু কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে, কছু নাহি জানলুঁ,
চির দুঃখ অব দূরে গেল॥"
তোহারি মুরলী যব, শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ।
পন্থ কি দুখ, তৃণহুঁ করি না গণলুঁ,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

এরূপ অবস্থাতেও ভক্ত শ্যামের প্রতি কোনওরূপ অভিমান না করিয়া স্মিতস্বরে বলিবেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্,
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো—
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮॥

—শ্রীচরণে তার, প'ড়ে আছি আমি,
যেবা ইচ্ছা হয় তার।
করিয়া আদর, ধরে বা বুকেতে,
দলে পদে অনিবার॥
কিংবা দেখা নাহি, দিয়ে মোরে সে গো,
বাড়ায় যাতনা মোর।
সুখী হয় যদি, মর্ম্মহতা করি,
ভুলিব না মনোচোর॥
লম্পট শঠ বা, ক্ষতি নাহি তায়,
জীবন যৌবন আমি।
তার সুখ লাগি, দিছি জলাঞ্জলি,
সে মোর হৃদয়-স্বামী॥
কুল-লাজ ত্যজি, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব,
বিকায়েছি রাঙা পায়।
সুখী তার সুখে দুঃখী তার দুঃখে
আনে প্রাণ নাহি চায়॥

শ্রীশ্রীমদনমোহনস্তোত্রম্।

জয় শঙ্খ-গদাধর নীল-কলেবর পীত-পটাম্বর দেহিপদম্।
জয় চন্দন-চর্চ্চিত কুণ্ডল-মণ্ডিত কৌস্তুভ শোভিত দেহিপদম্॥

জয় পঙ্কজ-লোচন মার-বিমোহন পাপ-বিখণ্ডন দেহিপদম্।
জয় বেণু-নিনাদক-রাস-বিহারক বঙ্কিমসুন্দর দেহিপদম্॥
জয় ধীর-ধুরন্ধর অদ্ভুত-সুন্দর দৈবত-সেবিত দেহিপদম্।
জয় বিশ্ববিমোহন মানসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহিপদম্॥
জয় ভক্ত-জনাশ্রয় নিত্য-সুখালয় অন্তিম-বান্ধব দেহিপদম্।
জয় দুর্জ্জয়-শাসন কেলিপরায়ণ কালীয়-মর্দ্দন দেহিপদম্॥
জয় নিত্য-নিরাময় দীন-দয়াময় চিন্ময়-মাধব দেহিপদম্।
জয় পামর-পাবন ধর্ম্মপরায়ণ দানবসূদন দেহিপদম্॥
জয় বেদ-বিদাংবর গোপবধূপ্রিয় বৃন্দাবনধন দেহিপদম্।
জয় সত্য-সনাতন দুর্গতি-ভঞ্জন সজ্জন-রঞ্জন দেহিপদম্॥
জয় সেবকবৎসল করুণাসাগর বাঞ্ছিত-পূরক দেহিপদম্।
জয় পূত-ধরাতল দেবপরাৎপর সত্ত্বগুণাকর দেহিপদম্॥
জয় গোকুল-ভূষণ কংশ-নিসূদন সাত্বত-জীবন দেহিপদম্॥
জয় যোগ-পরায়ণ সংসৃতি-বারণ ব্রহ্ম-নিরঞ্জন দেহিপদম্॥

শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রম্।

“রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা পরমাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা॥ ১॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি।
সর্ব্বদা বিষ্ণুমায়া চ সত্যসত্যা সনাতনী॥ ২॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনে চ বিজয়া যমুনাতটবাসিনী॥ ৩॥
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী॥ ৪॥
বৃষভানুসুতা কান্তা শান্তিদানপরায়ণা।
কামা কলাবতী কন্যা তীর্থপূতা সনাতনী॥ ৫॥
শুভানি সপ্তত্রিংশচ্চ বেদোক্তানি শতানি চ।
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ॥ ৬॥
ইতি শ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুবিরচিতং শ্রীশ্রীজগন্নাথস্তোত্রং।

শ্রীজগন্নাথায় নমঃ।

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো,
মুদাভিরীনারী বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে,
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে,
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেন বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণী-রুচিরো,
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ-
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিসুখগণোদ্গীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ,
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ে,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫॥

পরব্রহ্মাপীড্যং কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো,
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-সুখী,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমানিক্যবিভবং,
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদাকালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে,
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥

শ্রীশ্রীজয়দেবকৃত-দশাবতারস্তোত্রম্।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্,
কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১॥

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণি-ধারণ-কিন-চক্র-গরিষ্ঠে,
কেশবধৃত কচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ২॥

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না' শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশবধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং,
কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন,
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥

ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত পাপং, স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং,
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥

বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতি কমনীয়ং, দশমুখ মৌলি বলিং রমণীয়ং,
কেশবধৃত রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥

বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি ভীতি মিলিতযমুনাভং,
কেশবধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং,
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে বলয়সিকরবালং, ধূমকেতুমিব কিমপিকরালং,
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং, শৃনুসুখদং শুভদং ভবসারং,
কেশবধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি, বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য মাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ। নমঃ॥

ইতি শ্রীজয়দেব গোস্বামিকৃত-দশাবতারস্তোত্রম্॥
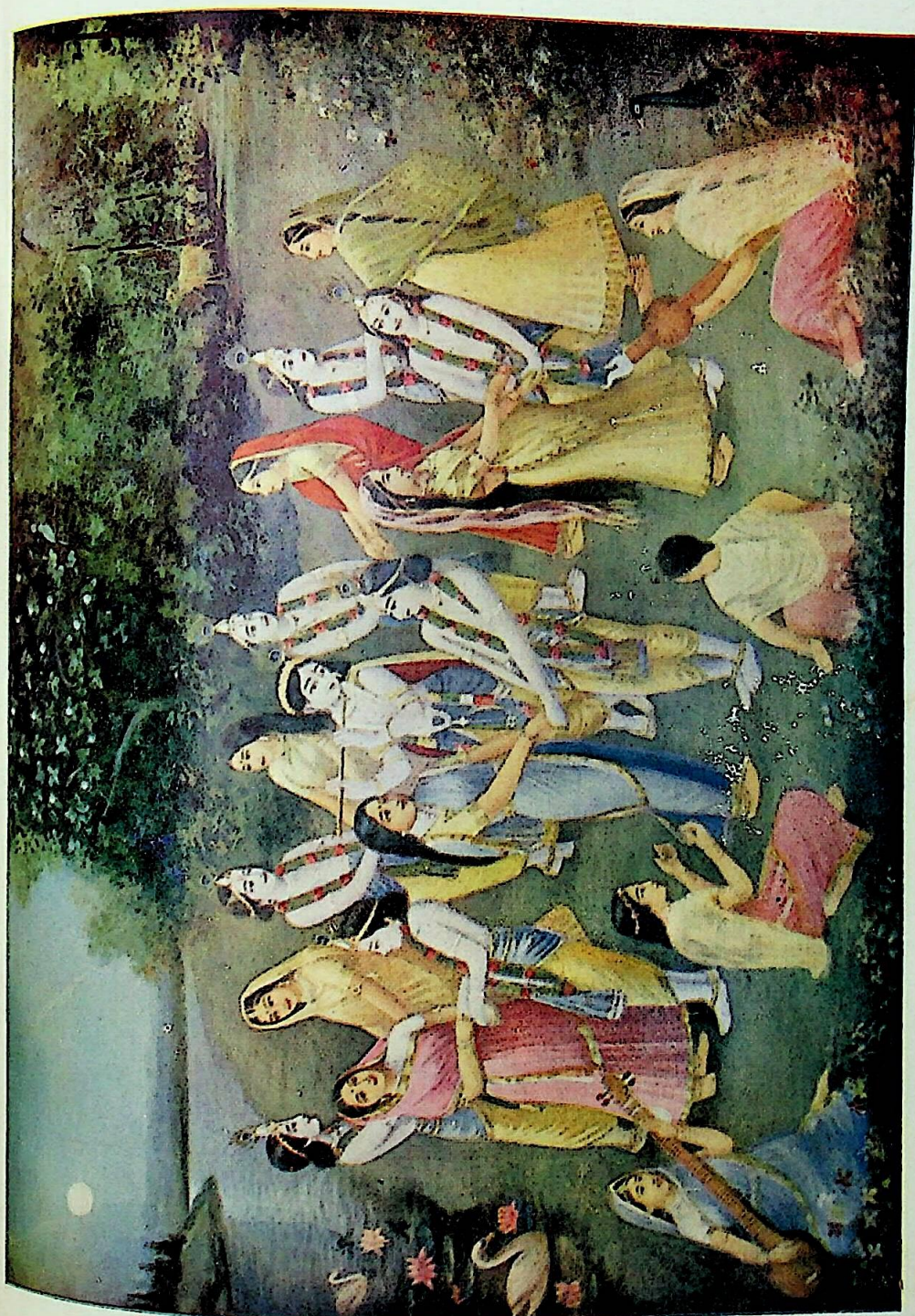
কেশবো মার্গশীর্ষে চ পৌষে নারায়ণস্তথা।
মাধবো মাঘমাসে চ গোবিন্দঃ ফাল্গুনে তথা॥
চৈত্রে বিষ্ণুরিতিখ্যাতো বৈশাখে মধুসূদনঃ।
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রমোনাম আষাঢ়ে চৈব বামনঃ॥
শ্রীধরঃ শ্রাবণেমাসে হৃষিকেশশ্চ ভাদ্রকে।
আশ্বিনে পদ্মনাভশ্চ দামোদরশ্চ কার্ত্তিকে॥
বিষ্ণুর্দ্বাদশ নামানি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

—পদ্মপুরাণম্।

দ্বাদশঅঙ্গে তিলক-ধারণ মন্ত্র।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎ প্রক্ষালন-তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধণি॥

ক্রম নির্দ্দিষ্ট স্থান—				মন্ত্র।
ললাটে	...	...	...	শ্রীকেশবায় নমঃ।
উদরে	...	...	...	শ্রীনারায়ণায় নমঃ।
বক্ষঃস্থলে	...	...	...	শ্রীমাধবায় নমঃ।
কণ্ঠে	...	...	...	শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।
দক্ষিণ পার্শ্বে	...	...	...	শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।
দক্ষিণ বাহুতে	...	...	...	শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।
দক্ষিণ স্কন্ধে	...	...	...	শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে	...	...	...	শ্রীবামনায় নমঃ।
বাম বাহুতে	...	...	...	শ্রীশ্রীধরায় নমঃ।
বাম স্কন্ধে	...	...	...	শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ॥
পৃষ্ঠে	...	...	...	শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ।
কটিতে	...	...	...	শ্রীদামোদরায় নমঃ।

"শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া তুই হস্তধৌত জল মস্তকে সেচন করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান।

শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃত-বর্ষিণং॥
শশাঙ্কযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং।
শুক্লাম্বর-ধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং॥
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধানং স্মিত-নিত্য-যুতাননং।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারাং দীন-পালকং॥
সমস্তমঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুং।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য .....শ্রীগুরবে নমঃ।
(প্রস্তাবনা দেখুন)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ধ্যান।

শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং,
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং স্রগ্-দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং,
চৈতন্যং কনক-দ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥ ১॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥ ২॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধ্যান।

ঈষদারুণ্য-স্বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং।
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেম-বর্ষিণং॥
আঘূর্ণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভুং।
প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মষ-নাশায় জাহ্নবা-পতয়ে নমঃ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান।

সদ্ভক্তালি-নিষেবিতাঙ্ঘ্রি-কমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং,
শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং সুবাহু-যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং।
শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিতং,
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুং॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র।

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যস্য-প্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতিঃ॥

শ্রীশ্রীতুলসীর প্রণাম মন্ত্র।

বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীচরণামৃত-ধারণ মন্ত্র।

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

জপার্থে শ্রীনামমালা-গ্রহণ মন্ত্র।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতং।
গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থং স্মরামি নন্দ-নন্দনং॥
নাম চিন্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে॥
অবিঘ্নং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে! তু প্রার্থয়ে॥

শ্রীনাম জপ-সমর্পণ মন্ত্র ।

নাম-যজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ ।
কৃষ্ণচৈতন্য-প্রীত্যর্থে নামযজ্ঞ-সমর্পণং ॥

জপান্তে শ্রীনামমালা স্থাপন মন্ত্র ।

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমম্ ।
রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ ॥
ত্বং মালে ! সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদা মতা ।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ।

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে ॥ ১ ॥
বর্হাপিড়াভিরামং........ ব্রহ্মগোপাল-বেশং ॥ ২ ॥
(প্রস্তাবনা দেখুন)
কস্তূরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং,
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং ।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র ।

হে কৃষ্ণ ! করুণা-সিন্ধো ! দীন-বন্ধো ! জগৎপতে !
গোপেশ ! গোপিকা-কান্ত ! রাধাকান্ত ! নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীশ্রীরাধিকার ধ্যান ।

হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং,
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূর-পুঞ্জোজ্জ্বলাং ॥
লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং শ্রীরাধাং,
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গ-ভূষাং ভজে ॥

শ্রীশ্রীরাধিকার প্রণাম মন্ত্র।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি ! রাধে ! বৃন্দাবনেশ্বরি !
বৃষভানু-সুতে দেবি ! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে !

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্র।

(প্রস্তাবনা দেখুন)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান।

স্বর্ধুন্যাশ্চারু-তীরে স্ফুরিতমতি-বৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভ-গাত্রং,
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং,
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং,
শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং।
নানা-পুষ্প-বনং তত্র গন্ধেন পরিপূরিতং,
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাজিতং ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্শ্বদগণের তত্ত্ব-নির্ণয়।

শ্রীবাস পণ্ডিত—সাক্ষাৎ শ্রীনারদ।
শ্রীগদাধর পণ্ডিত—শ্রীরাধাংশ।
শ্রীস্বরূপ দামোদর—শ্রীললিতা।
শ্রীরায় রামানন্দ—শ্রীবিশাখা।
শ্রীশিবানন্দ সেন—শ্রীচম্পকলতা।
শ্রীগোবিন্দানন্দঠাকুর—শ্রীসুচিত্রা।
শ্রীমাধব ঘোষ—শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।
শ্রীগোবিন্দ ঠাকুর—শ্রীইন্দুরেখা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ—শ্রীরঙ্গদেবী।
শ্রীবাসুদেব ঘোষ—শ্রীসুদেবী।
শ্রীসনাতন গোস্বামী—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীরসমঞ্জরী।
শ্রীজীব গোস্বামী—শ্রীবিলাসমঞ্জরী।
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরতিমঞ্জরী।
জগাই মাধাই—জয় বিজয় (গোলোকের দ্বারী)।
শ্রীহরিদাস—শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীপ্রহ্লাদের মিলিতভাব।

শ্রীগ্রন্থের ভিতর যে সকল দুরূহ তত্ত্বের সন্নিবেশ ও দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় যেগুলি তাহার যথাসম্ভব টীকাসহ অন্য কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বেরও আলোচনা করা হইল ঃ—

শ্রীব্রহ্মার একদিনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার গোলোকের লীলা প্রকট করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ হয়। ৭১ চতুর্যুগে বা দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইয়াছিল। আমরা বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তরে বাস করিতেছি। ব্রহ্মার রাত্রি ও দিনের পরিমাণ একই।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—তিলক।

ধীরললিত নায়ক—যে নায়ক নিশ্চিন্ত, মৃদুস্বভাব, চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী ও প্রেয়সীবশ।

ধীরোদাত্ত নায়ক—শ্রীরামাদির ন্যায় যে নায়কের সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণরাশি বর্ত্তমান কিন্তু প্রেয়সীবশ নহে।

ধীরোদ্ধত নায়ক—ভীমসেনাদির ন্যায় যে নায়কের রৌদ্ররস বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে ধীরললিত নায়ক এবং শ্রীদ্বারকায় ধীরোদ্ধত নায়করূপে লীলা করেন।

খণ্ড প্রলয়—চৌদ্দ মন্বন্তর পরে শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় খণ্ড প্রলয় হয় এবং সেই প্রলয়ও চৌদ্দ মন্বন্তরকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এই প্রলয় কালটী ব্রহ্মার একরাত্রি পরিমিত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলেন। ইহাকে প্রাকৃত প্রলয়ও বলা হয়। ইহাতে কেবল ভূ-ভূর্ব-লোকের জীব-সমূহের ধ্বংস হয়।

মহাপ্রলয়—২৮ মন্বন্তরে ব্রহ্মার অহোরাত্র, এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এইরূপ ১০০ বৎসর পরে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় মহাপ্রলয় বা ব্রাহ্মপ্রলয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন চিহ্নই থাকে না, সমস্তই মূল প্রকৃতিতে লীন হয় এবং ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়িবিষ্ণুতে লীন হইয়া যান; কেবল গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধাম সমূহ বর্ত্তমান থাকেন।

নিত্যসিদ্ধ—যাঁহারা সাধন বলে ভগবৎসেবা লাভ করেন নাই অথচ অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যমুক্ত বলেন।

লব=কণা। ঐশ্বর্য্য=বশীকরণশক্তি বিশেষ; বীর্য্য=অচিন্ত্য শক্তি; যশঃ=নামাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া জীবের উপকারসাধন কার্য্য; শ্রী=লক্ষ্মী, রাধা, সেবাগ্রহণ ক্ষমতা, বৈভব ও সৌন্দর্য্য; জ্ঞান=সপ্রকাশ শক্তি; বৈরাগ্য=প্রাপঞ্চিক বা মায়িক জগতে অনাসক্তি।

অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার— 'তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ=জড়বৎ প্রতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিহীনতা; স্বেদ=ঘর্ম্ম; স্বরভেদ=স্বরভঙ্গ, বেপথু=কম্প, প্রলয়=মৃত্যুবৎ বিকার; সঙ্কর্ষণ=শ্রীবলদেব; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সঙ্কর্ষণ বা বলদেবরূপে প্রকাশ পান আবার এই বলদেবই কারণোদকশায়ি-বিষ্ণুরূপে প্রকৃতির

পানে ঈক্ষণ করিয়া বদ্ধজীবনিচয়=সৃষ্টি করেন এবং স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রত্যেক বদ্ধজীবের ভিতর প্রবেশ করেন; ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ=তত্ত্ব।—সঙ্কর্ষণ নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন যথাঃ—পাদুকা, বাহন, ছত্র, আসন, চামর, শয্যা,বসন, উপাধান, আরাম, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন, বন্ধু, সখা, শৃঙ্গ, বেত্র, আবাস প্রভৃতি।

ইনি

রাধা প্রেমে যে কামের লেশমাত্র ছিল না তাহা নিম্নলিখিত শ্রীরাধিকার খেদপূর্ণ গান হইতেও বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়ঃ—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে।
নাম শ্রবণে যার, ঐছন হইল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
সে চাঁদ বদনখানি, নয়নে হেরিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাশরিতে করি মনে, পাশর না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতীকুল নাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥

পার্ষদ—শ্রীভগবানের নিত্য-সহচর, যাঁহারা সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন নাই—অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধভক্ত।

ভূমানন্দ—ব্যাপকানন্দ—অর্থাৎ অনাদিকাল ব্যাপিয়া আস্বাদন করিয়াও যে আনন্দের শেষ করা যায় না।

মন্ত্র—মননাৎ পাপমশ্নাতি মননাৎ স্বর্গ-মশ্নুতে।
মননান্মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ॥

—অর্থাৎ যাঁহার মনন হইতে জীব পাপ হইতে আত্ম-ত্রাণ-সাধন করে, যাঁহার মনন হেতু জীব স্বর্গভোগ করে, যাঁহার মননহেতু জীব মোক্ষলাভ করে; এইরূপ জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্ব্বর্গময় হইয়া যায় তাঁহার নাম মন্ত্র।

দেহ—স্থূল, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম ও কারণ—এই কারণদেহ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা অবস্থান করেন।

সপ্তস্বর্গ—ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক—এই সত্যলোকের পর মায়ার সপ্ত আবরণ, তাহার পর বিরজা নদী বা কারণার্ণব, তাহার ওপারে সিদ্ধলোক বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধাম, তাহার বহুউর্দ্ধে পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। সর্ব্বোপরি গোলোক।

সপ্ত পাতাল—অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত।

পঞ্চতন্মাত্র—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ।

অবিদ্যা—অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, নিত্যে অনিত্য বুদ্ধি, এইপ্রকার যথার্থ বস্তুর বিপরীত জ্ঞানের নাম অবিদ্যা।

বিদ্যা—মায়ান্তর্গত জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ মায়িক দৃষ্টিতে ভালমন্দের বিচার।

সারাৎসার—সমস্ত জগতের সাররূপে ব্রহ্ম বর্ত্তমান, তাহারও আশ্রয়রূপে ঈশ্বর বিগ্রহ।

পরাৎপর—পঞ্চভুত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিই পূর্ব্বতত্ত্ব এবং তাহার পরতত্ত্ব পুরুষ এবং তৎপরতত্ত্ব ঈশ্বরস্বরূপ।

একাদশ ইন্দ্রিয়—৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। মনকে ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা বলা হয়।

৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, ও বাক্।

৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

৪টী অন্তরেন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

৫টী মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

অকর্ম্ম—শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই।

বিকর্ম্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম।

কর্ম্ম—শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম।

প্লক্ষ—পাকুড় গাছ।

হল্লিসক নৃত্য—মণ্ডলাকার নৃত্য বিশেষ। ইহাতে একজন নট বহু নটীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন।

দ্যুতি=জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য্য। রগণ=নৃত্য, মিলন। রাধা=(রাধ্+ঙ)—অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন।

ভারতী—শ্রীপাদ কেশবভারতী, ইনি ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নরলীলানুরোধে ইঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

যুক্তবৈরাগ্য—প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীভগবদ্বিষয়ে আসক্তি।

উলুক—পেচক।

ক্ষান্তি—প্রাকৃত সুখ-দুঃখ-সহনশীলতা।

অব্যর্থকালতা—সকল সময়েই কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।

বিরক্তি—অনাসক্তি, বৈরাগ্য। জাগতিক সর্ব্ববিষয়েই আসক্তিশূন্য।

মানশূন্যতা—"সর্ব্বত্র আপনাকে হীন করি মানে" এইরূপ অবস্থা।

আশাবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই দর্শন দিবেন এইরূপ আশা।

সমুৎকণ্ঠা—সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা।

নামগানে সদা রুচি—নাম কীর্ত্তনে সদাই রুচি।

গুণাখ্যানে আসক্তি—কৃষ্ণের লীলা সর্ব্বস্থানে কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা।

তদ্বসতিস্থলে প্রীতি—শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাস্থানে মমতা।

দীক্ষা— "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

—যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া দেন এই জন্য তত্ত্বকোবিদ্ গুরুজনেরা ইঁহার 'দীক্ষা' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দুঃখ—দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক দুঃখ—দেহনিমিত্ত যে দুঃখ অর্থাৎ বিস্ফোটক, জ্বরাদি হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়।

আধিভৌতিক দুঃখ—পারিপার্শ্বিক জীব নিমিত্ত যে দুঃখ ও অশান্তি অর্থাৎ পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়।

আধিদৈবিক দুঃখ—ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সম্ভূত দুঃখ।

ভ্রম—অযথার্থ জ্ঞান, যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা সংশয়।

প্রমাদ=অনবধানতা। **বিপ্রলিপ্সা**—বঞ্চনেচ্ছা। **করণাপটব**=ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। **মঞ্জরী**=সেবিকা। **বিরজা**=কারণার্ণব। **অভিধেয়**=প্রতিপাদ্য বিষয়। নির্ব্বন্ধ=নিয়ম।

মধুস্নেহ—মধুবৎ স্নেহ অর্থাৎ মধু যেরূপ যতই গরম করা যায় ততই জমাট বাঁধিতে থাকে তদ্রূপ শ্রীশ্যামসুন্দর যতই শ্রীরাধিকাকে সাধাসাধি করেন ততই শ্রীরাধিকার মান বৃদ্ধি পায়।

মধু যেরূপ স্বয়ং আস্বাদ্য অর্থাৎ আস্বাদিত হইতে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা তদ্রূপ শ্রীরাধারাণীর প্রেম স্বয়ং আস্বাদ্য; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকুঞ্জে থাকেন তখন তাঁহার অন্য কোনও গোপীর স্মৃতি থাকেনা বা থাকিতে পারে না,—ইহাই শ্রীরাধারাণীর সর্ব্বোৎকর্ষতা। শ্রীরাধা—মধুস্নেহবতী।

ঘৃতস্নেহ—ঘৃতবৎ স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত যেরূপ উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায় তদ্রূপ শ্রীচন্দ্রাবলীকে সাধাসাধি করিলেই শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি তাঁহার যে মান তাহা ভাঙ্গিয়া যায়।

ঘৃত যেরূপ স্বয়ং আস্বাদ্য নহে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীচন্দ্রাবলীর কুঞ্জে থাকেন তখন যতক্ষণ শ্রীচন্দ্রাবলীর অঙ্গ-ভঙ্গিমা শ্রীরাধিকার অনুরূপ হয় ততক্ষণই শ্রীশ্যামসুন্দরের আস্বাদ্য হয়। শ্রীরাধা-স্মৃতি-বর্জ্জিত-সেবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সুখী করিতে পারে না। শ্রীচন্দ্রাবলী—ঘৃতস্নেহবতী।

গেহ—গৃহ।

অর্থার্থী—স্বার্থানুসন্ধিৎসু।

গুরু—তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে শ্রীল প্রবুদ্ধযোগীন্দ্র নিমি-মহারাজকে বলিতেছেন :—জগতের সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ভোগ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে পারদর্শী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণ লইবে।

২৮

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"

—আমার অনুভবজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ শান্ত গুরুরই উপাসনা করিবে।

পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

—মহাভাগবত এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণই সকলের গুরু। তিনি যাবতীয় লোকমধ্যেই হরির ন্যায় পূজ্য।—এস্থলে দৈববর্ণানুসারে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে মহাপরাধ হয়।

স্মৃতি বলিতেছেন,—

"গুরূংশ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ।"

—শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে।

অগস্ত্যসংহিতা বলিতেছেন,—

"অতঃ প্রাগ্ গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণ-ভাবেন বুদ্ধিমান্।"

—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমে তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণভাবে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিবে।

শ্রুতি বলিতেছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ,
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

—ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য যথাশক্তি উপঢৌকন লইয়া শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট গমন করিবে।

সাধারণ কথায় গু=অন্ধকার, রু=আলো।—অর্থাৎ যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান তাঁহাকে গুরু বলে।

সারকথা এই যে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধার প্রিয় সখী বা শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ বলিয়া চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবেন।

যুক্তবৈরাগ্য=প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীভগবানে আসক্তি।

বিরাগ=বিশিষ্টে শ্রীকৃষ্ণে রাগঃ।

শুষ্কবৈরাগ্য=শুষ্কবৈরাগ্যের নামান্তর ফল্গুবৈরাগ্য। মায়িক বুদ্ধিবশতঃ মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্যাদিতে অবজ্ঞার ভাব।

যোগ কি?—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" (পাতঞ্জল ১।২)=চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। একটী মাত্র বিষয়ে চিত্তবৃত্তি থাকিলেই সেই বিষয়ে মনের একাগ্রতা আসে এবং অন্য বিষয়ে মন আর ছুটাছুটী করে না,—ইহারই নাম চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

ওঁ—অ+উ+ম্=ওঁ; 'অ' এবং 'উ' সন্ধিদ্বারা 'ও' হয়, এবং 'ম্' এই অনুনাসিক ব্যঞ্জনটী ৺রূপে ধ্বনিত হয়। 'অব্', 'উখ্' ও 'মন্' ধাতুর আদিবর্ণ লইয়া ওঁ গঠিত। অ—অব্যতে (রক্ষ্যতে) জগৎ অনেন ইতি সত্ত্বং 'বিষ্ণুঃ'। উ—উখ্যতে (হন্যতে) জগৎ অনেন ইতি তমঃ 'শিব'। ম্—মন্যতে (ইচ্ছামাত্রেণ সৃজ্যতে) জগৎ অনেন ইতি রজঃ 'ব্রহ্মা'। অতএব,

'ওঁ' বলিলে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মহাকারণ পরমাত্মাকে বুঝায়—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা—ব্রহ্মজ্যোতিঃ। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—পাতঞ্জল (১।২৭)—অর্থাৎ 'ওঁ' ঈশ্বরের বাচক। 'ওঁ' বলিলে ঈশ্বরকে বুঝায়। প্রণব=প্রকর্ষেণ নূয়তে (স্তূয়তে) ব্রহ্ম অনেন ইতি প্র+নু+অল্= যে শব্দদ্বারা অতি উৎকৃষ্টরূপে ঈশ্বরকে স্তুতি করা যায়, তাহাই 'প্রণব' অর্থাৎ 'ওঁ'।

পঞ্চকোষ=অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—আনন্দময়-কোষে পরমাত্মা ও বিজ্ঞানময়-কোষে জীবাত্মা অবস্থান করেন।

লিঙ্গদেহ—সপ্তদশাবয়বাত্মক-স্থূলদেহান্তর্গত-দেহবিশেষ।

অতুল=তুলনা রহিত। **মরীচিমালী**=সূর্য্য।

মহাবিষ্ণু=কারণোদক-শায়ী বিষ্ণু,—যিনি প্রকৃতির পানে ঈক্ষণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

ঈক্ষণ=দৃষ্টি। তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব=চতুর্থ বিশুদ্ধসত্ত্ব, **বিশুদ্ধসত্ত্ব**=যাহার দ্বারা পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দের প্রকাশ হয় এবং যে রূপে তিনি নিত্য বিদ্যমান। **স্নেহ**=সেবাকাঙ্খা। **মান**=সেবাসঙ্কোচ। **প্রণয়**=প্রিয়তমের বস্তু, অলঙ্কার এবং দেহাদিতে অভিন্নবোধ। **রাগ**=তৃষ্ণাময়-স্বাভাবিক-আসক্তিবিশেষ। **অনুরাগ**=নিত্যই নূতন বলিয়া মনে ধারণা। **ভাব**=অনুরাগের গাঢ়তম অবস্থা। **মহাভাব**=লজ্জা এবং কুল পর্য্যন্ত ত্যাগের অবস্থা।

আত্মার স্বরূপ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ (গীতা)

—শস্ত্রসকল আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এই আত্মা অস্ত্রাদিদ্বারা অখণ্ডনীয়, অগ্নি দ্বারা দহনশীল নহেন, পচিবার অযোগ্য এবং বায়ু দ্বারা অশোষণীয়। ইনি নিত্য ও দেহাদিতে ব্যাপী; স্থির-স্বভাব, অবিকারী ও অনাদি। ইনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, অচিন্তনীয় ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত হন।

কামাদি ষড়্‌রিপুর উৎপত্তির কারণ—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥ (গীতা)

—শব্দাদি বিষয় বিশেষের বারংবার চিন্তাকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনার সৃষ্টি হয় এবং সেই আকাঙ্ক্ষা কোন’রূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে তাহা হইতে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্যের জ্ঞান লোপ পায়; এই অবস্থায় স্মৃতি-ভ্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুষার্থের অযোগ্যতা জন্মে অর্থাৎ মনুষ্য জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করে।

শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহার (কলিকাতা) হইতে সংগৃহীত—

বুদ্ধ-বাণী।

১। প্রাণি-হত্যা করিওনা।
২। চুরি করিওনা।
৩। পরস্ত্রীগমন করিওনা।
৪। মিথ্যাকথা বলিওনা।
৫। পিশুনবাক্য বলিওনা।
৬। কর্কশবাক্য বলিওনা।
৭। বৃথা গল্প করিওনা।
৮। পরের দ্রব্যে লোভ করিওনা।
৯। ক্রোধ করিওনা।
১০। কর্ম্মফল বিশ্বাস কর।

"দেবো বস্সতু কালেন রাজা ভবতু ধম্মিকো।"

Commandments of Jesus Christ (Exodus 20):—

1. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.
2. Thou shalt not kill.
3. Thou shalt not commit adultery.
4. Thou shalt not steal.
5. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
6. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his man servant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbour's.

উপনিষদের বাণী।

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর এ-এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক অনূদিত)

প্রশ্নোপনিষৎ।

* * * * * *

থাকে পুরীসম এই দেহে-
পঞ্চ-অগ্নি-সম পঞ্চ প্রাণ,
আপনি—সে গার্হপত্য সম,
দক্ষিণাগ্নি-সম থাকে ব্যান ;
গার্হপত্য হ'তে যেইমত-
সংগৃহীত যজ্ঞের অনল,
সেইমত অপান হইতে-
প্রাণবায়ু লভে নিজ বল।

সমভাবে উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসে-
ব'য়ে নেয় বায়ু যে সমান—
হোতা যথা আহুতি যজ্ঞের—
মনই এই যজ্ঞে যজমান।
উদান (এ যজ্ঞে) ইষ্টফল ;
যজমান সম এই মনে-
লয়ে যায় সেই দিন দিন-
(সুষুপ্তিতে) ব্রহ্মের সদনে।

অনুভব করেন স্বপনে,
এ সময়ে এই দেব-মন—
মহিমা, দেখেন পুনঃ তাহা,
পূর্ব্বে যার ঘটেছে দর্শন ;
করেন শ্রবণ পুনরায়-
ছিল যাহা কোন' কালে শ্রুত,
নানাদিকে নানাদেশে যাহা-
হইয়াছে পূর্ব্বে অনুভূত,
পুনঃ পুনঃ করেন আবার-
(এ সময়ে) অনুভব তার।
দেখা বা অদেখা যাহা কিছু,
শোনা যাহা গিয়াছে বা নয়,
বোধে যাহা এসেছে, অথবা—
হয় নাই বোধের বিষয়,
সৎ বা অসৎ যাহা কিছু—
সকল দেখেন এই মন,
সর্ব্বরূপ হ'য়ে (সে সময়)-
করেন সকল দরশন।

তেজে অভিভূত এই দেব-
হন যবে সুষুপ্তি-সময়,
না দেখেন স্বপন এ দেহে,
হয় তবে সুখের উদয়।

বিহগ বাসের তরে যথা—
করে সৌম্য শাখীরে আশ্রয়,
হয় তথা পরম-আত্মায়-
প্রতিষ্ঠিত এই সমুদয়—

-পৃথ্বী, তার মাত্রা যাহা কিছু,
সলিল, তার মূলোপকরণ,
তেজ, তার মাত্রাসমুদয়,
নিজ মাত্রাসহ প্রভঞ্জন,
আকাশ, আকাশ-মাত্রা আর—
নেত্র, আর যাহা দেখিবার,
কর্ণ, আর যাহা শোনা যায়,
ঘ্রাণ, আর যাহা শুঁকিবার,
আস্বাদ, আস্বাদে যাহা মিলে,
ত্বক, যার মিলে পরশন,
বাক্য, আর যাহা বলিবার,
হস্ত, কর যা' করে গ্রহণ,

উপস্থ, আনন্দ যাহা হ'তে,
পায়ু আর ত্যাগের বিষয়,
পদ-যুগ, লক্ষ্য গমনের,
মন, আর মনে যাহা লয়,
বুদ্ধি, আর যাহা বুঝিবার,
অহঙ্কার, বিষয় তাহার-
-চিত্ত আর বস্তু ভাবনার;
রশ্মি, তেজ দ্যুতি করে যার,
প্রাণ, যাহা আশ্রিত তাহার,
(প্রতিষ্ঠিত সকলি আত্মায়)।

শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ।

* * * * * *

মৃত্যু থাকে অবিদ্যাতে,
বিদ্যা করে (সাধকে) অমর,
বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-
গূঢ়রূপে যাঁহার ভিতর,
অক্ষর, অনন্ত যিনি-
পরব্রহ্ম, করেন শাসন-
বিদ্যা-অবিদ্যারে যিনি,
উহা হ'তে স্বতন্ত্র সে জন ঃ—

অদ্বিতীয় যেই (দেব)—
প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠিত,
সকল রূপেতে যিনি,
সকল বীজেতে অবস্থিত,
হিরণ্যগর্ভেরে যিনি—
জাত যেই অগ্রেতে সবার—
করেছেন জ্ঞানে পুষ্ট,
দেখেছেন জনম তাঁহার—

-নানারূপে এই ক্ষেত্রে-
করি নানা জালের বিস্তার,
পুনরায় এই দেব,
করেন সে সব সমাহার।
লোকপালগণে হেন-
সৃষ্টি করি, মহাত্মা ঈশ্বর-
করেন একাধিপত্য-
পুনরায় তাদের উপর।

ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্বদেশ-
উদ্ভাসিয়া যথা বিবস্বান্-
দীপ্তি পান, সেইমত-
বরণীয় দেব ভগবান্,
একাই করেন নিয়মিত-
কারণরূপেতে যাহা স্থিত।

বিশ্বের কারণ যিনি,
পরিণতি ঘটান সবায়,
পাকিবে যে পরিণামে-
পরিপাকে আনেন তাহায়।
এই যে সারাটী বিশ্ব,
একাই করেন নিয়মিত,
সকল গুণেরে যিনি-
নিজ কার্য্যে রাখেন যোজিত।

গুহ্য যাহা বেদে, সেই-
উপনিষদেতে লুক্কায়িত,
বেদের আকর তিনি,
ব্রহ্মা তাঁরে আছেন বিদিত।
প্রাচীন দেবতা যাঁরা,
ঋষি যাঁরা জেনেছেন তাঁরে,
তাঁহারি স্বরূপ লভি-
গিয়াছেন মরণের পারে।

গুণান্বিত আত্মা যিনি-
ফল তরে করম সকল-
করেন, করেন ভোগ-
তিনি তাঁর করমের ফল।
নানারূপ; তিন গুণ,
তিন পথ আছে যে আত্মার,
প্রাণের ঈশ্বর যিনি,
নিজকর্ম্মে সঞ্চরণ তাঁর।

অঙ্গুষ্ঠ-সমান যিনি,
রবির সমান জ্যোতি যাঁর,
সকল্প-সংযুত-যিনি—
সংযোজিত যাঁহে অহঙ্কার,
বুদ্ধিগুণ আছে যাঁহে,
দেহগুণ র'য়েছে যাঁহায়,
আবার—অগ্রের মত-
ক্ষুদ্ররূপে তাঁরে দেখা যায়।

শত অংশ করি কেশে,
শত ভাগ একাংশে আবার-
করিলে যেমন হবে;
জানিবে জীবেরে সে প্রকার,
প্রগতি অনন্তে তবু তাঁর।
নারী বা পুরুষ ইনি-
নন্, ইনি নন্ নপুংসক,
যে দেহ ধরেন ইনি-
সেই দেহ ইঁহার রক্ষক।
সংকল্প, পরশ আর—
দৃষ্টি মোহ বশে দেহি-জন-
নানাস্থানে পর পর-
ধরে রূপ, করম যেমন।
ঘটে বৃদ্ধি, জনম আবার-
অন্নজল সেচনে তাঁহার।

পূর্ব্বের সংস্কার বশে-
স্থূল, সূক্ষ্ম, অনেক প্রকার-
ধরে রূপ দেহধারী,
ক্রিয়া গুণে, দেহ গুণে তাঁর-
সংযোজিত আত্মারে তখন-
দেখা যায় ক্ষুদ্রের মতন।

---

* * * *

বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত—
যাহা কিছু হ'য়েছে বা হবে—
বেদে যাহা বলে কিছু,
মায়াবীর সৃষ্টি যেইসবে-
তাহাতেই জীব থাকি যায়-
অবরুদ্ধ হইয়া মায়ায়।

মায়ারে প্রকৃতি জান',
"মায়ী" ব'লে জান' মহেশ্বর;
তাঁহারই অঙ্গেতে ব্যাপ্ত-
আছে এই সর্ব্ব চরাচর।

একমাত্র যেই দেব-
অধিষ্ঠিত কারণ সবার,
যাঁ হ'তে এ সব জাত,
আবার যাঁহাতে সব যায়,
যে দেখে সে নিয়ন্তারে-
বরপ্রদ পাত্রেরে পূজার-
চিরকাল তরে এই-
শান্তিলাভ ঘটে সে জনার।

বিশ্বাধিপ রুদ্র যিনি,
সর্ব্বজ্ঞান রয়েছে যাঁহার,
যাঁহা হ'তে জন্ম আর-
ঘটেছে শকতি দেবতার,
হিরণ্য গর্ভের জন্ম-
করেছেন যিনি দরশন,

শুভ বুদ্ধি আমাদের-
　　ক'রেছেন তিনি সংযোজন।
দেবতার অধিপতি,—
　　লোক-চয় যাঁহাতে আশ্রিত-
চতুষ্পদ দ্বিপদেরে-
　　যে দেব করেন নিয়মিত-
পূজাকরি—'ক' নাম যাঁহার—
　　হবি দিয়া সেই দেবতার।

অবিদ্যা-গহন মাঝে-
　　সূক্ষ্ম হ'তে যিনি সূক্ষ্মতর,
সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের,
　　রূপ যিনি ধরেন বিস্তর,
বিশ্বের ভিতরে পশি-
　　একমাত্র আছেন যে জন,
জানি সে মঙ্গলময়ে-
　　চিরশান্তি করে অরজন।
তিনিই যে যথাকালে-
　　করেন পালন এ ভুবন,
বিশ্বের অধিপ তিনি,
　　সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে রন,
ব্রহ্মর্ষি দেবতা যত-
　　যোগবলে মিশেন যাঁহায়,
ছিন্ন হয় মৃত্যু পাশ-
　　হেনরূপে জানিলে তাঁহায়।

মণ্ড যেন ঘৃতোপরি-
　　অতি সূক্ষ্ম, মঙ্গল নিলয়,
সর্ব্বভূতে গূঢ়দেব-
　　একমাত্র যিনি বিশ্বময়-
প্রবিষ্ট, লভিয়া জ্ঞান তাঁর-
　　সর্ব্ব পাশ করে পরিহার।

এ মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা,
　　এই দেব হৃদে অধিষ্ঠিত-
সকল জনার সদা ;
　　হৃদয়েতে হ'ন প্রকাশিত ;
স্থিরবুদ্ধি যোগে ইনি,
　　হয় যবে সম্যক্ মনন ;
জানে যারা এঁরে, তারা-
　　অমরতা করে অরজন।
নাহি থাকে দিবা নিশা-
　　হয় যবে জ্ঞানের বিকাশ,
সদসৎ নাহি থাকে-
　　শিব শুধু (হন সুপ্রকাশ)।
তিনি যে বিনাশ হীন-
　　বরণীয় তিনি সবিতার।
ঘটিয়াছে আবির্ভাব-
　　তাঁহা হ'তে প্রাচীন-প্রজ্ঞার।
ঊর্দ্ধ অধঃ, মধ্যে এবে-
　　নাহি পারে কেহ ধরিবার ;
নাম যাঁর মহাযশঃ-
　　নাহি আছে প্রতিমা তাঁহার।

দৃশ্য নহে রূপ এঁর,
　　নেত্রে কেহ না দেখে ইঁহায়,
হৃদিস্থিত হেন এঁরে-
　　হৃদয়ে মননে যারা পায়,
　　অমর তাহারা হ'য়ে যায়।

'জনম রহিত তুমি'—
　　হেন ভাবি মাগিছে শরণ,
কেহ বা (সংসার) ভীত ;
　　যে-টী তব দক্ষিণ আনন-
তাহা দিয়া, ওহে রুদ্র,
　　কর মোরে সতত রক্ষণ।

বধিওনা পুত্র পৌত্র,
আয়ু, রুদ্র! ক'রোনা হরণ,
করিওনা গরু কিংবা-
আমাদের অশ্বেরে হনন;
ক্রুদ্ধ হ'য়ে করিওনা-
বীরগণে মোদের সংহার,
সতত ডাকিছি মোরা-
সঙ্গে ল'য়ে হোমের সম্ভার।

——

* * *

অবিদ্যা-গহন মাঝে—
আদি নাই, অন্ত নাই যাঁর,
সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের,
রূপ যাঁর অনেক প্রকার;
সারাটী বিশ্বেতে পশি-
একমাত্র আছেন যে জন,
জানিলে সে দেবতারে-
কেটে যায় সকল বন্ধন।

——

ভাবে যাঁরে ধরা যায়-
"দেহহীন" বলি নাম যাঁর,
সৃষ্টি-লয়-কর্ত্তা যিনি,
স্রষ্টা যিনি দেহের কলায়,
যে জানে সে শিব-দেবতায়,
দেহ-অভিমান তার যায়।
স্বভাবেরে কেহ কেহ,
কেহ কেহ কালেরে আবার,
কহেন—বিদ্বান্ যাঁরা,
ভ্রমবশে,—(বিশ্বের আধার);
ঈশ্বরেরি মহিমার বলে,
শুধু এই ব্রহ্মচক্র চলে।

——

সকল আবরি যিনি-
আছেন সতত বিদ্যমান,
'জ্ঞানী' যিনি, কর্ম্মকর্ত্তা,
গুণী, সর্ব্ববিষয়ে বিদ্বান্,
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু,
ব্যোমরূপে যা কিছু চিন্তিত,
তাঁহারি শকতি বলে-
হইতেছে সকলি চালিত।
সমাপিয়া সে করম,
হইয়া নিবৃত্ত পুনরায়,
ক'রেছেন সংযোজন-
বিষয়ের সহিত আত্মায়;
এক, দুই, তিন কিংবা-
অষ্টবিধ-তত্ত্ব, কাল আর-
সূক্ষ্ম যত আত্ম-গুণ,
সাধিয়া সংযোগ সে সবার,
গুণান্বিত কর্ম্ম যত,
আরম্ভ করিয়া সে সকল,
কর্ম্ম, ভাব সব যিনি-
সমর্পেন (ঈশ্বরে কেবল),
সম্বন্ধ ঘুচিয়া তাঁর-
কর্ম্মের বিনাশ হ'য়ে যায়,
কর্ম্ম-ক্ষয়ে পান তিনি-
তত্ত্ব হ'তে ভিন্ন যিনি, তাঁয়।
সকলের আদি তিনি,
সংযোগের হেতুর কারণ,
ত্রিকালের পরপারে—
অখণ্ড তাঁহার দরশন।
কার্য্য ও কারণময়-
বিশ্বরূপ সেই দেবতায়,
পূর্ব্বে করি উপাসনা,
আপন চিত্তের মাঝে পায়।
সংসারের পারে তিনি,
কালাতীত, স্বতন্ত্র সে-জন,
জগৎ—প্রপঞ্চ এই-
ভ্রমিতেছে যাঁহার কারণ;

ধর্ম্মেরে আনেন তিনি,
পাপের সাধেন তিরোধান,
অমৃত স্বরূপ সেই,
বিশ্বের আধার ভগবান্।

বুদ্ধ-বাণী।

(শ্রীযুক্ত প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় কর্ত্তৃক অনূদিত)

* * *

নদী যথা জনমিয়া দূরতম প্রস্রবণে,
কোন্ এক নিভৃত প্রদেশে,
কভু ধায় দ্রুত-গতি,
কভু শ্রান্ত মৃদু অতি,
লয়ে' লহরীর মালা সিন্ধুর উদ্দেশে;

মানব-জীবন-নদী সেই মত বহে,
প্রাচীনে নবীন কায়া,
পলে পলে মিশাইয়া,
জীবন মরণ গাঁথা একাধারে রহে;
—সেই বটে, তবু হায়! ঠিক এক নহে।

শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই—
প্রকৃতির মহাচক্র ঘোরে অবিরত;
সিন্ধু-বুকে উর্ম্মিমালা,
পাইয়া প্রখর জ্বালা,
রবি-তাপে হ'য়ে যায় বাষ্পে পরিণত,
পুনঃ সেই বাষ্প-রাশি,
ভূধর শিখরে আসি',
করে তার শিরোদেশ তুষারে মণ্ডিত,
তুষার আবার হায়!
বারি হ'য়ে ঝ'রে যায়,
নব উর্ম্মি জন্ম লয় নদী-বক্ষে কত;
—জনম-মরণ দেখ একত্র গ্রথিত।

শুধু এই টুকু জেনো, হে অবোধ মানবের মন!
পরিবর্ত্তন ভরা,
ত্রিদিব কি বসুন্ধরা,
কিংবা যত দেখ বিশ্বে দৃশ্য অগণন;
দ্বন্দ্ব-কোলাহল সনে,
ঘুরিছে আপন মনে,
অমোঘ সে কাল-চক্র,—কে করে বারণ?

* * *

অতীতের মহাগর্ভ হ'তে-
প্রসূত হ'তেছে দেখ এই বর্ত্তমান,
জনমিবে পরে আর,
এবে যাহা অন্ধকার,
সেই দূর ভবিষ্যৎ, জানিও সন্ধান;
কর্ম্ম অনুযায়ী গতি,
উন্নতি বা অবনতি,
অদ্য যাহা তুচ্ছ অতি, কল্য সে প্রধান,
কর্ম্ম-ফলের এই অভ্রান্ত বিধান।

সেই মত ফল পাবে-
যেই মত বীজ তুমি করিবে রোপণ;
স্বর্গে যে দেবতা আজি,
ভুঞ্জিতেছে সুখরাজি,
পুণ্য কর্ম্মে পূর্ণ দিল বিগত জীবন;
কু-কর্ম্মী অধর্ম্মী যারা,
অনুতাপে হ'য়ে সারা,
নরক মাঝারে তারা করিছে রোদন,
কাল পূর্ণ হ'লে হবে পাপ বিমোচন;
চিরস্থায়ী কিছু নয়,
সময়ে হইবে ক্ষয়,

দুষ্কৃতের কৃত যত কলুষ ভীষণ,
কিংবা সুকৃতের কর্ম্ম পবিত্র শোভন।

* * *

অসংখ্য জনম লভি' কত যোনি ভ্রমি' অনিবার,
হইতে সে সুরপতি,
হ'তে পারে উচ্চে অতি,
ওহে জীব! তব স্থান—মহিমা অপার,
কিংবা নিজ কর্ম্মফলে,
স্থান পাবে রসাতলে,
নাহি রবে পরিমাণ তব হীনতার;
—কর্ম্ম-ফল, কর্ম্ম-ফল, কিছু নহে আর।

অদৃশ্য কালের চক্র পূর্ণ বেগে সদা ঘূর্ণ্যমান,
শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই,
নাহি বিশ্রামের ঠাঁই,
উত্থান, পতন,—আর পতন, উত্থান,
সদা ঘোরে চক্র-দণ্ড প্রচণ্ড, মহান্!

* * *

কেন চিন্তা ভ্রান্ত জীব! তুমি মুক্ত চিরন্তন,
তুমি চির বন্ধন-বিহীন;
'জীবাত্মা অমৃতময়',
এই বাক্য মিথ্যা নয়,
পরমাত্মা প্রাণে স্বর্গ-শান্তি চিরদিন;
এই নীতি জেনো ভবে,
ভাল আরো ভাল হবে,
অবশেষে হইবে সে দোষ-লেশ-হীন;
শোক-তাপ ভয়ঙ্কর-
হইতে প্রবলতর-
মানবের ইচ্ছাশক্তি, জেনো সমীচীন-
সুখী হওয়া, দুঃখী হওয়া নিজ ইচ্ছাধীন।

আমি বুদ্ধ, একদিন সমস্ত ভ্রাতার হ'য়ে-
ব্যথা পেয়ে ক'রেছি ক্রন্দন,
দেখিয়া বিশ্বের দুঃখ,
ভেঙ্গে গিয়াছিল বুক,
ভেবেছিনু দুঃখ বুঝি দৈব-নিবন্ধন;

আজ মোর মুখে হাসি,
অন্তরে আনন্দ-রাশি,
জেনেছি, বুঝেছি এই সত্য চিরন্তন,
কোথা নাই, কিছু নাই জীবের বন্ধন।

কত না যাতনা রাশি, ভবে আসি' ওহে জীব!
সহ অনিবার,
ক'রনা ক'রনা ভুল,
তব যন্ত্রণার মূল-
তুমি শুধু, তুমি শুধু, কেহ নহে আর;
কে আছে কাহার সাধ্য,
তোমারে করিতে বাধ্য,
জনম-মরণ পথে যেতে বার বার?
নিজেরি ইচ্ছায় তুমি,
ঘোর কাল-চক্র চুমি',
তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাময় "দণ্ড" গুলি যার,
"নেমি" অশ্রুময়, "নাভি" শূন্যতা-আধার।

সনাতন-সত্য আমি দেখাতেছি, জীবগণ!
হের চক্ষুভ'রে :—
কোথায় আলয় যার,
পরিচয় দেওয়া ভার,
নরকের নিম্নে আর স্বর্গের উপরে,
ব্রহ্মের আবাস ছাড়ি',
বহুদূরে যার বাড়ী,
দূরতম জ্যোতিষ্কের আরো কত পরে;

এ হেন মহতী শক্তি বিরাজেন বিশ্বমাঝে,
সর্ব্বদা সাধেন যিনি সবার মঙ্গল,
সুনিশ্চিত চিরদিন,
আদিহীন, অন্তহীন,
যাহে পূর্ণ মহাশূন্য আকাশ-মণ্ডল,
শুধু যাঁর বিধি রয় চির-অচঞ্চল।

প্রস্ফুটিত পুষ্পমাঝে হের তাঁর স্পর্শ সুমধুর,
ঐ পদ্ম মনোহর,
গঠিয়াছে তাঁরি কর,
মাটি আর বীজে তিনি সৃজেন অঙ্কুর;

বসন্তের যত সাজ,
তাঁরি ত' হাতের কাজ,
তাঁরি দত্ত মণি মুক্তা প'রেছে ময়ূর,
বিচিত্র জলদ গায়,
তাঁরি চিত্র শোভা পায়,
তাঁর শক্তি জানে ঐ নক্ষত্র সুদূর,
প্রভু তিনি সৌদামিনী, বৃষ্টি ও বায়ুর।

* * *

অক্ষয় অমোঘ শক্তি প্রকটিত সর্ব্বকাজে,
সর্ব্ব প্রাণী অনুরক্ত তাঁর,
জীব রক্ষার তরে,
অলক্ষ্যে কেমন ক'রে,
মাতৃ-বক্ষে নিজ সুধা করেন সঞ্চার;
কখন' বা সে অমৃত,
বিষে করি' পরিণত,
ফণীরূপে প্রাণী তিনি করেন সংহার,
কর্ম্মান্তরে রূপান্তর জানিও তাঁহার।

সীমাহীন ব্যোমপথে গ্রহতারা ল'য়ে সাথে-
চিরযুগ ধরি',
ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতান,
কি-সুন্দর কি মহান্,
বিশ্ব চলে তালে তালে কত নৃত্য করি'!
কত মুক্তা কত মণি,
স্বর্ণ হীরকের খনি,
গোপনে রাখেন তিনি ধরা-গর্ভ ভরি'!

গহন-কাননতলে শ্যামল আসনে বসি'
বনদেবী মত,
নিত্য খুলি' রুদ্ধ দ্বার,
করিছেন আবিষ্কার,
প্রকৃতি ভাণ্ডারে আছে গুপ্তধন যত;
প্রাচীন-পাদপ পাশে,
শিশু-তরু সুখে হাসে,
তাঁহারি আদেশে হয় পত্র-পুষ্প কত,
নবীন পল্লব তিনি সৃজেন নিয়ত।

যেখানে যা কিছু ঘটে, সকলের মূল বটে,
তবু তিনি সদা নির্ব্বিকার,
ভাগ্য-চক্র অনুসরি',
নিয়তির পথ ধরি',
কখন' করেন ত্রাণ, কখন' সংহার;
বসি' তন্তুবায় মত,
বুনিছেন অবিরত,
জীবন ও ভালবাসা, 'সূত্র' জেনো তাঁর,
"তন্তু-দণ্ড," মৃত্যু আর যন্ত্রণার ভার।

অনর্থক কিছু নয়, কিবা সৃষ্টি, কিবা লয়,
—আছে তাহে গূঢ় অভিপ্রায়,
আদি-সৃষ্ট বস্তু যত,
করিবারে ক্রমোন্নত,
সংহারি', নূতন করি' সৃজেন তাহায়,
ধীরে ধীরে সন্তর্পণে,
বুনিছেন শান্তমনে,
এ সুন্দর সৃষ্টি-জাল সুবিশাল কায়।

দৃষ্ট জগতের পরে বিভিন্ন মূরতি ধরে'-
মহাশক্তি এইরূপে পাইছে প্রকাশ;
বাহ্য দৃষ্টি অগোচর,
অন্তরের অভ্যন্তর,
সেখানেও সমভাবে তাঁহার বিকাশ;
তাঁহার অদৃশ্য বলে,
মানব-মণ্ডলী চলে,
লোকাচার, ধর্ম্ম আর চিন্তা অভিলাষ,
সকলেতে তাঁর প্রভা, তাঁহারি আভাষ।

ভগ্ন-প্রাণে নিরাশায়, যবে তুমি আপনায়-
ভাব' অতিদীন অসহায়,
এ শক্তি অলক্ষ্যে আসি,'
নাশিতে বিপদরাশি,
বিশ্বাসী বন্ধুর মত করেন উপায়;
ঝঞ্ঝা হ'তে উচ্চতর,
তাঁহার ভৈরব স্বর,
মানবের কর্ণে তবু পশেনাকো হায়!

যে প্রস্তর চিরদিন,
প'ড়েছিল পূজাহীন,
ভাস্কর প্রতিমা গড়ি' ভরে মহিমায়,
তেমনি মানব-প্রাণ,
তাঁর সুধা করি' পান,
পূর্ণ আজ কত প্রেমে কত করুণায়।

তাঁহারে করিয়া ঘৃণা উপদেশ মানিবেনা,
কেবা আছে এমন নির্ব্বোধ?
যে তাঁর আদেশে চলে,
জয়ী সেই ধরাতলে,
নষ্ট সে, চায় যে তাঁরে করিবারে রোধ;
করিয়া গোপন পুণ্য,
সাধু-প্রাণ শান্তি পূর্ণ,
গুপ্ত পাপী যন্ত্রণায় পায় প্রতিশোধ।

* * *

মহাবিধি এইমত চলে ধরি' ধর্ম্মপথ,
ব্যতিক্রম নাহি,
পারিবেনা কোনমতে,
রোধিতে বা ফিরাইতে,
এই মহাশক্তি,—তাই থাক আজ্ঞাবাহী,
প্রেমই ইঁহার প্রাণ,
কর এর অবসান,
শান্তি ও আনন্দনীরে সুখে অবগাহি'
—কর্ত্তব্যের পথে চল এর মুখ চাহি'।

ভ্রাতৃগণ! জেনো সবে "মানব জীবন ভবে-
শুধু গত জীবনের ফল,"
গ্রন্থের এ মহাবাণী,
সত্য বলি' আমি মানি,
পূর্ব্ব-জন্ম ইহ-জন্মে হ'তেছে সফল,
বিগত জন্মের পাপে,
দগ্ধ হও শোকে তাপে,
সুখী হও যদি থাকে পূর্ব্ব-পুণ্যবল,
সুখ, দুঃখ কর্ম্মফলে জানিও কেবল।

* * *

কাহারে না ব্যথা দিয়া, ভুলিয়া থাকে সে যদি-
আপনার ক্লেশ অগণন,
অবিদ্যা, অহং জ্ঞান,
মিথ্যা মান, অভিমান,
আপন শোণিত হ'তে করিয়া বর্জ্জন,
প্রেম, প্রীতি, স্নেহরাশি,
দিবে তারে ভালবাসি',
নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি করিবে যে জন;

* * *

কামনা-বাসনা-বহ্নি কভু না দহিবে তাঁরে-
চিত্ত তাঁর রবে নির্ব্বিকার,
পাপের কলঙ্ক-ছায়া,
স্পর্শিবে না তাঁর কায়া,
পীড়িবে না এ ধরায় সুখ-দুঃখ-ভার,
হৃদয় রহিবে তাঁর,
চির শান্তি-পারাবার,
জন্ম-মৃত্যু বার বার হবেনাকো আর।

* * *

ভুজঙ্গের ডিম্ব যথা, পেয়ে বংশগত প্রথা,
কালে হয় সর্প বিষধর,
যথা বিহঙ্গের দল,
তুচ্ছ করি' গৃহতল,
শ্যামল কান্তার মাঝে বাঁধে নিজ ঘর,
নিজ প্রকৃতির মত,
হইবারে পরিণত,
কর্ম্ম-বীজ সেই মত খোঁজে নিরন্তর,
আপনার যোগ্য স্থান ধরার ভিতর।

* * *

প্রেম সুমধুর বটে, কিন্তু মনে রেখ' নিরন্তর,
শত চুম্বনে মাখা,
শত আলিঙ্গনে ঢাকা,
প্রিয়া-বক্ষ মনোহর, সে মধু-অধর,
শ্মশান-বহ্নিতে ভস্ম হবে অতঃপর;
বীরত্ব মহত্ব বটে,
কিন্তু দেখ কিবা ঘটে,

যবে শেষ হ'য়ে যায় ভীষণ সমর,
কত রাজা, কত বীর,
প'ড়ে আছে ছিন্ন-শির,
শকুনি খাইছে মাংস উল্লাস-অন্তর।
* * *
অবনী-মণ্ডলে তাই—সুখ নাই, শান্তি নাই,
রণ-বাদ্য বাজে অবিরত,
দুঃখী তাপী অবিরল,
ফেলে নয়নের জল,

বাদ-প্রতিবাদ তাই ধ্বনিছে নিয়ত,
পাইয়া ভীষণ বল,
তাই করে কোলাহল,
কাম, ক্রোধ, হিংসা আদি রিপু আছে যত;
সময়-সমুদ্র হায়!
শোণিত-সমুদ্র প্রায়,
বর্ষ আসে, বর্ষ যায় তরঙ্গের মত,
রক্তে কলঙ্কিত তার সলিল সতত।

* * * * * *

তুচ্ছতম জীব (ও) পাছে বাধা পায় উন্নতির পথে,
ইহা, আর দয়া ভেবে, ক্ষান্ত হও প্রাণী-হিংসা হ'তে।

অকাতরে, মুক্ত-করে, কর দান, করিও গ্রহণ,
কভু না লইও লোভে, কিংবা করি' লুণ্ঠন, বঞ্চন।

মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা বাক্য, পর-গ্লানি করিও বর্জ্জন,
বিশুদ্ধ মনের জেনো সত্য-বাণী আপনার ধন।

সুরা সেবিওনা কভু, বুদ্ধি-বৃত্তি হইবে অবশ,
সুস্থ মনে, শুদ্ধ দেহে প্রয়োজন নাহি সোমরস।

স্পর্শ করিওনা কভু, মাতৃসম জেনো পরদার,
দেহের যতেক পাপ অবৈধ ও অযোগ্য তোমার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী।

ঈশ্বর কি? (অ)

১। ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বোধরূপ; যাঁর বোধে সবে বোধ ক'চ্ছে, যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়। ২। ঈশ্বর সাকার নিরাকার; আরো তিনি কত কি আছেন তা বলা যায়না। তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এও সত্য। সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত-সাগর। ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। তিনি মানুষ হন, আবার বাক্য মনেরও অতীত। কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার, তাঁর ইতি করা যায়না।

উদ্দেশ্য (আ)

১। ঈশ্বর-লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি সত্য, সংসার অনিত্য। ২। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ, রমণানন্দ? একবার যদি কেউ ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায়-

তা হ'লে সেই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়। টাকা, মান, দেহের সুখ কোন দিকে তখন আর নজর থাকেনা।

৩। হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাক্‌লে সব মিছে। তাঁকে ভাল বাস্‌তে শেখ।

উপায় (ই)

ব্যাকুলতা (ক)

১। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয় হ'ল, তারপর সূর্য্য দেখা দেবেন। তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান—এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র কর্‌লে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পার্‌লে তাঁর দর্শন-লাভ হয়।

২। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি এক দৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।

৩। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, "কেমন ক'রে ভগবান্‌কে পাব?" গুরু বল্‌লেন, "আমার সঙ্গে এস"—এই ব'লে একটা পুকুরে ল'য়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধর্‌লেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্‌লেন ও বল্‌লেন, "তোমার জলের ভিতর কি রকম হ'য়েছিল"? শিষ্য বল্‌লে, "আমার প্রাণ আটু-পাটু কর্‌ছিল—যেন প্রাণ যায়-যায়!" গুরু বল্‌লেন, "দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটু-পাটু করে তবেই তাঁকে লাভ কর্‌বে।"

৪। গোপীদের কী অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল। গৌরাঙ্গের ঐ রকম হ'য়ে ছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন। কথাটা এই—তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে।

৫। ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ—নির্জ্জনে, গোপনে—'দেখা দাও' ব'লে। ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

বিশ্বাস (খ)

১। সাধন বড় দরকার, তবে হবেনা কেন—ঠিক বিশ্বাস যদি হয় তা হ'লে আর বেশী খাট্‌তে হয়না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস চাই। সরল, উদার না হ'লে বিশ্বাস হয়না।

২। আমি রামের দাস, আমি রামনাম ক'রেছি—আমি কী না পারি! এই বিশ্বাস। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে,—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারে।

৩। কুবীর ব'ল্‌ত; 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। তা যে ভেবেই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হ'লেই হ'ল। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌ছে, তাতে কিছুই হয়না।

শরণাগতি (গ)

১। গীতায় তিনি বলেছেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'র্‌বো।" তাঁকে আম-মোক্তারী দাও—যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়াল ছানার মত কেবল তাঁকে ডাক—ব্যাকুল হ'য়ে।

২। যা কিছু দেখ্‌ছি সব তাঁরই শক্তি। সকলই ঈশ্বরাধীন। যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখেছেন, তা না হ'লে আবার পাপের বৃদ্ধি হ'তো।

৩। কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই। আমি যন্ত্র, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে। তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ।

সরলতা (ঘ)

১। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্‌ ক'রে বিশ্বাস হয়না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয় উপস্থিত হয় আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার—এইসব।

২। সরলতা, পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয়না। কপটতা, পাটোয়ারী—এইসব থাক্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়না। দেখ্‌ছ না, ভগবান্‌ যেখানে অবতার হ'য়েছেন সেই খানেই সরলতা—দশরথ কত সরল। সরলভাবে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।

ত্যাগ—বৈরাগ্য (ঙ)

১। ভগবান্‌ লাভ কর্‌তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধে ব'লে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়। পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

২। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হ'চ্ছে, হবে—ঈশ্বরের নাম করা যাক—এসব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার বোধ হয় সংসার—দাবানল জ্বল্‌ছে। আত্মীয়দের কালসাপ্‌ দেখে কাছ্‌ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়।

একাগ্রতা (চ)

১। মন সব কুড়িয়ে না আন্‌লে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে। পথে যাচ্ছেন যেন সঙ্গীন চড়ান। একলক্ষ্য। কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য। এর নাম যোগ। চাতক কেবল মেঘের জল খায়।

নাম কীর্ত্তন (ছ)

১। তাঁর নাম ক'ল্লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা—এসব পালিয়ে যায়। তাঁর নাম-বীজের খুব শক্তি; অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, তবু শক্ত মাটী ভেদ করে।

সাধুসঙ্গ (জ)

১। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দরকার। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে।

বিচার (ঋ)

১। আর এক পথ আছে; বিচার পথ। দেহ আর আত্মা। দেহ হ'য়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নেই।

২। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি' 'নেতি' ক'রে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ ক'র্‌লে তখন ঠিক ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হ'য়েছেন।

তপস্যা (ঞ)

১। কিছু তপস্যার দরকার, কিছু সাধ্য-সাধনার দরকার। মাখন খেতে ইচ্ছে হ'য়েছে— তা, 'দুধে আছে মাখন' 'দুধে আছে মাখন' ক'র্‌লে কি হবে? খাটুতে হয়, তবে মাখন উঠে। 'ঈশ্বর আছেন' 'ঈশ্বর আছেন' ব'ল্লে কি তাঁকে দেখা যায়? সাধন চাই।

২। খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

৩। প্রথমটা একটু উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম ক'র্‌তে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ-ঝড়-তুফান থাকে, আর ব্যাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধ'র্‌তে হয়। যদি ব্যাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম ক'রে ব'সে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে।

৪। অনেকটা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারেতে হয়, লোকে মনে করে হঠাৎ হ'চ্ছে।

নির্জ্জনতা (ট)

১। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্‌তে হয়। নির্জ্জনে ক'র্‌লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়; তারপর বিয়ে-সংসার কর দোষ নাই। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার ক'র্‌লে আর বড় বেশী ভয় নাই।

২। নির্জ্জন না হ'লে ভগবৎ চিন্তা হয় না।

অনুরাগ ও প্রার্থনা (ঠ)

১। নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাক্‌লে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। তা না হ'লে শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনেতে মন র'য়েছে, তাতে কি হয়? তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়।

২। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। ভগবান্ মন দেখেন— ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

গুরু (ড)

১। একজন সর্ব্বত্যাগী তোমায় ব'লে দেয়—এই এই করো, তবে বেশ হয়! সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবেনা।

২। একটু সাধন ক'র্‌লেই গুরু বুঝিয়ে দেন—এই এই। তখন সে বুঝ্‌তে পারে কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য।

ধ্যান (ঢ)

১। হৃদয় তো বেশ ডঙ্কা মারবার জায়গা। এইখানে ধ্যান ক'রো।

২। কথাটা এই—মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না, যে পথেই যাও।

৩। ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের রত্ন পাওয়া যায়?

কৃপা (ন)

১। কেউ কেউ মনে করে—আমার বুঝি জ্ঞান হবেনা, আমি বুঝি বদ্ধ জীব। গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই ভয় থাকেনা।

২। তাঁর কৃপা হ'লে এক মুহূর্ত্তে অষ্টপাশ চ'লে যেতে পারে। ভেল্কিবাজি করে, দেখেছো? অনেক গেরোদেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর একধার নিজের হাতে ধরে। ধ'রে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া আর খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্যলোকে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রলেও খুলতে পারে না; ঈশ্বরের কৃপাবলে সব গেরো এক মুহূর্ত্তে খুলে যায়।

ভক্তি (ভ)

১। মন স্থির হ'লে কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তি-যোগেতেও হয়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আমি ভক্তের রেণুর রেণু।

২। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব'লে ভাবে ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যের আদর করেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা এত কি দরকার।

৩। ভক্তের ঈশ্বরের কথা বই আর কিছু শুনতে ও ব'লতে ভাল লাগে না। চাতকের তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জল খাবে না।

নিরহঙ্কার (থ)

১। নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। "সোঽহং" "সোঽহং" ক'রলেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কি জল হয়?

২। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন।

বিঘ্ন—গোঁড়ামী (ক)

১। কত লোক দেখি, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ক'রে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এ বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ ব'লছো, তাঁকেই শিব বলা হয়, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যীশু বলা হয়, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

বাসনা (খ)

১। ভিতরে বাসনা-বৃত্তি সব আছে তাই তীব্র বৈরাগ্য হয় না। বাসনা—ঘোগ। জপতপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা আছে। সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

২। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তাহ'লে আর খবর যাবে না।

৩। তুমি যদি ষোল আনা কাপড় চাও, কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে।

৪। মনটী প'ড়েছে ছড়িয়ে। কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় ক'রতে হবে।

৫। দীপশিখা দেখ নাই?—একটু হাওয়া লাগ্‌লেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মত—সেখানে হাওয়া নাই।

৭। মাছ ধরে শটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান' র'য়েছে কেন? মাছ ধ'রবে ব'লে। বাসনা-মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান' র'য়েছে। বাসনা না থাক্‌লে মনের সহজে উর্দ্ধ-দৃষ্টি হয়।

অভিমান (গ)

১। ঈশ্বর-দর্শন কেন হয়না? লোক-মান্য, বিদ্যা এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয়না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। তুমিও মোড়লি ক'চ্ছ—মা ভাব্‌ছে,—'ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।'

দাসত্ব (ঘ)

১। লোকগুলো তিন জনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

বিবিধ (ঙ)

১। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাক্‌তে নয়। আজ কত আনন্দ হবে; কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হ'য়ে নৃত্য-গীত ক'র্‌তে পার্‌বে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা'।

২। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু প'ড়ে খাচ্ছে খাবি। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়।

৩। কি জান, সংসার ক'র্‌লে মনের বাজে খরচ হ'য়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ সন্ন্যাস করে।

৪। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়, আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা প'ড়লেই ক্রোধ।

৫। তাঁকে হৃদয়-মন্দিরে আনিয়াই প্রতিষ্ঠাকর; তারপর বক্তৃতা, লেকচার, এ-সব ইচ্ছা হয় তো ক'রো। শুধু 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' ব'লে কি হবে—যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খ-ধ্বনি? কেউ ডুব দিতে চায়না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু'চারটী কথা শিখেই অমনি লেক্‌চার। লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ আদেশ পায়, তাহ'লে লোক শিক্ষা দিতে পারে।

৬। (ঈশ্বরের বিষয়)

বিচার ক'রোনা। তাঁকে জান্‌তে কে পার্‌বে? তাঁরি এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড হ'য়েছে। আমার বিড়াল ছানার স্বভাব। আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল 'মা!' ব'লে ডাকি। মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না হয় নাই বা জানাবেন।

তোমাদের চৈতন্য হউক।

মোহ-মুদ্গরঃ।

(শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত)

মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাম্,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তম্,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

(ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে—নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে!)

—রে মূঢ়! অর্থলালসা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দেহ, বুদ্ধি ও মনকে তৃষ্ণাবিহীনকর। স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে অর্থ পাইবে তদ্দ্বারাই চিত্ত বিনোদন কর।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ২॥
(ভজ গোবিন্দম্……ইত্যাদি)

—হে ভ্রাতঃ কে তোমার ভার্য্যা? কে তোমার পুত্র? তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা তুমি আসিয়াছ? এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র জানিবে।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বম্,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৩॥
(ভজ গোবিন্দম্……ইত্যাদি)

—ধন, জন ও যৌবনের অহঙ্কার করিওনা, নিমেষে কাল সকল হরণ করে। এই সমস্ত মায়াময় জানিয়া ব্রহ্মপদে শরণাপন্ন হও।

নলিনীদলগতজলমতিতরলম্,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ৪ ॥
(ভজ গোবিন্দম্······ইত্যাদি)

—পদ্মদলস্থিত জল যেরূপ তরল, জীবনও তদ্রূপ অতিশয় চঞ্চল। ক্ষণকালের নিমিত্তও সাধুসংসর্গ ঘটিলে তাহাই ভবসাগরের পারে যাওয়ার তরণী স্বরূপ হয়।

যাবজ্জননং তাবন্মরণম্,
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ,
কথমিহ মানব ! তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥
(ভজ গোবিন্দম্······ইত্যাদি)

—জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয়। এইটাই সংসারে মুখ্য দোষ। হে মানব ! তুমি কেমন করিয়া এ সংসারে সুখের ও সন্তোষের আশা কর ?

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রা-
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥
(ভজ গোবিন্দম্······ইত্যাদি)

—কি অষ্ট কুলাচল, কি সপ্ত সাগর, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি সূর্য্য, কি তুমি, কি আমি, কি এই বিশ্ব—সকলই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ; অতএব এই মিথ্যা সংসারের জন্য কেন শোক প্রকাশ করিতেছ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥
(ভজ গোবিন্দম্······ইত্যাদি)

—হায় ! বালকগণ ক্রীড়াতে রত, যুবকগণ যুবতীতে অনুরক্ত এবং বৃদ্ধেরা সংসার-চিন্তায় নিমগ্ন ; কেহই পরম-ব্রহ্মপদ-ধ্যান করিতেছে না।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥
(ভজ গোবিন্দম্‌……ইত্যাদি)

—যে অর্থের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছ উহা কেবলমাত্র অনিষ্টকারী এবিষয়ে সন্দেহ নাই, বিন্দুমাত্র সুখও উহাদ্বারা লভ্য নহে। ধনীরা সর্ব্বদা পুত্রহইতেও ভয় পায়; এই নীতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ১৪ ॥
(ভজ গোবিন্দম্‌……ইত্যাদি)

—যতদিন ধনোপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন কি পুত্র কি কলত্র সকলেই অনুরক্ত থাকিবে কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জরাদ্বারা দেহ জীর্ণ হইলে তখন আর কেহই (কি ভাবে আছ? কেমন আছ? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসাও করিবে না।

কামং ক্রোধং লোভং মোহম্‌,
ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্‌।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥
(ভজ গোবিন্দম্‌……ইত্যাদি)

—যাহারা আত্মজ্ঞানহীন, তাহারা নরকে নিমগ্ন হইয়া পচে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আমি কে?" এই তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান্ হও।

* * * *

মোহ-কুঠারঃ।

(শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য—বিরচিত)

(১)

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে,
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে,
ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥
—"যতদিন এ জীবন রহে দেহবাসে,
ততদিন গৃহে সব কুশল জিজ্ঞাসে।
কিন্তু যবে প্রাণবায়ু দেহ ছাড়ি যায়;
প্রিয়তমা বনিতাও ভয় পায় তায় ॥" ১ ॥

(২)

দারাস্তে যে ভজনসহায়াঃ,
পুত্রাস্তে যে তদ্গতকায়াঃ।
ধনমপি তাবৎ হরিভজনার্থম্‌,
নো চেদেতৎ সর্ব্বং ব্যর্থম্‌ ॥
—"ভজনে সহায় যেই সেই কলত্র,
হরিগত প্রাণ যার সেই ত' সুপুত্র।
সার্থক সে অর্থ যাহা দেবসেবাতরে,
ইহা ভিন্ন এ সকল বৃথা এ সংসারে ॥" ২ ॥

(৩)

নারীস্তনভরণাভিনিবেশো-
মিথ্যা মায়ামোহাবেশঃ।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং,
মনসি বিচারয় বারম্বারম্॥
—"মিথ্যা মায়া মোহে মুগ্ধ হয় যার মন,
নিতান্ত উন্মত্ত সেই হেরি নারী-স্তন।
ইহা কিন্তু রক্ত-মাংস-বসাদি-বিকার,
মনে তাহা বারংবার করহ বিচার॥" ৫॥

(৪)

গেয়ং গীতা-নাম-সহস্রং,
ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং,
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং,
দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্॥
—"সহস্র শিবের নাম মুখে কর গান,
অজস্র চিন্ময়রূপ মনে কর ধ্যান।
সাধুগণ সহবাসে দাও সদা মন,
দরিদ্র জনেরে দেখি দান কর ধন॥" ৭॥

অধিবাস-কীর্ত্তন।

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন,
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসু গুণগান॥
দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত,
মধুর মঞ্জীর রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল,
মিলন পদতলে তাল॥
কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন,
কো দেই মালতী মাল।
পিরীতি ফুল-শরে মরম-ভেদল,
ভাবে সহচর ভোর॥
কোই কহত গোরা জানকী-বল্লভ,
রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ।
"নয়নানন্দের" মনে আন নাহিক জানে,
আমারি গদাধরের প্রাণ॥

একদিন পঁহু হাসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি,
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনহ হেথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া,
পূর্ণঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা,
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধ-বাসে।
সভে 'হরি' 'হরি' বলে খোল মঙ্গল করে,
"পরমেশ্বর দাস" রসে ভাসে॥

ভোগারতি।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি, নবদ্বীপবিহারী,
দীন-দয়াময় হিতকারী॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।
সুবাসিত জলে কৈল পদ-প্রক্ষালন ॥
বামেতে অদ্বৈত-প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি ॥
অদ্বৈত-ঘরণী আর শান্তিপুর-নারী।
উলু উলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি ॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
ভোজনের দ্রব্য যত দিয়া সারি সারি।
তাহার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥
শাক শুকতা আদি নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শচীর কুমার ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচী পুরী।
আনন্দে ভোজন করে নদীয়াবিহারী ॥
ভোগের মহিমা কিছু কহিতে না পারি।
আচমন করিতে দিলা সুবাসিত বারি ॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈলেন দন্ত-সংশোধন ॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণ ॥
ফুলের আগরি ঘর ফুলের চোয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলেন শয়ন।
গোবিন্দ দাস করেন চরণ সেবন ॥
ফুলের পাপড়ি যত উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
স্বেদ ঝরে বিন্দু বিন্দু শ্রীগৌরাঙ্গ গায়।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

মহোৎসবের দধিমঙ্গল।

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ।
দধিমঙ্গল আনাইল শ্রীশচীনন্দন ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব ফাটে মোর মন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার গলায় ধরিয়া।
কাঁদিছেন মহাপ্রভু ফুকার করিয়া ॥
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ করহ বিদায়।
এত বলি মহাপ্রভু ধূলায় লোটায় ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি ভূমে ফেলাইল।
অবশেষে ভক্তগণ প্রসাদ লইল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে করিলা গমন।
তাহা দেখি "যদুনাথের" ঝরে দু'নয়ন ॥

শ্রীশ্রীহরিবাসর-কীর্ত্তন।

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ' ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা।
আনন্দে সবাই নাচে হইয়া বিহ্বোলা ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥
যাঁর নামে বাল্মিকী হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥

যাঁর নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
হইলা পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর- সন্ধ্যা-আরতি।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বণি।
বাজে সংকীর্ত্তনে মধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুমফুলে বণি বনমালা।
শত কোটী-চন্দ্র-জিনি বদন উজলা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো কর যোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিও শুক নারদ বেদ বিচারে।
নাহি পরাপর ভাব ভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
"শ্রীবীরবল্লভ দাস" শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি।

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাউ বলিহারী॥
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দুর যাউ বলিহারী॥
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চুয়া-চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু রাজনন্দিনী বদন উজলা॥
চৌদিকে সখিগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা আলি॥
নব নব ব্রজ-বধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম-সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদপঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
"দাস মনোহর" করত ভরসা॥

শ্রীশ্রীমদনগোপালের- সন্ধ্যা-আরতি।

হরত সকল সন্তাপ জনম কো,
মিটল তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
গো-ঘৃত রচিত কর্পূর কি বাতি,—
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি॥
চন্দ্র কোটী কোটী ভানু কোটীয়ে ছবি,
মুখশোভানন্দ-দুলাল কি॥
চরণকমলপর নুপূর রাজে,
অঞ্জলি-কুসুম গোপাল কি॥
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে,
উড়ে দোলে বৈজয়ন্তী-মাল কি॥
সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি,
নিরখত মদনগোপাল কি॥
সুরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি,
ভকতবৎসল প্রতি পাল কি॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি,
বাজত বেণু রসাল কি॥
হুঁ হুঁ বলি বলি "রঘুনাথ দাস গোস্বামী"
মোহন গোকুল লাল কি॥
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি।

মদনগোপাল জয় জয় নন্দদুলাল কি ॥
নন্দদুলাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি ॥
যশোদাদুলাল জয় জয় রাধারমণলাল কি ॥
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলাল কি ॥
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলাল কি ॥
রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি ॥
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি ॥
গিরিধারীলাল জয় জয় গৌরগোপাল কি ॥
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কি ॥
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই-দয়াল কি ॥
নিতাই-দয়াল, সীতা, অদ্বৈত-দয়াল কি ॥
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥

শ্রীশ্রীতুলসী দেবীর সন্ধ্যা-আরতি।

নমোনমঃ তুলসী মহারাণী,
বৃন্দে মহারাণী নমোনমঃ।
নমোরে নমোরে মাইয়া নমো নারায়ণী ॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই।
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি ॥
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥
ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে,
শালগ্রাম মহা পাটরাণী ॥
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-আরতি-
ফুলন কিয়ে বরখা বরখানি ॥
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু একো না মানি ॥
শিব-সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিকো,
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥
"চন্দ্র শেখর" মায়ি! তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দি যিয়ে মহারাণী ॥

কীর্ত্তনান্তে জয়।

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র-দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্য লীলা পরম আনন্দ ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ লীলা হইল প্রকাশ ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যাঁর তাঁর মুই দাস।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
বেদে কয় তোমাদের করুণা বিহনে।
কৃষ্ণ নাহি করেন কৃপা সমাধি যোগ ধ্যানে ॥
গো কোটী দানে গ্রহণেচ কাশী।
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী ॥
সুমেরু সমতুল্য-হিরণ্যদানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রীগোবিন্দ-নামে ॥
গোবিন্দ কহেন 'মোর রাধা সে পরাণ।
জপ তপ পরিহরি লও রাধানাম' ॥
জয় জয় 'রাধানাম' প্রেমতরঙ্গিনী।
প্রেমতরঙ্গিনী নাম সুধাতরঙ্গিনী ॥
(নাম) জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের ধ্বনি।
(রাধা) নামের সাধ ভাল জানে শ্যাম গুণমণি ॥
বংশী-যন্ত্রে গান করে তাই দিবস-রজনী।
'রাধানাম' গেয়ে গৌর হ'লেন ব্রজে নীলমণি ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ দোঁহার যুগল-মাধুরী।
সেই দুই একতনু প্রাণের গৌরহরি ॥

এ হেন গৌরাঙ্গ হরি পেতে যদি আশ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
একলা নিত্যানন্দ হৈতে পাইবে জগতে॥
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে॥
মুখেও যে জন বলে মুই নিত্যানন্দ-দাস।
নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ-প্রকাশ॥
হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা লয় নিতাইএর নাম।
প্রভু বলেন তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥
মনের আনন্দে বল 'হরি' ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু।
ইহকাল পরকাল দুই কালের বন্ধু॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন গায় নরোত্তম দাস॥
'গৌরহরি' বোল 'গৌরহরি' বোল-
'গৌরহরি' বোল বল ভাই (মাতন);
প্রেমসে কহ শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু-
শ্রীনিতাই-চৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণী কি জয়।
শ্যামসুন্দর মদনমোহন কি জয়।
নিতাই-গৌর-সীতানাথ কি জয়।
বৃন্দাবন-ধাম কি জয়।
নবদ্বীপ-ধাম কি জয়।
যমুনামায়ী কি জয়।
গঙ্গামায়ী কি জয়।
বৃন্দামহারাণী কি জয়।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কি জয়।
খোল-করতাল কি জয়।
ভক্তবৃন্দ কি জয়।
পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব কি জয়।
অনন্ত কোটী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কি জয়। (ইত্যাদি)
শ্রীগুরু গৌর প্রেমানন্দে নিতাই-
গৌর হরিবোল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের চতুর্দ্দশ স্বরাবলী।

অ—অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গসুন্দর।
আ—আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া-নগর॥
ই—ইন্দুজিনি বদনের শোভা মনোহর।
ঈ—ঈশ্বর ব্রহ্মাদি যাঁরে ভাবে নিরন্তর॥
উ—উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন।
ঊ—ঊণ পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ॥
ঋ—ঋণ শুধিবারে প্রভু শ্রীমতী রাধার।
ৠ—রীতিমত নদীয়ায় হৈলা অবতার॥
ঌ—লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তনু শ্রীহরিচন্দনে।
ৡ—লীলা ছলে 'হরি' ব'লে হয় অচেতনে॥
এ—এমন দয়াল প্রভু নাহি হবে আর।
ঐ—'ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি' করিল প্রচার॥
ও—ওড্রদেশে যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল।
ঔ—ঔদার্য্য-গুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল॥
চতুর্দ্দশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ॥
শ্রীজাহ্নবা রামচন্দ্র পদ করি আশ।
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় "প্রেমদাস"॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের চৌত্রিশ পদাবলী।

ক—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ—খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ—ঘরে ঘরে 'হরিনাম' দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ—চেতন করান জীবে 'কৃষ্ণনাম' দিয়া॥
ছ—ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে॥
ঝ—ঝল্ ঝল্ মুখ যেন পূর্ণ শশধর।
ঞ—এমত ত' দেখি নাই দয়ার সাগর॥

ট—টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল ॥
ঠ—ঠমকে ঠমকে চলে বলে 'হরিবোল' ॥
ড—ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটীর উপরে।
ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥
ণ—আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত—তাল মান গান রসে মজাইয়া মনে ॥
থ—থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ—দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥
ধ—ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ।
ন—না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
প—প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার।
ফ—ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার ॥
ব—ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ—ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রলোচন ॥
ম—মত্তমাতঙ্গগতি মধুর মৃদুহাস।
য—যশোমতী মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ ॥
র—রতিপতিজিনিরূপ অতি মনোরম।
ল—লীলালাবণ্য যাঁর অতি অনুপম ॥
ব—বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ—শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন ॥
ষ—ষড়ভূজরূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স—সার্ব্বভৌম প্রাণনাথ গোরা রসময় ॥
হ—'হরি' 'হরি' বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ—ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হৈও অবিজ্ঞ ॥
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস "নরোত্তম" মাগে তাঁহার চরণ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

কীর্ত্তন-কুসুমাঞ্জলি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব-গীতি।

কম্পিত পল্লব সুরধুনী নীর,
দখিন মলয় বহিতেছে ধীর,
'কুহু' 'কুহু' বোলে পিক অধীর,
মিলিত শত শোভা মধু-ঋতু মাঝে ॥
সাজায়ে প্রকৃতি ফল-ফুলে ডালি,
গাহিল গৌর-আগমনি ভালি,
গায় কোটী কণ্ঠ 'হরি' 'হরি' বলি,
মধুময় করি আজি মধুর সাঁঝে ॥
আজি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি,
গ্রাসিল রাহু চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ,
জনমিল গোরা কনক-কান্তি—
শঙ্খ-মৃদঙ্গ-করতালি বাজে ॥
নাচে সুরধুনী তরঙ্গ-তালে,
গরজি সীতাপতি নাচে বাহুতুলে,
ভকত-অসুর নাচে 'হরি' ব'লে,
গোরাপদ বন্দে অমর সমাজে ॥
ভুবনভুলান বদন চাহি,
হরষিতা অতি শ্রীশচীমাই,
মিশ্র হৃদয়ে বড় সুখ পাই,
দানোৎসব করে আজি গৃহমাঝে ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকম্।

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং,
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়াঃ লেশং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ১ ॥

গদগদ-অন্তর-ভাব-বিকারং,
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালং,
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ২ ॥

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং,
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং।
জল্পিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৩ ॥

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং,
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং।

গতি-অতিমন্থর-নৃত্য-বিলাসং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৪ ॥

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং,
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৫ ॥

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডং।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৬ ॥

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং,
কম্পিত-বিম্বাধর বর-রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৭ ॥

নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং,
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং,
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগৌরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনাম এনেছে।
এ-নাম একবার শুনে (আমার) হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি এ-নাম,
কভু ত' আমার কাঁদেনি পরাণ,
আজ কি-যেন কি-এক নব-ভাবোদয় (আমার) হৃদয়-
মাঝে হ'তেছে ॥

কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর,
গলে' গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
(আজ) কি জানি কি এক-উজ্জ্বল জগতে,
(আমায়) ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে ॥
কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে,
পারের উপায় তোর হ'লো এতদিনে,
(ঐ যে) প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে,
প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে ॥
আজি হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব',
জ্ঞানের গরব (আমি) আর না করিব',
আজ সব ছেড়ে ফেলে, 'গৌরহরি' ব'লে,
(আমার) নাচিতে বাসনা হ'তেছে ॥

হরি কি দিয়ে পূজিব বল কি আছে আমার।
প্রেমফুলে পূজিলে নাকি পূজা হয় তোমার ॥

আছে সুবাসিত যত ফুল মালতী বেলি বকুল,
নন্দনকাননজাত পারিজাত ফুল,
তুলসী আর গঙ্গাজলে (হরি) পূজ্‌লে নাকি তোমায় মিলে,
নয়নজলে না ধোয়ালে চরণ তোমার,
তুমি লওনা কোলে হে—
নয়নজলে..................................তোমার ॥
সে সব মহাপূজার উপচার কোথা আমি পাব আর,
নিরুপায় ভাবিয়ে হরি! তোমার নাম ক'রেছি সার,
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফুটে চিতে,
তবে ছুটিলে ছুটিতে পারে নয়নেরি ধার ॥
এ কথা শুনেছি আমি নামের সনে আছ' তুমি,
তাই হ'য়েছে হৃদয়স্বামী ভরসা আমার,
আমি মুখে ব'ল্‌বো হরি হরি,
ধুলায় যাব' গড়াগড়ি,
পায়ে রাখ' বা না রাখ' হরি—যা ইচ্ছা তোমার ॥

প্রাণারাম! প্রাণারাম! প্রাণারাম!
আহা! কি যেন লুকান নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম ॥
তুমি আমারে ভুলায়ে রাখো,
হৃদি আলো ক'রে থাকো,
আমার জীবনে মরণে নাথ! তুমি মম সুখধাম ॥
তুমি নামে ভুলায়েছ যারে,
সে কি যেতে পারে দূরে,
তোমার নাম-রসে যে ম'জেছে সে বুঝেছে কি আরাম ॥
তোমার নাম-রসে ডুবে থাকি,
ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
আহা! বিশ্বে বহে প্রেমনদী সুধাধারা অবিরাম ॥

তোমায় চিনেছি হে হরি! তুমি গোলোকবিহারী,
বৃন্দাবনের মা যশোদার নিলমণি।
কাল' অঙ্গ ঢেকে, রাধারূপ মেখে,
কেন হে ভুলোকে ওহে গোলোকের মণি।
কভু হও তুমি ভক্তারাধ্য হরি,
(আবার) কভু ভজ হরি ভক্তভাব ধরি,

অপার মহিমা যাই বলিহারী,
বুঝিতেও না পারে সেই দেব পদ্মযোনি।
ভক্তি শিক্ষা দিতে জীবে উদ্ধারিতে,
এসেছ যদি এ দেহে কলিতে,
দীন "কমল কৃষ্ণ" বলে আমার হৃদ্‌কমলে,
দাও প্রভু চরণ কমল দুখানি।

খেলিতে এসেছি ভবে হরি হরিনামের প্রেমের খেলা।
মায়ায় ম'জে ধুলা খেলায়, সাঙ্গ হ'য়ে এল' বেলা।
নাচ্‌বো সবে 'হরি' ব'লে, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে গ'লে,
'হরি' ব'লে প'ড়্‌বো ঢ'লে ভেবে মধুর কৃষ্ণলীলা।
এ দেহ-মন্দিরে হরি! এস ল'য়ে রাসেশ্বরী,
একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে,
প্রেমে মজাও ব্রজবালা।

হায়! আমার এ কুঁড়ে ঘরে গোরাচাঁদের আলো এল'না।
দিনেই হেথা নিবিড় আঁধার তাইতে দেখা পেলনা॥
শুনেছি সকলের মুখে, (এক) চাঁদ নেমেছে ধরার বুকে,
(তাঁর) স্বভাব নাকি 'কাঙ্গাল' খোঁজা 'কাঙ্গাল' পেলে পায়ে-
ঠেলেনা॥
ব'ল্‌লে আর এক প্রতিবেশী, সে যে অকলঙ্ক পূর্ণশশী,
সে যে শচীগর্ব্ভ-সিন্ধু রতন (এ রতন) অন্য কোথাও মেলেনা।
'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'লে (চাঁদ) ঘুরে বেড়ায় সুরধুনীর কূলে,
(তার) চলাই নাচন কথাই যে গান (আমার) দেখা শুনা হ'লোনা॥
আমার পোড়া কপাল দোষে কুঁড়ের সন্ধান পেল'না সে,
(তার) আসার আশায় জীবন গেল সে দেখা দিয়ে গেলনা॥

(ঐ যে ঐ) সুরধুনীর তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়।
যায় রে কাঁচা সোনার বরণ চাঁদের কিরণ মাখা গায়॥
(তার) শিরে চূড়া শিখি পাখা রাধানাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা,
নয়ন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা বাঁকা নুপূর রাঙা পায়॥
এ-ত' নয় দেখেছি যারে বিমল যমুনার তীরে,
(সে যে. ছিল' কালোবরণ এবে দেখি গৌরবরণ),
সে যে এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত ব্রজের গোপীকায়॥

পাগলকরা রূপখানি তার দেখ্‌লে নয়ন ফেরেনা আর,
'গৌর তোমার হ'লাম!' ব'লে কে না বিকায় রাঙা পায়॥
(এ) "বিশ্বরূপ" কহে ফুকারী চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিন্‌তে নারি স্বভাবে পাই পরিচয়॥

বুক ভ'রে সে আছে বুকে,
তবে কেন হারাই তাকে,
বাজিয়ে বাঁশী দিবানিশি,
প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে॥
(মধুর স্বরে আদর ক'রে
প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে)
তারে আছি সদাই ধ'রে,
সে ত' ধরা দেয়না মোরে,
লুকিয়ে বেড়ায় পাগল ক'রে,
(আবার) ছায়ার মত কাছে থাকে॥
সাধ হয় গো ভেসে যাই,
অনন্তে আপনা হারাই,
(সে) প্রাণে প্রাণে সদাই টানে,
(আমায়) নয়নে নয়নে রাখে॥

হরি দিন যেন যায় তব ভজনে।
আমি অন্য কিছু চাহিনে॥
কর্ম্ম গুণে যদি ধনপতি হই,
অথবা অধর্ম্ম ফলে স্কন্ধে ঝুলি বই,
থাকি ত্রিতল ভবনে, কিংবা থাকি নিবিড় কাননে,
দেব বা ভূদেব নাম লই,
অথবা অন্ত্যজ কুলে চণ্ডাল বা হই,
যেন হৃদি ভক্তি রহে হরি,
হরিনাম রহে মোর বদনে॥
যে দেশে যে কুলে জন্ম হয়,
যেন সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে রঙ্গে দিন যায়,
আমি পাপ-প্রলোভনে, যেন কুসঙ্গেতে মজিনে॥
সাধুসঙ্গ বিহীন যে জন,
পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কখন,
তাই হীরের দরে জিরে কিনে রাখে সে যতনে॥

তুমি সুন্দর হ'তে সুন্দর মম মুগ্ধ মানস মাঝে।
ধ্যানে, জ্ঞানে মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মূরতি রাজে॥
তোমারি বিহনে হৃদয় আঁধার তোমারি বিরহে বহে অশ্রুধার,
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে বেদনারই বাঁশী বাজে।
পাব কি গো দেখা বারেকেরই তরে আমার জীবন-সাঁঝে॥

নাচে বনমালী দিয়ে করতালী ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে।
কিবা শোভা মরি পুলিনবিহারী শোভিছে কিশোরী বামে॥
'রাধা!' 'রাধা!' বলি মোহন মুরলী সুমধুর বোলে বাজে।
রাধানাম লেখা দোলে শিখিপাখা মোহন চূড়ায় বামে॥
(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো)
(সেই ভুবনমোহন শ্যামরূপ উছলিয়া পড়ে গো)
না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বঁধুর মধুর নামে॥

ও কে গান গেয়ে চলে যায়-
পথে পথে সে নদীয়ায়।
ও কে নেচে নেচে চলে মুখে 'হরি' বলে-
চ'লে চ'লে পাগলেরই প্রায়॥
ও কে যায় নেচে আপনারে বেচে-
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে-
দেখে যা তারে দেখে যা।
ও কে প্রেমে মাতোয়ারা তার চ'খে বহে ধারা-
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই,
সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি-
ও তার কমলা ছুটী রাঙা পায়॥
যত নর-নারী সবে পিছে ধায়-
জয়ধ্বনি উঠে নীলিমায়,
বলে,—"আয় সবে চ'লে মুখে 'হরি' ব'লে-
তোদের ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চ'লে আয়।"

শ্রীরাধার আধারে আধেয় হইয়ে-
জগৎ-আধার সেজেছ বেশ।
নররূপ ধরি' ওহে গৌরহরি!
নিজ নাম-প্রেমে মাতাতে দেশ॥

বার বার তুমি নানারূপ ধ'রে,
অবতীর্ণ হ'য়ে নানা অবতারে,
জগতের হিত সাধিতে না পেরে,
(এবার) শ্রীরাধার শরণ লয়েছ শেষ ॥
প্রেমময়ী রাধা প্রেমের পয়োধি,
তাহাতে মিশিয়া প্রেমময় নিধি,
জগতে বিলাতে প্রেম নিরবধি,
গোরারূপে আসি নাশিলে ক্লেশ ॥
কিশোরী পরাঙ্গে আবরি শ্যামাঙ্গ,
হইলে গৌরাঙ্গ (ওহে) ব্রজের ত্রিভঙ্গ !
রূপে হারে রতি পতি সে অনঙ্গ,
ভুবনমোহন তোমার নটন বেশ ॥

ঐ যে মোদের কাঙ্গালের ঠাকুর গোরা রায়।
সুরধুনী তীরে তীরে ধীরে ধীরে গেয়ে যায় ॥
গায় 'হরি' 'হরি' ব'লে,
নাচে ভাগীরথী লহরী তুলে,
নাম শুনে প্রাণ যায় যে গ'লে,
এমন মধুর নাম শুনেছে কে কোথায় ॥
কিবা প্রেম ভরা গান,
কিবা সুর পূরা তান,
যমুনা শুনে বহিত উজান,
হেরিতে নামীরে, পবনে ঢুলায়ে কায় ॥
ওরে ! রাধা-কৃষ্ণ প্রেমে গলিয়ে,
এসেছে প্রেম[illegible] গোরা একতনু হ'য়ে,
জ্ঞানের গরবে ভকতি ছাড়িয়ে,
'প্রেমধনে হ'ওনা বঞ্চিত' রুদ্রানন্দ কয় ॥

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে অবসর আমার মিলিল না।
(ব'সে) নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে, ক'রব' হরির চিন্তে, এমন দিন আমার আসিল না ॥
ধূলাখেলায় গেল বাল্য জীবন,
বৃথা রঙ্গরসে গেল রে যৌবন,
জরা ব্যাধি আসি ধরিল এখন,
না হ'ল আমার হরির আরাধনা ॥

যদি জপে বসি নানা চিন্তা আসে,
যত প্রয়োজন সেই অবকাশে,
নিত্য এ নিগ্রহ থাকি গৃহবাসে,
বিড়ম্বনা হেতু এ সব কামনা ॥
পিতৃ-মাতৃ ঋণ নারিনু শোধিতে,
না পারিনু তাদের চরণ সেবিতে,
এখন হয় সদা চিন্তে শমন আসি অন্তে-
দিবে বুঝি আমায় অশেষ যন্ত্রণা ॥
জেনে শুনে তবু স্নেহে বদ্ধ থাকি,
সঙ্গে যা যাবে না তাই রাখি ডাকি,
ভুলেও তাঁরে না ডাকি, যদি ডেকে লন পাতকী-
তবে ঘুচে আমার ভবে আনাগোনা ॥

তুমি দুঃখের বেশে এলে ব'লে-
আমি ভয় করি কি হরি !
দাও ব্যথা যতই তোমার ততই (আমি)-
নিবিড় ক'রে ধরি ॥
আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি,
দুঃখ নেব' বক্ষে তুলি,
আমি ক'র্‌ব' দুঃখের অবসান আজ-
সকল দুঃখ বরি ॥
কত সে মন কত কিছুই হজম ক'রে ফেলি নিতুই ।
এক মনই ত' দুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি ॥
তুমি তুলে দিয়ে [illegible] দেয়াল,
দিলে আমার প্রাণে আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়ালে,
মোর সকল শূন্য হরি ॥

নিতাইয়ের মত দেখিনি এত করুণা ।
পথে যেতে যেতে দেখা যার সাথে, করে না তারে বঞ্চনা ॥
বলে,—"পাপী তাপী যত,
লও হরি নামামৃত,
তোদের পাপ তাপ আর রবেনা ॥

তোদের দুঃখ পারিনি সহিতে,
এনেছি তাই গোলোক হইতে-
গোলোকবিহারী হরি তা' কি জাননা" ॥
ছাড় মিছারঙ্গ,
ও ভাই! ভজ গৌরাঙ্গ,
ও চরণে কেন প'ড়ে থাকনা ॥
বল গৌরহরি,
দিবস শর্ব্বরী,
রুদ্রানন্দ ভাষে 'ছাড় অসার ভাবনা' ॥

ঠমকি ঠমকি নাচে কানাই,
ফিরি ফিরি আজ সারা আঙ্গিনায়;
(আলোকরা রূপে ও কালোমাণিক ॥)
নাচে নিলমণি, বাজে কিঙ্কিনি,
নূপুর মধুর রিনি ঝিনি রাঙ্গা পায়;
সে নটন হেরি সহচরী মেলি,
ফুকারে জননী 'ভালিরে ভালি!'
(মায়ের আনন্দ আর ধরেনা রে)
('আর নাচিতে হবে না' ব'লে)
(আঁচলে মুখ মুছায়ে)
করে করে করতালি বাজাই ॥
চাঁদ বদন অমিয়া ধাম,
ঢালে অমিয় নাহি বিরাম,
'মা! মা!' রবে—ছুটে শতধার,
যবে ডাকে গলা ধরি মার,
কোলে তুলে লয় যশোদা মাই ॥

কই কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় আমার প্রাণসখা!
খুঁজি তারে জনম ভ'রে পেলেম নাকো তবু দেখা ॥
(কোথায় আমার প্রাণসখা!)
নাই সে তীর্থে নাই সে বনে,
পূজার মন্ত্র উচ্চারণে,
মিলে যদি সঙ্গোপনে,
তাইতে ঘুরে বেড়াই একা ॥
(কোথায় আমার প্রাণসখা!)

ও কে নেচে নেচে গেয়ে যায়।
ও যে দেখি নদের চাঁদ গোরা রায়॥
সঙ্গে ঐ নিতাই-ভবকর্ণধার,
হরিনাম দিয়ে জগাই মাধাই ক'রেছে উদ্ধার,
ঐ যে অদ্বৈত, শুনে যার প্রেমের হুঙ্কার,
গোলোকবিহারী হরি এসেছেন ধরায়॥
ঐ দেখ্ বাহু তুলে নাচে শ্রীবাস,
সঙ্গে তাঁর গদাধর আর হরিদাস,
নরহরির গলা ধরি কহিছে মধুর ভাষ,
ঐ দেখ্ রামানন্দ রায় গোরার চরণে লুটায়॥
বিশাল লহর তুলি-
ধায় সাগর করি আকুলি বিকুলি,
হের ভাই নীলাচলে গৌর-লীলাবলী,
রুদ্রানন্দ বলে 'তোরা দেখ্‌বি যদি ছুটে আয়'॥

———

এ কি মধুর তান, (নদীয়া!) এ কি নূতন গান।
(তোর) ঘাটে বাটে শ্যামল মাঠে কি সুর ছুটে নাচিয়ে প্রাণ॥
দুটী সুর মিলে মিশে প্রেমের একতারায়,
হেলে দুলে লহর তুলে কত গান আজ গায়,
সকল আড়াল ফেলে দিয়ে,
সকল বাঁধন ভাসিয়ে নিয়ে,
ডেকে যায় বান,
সুরের ডেকে যায় বান॥

মুছিয়ে দিয়ে ব্যথার আঁখি জল,
সান্ত্বনার শীতল ধারা [illegible]বরণ,
ব্যথার ব্যথী করুণ অতি,
প্রণয় করে দান,
যেচে প্রণয় করে দান॥

সুর নেচে নেচে যায়—
রুদ্ধদ্বারে আঘাত করে,
দুয়ার খুলে দেয়,

প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে,
নিজের আসন পেতে নিয়ে,
লয় অভিমান, কেড়ে লয় অভিমান॥

———

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি!
নবদূর্ব্বাদল কান্তি উজল-
হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী॥

সর্ব্বারাধ্য হে দেব দেব!
শ্রীঅযোধ্যাপুরজন তাপ-নিবারী,
কৌশল্যাত্মজ দশরথনন্দন-
নট সুন্দর সরযুতটচারী॥

কমলনেত্র বিমল মুখমণ্ডল-
তরুণারুণ ভাতিগণ্ডে,
বক্ষঃপীন কটিক্ষীন অসীম শক্তি-
সুবলিত-ভুজ দণ্ডে;

রম্ভা-তরু উরু চরণে উদিত-
চারু-চন্দ্র নখর দ্বৌ সারি,
শীর্ষে প্রখর কোটী ভানু করোজ্জল-
ঝল মল মুকুট করে ধনুধারী॥

ও ভাই ন'য়ে নামের পসরা।
নিতাই ধায় যেন পাগলপারা॥
বলে "ছাড়ি তর্ক বিচার-
হরিনাম কর সার,
নাম বিনা গতি নাই আর,
করিতে নাম প্রচার, এসেছে প্রেমঅবতার গোরা"॥
নিতাই দেখে যারে, নাম বিলায় তারে,
(নিতাই) জাতের বিচার করেনা রে,
ওরে! পতিত কিংবা থা[illegible]রে,
এমন দয়াল পাবি কোথা তোরা॥
ওরে! নাম শুনে রোষ ভরে-
মাধাই মারিল কলসীর কাণা ছুঁড়ে,
দয়াল নিতাই মার খেয়েও কহে রে,—
("মেরেছ বেশ ক'রেছ) লহ হরিনাম প্রেমভরা"॥
নাম দিয়ে করিল নিতাই, জগাই মাধাই উদ্ধার,
এমন দয়াল কোথা পাবি আর,
যাঁরে বলে নিমাই 'বড় ভাই আমার',
(কহে রুদ্রানন্দ) "নিতাই ক'রো না মোরে চরণছাড়া"॥

তোরা দেখ্‌বি যদি আয় রে॥
গৌরপ্রেম রূপ ধ'রেছে-
ভাব মেখে সারা গায় রে॥
প্রেম বিনা তার, কিছু নাহি আর,
প্রেমে নাচে গায় রে,
প্রেমধারা তার প্রেমনয়নে,
(সে) বিশ্বের প্রেম চায় রে॥
এ গোপন কথা সেই ত' জানে,
যারে গৌর জানায় রে,
যে ('গুরু!') 'গৌর!' ব'লে কাঁদতে জানে-
সেই ত' জানে তায় রে॥

হরিনামের কত মহিমা সেই জানিতে পারে।
যে গুরুর পায়ে মন মজায়ে 'নাম' আছে ধ'রে॥
তার প্রেমানন্দের বান ডেকে যায় রে,
নাম রসে বুক তার যায় ভ'রে॥
(সে পাগল হ'য়ে কেঁদে বেড়ায়)
হোকনা আঁধার অনন্ত কালো,
তরুণ তপন উঠ্‌বে যখন তখনই আলো,
(তেমনি) অনাদি কালের মনের আঁধার রে॥
(অভিমান তমোরাশি)
মরুমাঝে ঝরনা ব'য়ে যায়,
পাষাণ গলে, তালে তালে নাচে গায়,
মৃতসঞ্জীবনী নাম-সুধা রে,
পান কর জীব প্রাণ ভ'রে॥
(ওরে আসা যাওয়ার দায় এড়াবি,
নামের কাছে নাই কোন বিচার-
পাপ পুণ্য ছোট বড় আলো অন্ধকার,
যে শরণ লয় 'নাম' তারি হয় রে,
(জীব) ছেড়ে দিলেও না ছাড়ে॥
(অনন্ত নামের করুণা)
নামের শক্তি সাধু শাস্ত্রে গায়,
নামী যাহা ক'রতে নারে, নাম করে হেলায়,

সেই নাম দিতে, এই কলিতে রে-
নাগী এসেছে গোলোক ছেড়ে॥
(ওই দেখ্‌ কাঁচা সোণার বরণ ধ'রে)

ও গো আমি কেন শুনিলাম 'গৌর' নাম।
কি মধুর বাজিল প্রাণে-
হরিল মোর মন প্রাণ॥
কত নাম ধ'রে সবে তাঁরে গায়,
এমন মধুর নাম শুনিলি কোথায়,
নাম শুনে প্রেমে প্রাণ লুটায়,
সাধ হয় নাম শুনি অবিরাম॥
এ-নামে আছে অমৃতের পুর,
এ-নামে বাঁধা আছে তান সুর,
এ-নাম মধুর হ'তেও মধুর,
সুর বা অসুর যে লয় নাম,—নাম কারে নহে বাম॥
সুধা ছানিয়ে এ নাম গড়া,
আছে নামে মধু প্রাণভরা,
ও ভাই! প্রেমরসের রসিক গোরা,
(কহে রুদ্রানন্দ) "গৌর মোর রাধা, গৌর মোর শ্যাম"॥

ভেইয়া রে! কানাইয়া রে!
নেক্ দরশ দেখায়ে যা রে।
সামালিয়া পেয়ারে বন্‌শীওয়ারে,
কংবা খা মেরে ছাতিয়া পে আবারে॥
মেরো ভেইয়া ব্রজলালা,
ব্রজবাল সেঁইয়া নন্দদুলালা,
যমুনা কিনারে ধীর সমীরে,
(নেক) বাঁশরী বাজারে যা রে॥
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো,
ভিক্ষা মাঙ্গি দরশন তেরো,
নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো,
মেরে রাজন্ কি রাজা রে॥

কবে মোহন মুরলী মধুর তানে-
বাজিবে আবার যমুনা-কুলে।
নাচিবে কালিন্দী কলনাদিনী-
গিরি গোবর্দ্ধন যাইবে গ'লে॥
মুরলীতানে পুলকে শিহরি-
ধাইবে আহিরী গোপকুমারী,
প্রেম-পাগলিনী ভানু-দুলারী-
আনন্দে মিলিবে গোবিন্দ-সনে॥
নবনী লইয়া যশোমতী-মাই-
রহিবে দাঁড়ায়ে পথ-পানে চাই,
ভাসি স্নেহ-ক্ষীরে নয়ন-নীরে-
ডাকিবে আয়রে গোপাল ব'লে॥
ব্রজ-বাল-সনে আবার কবে-
ব্রজের গোপাল নাচিয়া যাবে,
চরণে নূপূর বাজিবে মধুর,
অলকা-তিলকা-শোভিত ভালে॥

গৌর হে! চরণে কি স্থান পাব না।
এ দীন হীনে করিবেনা কি করুণা॥
আছি মায়া মোহে-
দিবা নিশি ভ্রমে,
তাই কি বঞ্চিত হইব প্রেমে,
তুমি যে প্রেমময়, করে সবে ঘোষণা॥
বিষয় সঙ্গ হ'লনা বিতৃষ্ণা,
আছি সদা ল'য়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা,
নাহিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠা,
তাই ব'লে কি দেখা দেবেনা॥
কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি দয়াময়,
কাঙ্গাল ব'লে তাই ভরসা হয়,
তোমার দেখা পাইব নিশ্চয়,
রুদ্রানন্দ কয়,—'আমি তোমা বই আর জানিনা'।

ভজ রাধাকৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ,
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল মুখে।
নামে বুক ভ'রে যায়, অভাব মিটায়,
স্বভাব জাগায় মহাসুখে॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু,
জীবের চির সুখে দুঃখে,
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ,
দুস্তর এ মায়া-বিপাকে॥
ভজ মূঢ়মতি তব চিরসাথী,
যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়া-পুরী-
রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে॥

আমার পরাণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম গাওনা রে,
কৃষ্ণনাম অমিয়া-ধাম, নাম ভিক্ষা দাওনা রে।
শ্রবণ আজি চাহিছে শুধু কৃষ্ণনাম শুনিতে গো,
লালসা বড় রসনায় অতি কৃষ্ণনাম বলিতে গো,
ভাসিয়া আসে বাঁশরী-তান, আকুল করিছে প্রাণ,
গাও কৃষ্ণগাঁথা, দূরে যাক ব্যথা,
কৃষ্ণ-কথা শুধু কওনা রে॥
শয়নে কৃষ্ণ, স্বপনে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়ন তারা রে,
জীবনে কৃষ্ণ, মরণে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গলার হারা রে,
সৎ চিৎ আনন্দ নামের স্বরূপ,
নাম নামী ভিন্ন নয়—
অমিয়-সিন্ধু উথলে নামে,
তরঙ্গে ভাসায়ে দাওনা রে॥

এমন প্রেমভরা হরিনাম-
গোরা কোথা হ'তে আনিল।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া-
এ-নাম আমায় পাগল করিল॥
বহুদিন হ'তে এ-নাম আছে ত' পুরাণে,
প্রেমের সঞ্চার কেহ করেনি ত' পরাণে,
আজি নিমাই আনিয়া নব ভাব-ধারা,
আমারে ভাসায়ে ল'য়ে চলিল॥

আজি হ'তে অন্য নাম নাহি ল'ব,
এমন মধুর নাম আর না ছাড়িব,
মায়া-বাদে আমি কভুনা ভুলিব,
হরিনাম শুনে আমার মন প্রাণ মাতিল ॥
থেকে থেকে কেন আমি শুনি,
'ঐ দেখ বাঁধা নামের তরণী !'
'পারে যাবি' ব'লে পারের কাণ্ডারী,
(রুদ্রানন্দ বলে) 'ঐ যে প্রাণের ঠাকুর ডাকিল' ॥

যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে নাহি এলো (সখী গো !)
আমার জীবন যৌবন সব আভরণ কাঁচের সমান ভেল।
জীবন আমার বিফলে গেল,
কোন কাজেই লাগ্‌লো না গো—জীবন......গেল,
আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব-
শঙ্খের কুণ্ডল পরি,
আমি যোগিনী হইয়ে যাব' সেই দেশে-
যেথায় নিঠুর হরি,
সখি দে দে আমায় সাজায়ে দে গো !
আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে-
যাইব যোগিনী হ'য়ে,
যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি-
বাঁধিব অঞ্চলে ক'রে,
আমি অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব,
সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব।
দাস গোবিন্দ কহিছে বচন 'শুন বিনোদিনী রাধা !
তুমি যোগিনী হইয়ে যাবে কোন মতে-
সেখানে কুলেরি বাধা।'

নব-ঘন-শ্যাম, মুরতী মনোহর হামারি হিয়া পরি জাগে।
শ্রুতি-মূলে চঞ্চল কুণ্ডল-মণিময় পীতবাস দোলে কটী-ভাগে।
ইন্দু-বিনিন্দিত কুন্দ-কুসুমহাস মণ্ডিত তব পদ-যুগে।
মিনতি চরণ-পর ভকতি মিলাও বঁধু নিতি নিতি নব-অনুরাগে।
নীল-নলিনীদল আঁখি দুটী উজ্জ্বল বিজলী চমকে রূপরাগে।
শত-বিধু-নিন্দিত চারু মুখ-পঙ্কজ, শিখি-পাখা শোভে শির-তাজে।
ভৃগুপদচিহ্নিত বিশাল হিয়ামাঝে পরিমল ফুলহার রাজে ॥

ভাগীরথি ! এই কি তুমি সেই গঙ্গা সুরধুনী ?
ও যার শ্যামল-তীরে, বিমল-নীরে, গাইত' গৌর গুণমণি ॥
কোথা অদ্বৈত, শ্রীবাস !
কোথা গদাধর, হরিদাস !
কোথা সে প্রেমদাতা নিতাই, নিরভিমানী ॥
কোথা জগন্নাথ—পিতা !
কোথা সে শচীমাতা !
কোথা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, বিরহিণী ॥
কোথা সে শ্রীবাস-অঙ্গন !
করিত' যেথা গৌর—কীর্ত্তন,
কোথা সে নিমাই-ভবন বল শুনি ॥
কোথা ভক্ত নরহরি !
কোথা মুকুন্দ মুরারি !
কোথা সে জগদানন্দ, প্রেমের খনি ॥
কোথা কাঁদে সেই নদীয়া !
কোথা মায়াপুর কুলিয়া !
(রুদ্রানন্দ ভণে) 'মোরা ভাবি সারা দিবা রজনী' ॥

তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাও গৌর প্রেমের বান ।
(তাতে) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান ॥
সে-দিন যেমন জীবের লাগি প্রেম-অমিয়া ক'ল্লে দান ।
তেম্‌নি ক'রে আচণ্ডালে আবার এসে কর ত্রাণ ॥
রূপের ছটায় সে-দিন যেমন কোটী শশী ক'ল্লে ম্লান ।
(তেমনি) প্রাণমাতান রূপে আসি আকুল কর সবার প্রাণ ॥
(আমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ত্রিজগতের প্রাণ ।
(সেই) অপূর্ণ সাধ পূরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥
সরস হবে হৃদয় মরু ছুট্‌বে হৃদে প্রেমের বান ।
প্রাণভ'রে সবাই মিলে গাইব' তোমার মধুর নাম ॥

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায় ।
ঈষদ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মূরছা যায় ॥
কিবা সে গৌরাঙ্গ কি খেণে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে ।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায় ।
নয়ন-কটাক্ষে বিষম-বিশিখে পরাণ বিঁধিতে চায় ॥

মালতী-ফুলের মালাটী গৌর-হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ফিরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার কি ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন আমার পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম "দাস গোবিন্দ" কয়॥

অপরূপ শ্যাম-রূপ নয়নে সদা হের রে।
জুড়াইবে মন প্রাণ কোন দুঃখ রবেনা রে॥
কিবা নবীন-নীরদ-বরণ!
কিবা বঙ্কিম নয়ন!
দিয়ে চরণে চরণ-
হের ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায়ে রে॥
কিবা শোভা পীতবাসে!
যেন চাঁদ হাসে নীলাকাশে,
হেরি মোহন চূড়া কেশে-
নাচে প্রাণ পুলক-ভরে॥
বাজে বাঁশী তার অধরে,
সদা 'রাধা' 'রাধা' স্বরে,
মন প্রাণ লয় হ'রে,
(রুদ্রানন্দ কয়) 'সাধ হয় সদা হেরি তারে'॥

যদি চির সুন্দর নাহি হবে গো।
কেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সব-
চরণে লুটায়ে রবে গো।
কুসুম বিতরে তব মাধুরিমা,
সমীরণ বহে তোমারি সুষমা,
নদ নদী গিরি বন উপবন-
মহিমা তোমার প্রচারে গো!
মহান্ হইতে তুমি সুমহান্,
অনাথের নাথ, জগতের প্রাণ,
পরশে তোমায় দূরে যায় জ্বালা,
সবে শান্তি পরাণে পায় গো!
তাই অহরহঃ সহিয়া বিরহ-
তোমারেই সবে চাহে গো!

বিবেকের দান

দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি-
রতি মতি রাঙা চরণে।
(আমার) চঞ্চল-চিত, কর প্রশমিত,
কামনা বাসনার প্রলোভনে-
চঞ্চল চিত কর প্রশমিত,
মায়া মোহে মোহিত চঞ্চল···প্রশমিত,
কৃষ্ণ-সেবা কার্য্যে সদাই ত্যক্ত চঞ্চল···প্রশমিত,
করুণা-বারি সিঞ্চনে॥

আমার খুলে দাও আঁখি অন্ধ,
আমার ঘুচে যাক মনের দ্বন্দ্ব,
আমি তোমায় হেরি হরি, আছ বিশ্ব ভরি!
অবিরাম প্রেম-নয়নে॥

দাও দাও প্রেম-নয়ন দাও হে,
প্রেম-নয়নে তোমায় হেরি দাও···হে,
আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো,
আমায় করে ধ'রে নিয়ে চলো,
তোমার প্রেমের আলোয় পথ দেখায়ে করে···চলো,
আমি চলি তব পথে, না পড়ি বিপথে—
প্রেমের আলোয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলি তব পথে—
চলি তব পথে না পড়ি বিপথে গহন সংসার-বনে॥

নাশ অভাব কুভাব বাসনা,
আমায় নূতন বাসনা দিওনা;
যা পেয়েছি তার জ্বালায় জ্বলে ম'লাম-
নূতন····· ·········দিওনা,
আমায় দিয়ে দরশন হে রাধারমণ-
জুড়াও তাপিত-জীবনে॥

দাও দুর্ব্বল-চিতে শকতি,
দাও নাথ দিবারাতি!
যেন সুখেতে দুঃখেতে পারি হে ডাকিতে—
(তুমি) যখন যেভাবে রাখ্‌বে আমায়-
সুখেতে দুঃখেতে—
তোমায় হ'লাম সুখেতে দুঃখেতে—
যেন সুখেতে দুঃখেতে পারি হে ডাকিতে,
ভাবিতে জীবনে মরণে॥

আমার এই নিবেদন তব কাছে,
আর যে ক'টা দিন বাকী আছে,
(যেন) প্রাণ মন খুলে 'গৌরহরি' ব'লে-
কাটে হে আনন্দ জীবনে।
দেখা দাও বা না দাও তাতে ক্ষতি নাই,
দিও রতি মতি রাঙা চরণে॥

বৃন্দাবন-বিলাসিনী জয় জয় রাধারাণী।
কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্গিণী শক্তিরূপিণী হ্লাদিনী॥
মহাভাবময়ী আত্মহারা,
প্রেমময়ী পরাৎপরা,
আনন্দময়ী সারাৎসারা,
জয় জয় মদনমোহন-মোহিনী॥
গোপীসনে ল'য়ে রাসবিহারী,
রাস-মণ্ডলে কেলি করিলে রাসেশ্বরী,
আয়ানরূপী—নারায়ণ-নারী,
ধরি তনু হ'লে বৃষভানু-নন্দিনী॥
পরমার্থে একই স্বরূপ,
সংস্কার ভেদে হেরে বহুরূপ,
দেখাতে পুরুষ-প্রকৃতি অভিন্নরূপ,
(রুদ্রানন্দ ভণে) 'হয় কভু গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-স্বরূপিণী'।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে, ডাক বাহুতুলে, নিত্যানন্দরাম বল অনিবার।
অদ্বৈত দয়ালে স্মর কুতুহলে শ্রীবাস গদাধর পঞ্চতত্ত্ব সার॥
শচীর দুলাল নদীয়া-বিহারী,
সাঙ্গোপাঙ্গ-সনে নবভাব ধরি,
(সেই) গোলোকবিহারী ধরায় অবতরি,
সংকীর্ত্তন লীলা করিলেন প্রচার॥
শান্তিপুর ডুবু ডুবু প্রেম-ভরে,
জগৎ ভাসিল এতদিন পরে,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আদি অন্ত ক'রে-
হ'লেন কলিযুগে কলি-পাবন-অবতার॥
কলিভয় নিবারিতে, হরিনাম-প্রেম দিতে-
এমন দয়াল কভু দেখি নাই আর;

যারে দেখে তারে বলে নিত্যানন্দ,—
'যাবে ভব ভয় ভজ গৌরচন্দ্র-
পতিত তারিতে দয়াল দীনবন্ধু-
নদীয়া-নগরে এসেছেন এবার' ॥

শান্তিপুরনাথ শান্তি দিবে ব'লে-
আরাধিল দিয়া তুলসী-গঙ্গাজলে,
বাহু তুলে ডাকে 'এস কৃষ্ণ!' ব'লে,
নয়ন-জলে বুক ভেসে যায় ;—
(তাই) গোপগোপী সঙ্গে, আসি লীলারঙ্গে-
সংকীর্ত্তন-রাস করিলেন প্রচার ॥

আচরিয়া ধর্ম্ম শিখাবার তরে,
গৃহ ছাড়ি গেল নীলাচল-পুরে,
বলে প্রেম-স্বরে, 'হরে কৃষ্ণ হরে!'
প্রেম-নেত্রে প্রেম-ধারা বয়—

সঙ্গেতে স্বরূপ রায় রামানন্দ,
রাধিকার ভাবে বিবশ গৌরাঙ্গ,
দিবানিশি উঠে বিরহ-তরঙ্গ,
গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ স্মররে এবার ॥

(আমার) গানের সুর হারিয়ে গেছে-
এই গাংএর কুলে!
আমি খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা,
তুই দে না গো ব'লে সুরধুনি!
দে না গো ব'লে।
সে সুর মজিয়েছে আমায়,
এই হিয়ার মাঝে কাঁদছে সদা-
ডাকৃছে 'আয় রে আয়!'
(তার) রূপে কোটী মদন কাঁদে,
প'ড়ে তার পদতলে।
(তার কিশোরী বরণ কিশোর গঠন,
কোটী মদন যায় ভুলে)
আজি প্রাণ কত কাঁদে, (তাই) পাগলপারা-
সর্ব্বহারা প'ড়ে তা'র ফাঁদে,
সে গৃহবাসী করে উদাসী-
মধুর হেসে 'হরি' ব'লে ॥

হরি তুমি যদি দয়াময়।
তবে পাপী কেন প'ড়ে রয়॥
যে জন করয়ে পুণ্য-
স্বর্গ কি গো তাহারি জন্য?
পাপী যদি রয় চিরঘৃণ্য-
তবে পাবে কোথায় দয়ার পরিচয়॥
হরি তুমি যদি হও পতিত-পাবন-
তবে লাঞ্ছিত কেন এত পতিত-জন?
তোমার দয়া যদি পায় সাধু-সুজন-
তবে তোমায় দয়াময়, কেন সবে কয়॥
কর্ম্মফলে যদি, পাপী দুঃখ পায়,
দয়াল নামে যদি পাপ নাহি যায়,
কর্ম্মফল-ক্ষয়, যদি না হয় কৃপায়,
রুদ্রানন্দ কয়, 'তবে পাপীর ভরসা কোথায়'॥

'হরে কৃষ্ণ হরে', 'রাম রাম হরে',
জপ রে রসনা জপ অবিরাম।
'নাম'—মধুরে, রসনা 'রস' রে,
পূর্ণানন্দ ঘন (হৃদে) পাবি দরশন॥
'হরে কৃষ্ণ রাম' নামের মহিমা-
কে বর্ণিবে, নামের নাহিরে তুলনা,
নামের তুলনা জগতে মেলেনা,
(নামে) প্রেমানন্দ ধামে হবে রে বিশ্রাম॥
কলি-কবলিত জীব উদ্ধারিতে,
সৎচিদানন্দ মূরতি দেখাতে,
জীবের হৃদয়ে স্বরূপ জাগাতে,
(শুধু) মহামন্ত্র এই 'হরে কৃষ্ণ' নাম॥
(হরে) কৃষ্ণনামের মালা কণ্ঠে ধর যদি,
ত্রিতাপ জ্বালা যাবে জুড়াইবে হৃদি,
প্রেম-পাথারে ডুবে রবি নিরবধি,
(ভব) মহাদাবাগ্নি হবে রে নির্ব্বাণ॥
(এই) নামের মহিমা করিতে প্রচার,
প্রেমময়ীর ভাব করি অঙ্গীকার,
শ্যামাঙ্গ ঢাকিয়ে হেমাঙ্গে রাধার,
(উদয়) ন'দে পুরে গৌর-গুণধাম॥

কোথারে নিমাই ও প্রাণ-কানাই-
একবার দেখা দে রে ভাই।
ঘুরি দেশে দেশে তোমারি উদ্দেশে-
কোথায় গেলে কিসে তোর দেখা পাই ॥
নদীয়া-ভবনে প'ড়ে ধরাসনে-
শচী-মায়ের রোল ওঠে রে গগনে,
পাগলিনী প্রাণে কেবলি বদনে—
'কোথা গেলি কোথায় গেলি রে নিমাই' ॥
জাহ্নবী পুলিনে আমাসবা সনে-
জুড়াতে নদীয়া হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তনে,
বল্ প্রাণের গোরা ও ভাই ভুলেছ কেমনে,
আয়রে ভাই আয় আয় ঘরে যাই ॥
তোর বিষ্ণুপ্রিয়া তোর কায়ার ছায়া,
কেমনে ভুলেছ কাটিয়ে তার মায়া,
তার দুটি আঁখির জল ঝরে রে অবিরল,
ও তার বুক ফেটে যায় মুখে বোল নাই ॥

কোথায় কৃষ্ণ করুণাময়, একবার দেখা দাও আমায়।
আমি রৈতে নারী, ওহে হরি, কাতরে ডাকি তোমায় ॥
তুমি গোপীকান্ত রাধারমণ,
যেন তোমার পদে, রয় হে, এ-মন,
আমি প্রেম-হীন, অভাজন,
তুমি অধম-তারণ, দয়াময় ॥
আমি ত' দেখিনি নাথ! কভু তোমারে-
তথাপি প্রাণ, কেন এমন করে,
রহিলে বিরলে, কেন আঁখি ঝরে,
আঁখি ঝরিয়া আবার, কেন তাপেতে শুকায় ॥
ওহে নীরদবরণ, পীতবাস!
বংশীবদন হৃষীকেশ!
ওহে গোবর্দ্ধন-ধারণ, গোপেশ!
রুদ্রানন্দের হৃদাকাশে, আসি হও হে উদয় ॥

ভবনদী-পারে, আয় কে যাবি রে-
শ্রীনাথের তরি লেগেছে তীরে।
জগচ্চিন্তামণি, প্রভুচক্রপাণি, আপনি ক্ষেপনি শ্রীকরে ধ'রে ॥

হেরিয়ে তরঙ্গ ক'রনা আতঙ্ক, ভে'বনা ভে'বনা ও মন মাতঙ্গ !
ত্যজিয়ে কুসঙ্গ কর সাধুসঙ্গ, আপনি ত্রিভঙ্গ লবেন কৃপা ক'রে ॥
ক'রনাকো হেলা চাপ এই বেলা,
এ ঘাটেতে নাই দান আর তোলা,
ভক্তি-ভরে করে করি কর-মালা-
চিকণ-কালারূপ ভাব অন্তরে ;—
হেলায় ভেলা ভোলা ! হারালি হারালি,
ছটা রিপুর দায়ে মজিয়ে রহিলি,
প্রপঞ্চ পঞ্চে 'ছার' 'ছার' বলি,
যুগল বাহু তুলি—বলরে 'মুরারে' ॥
দ্বেষাদ্বেষ ত্যজি হ'য়ে একমত,
পথের সম্বল করহে কিঞ্চিত,
হরি-গুন গান গাও অবিরত,—
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ;—
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্,
গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য অধিষ্ঠান,
বহু যোগ-যাগেও যার না হয় সন্ধান,
(সেই) কৃষ্ণ-ভগবান্ (এবে) নদীয়া-নগরে ॥

আজুরে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন আনন্দ লীলা ।
ঝুলে শ্যামসুন্দর-বামে সুন্দরী বৃষভানুবালা ॥
সুখদ কালিন্দী-কুল, ঝঙ্কৃত অলি-কুল,
কেলি-কদম্ব মূল দুহুঁ রূপে করে আলা ॥
নাগরী নব-সাজে, সাজাও ত নটরাজে,
(ঐ) চরণে নূপুর বাজে গলে দোলে বনমালা ॥
রাই রতনমণি আভরণ-বিভূষিনী,
বঁধু সুখ চায় ধনি কেলি-কৌতুক-শীলা ।
রতন-হিন্দোলা ধরি, দুহুঁ মুখ হেরি হেরি,
ঝুলাও ত সহচরী রঙ্গিনী ব্রজবালা,
রসময়ী রসভূপ, ঝুলত অপরূপ,
নিরখত বিশ্বরূপ আনন্দে হ'য়ে বিহ্বলা ॥

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু,
পেখনু-পিয়া-মুখ-চন্দা ।

জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশদিক ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলু,
আজু-মঝু-দেহ ভেল দেহা ।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোহ কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা ।
পাঁচ বাণ-অব, লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবসোন যবহুঁ, মোহ পরি হোয়ত,
তবহু মানব নিজ দেহা ।
'বিদ্যাপতি' কহ, অলপ ভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥

বাঁশী বাজাও রাধা ব'লে ।
রাধা নামের বাঁশী, শুন্‌তে ভালবাসি,
কত সুধারাশি, আছে রাধা-বোলে ॥
যে বাঁশী শ্রবণে ব্রজ দেবীগণে-
জ্ঞানহারা-প্রাণে, ধায় নিধুবনে,
বাজাও সে বাঁশরী কিশোরীর সনে,
শুনে ভাসি অপার প্রেম-সলিলে ॥
যে বাঁশরী-রবে ধেনু যায় গোঠে,
'জয় কানু!' রবে রাখালেরা ছুটে—
কালা-কলঙ্কিনী নাম যাহে রটে,
গোকুলের কুলবতীর কুলে ॥
শ্রীবৃন্দাবনে যে বাঁশী শ্রবণে,
উঠে প্রেম-উৎস যমুনা-জীবনে,
ফুটে রাধাপদ্ম হৃদি-কুঞ্জবনে,
ছুটে ভক্তভৃঙ্গ আপনা ভুলে ॥
যে বাঁশরী-রবে পঞ্চম বরষে,
মধুবনে ধ্রুব পরম হরিষে,
ভুলি জননীরে ভাসে প্রেমনীরে,
প্রেমময় তব নাম-সলিলে ॥

দৈত্যকুলমণি ভক্ত-চূড়ামণি-
ত্যজিল কামনা যে বাঁশরী শুনে,
'হরি' 'হরি' ব'লে হরিনামের বলে-
প্রাণ পেলে প্রহ্লাদ জ্বলন্ত অনলে ॥
যে বাঁশীর স্বরে শ্মশানবাসী—ভোলা,
অঙ্গে বাঘ ছাল গলে হাড়মালা,
বক্ষে কালীপদ মুখে 'কালা' 'কালা',
সদাই আনন্দ প্রেমানন্দ বলে ॥
যে বাঁশীর স্বর বীণায় সপ্তস্বরে-
বাজায় নারদ-ঋষি কৈলাস-ভূধরে,
সুরের তরঙ্গে, মূর্চ্ছনার রঙ্গে,
শিব-শিরে গঙ্গা উল্লাসে উথলে ॥
যে বাঁশীর রবে নদীয়া-নগরে,
'হরি' 'হরি' রব উঠে ঘরে ঘরে,
পাষণ্ড পলায় পাতকী নিস্তারে-
নাম-মন্ত্র পশি শ্রবণ-মূলে ॥
যে মোহন-ছাদে সে মোহন বাঁশী-
বাজায় মদনমোহন সুমধুর হাসি',
(সে) বাঁশী শুনে হোক্ মুক্ত মম ফাঁসী,
সে নূপুর বাজুক চরণ-কমলে ॥

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
(ও যার) বিমল-তটে, রূপের হাটে, বিকাত' নীলকান্ত মণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা, শ্রীদাম বলরাম, সুবল সুদাম।
কোথা, সেই সুনীল তনু, বেনু ধেনু, মা যশোদা রোহিনী ॥
কোথায় নন্দ উপানন্দ, মা-যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
কোথা, ধড়াচূড়া পরা, কোথা ননী-চোরা,
কোথা, সে বসন-চুরি, কোথা ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা, ললিতা-সখী সুহাসিনী।
কোথা, সে-বংশীধারী, রাসবিহারী-
বামেতে রাই বিনোদিনী ॥
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, (আর) না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাসি, মধুর বাঁশী নাহি শুনি।
ও যার মোহন স্বরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি ॥

তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে, কই সে ধনী।
ও যার, মানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী ॥
দেখাইয়ে দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে-
অনাথেরনাথ হৃদ্-মাঝারে ধরে (যার) পা' দু'খানি।
"পরিব্রাজক" বলে 'সে-চরণ-তলে লুটাইব দিন-যামিনী' ॥

ডাকেরে করুণ-স্বরে নিত্যানন্দ রায়।
'প্রেম কে নিবি কে নিবি' ব'লে ডাকিতেছে উভরায়।
বিনা মূলে বিকা'ব, গোরা-নিধি মিলাব,
'হরি' ব'লে বাহুতুলে কে কোথায় রয়েছিস্ আয় ॥
আর চিন্তা নাই রে ভাই, আয় গৌর-গুন গাই,
তোদের ভাগ্যে বিশ্বম্ভর অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
ভাই বল 'হরি' বল, মোরে ক'র্‌বে শীতল,
'হরি' ব'লে বিনামূলে কিনে লহরে আমায় ॥
নিতাই ডাকে বারেবার, গেল সকল আঁধার,
প্রভু 'বন্ধু' বলে 'দীন ব'লে রাখ প্রভু রাঙা পায়' ॥

নব-জলধর-নিন্দিত কান্তি-মহোজ্জ্বল-
অভিনব রূপ ত্রিভঙ্গ।
চরণ-কমলপর, নূপুর রঞ্জিত-
অলিকুল-গুঞ্জন-রঙ্গ ॥
মন্দ-মধুর বেণু বাদ্য-বিনোদন,
কেলিকদম্ব তরুবর হেলন,
গোপ-বধূগণ কৃত-পরি-রম্ভন-
কেলিরস-সমর-তরঙ্গ ॥
পীতবসন মণি-কাঞ্চন আভরণ,
শিরে চূড়া শিখি-পুচ্ছ বিভূষণ,
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল অলকাবৃতভাল-
চন্দন-চর্চ্চিত-অঙ্গ ;
হৃদিপর বন-ফুল-মাল বিলম্বিত,
মৃগমদ-কুঙ্কুম গন্ধ-আমোদিত,
মধুরাধরে মৃদুহাস্যশোভিত-
হেরি ;—মূরছিত কোটী অনঙ্গ ॥

ধীরললিত-শুভ-বঙ্কিম-ঠাম, অতি
—অনুপরূপ-রসময়-রসভূপতি,
বৃন্দাবন-বিপিনে সদা বিলসতি,
রাসবিলাসিনী সঙ্গ,—
হের নব নটবর গোপ-কিশোরাকৃতি,
রাধারমণ মোহনমূরতি ;
এ "বিশ্বরূপ" মতি, অবিচল রহু মাতি-
চরণকমলে হই ভৃঙ্গ ॥

সে দিন যেমন এসেছিলে হরি-
আর কি তেমন আস্‌বে না।
সে দিন যেমন বেজেছিল বাঁশী-
আর কি তেমন বাজ্‌বে না ॥
সে দিন যেমন যশোমতী-কোলে-
কেঁদেছিলে 'আর বেঁধ'না মা' ব'লে,
তেমনি ক'রে রাঙ্গা করে-
আর কি নয়ন মুছ্‌বে না।
সে দিন যেমন যমুনার কূলে-
রাখাল-মাঝে রাজা সেজেছিলে,
তেমনি ক'রে ধেনুর পাছে-
আর কি তুমি ছুট্‌বে না ॥
সে দিন যেমন গোয়ালিনী-ঘরে-
খেয়েছিলে তুমি ননী চুরি করে,
তেমনি ক'রে গোপীর ঘরে-
আর কি ধরা প'ড়্‌বে না ॥
সে দিন যেমন কদম্বেরি মূলে-
বামে 'রাধা' ল'য়ে ছিলে বামে হেলে,
তেমনি ক'রে আঁধার হৃদয়-
আর কি আলো ক'র্‌বে না ॥
সে দিন যেমন দরশন-আশে-
গেয়েছিলে গান যোগিনীর বেশে,
তেমনি ক'রে রাধার দ্বারে-
আর কি সুধা ঢাল্‌বে না ॥

সে দিন যেমন পৌর্ণমাসী-দিনে-
ক'রেছিলে লীলা বৃন্দাবন-ধামে,
তেমনি ক'রে গোপীর বাসে-
আর কি লীলা ক'র্‌বে না।

সে দিন যেমন গৌরাঙ্গেরি সাজে-
এসেছিলে তুমি নদীয়ার মাঝে,
তেমনি ক'রে বিনামূল্যে-
আর কি 'নাম' বিলাবে না॥

আমরা যে ভাই আছি বাকী-
বিশ্বমাঝে ঘোর-পাতকী,
তুমি ভিন্ন পতিতপাবন-
মোদের কেহ তরাবে না।

শয়নে 'গৌর' স্বপনে 'গৌর'-
(আমার) 'গৌর' নয়ন-তারা।
সীতানাথের আনা নিধি 'গৌর' নয়ন-তারা,
নদীয়া বিনোদিয়া „ „ „
আমার প্রাণ শচীদুলালিয়া „ „ „
আমার গদাধরের প্রাণবঁধুয়া „ „
নরহরির চিতচোরা „ „ „
রাইকানুমিলিত গোরা „ „ „
শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া „ „ „
শ্রীসনাতনের গতি „ „ „
সর্ব্বতত্ত্বের ঐ অবধি „ „ „
দাস রঘুনাথের সাধনার ধন „ „
স্বরূপের মনোচোরা „ „ „
রায় রামানন্দের চিতচোরা „ „ „
পাষাণগলান গোরা „ „ „
প্রভু-নিতাই পাগল-করা „ „ „
আমার জীবনে 'গৌর' মরণে 'গৌর'-
'গৌর' গলার হারা॥

আমার জীবনে মরণে গতি রে,
আমার 'গৌর' বই আর গতি নাই ভাই,
ও ভাই কহ না গৌর-কথা,

'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া—
ও ভাই কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি কহ না গৌর-কথা,
আর কিছু লাগেনা ভালো একবার 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া,
আমার গৌর-নাম অমিয়া-ধাম পিরীতি-মূরতি দাতা,
আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে,
এ-যে মূর্ত্তিমন্ত প্রেম বটে রে, আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে—
এ-যে প্রেম দিয়ে 'গৌরাঙ্গ' বিলায়, আমার.........নয় রে,
গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে,
তোমরা কি কেউ ব'ল্‌তে পার,
আমি কোথায় গেলে 'গৌর' পা'ব তোমরা.........পার,
গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে 'গৌর' করিনু সার,
অন্যে যে যা ভজে ভজুক আমি 'গৌর' করিনু সার,
বলিয়ে 'গৌর' জনম ভোর কিছুনা চাহিয়ে আর ;
তোমরা সবাই কৃপা কর গো !
যেন 'গৌর' ব'লে ম'র্‌তে পারি, তোমরা......কর গো !
গঙ্গাতীর-বাসী নরনারী তোমরা সবাই কৃপা কর গো !
যেন 'গৌর' ব'লে ম'র্‌তে পারি !
তাহ'লে আর জনমে 'গৌর' পাব—যেন......পারি !
যেন কাঁদতে কাঁদতে জনম যায় গো !
আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের গুণ গেয়ে যেন......যায় গো !
'গৌর' ভকতি 'গৌর' মুকতি 'গৌর' বেদেরি সার,
বেদ বিধির পার 'গৌর', আমার 'গৌর' বেদেরি সার,
'গৌর' ভজহ 'গৌর' সাধহ, তোমরা সবাই 'গৌর' ভজ গো !
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—তোমরা......ভজ গো !
একাধারে 'রাধাকৃষ্ণ', তোমরা......ভজ গো !
আমার 'গৌর' ভজা হ'লো না ভাই,
ভ'জ্‌বো ব'লে সাধ ছিল, কিন্তু 'গৌর'......ভাই,
আমার দুর্ব্বাসনা গেলনা রে, 'গৌর'......ভাই,
বিষয়-ভোগ বাসনা গেলনা রে, 'গৌর'......ভাই,
আমার কপটতা গেলনা রে......ভাই,
আমার অভিমান গেলনা রে......ভাই,
'গৌর' ভজহ 'গৌর' সাধহ 'গৌর' করিবে পার,
আমরা যেমনি পতিত তেমনি প্রভু 'গৌর' করিবে পার,

সে দিন যেমন পৌর্ণমাসী-দিনে-
ক'রেছিলে লীলা বৃন্দাবন-ধামে,
তেমনি ক'রে গোপীর বাসে-
আর কি লীলা ক'র্‌বে না।

সে দিন যেমন গৌরাঙ্গেরি সাজে-
এসেছিলে তুমি নদীয়ার মাঝে,
তেমনি ক'রে বিনামূল্যে-
আর কি 'নাম' বিলাবে না॥

আমরা যে ভাই আছি বাকী-
বিশ্বমাঝে ঘোর-পাতকী,
তুমি ভিন্ন পতিতপাবন-
মোদের কেহ তরাবে না।

শয়নে 'গৌর' স্বপনে 'গৌর'-
(আমার) 'গৌর' নয়ন-তারা।
সীতানাথের আনা নিধি 'গৌর' নয়ন-তারা,
নদীয়া বিনোদিয়া „ „ „
আমার প্রাণ শচীতুলালিয়া „ „ „
আমার গদাধরের প্রাণবঁধুয়া „ „
নরহরির চিতচোরা „ „ „
রাইকানুমিলিত গোরা „ „ „
শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া „ „ „
শ্রীসনাতনের গতি „ „ „
সর্ব্বতত্ত্বের ঐ অবধি „ „ „
দাস রঘুনাথের সাধনার ধন „ „
স্বরূপের মনোচোরা „ „ „
রায় রামানন্দের চিতচোরা „ „ „
পাষাণগলান গোরা „ „ „
প্রভু-নিতাই পাগল-করা „ „ „
আমার জীবনে 'গৌর' মরণে 'গৌর'-
'গৌর' গলার হারা॥

আমার জীবনে মরণে গতি রে,
আমার 'গৌর' বই আর গতি নাই ভাই,
ও ভাই কহ না গৌর-কথা,

'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া—
ও ভাই কহ না গৌর-কথা,
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি কহ না গৌর-কথা,
আর কিছু লাগেনা ভালো একবার 'গৌর' বল জুড়াক্ হিয়া,
আমার গৌর-নাম অমিয়া-ধাম পিরীতি-মূরতি দাতা,
আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে,
এ-যে মূর্ত্তিমন্ত প্রেম বটে রে, আমার গৌরের এ-ত' নাম নয় রে—
এ-যে প্রেম দিয়ে 'গৌরাঙ্গ' বিলায়, আমার·········নয় রে,
গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে,
তোমরা কি কেউ ব'ল্‌তে পার,
আমি কোথায় গেলে 'গৌর' পা'ব তোমরা·········পার,
গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে 'গৌর' করিনু সার,
অন্যে যে যা ভজে ভজুক আমি 'গৌর' করিনু সার,
বলিয়ে 'গৌর' জনম ভোর কিছুনা চাহিয়ে আর ;
তোমরা সবাই কৃপা কর গো !
যেন 'গৌর' ব'লে ম'র্‌তে পারি, তোমরা······কর গো !
গঙ্গাতীর-বাসী নরনারী তোমরা সবাই কৃপা কর গো !
যেন 'গৌর' ব'লে ম'র্‌তে পারি !
তাহ'লে আর জনমে 'গৌর' পাব—যেন······পারি !
যেন কাঁদতে কাঁদতে জনম যায় গো !
আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের গুণ গেয়ে যেন······যায় গো !
'গৌর' ভকতি 'গৌর' মুকতি 'গৌর' বেদেরি সার,
বেদ বিধির পার 'গৌর', আমার 'গৌর' বেদেরি সার,
'গৌর' ভজহ 'গৌর' সাধহ, তোমরা সবাই 'গৌর' ভজ গো !
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—তোমরা······ভজ গো !
একাধারে 'রাধাকৃষ্ণ', তোমরা······ভজ গো !
আমার 'গৌর' ভজা হ'লো না ভাই,
ভ'জ্‌বো ব'লে সাধ ছিল, কিন্তু 'গৌর'······ভাই,
আমার দুর্ব্বাসনা গেলনা রে, 'গৌর'······ভাই,
বিষয়-ভোগ বাসনা গেলনা রে, 'গৌর'······ভাই,
আমার কপটতা গেলনা রে······ভাই,
আমার অভিমান গেলনা রে······ভাই,
'গৌর' ভজহ 'গৌর' সাধহ 'গৌর' করিবে পার,
আমরা যেমনি পতিত তেমনি প্রভু 'গৌর' করিবে পার,

গৌর-গমন গৌর-গঠন, কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে—
গৌর-গমন গৌর-গঠন,
এই সুরধুনীর তীরে বিহার—
কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে,
সেই গমন-নটন-লীলার—
কিছুই…………………রে,
'গৌর' আমার চ'লে যেতে নেচে যায় রে—
কিছুই…………………রে,
সেই গমন-নটন-লীলার—
কিছুই…………………রে,

গৌর-গমন গৌর-গঠন গৌর-মুখের হাসি,
গৌর-বচন অমিয়া-সিঞ্চন মরমে রহিল পশি,
আর কি মোরা শুন্‌তে পাব !
মুখের 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি-
আর কি……………পাব !

আর কি মোরা দেখ্‌তে পাব !
সেই হরি-বলা প্রেমের কাঁদন-
আর কি……………পাব !

গৌর শবদ গৌর সম্পদ-
যাহার হৃদয়ে জাগে,
এই জগমাঝে সেই ত' ধনী-
যার হৃদে জাগে গোরা-গুণমণি—
বলি তা' ছাড়া সব অভিমানী ;
জগমাঝে………………ধনী-
যার……………গুণমণি,
তার কি করিবে সংসার শমন-
যার হিয়ায় জাগে (শ্রী) শচীনন্দন ;
যে বেঁধেছে হৃদয়-মাঝে,
আমার গোরা চিত-নটরাজে-
যে বেঁধেছে হৃদয় মাঝে,
জগমাঝে সেই ত' ধনী ;
'গৌর' শবদ 'গৌর' সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে,
নরহরি দাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে ;
দাস ক'রে পদে রাখ হে !

গৌর-ধনে হ'য়েছ ধনী-
দাস ক'রে পদে রাখ হে!
'গৌর' শবদ 'গৌর' সম্পদ যাহায় হৃদয়ে জাগে।
নরহরি দাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে॥

তিমির-অভিসার।

(লীলা-কীর্ত্তন)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি রাগিনী—মধ্যম একতালা।

আইলা গৌরাঙ্গ আমার-
কাদম্বিনী হইয়া।
ভাসাইলা গৌড়-দেশ-
প্রেম-বৃষ্টি দিয়া॥
নিত্যানন্দ রায় তাহে-
মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেম-বৃষ্টি-
তাঁহা লইয়া যায়॥
প্রেমের সমুদ্র তাহে—
রাধাকৃষ্ণ-লীলা।
মন্থন করিয়া রূপ-
তাহা উঠাইলা॥
এবে সেই 'প্রেম' দেখি-
বিদিত করিয়া।
এ মাধব দাস কাঁদে-
বিন্দু না পাইয়া॥

বড়ারি—মধ্যম একতালা।

(সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি)

নিজ-মন্দিরে ধনী, বৈঠলি বিনোদিনী,
প্রিয় সহচরী-মুখ চাই—।
যাঁহা নন্দনন্দন, নিকুঞ্জ-কানন,
তুরিতে গমন করু তাই—॥

(সজনী) বিলম্ব না কর জানি।
ঘন আঁধিয়ার বরিষা ঘন ঘেরত-
আকুল হোয়ত পরাণী—॥
বংশী-বট-তট- কদম্ব-কানন,
খোঁজবি ধীর-সমীর।
সঙ্কেত-কেলি- কুঞ্জ-কুসুম-বন,
সুশীতল যমুনাক-তীর॥
কুণ্ডক-তীর, পুলিন-বৃন্দাবন,
নিধুবন কেলি-বিলাস।
রাইক-বচন- শুনই সব সখীগণ,
সাজল গোবিন্দ দাস॥

শ্রীবেহাগ—লোফা
(শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দূতীর গমন)

শুনইতে রাইক ঐছন বাণী—
কৃষ্ণ-পূজা লাগি ধনী দেয়ল আনি।
তাম্বুল বিড়িয়া আর কুসুমক দাম।
দেই পাঠায়ল নাগর-ঠাম॥
সহচরী গমন- কয়ল বনমাঝ।
খোঁজই কাঁহা নব নাগর-রাজ॥
রাইক কুঞ্জে সখি কয়ল পয়াণ।
তঁহি দেখল নব নাগর শ্যাম॥
রাইক পন্থ নেহার ত তাই—।
মনমথ আকুল কুল নাহি পাই॥
সহচরী উলসিত তৈখেনে গেল।
হেরি নাগর বর হরষিত ভেল॥
নাগর অতি উৎকণ্ঠিত জানি।
সহচরী কহয়ে রাইক বাণী॥
কুসুম-হার হৃদয়-পর দেল।
কহ মাধব অবদুখ দূরে গেল॥

শ্রীরাগ মিশ্র ললিত—মধ্যম দশকুশী
(শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সখির উক্তি)

কণ্টক গাড়ি- কমল সম পদতল-
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।
গাগরি বারি- ঢারি করু পিছল-
চল তঁহি অঙ্গুলী চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে-
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন- মুন্দি চলু ভাবিনী-
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ- ফণী মুখ বন্ধন-
শিখই ভুজগ গুরু-পাশে॥
গুরু-জন বচন, বধির-সম মানই-
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচন- মুগধি সম হাসই-
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

সুহিনী—ছোট দুই ঠুকা।

সখিতে নাগরে- কহিছে কথা-
কেমনে আসিবে নাগরী হেথা।
সখি কহে 'শ্যাম- ভাবনা নাই-
তোমারে মিলাব সে ধনী রাই।'
নাগরে তুষিয়া- চলিল সখি-
যেখানে আছিল রাধিকা বসি॥
সখি উলসিত, দেখিয়া তাই-
নাগর-বারতা পুছয়ে রাই।
কোন কুঞ্জে আছে- বসিয়া শ্যাম,
জ্ঞান কহে 'জপে তুহারি নাম'॥

শ্রীরাগ—তেওড়া।
(শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি)

নন্দ নন্দন, চন্দ চন্দন,
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্ধর,
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

প্রেমে আকুল, গোপ গোকুল,
কুলজ কামিনী কান্ত।
কুসুম রঞ্জন, মঞ্জু বঞ্জুল,
কুঞ্জ মন্দিরে সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল, বলিত কুণ্ডল,
চূড়ে উড়ে শিখণ্ড॥
কেলি তাণ্ডব, তাল পণ্ডিত,
বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন,
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল, চরণ কিশলয়,
নিলয় গোবিন্দ দাস॥

ধানশ্রী মিশ্র বেহাগ—ছুটাতাল।

সখির মুখে- শ্যাম রূপের কথা,
শুনতে ছিল বসি।
হেন কালে- 'রাধা!' ব'লে,
বাজল শ্যামের বাঁশী॥

দেশ মল্লার—তেওট।
(সখির প্রতি শ্রীমতীর উক্তি)

আরে সখি! বাজত বংশী মধুর।
শবদ অদভুত- কোন বাজায়ত-
সুন্দর সুধীর গভীর॥
ধ্বনি শুনি প্রাণ, করত আনচান-
চিত হোয়ত অথির।
আতল শ্রবণ, কম্পে ঘন ঘন,
পুলকে ভরয়ে শরীর॥
হৃদয় দর দর, শ্বাস বহে খর,
নয়নে বহুতহি নীর।
ধৈরয ধরইতে- নাহি পারি চিতে-
ভিগেও হৃদয়ক চীর॥

জাতি কুলশীল- সবহুঁ দুরে গেও,
উয়ল মনমথ বীর।
বিদ্যাপতি ভণে,— 'মুরলী নিশানে-
ঘরের করলি বাহির' ॥

জয় জয়ন্তী মল্লার—তেওড়া।
(সখির প্রতি শ্রীমতীর উক্তি)

গগনে অবঘন- মেহ দারুন,
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন, শবদ ঝন ঝন,
পবন খরতর বলগই ॥
আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত- নিতান্ত আগু সরি-
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর- বরিখে ঝর ঝর-
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহন- একলি কৈছনে-
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি মঝুতনু- অবশ ভেল জনু-
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ-
ঘোর তিমি বহিঁ ঝাপ ॥
তুরিতে চল অব- কিয়ে বিচারব-
জীবন মঝু অন্তসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর-
কিয়ে সে বিঘিনি বিচার ॥

মায়ুর—তেওট।
(শ্রীমতীর অভিসার)

কানু-অনুরাগে- হৃদয় ভেল কাতর,
রহই না পারই গেহে।
গুরু-দুরু-জন-ভয়, কছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহে ॥

নব অনুরাগক রীত (দেখ দেখ),
ঘন আঁধিয়ার, ভুজগ ভয় কত শত,
তৃণ হুঁ ন মানয়ে ভীত॥
সখিগণ সঙ্গ- ত্যজি চলু একসরি-
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত-
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চললি কলাবতি- অতিশয়-রস-ভরে,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ,— 'এহ অপরূপ নহ,
মনহিঁ উজোরল কান॥'

রাধা মধুর বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থরপদগতি,
লঘুলঘুতরলিতহারা॥
চিকুর তরঙ্গক, ফেনপটলমিব,
কুসুমং দধতী কামম্।
নটদপসব্য-দৃশা দিশতীব চ,
নর্ত্তিতুমতনুম বামম্॥
শঙ্কিত লজ্জিত, রস-ভর-চঞ্চল,
মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী,
কুবলয়-দান-রসেন॥
গজপতি রুদ্র- নরাধিপ মধুনা-
তনমদনং মধুরেণ।
রামানন্দ রায়- কবি-ভণিতম্,
সুখয়তু রস-বিসরেণ॥

করুণ বড়ারি—মধ্যম একতালা।

কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে,
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছাঁদে।

তৃষিত চাতকি- নব জলধর মিলন,
ভুখিল চকোর চারু চাঁদে ॥
আধ নয়নে দুহুঁ- রূপ নেহারই,
চাহনি আনহি ভাতি ।
রসের আবেশে দুহুঁ- অঙ্গ হেলাহেলি,
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ- গোরী পরশে সেহ,
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী ।
রাই—তনু ধরিতে নারে, আউলাইল আনন্দ ভরে,
শিরীষ-কুসুম-কোমলিনী ॥
অতসী-[illegible]ম-সম- শ্যাম—সুনায়ব,
নায়রী—চম্পক-গৌরী ।
নব-জলধরে জনু- চাঁদ আগোরল,
ঐছে রহল শ্যাম কোরি ॥
বিগলি[illegible] কেশ, কুসুম শিখি চন্দ্রক,
বিগলিত নীল নীচোল ।
দুহুঁক[illegible] প্রেম-রসে- ভাসল নিধুবন,
[illegible]র প্রেম-হিলোল ॥
দুহুঁ রসে ভাসি, দুহুঁ অবলম্বই,
দুহুঁ মুখে মৃদু মৃদু ভাষ ।
নব নায়রী সঞ্চে- নাগর শেখর-
ভুলল গোবিন্দ দাস ॥

ভীম পলাশ্রী—মিশ্র মধ্যম দশকুশী ।
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী)

ওহে মাধব! কি কহব দৈব বিপাক,
পথ-আগমন-কথা- কত না কহিব হে,
যদি হয় সুখ লাখে লাখ,
মন্দির ত্যজি যব- পদচারি[illegible] ওলুঁ,
নিশি হেরি কম্পিত [illegible]প ।
তিমির দুরন্ত পথ- হেরই না পারিয়ে,
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল-কামিনী, তাহে কুহু যামিনী,
ঘোর গহন অতি দুর ॥

আর তাহে জলধর- বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ পঙ্কজ- পঙ্কে বিভূষিত,
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে- কছু নাহি জানলুঁ,
চির দুঃখ অবদূরে গেল ॥
তোহারি মুরলী যব- শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থ কি দুঃখ- তৃণহুঁ করি না গণলু,
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

(শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ)

রাই! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লা[illegible]-
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি বসি- গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে- তোমার কারণে,
ব'সে থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের- মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী! চারি দিকে হেরি,
যেমন চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ— মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
[illegible] প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়,— "ঐছন পীরিতি-
জগতে আর কি হয়।
এমন পীরিতি- না দেখি কখন,
কখন হবার নয়" ॥

ঝুমুর—তাল।

রাই মিলল গিরিধারী (নিকুঞ্জ-বনে);
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী,
তরু-ডালে বসি গান করে শুক-শারী।
দুহুঁ-মুখ হেরি নাচে ময়ূর-ময়ূরী॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়!
জয় রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়!
জয় বৃষভানুরাজনন্দিনী গোবিন্দ জয়!
জয় শ্যামকণ্ঠ হেমমণি গোবিন্দ জয়!
জয় কৃষ্ণ-হৃদয়-বিলাসিনী গোবিন্দ জয়!
জয় ব্রজমোহিনী গোবিন্দ জয়!

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
(২৪২ পৃষ্ঠা দেখুন)

এস হে গৌর! এস হে নিতাই!
ব্যভিচারে পূর্ণ হ'লো সব ঠাঁই॥

'কীর্ত্তন'-সঞ্চার কর গো তোমরা,
নাম-বন্যায় আবার ভেসে যাক্ ধরা,
সবার মুখে শুনি কৃষ্ণ-নাম-ধ্বনি,
আনন্দাশ্রুধারে সদা ভেসে যাই॥

চারিদিকে আবার ঘিরেছে আঁধার,
হরিনামে বাধা দেয় অনিবার,
কৃপা করি হরি! ধরায় অবতরি,
দেখাও হে পথ ব্রজের কানাই॥

ছাগ-শিশু- বলি- দানেতে উন্মত্ত,
কত জনে দেখি বলে,—'মাতৃ-ভক্ত',
ষড়রিপু—বলি দেয়না তাহারা,
কেন ভ্রান্ত-মত পোষিছে সদাই ॥

কৃপাকরি প্রভু! চরণ ধর শিরে,
রসনা বলিবে সদা,—'হরে! হরে!'
কুমতি ত্যজিয়া সুমতির সনে,
ব্রজ-পথে আমি যাব গো নিমাই ॥

(এস) নাচিয়া নাচিয়া, শচী -দুলা য়া!
এস মম হৃদি-মাঝে।
তুমি বিনা মোর- গতি নাহি আর,
এস হে সখার-সাজে ॥
(আমার) ধরম করম- সকলি হে তুমি,
জেনেছি হৃদয়-স্বামী!
এস মোর কাছে, সহে না বি হ,
এস! এস! অন্তর্য্যামী ॥
অপরাধী আমি- জানি হে, সর্ব্বথ -
তাই ডাকি বারে বারে।
ক্ষম অপরাধ- হে গৌর- সুন্দর!
পায়ে ঠেলিওনা মোরে ॥
অধমতারণ, পতিতপাবন,
বিপদ- কাণ্ডারী তুমি।
নরাধম আমি! কর হে, উদ্ধার,
ওহে জগতের স্বামী ॥
ধন জন মান- চাহিনা গো আমি,
চাহিনা প্রাকৃত- কাম ॥
জনমে নমে- গাহি যেন নাথ!
তোমারি মঙ্গল-নাম ॥
দাস,—'পঞ্চাননে' রেখ' পদতলে,
বরষিয়া কৃপা- বারি।
শ্রীচরণ- ছাড়া ক'রোনাকো তারে,
ওহে প্রাণ- গৌরহরি ॥

হা গৌরাঙ্গ! প্রাণারাম! নদীয়া- বিহারী।
পাহি মাং রক্ষ মাং দয়াল- অবতারী॥

তুমি যে আমার নয়নেরি জল,
তুমি যে আমার পথেরি সম্বল,
(তাই) শুধাই তোমায়, ওহে গোরারায়!
কৃপা কর দীনে মুরারি॥

প'শেছি যবে এই বিশ্ব- মাঝারে-
মাতৃরূপে সখা পেলেছ আমারে,
(আবার) পিতৃরূপে তুমি স্নেহ দিয়ে মোরে,
কতই আদর ক'রেছ হে হরি॥

(আবার) শিক্ষাগুরু- বেশে জগতেরি মাঝে-
দিলে কত শিক্ষা অভিনব- সাজে,
(আবার) ভয়ত্রাতারূপে কতরূপ ধ'রে,
ক'রছ গো রক্ষা ওহে বংশীধারী॥

(আবার) দীক্ষাগুরুবেশে এসে অবশেষে,
দেখালে হে পথ ভাবের আবেশে,
দীন-পঞ্চাননের শেষের সম্বল,
রেখ' ও চরণে ওহে গৌরহরি॥

যার কেহ নাই- তুমি আছ ভাই,
দয়াল নিতাই মোর।
নিরাশ আঁধারে, আলো প্রভু ক'রে,
ঘুচাও যাতনা- ঘোর।
আশা বুকে নিয়া সব দ্বারে গিয়া-
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরিয়া,
কৃপা কর প্রভু অনাথ বলিয়া-
ওগো মোর চিতচোর।
করম- বিপাকে আসি যাই আমি-
জান তুমি সব ওহে অন্তর্য্যামী!
অভিমান-রাশি নাশিয়া গো তুমি-
ছিন্ন কর মায়া- ডোর॥

(তোরা) বল্! বল্! বল্! বল্! ন'দেবাসী!
গৌরাঙ্গ কোথায় গেল।
বিরহে তাঁহার আঁখি- নীরে ভাসি-
পরাণে বেঁধে যে শেল॥

প্রেমেতে পূরিত গোরা প্রেমময়,
প্রেম- নেত্রে প্রেম- ধারা যে বয়,
যার পানে চায় প্রেমে ডুবে যায়,
আমায় প্রেম নাহি দিল॥

আচণ্ডালে দিল প্রেম- আলিঙ্গন-
জাতি- বিচার তার না ছিল কখন,
প্রেমিক- সুজন মোর গোরাধন,
প্রেমেতে অবনী ভাসাল॥

প্রেম-সূত্রে গাঁথা বিশ্ব-চরাচর,
প্রেমিক- শিরোমণি মোর বিশ্বম্ভর,
নাম-প্রেমে মাতি প্রেমিক নিতাই-সনে,
'প্রেমের সাধন' শিখাল॥

ব্যথায় ভরা জীবন-মাঝে-
গৌর-বঁধু এল' কই?
দুঃখ যে মোর র'য়েই গেল-
কেমন হ'লো ওলো সই!
আগে যদি জানতাম আমি-
পীরিত করি প'ড়্‌বো ফাঁদে,
পীরিত ছাড়ি করতাম আড়ি,
পদে পদে জীবন-নদে।
যা হবার তা হ'লো সই,
কেঁদে কেঁদে হ'লাম সারা,
কেমনে মোর কাট্‌বে কাল,
হ'য়ে সাধের গৌর হারা।
তোমরা সব জানাও তারে,
না যদি সে আসে ঘরে,
আহুতি দিব জীবন মোর-
ভাগিরথী- বক্ষোপরে!

কে গো তুমি ভাসাও বিশ্ব নামের-মহিমায়,
নাম-তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল আকাশ-নিলিমায়;
সুন্দর হ'তে সুন্দর তুমি,
গৌরসুন্দর- আবাস-ভূমি,
কর সুন্দর মোরে সুন্দর সখা! ভকতি করিয়া দান,
'গৌর!' বলিয়া হউক সুন্দর আমার মলিন প্রাণ।

ভাগিরথী-তীরে ভাসি' আঁখি-নীরে করিছ মোহন-গান,
স্তব্ধ হইয়া সঙ্গীত-মাধুরী ভাগিরথী করে পান;
বহুদিন হ'তে তোমারি লাগিয়া,
আশা-পথপানে আছি হে চাহিয়া,
দাও শ্রীচরণ মূল-সংকর্ষণ লভি চির-বিরাম,
উঠুক্ ধ্বনিয়া নিখিল-বিশ্বে তোমারি মঙ্গল-নাম।

(কিবা) অঙ্গের লাবণী সুন্দর-চাহনী মদন মুরছা যায়,
হেলিয়া দুলিয়া বিশ্ব মাতাইয়া চ'লে নিত্যানন্দ রায়;
নার নাহি ভয়, হে ঘোর- পাতকী!
হ প্রেম আসি যে আছ গো বাকী,
'যোগ' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম' পরিহরি এস পড়ি গিয়ে রাঙা পায়,
'প্রেম' 'ভকতি' 'বিশ্বাস' লভিব সন্দেহ নাহিক তায়।

এবার হেরিব অদূরেতে মোরা প্রেমময় বৃন্দাবন,
কদম্বেরি মূলে যেথা শ্যাম আসি করে গোপী আকর্ষণ;
স্থাবর জঙ্গম সব মধুময়,
আনন্দ হিল্লোলে সবাই ভাসয়,
শুক শারী রাধা- কৃষ্ণগুণগানে দিবানিশি মত্ত রয়,
কিবা বনশোভা অতি মনোলোভা লালসা করিনু তায়।

পাগলকরা উদাস্-সুরে কে গেয়ে যাও গান?
সুরধুনী বইছে উজান নাচে মোদের প্রাণ;
তুমি মোদের চিরসাথী,
তুমি মোদের ব্যথার ব্যথী,
আপন ব'লে নাইকো কেহ তুমি বিনা আর,
বাজিয়ে বাঁশী গোরাশশী এস একবার।

তোমায় নিয়ে হাসি কাঁদি বিজন-বিপিনে,
তুমি যদি না দাও দেখা বাঁচ্‌বো না যে প্রাণে ;
মর্ম্মভেদী তীক্ষ্নবাণ,
ক'র্‌বে হৃদয় খান্ খান্,
হা-হুতাশে কাটবে দিন কাঁদি' অনিবার,
বিরহ আর সইতে নারি জগত-আধার।

সকলে ভাই ত'রে গেল তোমার কৃপা পেয়ে,
তরীখানি বাঁধ হেথা ওগো নবীন নেয়ে ;
নাই যে মোদের পারের কড়ি,
পাব'না কি চরণতরী ?
আসা-যাওয়া ঘুচাও প্রভু ! আমরা যে তোমার,
নাইকো কোন সুখের লেশ এ বিশ্ব-মাঝার।

ঐ সুদূরে পরপারে নীল আকাশের শেষে,
কৃষ্ণলোকে কতই লীলা করছ মোহন-বেশে ;
লও হে কোলে দয়াময়,
জীবন রবি অস্ত যায়,
শীতল হোক্ দগ্ধ হিয়া সইতে নারি আর,
করে ধরি সখা নিয়ে চল মায়া-সিন্ধু পার।

মোরা যে ভাই বড়ই পতিত ! লইনু শরণ,
তুমি বিনা নাইকো গতি পতিতপাবন ;
হাসিয়ে তুমি ফুলের হাসি,
মাতাও মোদের দিবানিশি,
শুষ্ক-হৃদে পশুক্ আসি' প্রেমের-জোয়ার,
অশ্রু, পুলক, হর্ষ আদি সাত্ত্বিক বিকার।

হারেরে নিমাই ! কোথা গেলি ভাই !
একবার দেখা দে রে আমায়।
প্রাণের মাঝে এসে, ত্যজি অবশেষে-
কেন রে কাঁদালি প্রাণ যে যায় ॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তগণ-সনে,
নাচিলি কত যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
একবার এসে আমার হৃদয়-প্রাঙ্গনে,
তেমনি ক'রে তুই নাচ্ গোরা রায় ॥

তোর সনে আমি প্রেমেতে গলিয়া,
রাধাকৃষ্ণ-গান গাহিব মাতিয়া,
ওগো প্রাণের গোরা! দেখ্ না ভাবিয়া,
তুই বিনা মোর কে আছে কোথায়॥
খেলিতে খেলিতে মায়া-মোহ-খেলা,
সাঙ্গ হ'য়ে ভাই এল' যে বেলা,
দিয়ে পদছায়া ত্রিতাপের জ্বালা,
কর্ দূর ওরে নিমাই দয়াময়॥

বহু জনম পরে দিলে যদি দেখা-
বঞ্চিত ক'রোনা চরণে।
তুমি যদি গৌর! না কর গো কৃপা-
বাঁচিব কেমনে পরাণে॥
তোমারে লইয়া হাসি কাঁদি আমি,
তুমি যে আমার হৃদয়ের স্বামী!
মরমের ব্যথা জান প্রিয় তুমি-
কিবা প্রয়োজন ছলনে॥
মধুর হাসিয়া চাহ মোর পানে,
সিক্ত করিয়া প্রেম-বরিষণে,
নিযুক্ত হইব তোমারি ভজনে-
তুমি যে দয়িত জীবনে মরণে॥

নয়ন তোমায় চাহে গো হেরিতে-
তবু সখা নাহি মোরে দাও দরশন।
জনমে জনমে তোমা-হারা হ'য়ে-
কেমনে চলিব ওগো মদনমোহন॥
যবে কৃপা করি এলে নদীয়ায়-
জনম আমার হ'লোনা তথায়,
পাপী তাপী সব উদ্ধারিলে তুমি,
কৃপা-বারি মোরে প্রভু! কর বরিষণ।
নিতাই-নর্ত্তনে রাঘব-ভবনে,
শ্রীবাস-অঙ্গনে শচীমা-রন্ধনে,
থাক তুমি সদা গোলোকবিহারী,
মম কাছে ক'বে হরি! করিবে ভ্রমণ।

আকুল-পিয়াসা হৃদে মোর জাগে-
'নটন' হেরিতে—কানু-অনুরাগে,
শ্রীরাধার ভাবে 'কৃষ্ণ!' 'কৃষ্ণ!' বলি'
করগো নিমাই তুমি মোহন-নর্ত্তন।

এস হে কৃষ্ণ! পরাণ-সখা! এস হে কৃষ্ণ! এস হে
কি মধুর-নাম জুড়ায় পরাণ মানস-মন্দিরে এস হে!
ব্যথা দাও কত তবু লাগে ভালো-
এ কেমন খেলা প্রিয়তম কালো!
নাম-মাঝে থাকি সদা দাও উকি-
ফাঁকী নাহি মোরে দিও হে!
তুমি যে আমার আমি যে তোমার-
তবে কেন ব্যথা দাও বার বার?
সহেনা বিরহ জ্বলি অহরহঃ-
দরশন প্রভু দাও হে!

(আমি) ব্যথিত পরাণে তোমারি চরণে-
কাঙ্গালেরি বেশে এসেছি।
চাও ফিরে ভাই, দয়াল নিতাই!
কেঁদে দিশেহারা হ'য়েছি॥

নিরাশ হইয়ে উদাসীন বেশে,
স্রোতঃ-তৃণসম চ'লেছি যে ভেসে,
ওহে সংকর্ষণ! কর আকর্ষণ!
অকুল পাথারে প'ড়েছি॥

কই কৃষ্ণ, প্রাণ-সখা! দেখা দাও একবার।
তোমারি বিরহে দেখ সদা বহে অশ্রুধার॥
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত-
সহি আমি যে সতত,
আশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল যে জীবন এবার॥

কেমনে কাটাব কাল-
ব'লে দাও ব্রজদুলাল!
ব্যথা ত' আর সইতে নারি, অসহ্য হ'য়েছে এবার ॥
অপরাধ শত শত-
করি আমি অবিরত,
নিজগুণে ক্ষম মোরে ওহে জগত-আধার ॥
জগতের নাথ তুমি,
জগৎ ছাড়া নহি আমি,
তোমা বিনা সারা বিশ্ব দেখি যে হে অন্ধকার ॥
ওহে প্রিয়তম কালো!
হাত ধ'রে নিয়ে চলো,
কৃপা করি প্রেমের আলো করি সতত বিস্তার ॥

এস শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন!
হিয়া-মাঝে এস বংশীধারী।
(আমার) চির-ব্যথিত চিত কর হে প্রশমিত-
বরষিয়া শান্তির বারি ॥
কিবা রূপ মনোহর! নব-কৈশোর-নটবর,
অলকা-তিলক তব ভালে,
শিরে শিখি-পাখা চূড়া মনোহর!
গুঞ্জিছে অলি চরণ-কমলে,
গলে দোলে বনমালা ভক্ত-বিনোদন,
অধরে মুরলী মন-মোহনকারী।
ধীর-ললিত গতি চিত্ত-বিমোহন,
বামেতে শোভিছে তব রাই-কিশোরী ॥
পীতবসন পরিধান গোপী-ঋণ-কারণ,
কটিতটে পীত-ধড়া ভালি,
মৃদুমন্দ হাস্য শোভিত অধরে-
গুপত কতই চতুরালী,
কাঙ্গাল-পঞ্চানন- পরাণ-রমণ,
জীবনে মরণে তাপহারী।
ধরিয়ে হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-চরণ-
কৃপা মাগে তব ত্রিভঙ্গ-মুরারী ॥

যদি গৌরাঙ্গচন্দ্র হৃদে নাহি এল' (ভাইরে !)—
(আমার) বিদ্যা-যশ-মান জীবন-যৌবন-
সকলি বিফলে গেল।
আমি বিবেক বৈরাগ্য সঙ্গী যে করিব-
তুলসীর মালা পরি,
আমি অবধূত-বেশে যাব' সেই দেশে-
যেথায় গৌরাঙ্গ-হরি,
তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গো !
(আমার) কিছুই ভালো লাগে না গো-
তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গো !
অবধূত-বেশে সাজায়ে দে গো।
আমি নদীয়া-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে-
যাইব' উদাসী হ'য়ে,
যদি মিলে গোরা-নিধি আনন্দ-বারিধি-
আনিব চরণ ধ'রে,
আমি চরণ ধ'রে সেধে আনিব',
সেই পরাণ-গৌরাঙ্গেরে (আমি) চরণ ধ'রে সেধে আনিব'।

জীবন-আঁধারে অকুল-পাথারে-
কে রে আশার আলো জ্বালিল।
মরমের ব্যথা মুছে দিয়ে মোর-
হৃদয়-আসনে বসিল॥

কত দিন তারে ডেকেছি যে আমি,
আসে নাই সে যে বড় অভিমানী,
(এবার) নিদারুণ ব্যথা দিয়ে মোরে সে গো-
ব্যথার মাঝে এসে উদিল॥

বলিহারী যাই কানায়ের খেলা,
নিরাশ করিয়া দেয় আশা-ভেলা,
চতুরচূড়ামণি শ্যাম-গুণমণি-
মন তাহে এবার জানিল॥

মরণ যখন আসিবে ঘিরে-
দেখা দিও মোরে কাঙ্গাল ব'লে।
তোমারি মোহন মূরতি নেহারি-
আঁখি যেন মুদি তোমারি কোলে ॥
কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি !
ভরসা তোমারি শ্রীচরণ-তরি,
মরমের ব্যথা জান' গৌরহরি,
প'ড়ে আছি তব চরণ-তলে।
দেখি নাই কভু আমি যে তোমায়-
তবু প্রাণ মোর তব-পানে ধায়,
নামের সহিত আছ' দয়াময় !
তব-নামে যায় পাষাণ গ'লে ॥

কে গো তুমি নবীন বেশে এলে নদীয়ায় !
'কৃষ্ণ !' ব'লে সদাই গ'লে পড় যে ধরায় ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই 'কৃষ্ণ' বল সর্ব্বজনে,
ব্যাকরণ, ন্যায়—'কৃষ্ণ' শিখাও ছাত্রগণে,
(আবার) কৃষ্ণ-নামের বাজিয়ে বাঁশী-
বেড়াও তুমি জগৎময় ॥

রাধাভাব-কান্তি ল'য়ে ওহে শ্যামরায় !
'স্বমাধুর্য্য' আস্বাদিতে এলে কি হেথায় ?
(আবার) উদ্ধারিতে পাপী-তাপী-
'শুদ্ধাভক্তি' শিখাও সবায়।

'কৃষ্ণ'—পিতা 'কৃষ্ণ'—মাতা করিছ প্রচার,
কৃষ্ণ-প্রেমে ভেসে গেল জগৎ সংসার,
আমি যে ভাই আছি বাকী-
ভাসাও প্রেমে দয়াময় ॥

আহা ! মরি মরি ! কি রূপ-মাধুরী-
যায় রে গৌরাঙ্গ ! হেলিয়া দুলিয়া।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেমে মাতায়ে অবনী-
ভাবের আবেশে চলিছে নাচিয়া ॥

আজানুলম্বিত মালতীর মালা-
শোভিছে গলেতে করি দিক্ আলা,
মলয়-হিল্লোলে দুলিছে দোদুলে,
লুব্ধ-ভ্রমর পড়িছে উড়িয়া ॥

ভালেতে শোভিছে 'তিলক' সুন্দর,
রাধা-নাম লেখা সর্ব্ব-কলেবর,
মধুর-অধরে মৃদু-মধু হাস্য,
ভকত-ভৃঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া ॥

জীব-দুঃখ দেখি গোলোকের হরি-
নেমেছে ভূলোকে ভক্তরূপ ধরি,
রাগ-মার্গে 'ভক্তি' করিয়া প্রচার-
ব্রজ-রস দান করিছে মাতিয়া ॥

কাঙ্গাল 'পঞ্চানন' লইয়ে শরণ-
যাচে তব কৃপা ওহে নারায়ণ !
তুমি বিনা তার না আছে আশ্রয়-
দেখ প্রভু একবার ভাবিয়া ॥

আমারে ত্যজি প্রিয় সুখ পাও যদি-
আমারে ভাল-বেসে কেন সহ বেদনা !
যাই গো দূরে যাই প্রাণের নিমাই !
আমারি তরে কেন তোমার এ লাঞ্ছনা ?

তোমারি 'স্মৃতি' বুকে লইয়া আমি-
হাসিব কাঁদিব দিবস-যামী !
হ'ওনা চঞ্চল ফেল'না আঁখি-জল !
তোমারি সুখ-লাগি আমারি কামনা।

লুটাইনু চরণ তলে !—
যবে হাম পেখনু পুরীধাম-মাঝে-
গৌরাঙ্গ-চরণ-রেখা মন্দিরে বিরাজে,
অবশ হইল তনু অভিনব-রসে,
লুটাইনু চরণ তলে।

শ্রবণ-কুহর-পথে দিল গো ভরিয়া,
গৌর-নাম প্রেম-রস 'কাঙ্গাল' দেখিয়া,
'পাগল' করিল 'নাম' মরমে পশিয়া-
লুটাইনু চরণ-তলে ॥
পুলকে নাচিল 'দেহ' নাম-তরঙ্গে গো!
কাঁদিনু 'গোরা'!' বলি' বিরহ-ব্যথায় গো!
ডাকিনু 'কৃষ্ণ!' বলি' লাজ-মান সব ভুলি',
লুটাইনু চরণ-তলে।
কি শুনিনু ওগো আমি হৃদয়েরি মাঝে!—
'পাপী-তাপী আয় ত্বরা উদাসীন সাজে'
ছুটিনু 'কৃষ্ণ!' বলি' মাখি' গুরু-পদধূলি-
লুটাইনু চরণ-তলে।

হৃদয়-মন্দিরে মম কে আসিল রে!
অনাথেরনাথ নিত্যানন্দ মোর-
এল' কি আঁধার নাশিয়া রে!
চাঁদ-বদন তার 'অমিয়া' ঝরে,
'ভয় নাই কহ গৌর!' বলে সবারে,
নাচে রে বাহুতুলি' 'গৌর' 'গৌর' বলি',
ভুবন ভরিল গৌরাঙ্গ-নামেতে রে!
হরিদাস-সনে নদীয়া-নগরে-
কৃষ্ণ-নাম দেয় প্রতি ঘরে ঘরে,
যাকে দেখে তারে হানিয়া বলে,—
"কলি-জীবের তরে এসেছে গৌরাঙ্গ রে"!
সবার দহিল অভিমান-রাশী,
কৃষ্ণ-নাম মন্ত্র কর্ণ-মূলে পশি',
খোল-করতালে সবাই মাতিল,
কৃষ্ণ-নাম-প্রেমে সব যে ভুলিল রে ॥

'মরণ' আমার হবে গো সখা!
সে কথা যে ভুলে যাই।
তাই দিবানিশি মায়া-মোহ আসি'-
আমারে ঘিরে সদাই ॥

বিবেকের দান

অহঙ্কারে মত্ত থাকি সদা আমি'
ধরা দেখি 'সরা' ওগো অন্তর্য্যামি !
আপনারে ঘেরি যথা তথা ফিরি,
দীন-দুঃখী-পানে কভু নাহি চাই ॥
ধনী বা নির্ধনী না করি' বিচার-
মহাকাল সবে করিছে সংহার,
আঁখি-অন্ধ আমি তবু নির্ব্বিকার !
ভেবে নাহি দেখি কিসে তোমায় পাই ॥

অবধূত-বেশে সুমধুর হেসে-
কে গো যোগি-বর জগত মাতাও !
মুখেতে সদাই 'কানাইয়া' বোল-
নামের আবেশে নেচে চ'লে যাও ॥
রাঙা ও চরণে নূপুর ঝঙ্কার—
বলে,—"পাপী তোর ভয় নাহি আর,
এসেছে কানাই এসেছে বলাই,
নাম-ভিক্ষা দিয়ে কিনিয়া লও ॥"
"প্রেমেরি কাঙ্গাল দুটী ভাই তারা-
ধ'রেছে শিরেতে প্রেমেরি পসরা।
প্রেমেরি কারণ হেথা আগমন,
'হরে কৃষ্ণ হরে' রসনায় গাও ॥"
চিনেছি চিনেছি আমি যে তোমায়-
তুমি মোর প্রভু—নিত্যানন্দ রায়।
বহু-যুগ পরে অবনী-উপরে,
তারিতে পাতকী 'গোরায়' বিলাও ॥

কেন নিঠুর কালা দিলি বিষম-জ্বালা !
দয়া-মায়া গেলি কি ভুলে !
আঁখি মোর ছল ছল পরাণ চঞ্চল-
দিবানিশি হিয়া যে জ্বলে ॥
দিলে ব্যথা কেহ মোরে তোর দিকে চাই,
তুই যদি দিস্ ব্যথা কোথা বা দাঁড়াই,
বুঝিয়া মরম-কথা নে কোলে তুলে ॥

ওহে শুক-শারী! এল' বিভাবরী,
গাও অভিসার-গান।
বাজায়ে বাঁশরী- নিকুঞ্জ-বিহারী,
আকুল করিবে প্রাণ॥

সংসার-অনলে- হিয়া মোর জ্বলে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
যাব' বঁধু-পাশে- যোগিনীর বেশে,
দেখি বাঁচি কি বা মরি॥

পুছিব তাহারে,— "কেন গো আমারে-
ত্যজি কর দূরে বাস।
তোমারি লাগিয়া- ছেড়েছি যে আমি-
সব গৃহ-সুখ-আশ॥"

"ছিল যদি মনে- আমার পরাণে-
বজর হানিবে হেন।
তবে ওগো প্রিয়! ক'য়ে কত কথা-
ভুলালে আমারে কেন॥"

গাঁথিয়া রেখেছি- অশ্রু-পুষ্পহার-
পরাব বঁধুর গলে।
কত বা নিঠুর- দেখিব সে কালা-
যদিও চরণে দলে॥

"হা নাথ!" বলিয়া- কাঁদিয়া কাঁদিয়া-
চরণ দু'খানি তার।
ধোয়াইব আমি- তিনি মোর স্বামী,
নাহি জানি আনে আর॥

তার সুখে সুখ, তার দুঃখে দুখ,
ধর তান শুক-শারী!
জীবনে মরণে- সে মোর দয়িত,
এল' অই বিভাবরী!

ওগো সীতানাথ! জগতের নাথ!
চাহ মোর পানে হইয়ে সদয়।
আঁখি দুটী মোর যাতনা-বিভোর,
তোমারি চরণ আমারি আশ্রয়॥

মহাবিষ্ণু তুমি বিশ্বেরি কারণ-
আনিলে শ্রীকৃষ্ণে করি আকর্ষণ,
এস' পুনরায় তাপিত-ধরায়,
ডাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রয়॥

বৈষ্ণবের গুরু কৃষ্ণলোকে বাস,
যেতে তব পাশ সদা মোর আশ,
বাঞ্ছিত-পূরক! চিত্ত যেন মোর-
রাধা-কৃষ্ণ-দাস্যে মত্ত সদা রয়॥

কাম ক্রোধ আদি অরাতি-নিকর-
করিছে আমায় জর জর জর,
মহাযোগী তুমি ওগো মহেশ্বর!
ভক্তি-যোগ-দান কর দয়াময়॥

কোটী কোটী চন্দ্র জিনিয়া কে তুমি-
ধরণী ভাসাও রূপেরি ছটায়।
দিবানিশি মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে!'
জীবেরি লাগিয়া জীর্ণ-শীর্ণ-কায়॥

পতিত-পাবনী সুরধুনী-তীরে-
পতিতপাবন বহু-যুগ-পরে,
মেখে রাই-রূপ ধরি' অপরূপ-
এলে কি ভূলোকে ওহে শ্যামরায়॥

অনাহারে তব গেছে কত দিন,
অনিদ্রায় আঁখি হ'য়েছে মলিন,
পতিতেরি লাগি ভূমি-শয্যা তব,
না পারি হেরিতে বুক ফেটে যায়॥

'কৃষ্ণ!' বলি' যবে কর গো ক্রন্দন-
লোম-কূপে রক্ত হয় নির্গমন,
কূর্ম্মাকৃতি হ'য়ে লুটাও ধরণী,
আঁখি-বারি ছুটে পিচকারী প্রায়॥

ইচ্ছা যদি কর দেব-বিশ্বম্ভর!
না রহে পাতকী অবনী-ভিতর,
যাচিছে কাতরে দাস 'পঞ্চানন',—
"তার' তার' তার' তার' গো সবায়॥

কে রে ঐ 'গৌর' ব'লে 'পাগল' হ'য়ে নেচে যায়।
জীবের তরে এমন ক'রে উদাস্ প্রাণে শূন্য গায়॥
যায় রে বুঝি পাগ্‌লা নিতাই-
নাম-প্রেমে মেতে রে ভাই,
সে যে মোদের ব্রজের বলাই-
(তাই) এসেছে এই নদীয়ায়।
(তার) গলে দোলে নামেরমালা-
চারিদিক করি উজলা,
(আবার) নামের বাঁশী দিবানিশি-
বাজিয়ে বেড়ায় যথায় তথায়॥
এমন ক'রে কবে কে রে-
সেধে সেধে আঁখি-নীরে-
ভক্তি-ধন বিলিয়েছে রে-
চরণ ধ'রে প্রেমে সবায়॥
পাপের বোঝা নিজে নিয়ে-
বিনিময়ে কেনা হ'য়ে-
কৃষ্ণ-ধন এনে দিয়ে-
দিয়েছে ধরা কে এই ধরায়।
অধম 'পঞ্চানন' বলে,—
"রাখ' নিতাই পদ-তলে,
যদি তব কৃপা মিলে-
(তবে) পরিত্রাণের হবে উপায়"॥

এই ব'লে (চরণ-) রেখা রাজে,—
বৃন্দাবন-মাঝে এই ব'লে চরণ-রেখা রাজে,—
"এস! এস! এস! ছাড়ি গৃহ এস!
থেক'না সংসারে ম'জে॥
আমি যে নিতাই আয় না সবাই-
নিয়ে যাব' সেথা কোন' ভয় নাই,
একবার 'গৌরহরি' ব'লে আয় তোরা চ'লে-
দীন-হীন কাঙ্গাল-সাজে॥
মায়া-মোহ-রসে উন্মত্ত হ'ইয়ে-
কৃষ্ণ-ধন কেন যাস্ পাশরিয়ে,
(এবার) ভক্তরূপ ধরি' এসেছে শ্রীহরি-
(তোরা) ছুটে আয় ন'দের মাঝে॥"

কতই বাসনা ছিল মোর প্রাণে-
মিটিল না প্রভু জীবনে আমার।
কাঁদিতে কাঁদিতে জনম যে গেল-
ক্ষমা কর মোরে জগত-আধার॥

প্রেমের মূরতি ওহে বিশ্বম্ভর!
প্রেম-বরিষণ কর নিরন্তর,
'দাউ' 'দাউ' হিয়া জ্বলিছে আমার-
তুমি বিনা দুঃখ কে বুঝিবে আর॥

বড় সাধ মনে পূজিব চরণ-
ক'র' না বঞ্চিত পতিত-পাবন,
সাধন-ভজন-জ্ঞান-হীন আমি-
নিজ-গুণে কর ভব-সিন্ধু পার॥

অন্তর হ'তে ডেকে মোরে উদাস্ কে যে করে!
অন্ধকারে অশ্রুধারে ভাসি আমি কা'র তরে॥

শ্যামল-মাঠে তটে বাটে যেথা আমি যাই-
কা'র মহিমা বিশ্বভরা দেখিবারে পাই,
পাখীর ডাকে চ'ম্‌কে উঠি-
ভাবি এল' মোর বঁধুটী,
মুখ ফিরিয়ে দেখি সে গো আসে নাই যে কুটীরে॥

ধানের খেতে ঢেউ খেলে যায় আহা মরি মরি!
ফুলের পরাগ মেখে গায়ে উড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী!
মন্দ-মৃদু দক্ষিণ-বায়ে-
ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে,
কেমন ক'রে প্রেমিক-বঁধু রয় যে ভুলে আমারে॥

জ্যোছনা যবে নীল-গগনে উঠে অসীম ছেয়ে-
মনে হয় যে হাস্‌ছে বঁধু আমার পানে চেয়ে,
ব্যথার মাঝে শান্তি দিয়ে-
নিমেষে সে যায় লুকিয়ে,
একলাটী যে ব'সে ব'সে কাঁদি আমি তার তরে॥

আর কত কাল রইব' ব'সে গাঁথি সাধের মালা,
ফুলগুলি সব প'ড়্ছে ঝ'রে হ'য়ে যে উতলা,
এস বঁধু সয়না যে আর-
পরাণে কি বাজেনা তোমার ?
দেখা দেও হে কালো আমার হৃদয় আলো ক'রে ॥

(আমার) প্রাণসখা হারিয়ে গেছে-
এই সুরধুনীর কুলে।
সে যে পাগল-পারা দিশেহারা-
ক'র্ত' মোরে, 'কৃষ্ণ' বোলে ॥

সে যে মজিয়েছে আমায়-
হৃদয়-মাঝে সে সুর বাজে-
দেখা নাহি দেয়,
দাও গো ব'লে সুরধুনী !
দেখা দিতে 'কাঙ্গাল' ব'লে ॥

ভাগিরথি মা গো আমার !
পরাণে কি বাজেনা তোমার ?
সন্তান তব 'গৌর !' ব'লে-
সদাই ভাসে নয়ন-জলে ॥

এসেছে কৃষ্ণ-নামের তরণী-
পারে যাবি কেরে ভাই আয় রে আয়,
বেলা গেল ব'য়ে আঁধার এল' ছেয়ে-
ত্বরা করি তোরা উঠে পড়্ নায়।

চারিদিক্ গেছে নামেতে ভরিয়া-
নাচিছে বিশ্ব 'বিহ্বল' হইয়া,
আকাশ বাতাস বৃক্ষ লতা পাতা-
নামের পরাগ মেখেছে গায়।

গৌর-নিতাই ঐ ডাকিছে সবায়-
পাপী তাপী তোরা আয় ছুটে আয় !
ব্যাকুল হইয়ে 'হা নিতাই !' বলিয়ে-
পড়্ তোরা গিয়ে নিতায়েরি পায়।

গর্জ্জিছে সিন্ধু নাহি কোন ডর্-
'গৌর!' 'গৌর!' বলি এগিয়ে পড়্,
ঢেউগুলি সব শুনি গৌর-রব-
মিশিবে চিরতরে সিন্ধুর গায়।

'কৃষ্ণ!' 'কৃষ্ণ!' বলি' সবে কাঁদ' বার বার।
'গৌর' এনেছে নাম বেদান্তের সার॥

আমরা যেমনি পতিত সে যে তেমনি প্রভু-
সবাইকে দেয় কোল রুষ্ট নহে কভু,
এমন দয়াল প্রভু নাহি দেখি আর॥

কুতর্ক ছাড়িয়া সবে নিষ্ঠা কর তায়,
'গৌর-নিতাই' বল ভাই বেলা যে যায়!
সংকল্প আছে যে নামে সবার উদ্ধার॥

নিয়ে নিতায়ের নাম কর তায় আকর্ষণ,
'গৌর!' 'গৌর!' বলি' পরে কর অশ্রু-বিসর্জ্জন,
অপরাধ হ'য়ে শূন্য লহ কৃষ্ণ-নাম এবার।

কৃষ্ণ-প্রেম নাহি পেল' ভাগ্যহীন 'পঞ্চানন,'
ভক্তিহীন বলি যাচে নিতায়ের শ্রীচরণ,
কর কৃপা হে নিতাই বহুক প্রেম-অশ্রুধার॥

অই বাঁশী বাজে নিকুঞ্জেরি মাঝে-
যমুনা বহে উজান।
বিহগের কুল হ'ইয়ে আকুল-
ভুলিল তা'দেরি তান॥

ময়ুর চাহিল ময়ূরীর পানে-
ওপারের গান শুনিয়া শ্রবণে,
হরিণ ছুটিল হরিণীর লাগি-
শুনাবে বলিয়া শ্যামেরি গান॥

কোকিল-কোকিলা হইল পাগল,
পিয়াস ভুলিল চাতকেরি দল,
বিরহিণী ভুলে নিজ প্রিয়তমে-
প্রকৃতি লভিল নূতন-প্রাণ॥

চারি দিকে নানাকুসুম ফুটিল,
মধু-লোভে অলি আসিয়া জুটিল,
নাশিল সবার মান-অভিমান,
যোগি-ঋষি-মুনির ভাঙ্গিল ধ্যান ॥

ব্রজবাসীগণ কাঁদে অবিরল,
সিকত হইল ব্রজ-ভূমিতল,
'কোথা কৃষ্ণ!' বলি' সবাই ধাইল-
খুঁজিতে প্রাণের বাঁশরী-বয়ান ॥

আশা যদি মোর না মিটিল প্রভু-
আশা বুকে কেন দিলে সারাৎসার?
আমার 'আমি' তুমি তোমারি ত' আমি-
'প্রকৃতি' 'ইন্দ্রিয়' সবই যে তোমার ॥

কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায়-
কোথা যেতে হবে জান' শ্যামরায়,
জানাবে কি মোরে ওহে দয়াময়!
বিতরি করুণা জগত-আধার ॥

দিয়ে গো তুমি পঞ্চভূত-বিকার-
অভিনব-দেহ গড়িলে আমার,
কৃপা করি তাহে মন-সনে প্রভু-
প্রবেশিলে তুমি নাশিতে সংস্কার ॥

সংসার-অনলে দহি' বার বার-
হ'য়েছি যে আমি অস্থি-চর্ম্ম-সার,
ডাকিব' কেমনে ওহে নির্ব্বিকার!
সবিশেষ-রূপে ঘুচাও আঁধার ॥

(হরি!) কেন দিলে মোরে মানব-জনম-
যদি না ভজিল মন তব শ্রীচরণ।

লভিয়া জনম দেখিনু সংসার-
প্রকৃতি হাসিছে নিয়ে রত্নভার-
তাহার মাঝারে তুমি নির্ব্বিকার,
ব্রহ্ম-রূপে মোর হরিলে যে মন।

আত্মীয়-স্বজন দিলে কত তুমি-
কেহ কার' নয় জেনেছি যে আমি,
বিপদ-সাগরে হে হৃদয়-স্বামী!
তুমি যে কাণ্ডারী শ্রীরাধারমণ।

চৌরাশী-লক্ষ-যোনি করিয়া ভ্রমণ-
মিলিল দুর্ল্লভ এ নর-জীবন,
জানিতে তোমায় শাস্ত্রেতে লিখন,
হ'লোনা যে জানা কি করি এখন।

লইনু শরণ দীন-দয়াময়-
'যা কর হে নাথ, অনাথ-আশ্রয়!'
ডাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রয়-
পতিতেরে তুমি পতিতপাবন॥

(আমি) মরমে মরিয়া আছি যে দয়িত!
ফিরে কি গো তুমি আসিবে না।
হৃদয়-কুঞ্জে অলি-কুল আসি'-
গুঞ্জন কি আর করিবে না॥

শূন্য আজি মোর আসন-খানি,
বেদনায় ভরা নীরব-বাণী,
সান্ত্বনা দিতে নাহি কেহ আর-
আছে শুধু তব স্মৃতি-কণা॥

(হে) প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দর!
কত কাল আর দহিবে অন্তর!
দিয়ে দরশন নদীয়া-নাগর-
ঘুচাও এ-ঘোর-যন্ত্রণা॥

আমি বৃন্দাবনে কবে বা যাব'।
কবে বৃন্দাবনে বনে বনে 'কৃষ্ণ!' ব'লে সদা কাঁদিব॥

কবে মাধুকরী ক'রে ব্রজের ঘরে ঘরে-
ফিরিব আমি ভজন-কুটীরে,
কবে নিবেদিয়া 'অন্ন' শ্যামসুন্দরে-
প্রসাদ-গ্রহণ করিব॥

কবে যমুনার জলে করিয়া স্নান-
শীতল হইবে দগ্ধ-মন-প্রাণ,
কবে ব্রজ-রজে আমি দিব গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ-প্রেমে মাতি রহিব ॥

কবে কালিদহের কুলে গিয়ে কুতুহলে-
দেখিব' 'কালীয়' কৃষ্ণ-পাদমূলে,
কবে অষ্টসখী মিলি' খুঁজিছে মাধবে-
গিরি-গোবর্দ্ধনে দেখিব ॥

কবে রাধাকুণ্ড-তটে ভক্তগণ-সনে-
আনন্দে মাতিব হরি-সঙ্কীর্ত্তনে,
কবে শ্যামকুণ্ডে আমি নিরখিয়া শ্যামে-
জীবন সার্থক করিব ॥

কবে দেখিব যমুনা বহিছে উজান-
শুনিয়া মোহন-মুরলীর তান,
কবে বংশী-নিনাদে গিরি-গোবর্দ্ধন-
গলিছে নয়নে হেরিব ॥

কবে কেশীঘাটে আমি করিয়া গমন-
দেখিব কেশীকে হইতে নিধন,
কবে বংশীবটমূলে বাঁশরীবয়ানে-
রাস-নৃত্যে রত দেখিব ॥

কবে ধীর-সমীরে যমুনারি তীরে-
'রাধাকৃষ্ণ' আসি' দেখা দিবে মোরে,
কবে প্রেম-নেত্র লভি' বিশ্বময় আমি-
প্রাণ-কৃষ্ণে মম হেরিব ॥

গৌর মম কর্ণধার, নিত্যানন্দ প্রাণ,
যা'দের সুরে ন'দেপুরে ডেকেছিল বান।
শ্যামল-বনের শ্যামল-ছায়ে-
শ্যামল বিহগ ব'সি-
গাহে কত গান মজাইয়ে প্রাণ,
আঁখি-নীরে আমি ভাসি;
অতীতের স্মৃতি জাগে মোর প্রাণে,
ভেসে যাই কোথা কেহ নাহি জানে,
নদীয়ার গান পশে যবে কাণে-
লভি যে গো আমি নূতন-পরাণ।

(আবার) শ্যাম-সাগরের শ্যামল-জলে-
শ্যাম-ছটা যবে দেখি,
মনে হয় তীরে দাঁড়িয়ে বঁধু-
সেথা বুঝি দিচ্ছে উকি,
কত আশা বুকে লহর তুলিয়ে-
খেলে কত খেলা সদা উছলিয়ে,
নিয়ে যায় মোরে সুদূরের পারে,
উঠে হৃদে মোর প্রেমের তুফান।

জপ্ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'।
জপ্ 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'॥

মন-পাখীরে তোরে বলি,—
বল্‌না! 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি,
(কেন) মায়ায় ভুলে থাকিস্ রে তুই-
বল্‌না আমায় সত্য ক'রে॥

আস্‌লি যবে এ সংসারে-
ব'লেছিলি বল্‌বি 'হরে',
তবে কেন গিয়ে ভুলে-
ডুবালি রে অকুল-পাথারে॥

শোন্ রে ও মন! নীরব হ'য়ে-
ডাক্‌ছে—কানাই, চতুর-নেয়ে,
সে যে বাজিয়ে বাঁশী দিবানিশি-
'পাগল' করে আমারে॥

ধর্ রে গুরুর চরণ ক'সে-
শমন যাবে দূরে ত্রাসে,
'কৃষ্ণ!' ব'লে যা রে চ'লে-
যেথায় বাঁশী ডাক্‌ছে তোরে॥

ভেবে দেখ্ রে কেউ কার' নয়,
মুদ্‌লে আঁখি কোথায় কে রয়!
(তাই) থাক্‌তে সময় ডাক্ রসময়-
নইলে পড়্‌বি বিষম ফেরে।

কাঙ্গাল 'পঞ্চানন' বলে,—
"রেখ' গৌর! চরণ-তলে,
নইলে আমি কেমন ক'রে-
ফিরে যাব' নিজ-ঘরে"॥

কর গৌর ! অঙ্গীকার ছুটে যাক্ অন্ধকার-
কৃষ্ণ-প্রেমে রহি মাতি দিবানিশি আমি।
মোহ-মায়ার পীড়ন যেন সরপ-দংশন-
দগ্ধ করে সদা মোরে ওগো অন্তর্য্যামী॥

পতঙ্গ যেমতি ধায় অনলের পানে-
আমিও তেমতি ছুটী সংসার-কাননে,
জেনেও জানিনে আমি বুঝেও বুঝিনে-
সত্য শুধু তোমার শ্রীচরণ-দু'খানি॥

শান্তি নাহি শ্রান্তি শুধু এ ভব-কান্তারে,
অমোঘ সে কাল-চক্র কে রোধিবে তারে?
রক্ষা কর প্রেমময়! অকুল-পাথারে !
নিরাশ-হৃদয়ে দেব আশা-জ্যোতিঃ তুমি।

বন্ধু নাহি কেহ মোর প্রাণের নিমাই !
বিতর করুণা তব ও প্রাণ-কানাই !
করে ধ'রি' নিয়ে চল' গৃহ-পানে যাই,
সহেনা বিরহ আর হে হৃদয়-স্বামী॥

(যমুনে ও যমুনে !)

কেমন ক'রে কাটাস্ রে কাল, শ্যাম-বিহনে !
দেখে তোর ঐ নীলবারি-
মনে পড়ে বংশীধারী,
কত খেলা খেল্‌ত' সে যে সুমধুর তোর পুলিনে।
তীরে আসি' কাল-শশী-
সন্ধ্যা-সমীরণে বসি',
'জয় রাধে ! শ্রীরাধে !' ব'লে বাজাত' বাশী আপন-মনে।
বাঁশীর মোহন-তানে,
উজানে যেতে যমুনে !
গোপ-গোপী অবাক্ হ'য়ে রইত' চেয়ে এক-নয়নে।
কখন' বা জলকেলি-
ক'র্‌ত' মোর বনমালী,
সখা-সখী সবাই মিলি' ভেসে যেত' প্রেম-তুফানে।
ওপারেতে যারা যেত'-
'শ্যাম' পার ক'রে দিত',
লক্ষ্য তা'দের ছিল যে এক্ চাইত' শ্যামে এক-পরাণে।

কেশী-ঘাটে বংশী-বটে,
কালীদহে তোর তটে-
কত খেলা খেল্‌ত' হরি দিতে প্রেম ব্রজবাসী-গণে।
আশীর্ব্বাদ্ কর্ যমুনে!
'কৃষ্ণ' বিনে মন না জানে,
গৌর-নিতাই চরণ-তরি সার করি যেন জীবনে।

বেলা ব'য়ে যায় রে! ওরে! বেলা ব'য়ে যায়!
ডাক্‌ছে তোদের গৌর-নিতাই-
পারে যাবি আয় রে! ওরে! পারে যাবি আয়!
থাকিস্‌নে রে মায়ার ঘোরে-
হরিনামে ডুবে যা রে,
নইলে পড়্‌বি বিষম-পাকে-
বাঁচা হবে দায় রে! ওরে! বাঁচা হবে দায়।

মহামন্ত্র-নামের সাধন-
কর্‌রে তোরা করি' যতন,
নামের বলে আস্‌বে নেমে-
'কৃষ্ণ' যে ধরায় রে! ওরে! কৃষ্ণ যে ধরায়।

নাম নামী নয় রে ভিন্ন-
ক'রে দেখ্ তন্ন তন্ন,
(তাই) থাক্‌তে সময় পড়্‌রে উঠে-
নামেরভেলায় রে! ওরে! নামের ভেলায়।

ঘুচ্‌বে রে তোর মনের দ্বন্দ্ব-
আসা-যাওয়া হবে রে বন্ধ!
একবার 'কৃষ্ণ' ব'লে পড়্‌রে ঢ'লে-
কৃষ্ণের আঙ্গিনায় রে! ওরে! কৃষ্ণের আঙ্গিনায়।

কাঙ্গাল 'পঞ্চানন' বলে,—
"পড়্‌রে!—নিতাই-পদতলে,
ছুটে যাবে মায়ারনেশা-
মিল্‌বে শ্যাম-রাধায় রে! ওরে! মিল্‌বে শ্যাম-রাধায়।"

—*—

সর্ব্ব-আকর্ষণে 'গ্রন্থ' দিল 'গৌরহরি'।
প্রণমি সবারে আমি 'গুরু' জ্ঞান করি॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥